প্রগতি
প্রকাশন
মস্কো

মারিয়া কলেস্‌নিকভা,
মিখাইল কলেস্‌নিকভ

রিখার্ড জোর্গে



মারিয়া এবং
মিখাইল
কলেস্‌নিকভ

রিখার্ড জোর্গে

মারিয়া কলেস্‌নিকভা,
মিখাইল কলেস্‌নিকভ

রিখার্ড জোর্গে

মারিয়া এবং মিখাইল
কলেস্নিকভ

জোর্গে রিখার্ড

মারিয়া কলেস্‌নিকভা,
মিখাইল কলেস্‌নিকভ

রিখার্ড জোর্গে



Рихард Зорге

মারিয়া কলেস্‌নিকভা,
মিখাইল কলেস্‌নিকভ

রিখার্ড জোর্গে

প্রগতি
প্রকাশন
মস্কো
১৯৮২

অনুবাদ: অরুণ সোম

МАРИЯ КОЛЕСНИКОВА,
МИХАИЛ КОЛЕСНИКОВ

«Рихард Зорге»

На языке бенгали

Maria Kolesnikova,
Michael Kolesnikov,

'Richard Zorge'

In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

К $\frac{11202-618}{014(01)-82}$ 556—82 1203030000

সূচি

গ্রন্থকারদ্বয়ের নিবেদন

অসামান্য গুপ্ত কর্মচারী সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর রিখার্ড জোর্গে সম্পর্কে স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তাঁকে নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। এতে জোর্গের ব্যক্তিত্বের প্রতি, এককালে চীন ও জাপানের ভূখণ্ডে সক্রিয় তাঁর সংস্থার কাজের প্রতি অফুরন্ত আগ্রহেরই পরিচয় মেলে।

রিখার্ড জোর্গে সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচর বাহিনীতে যোগ দেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির তীব্র সঙ্কটকালে। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট, দেশপ্রেমিক, বরাবরই অতি কঠিন, পরম দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তিনি নিজে গ্রহণ করতেন। মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, সমাজবিজ্ঞানী রিখার্ড জোর্গে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষায় সক্রিয় অংশগ্রহণকে অবশ্যকর্তব্য বলে গণ্য করতেন।

জন্মভূমির প্রতি তাঁর কর্তব্য জোর্গে শেষ পর্যন্ত পালন করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফাশিস্ত জার্মানির আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর প্রেরিত সংবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। জোর্গের সংস্থার কার্যকলাপের তীক্ষ্ন অগ্রভাগ পরিচালিত হয় হিটলারের জার্মানির বিরুদ্ধে, জার্মান-জাপান সম্পর্কের উপর তাঁর সংগৃহীত তথ্য প্রতিরোধমূলক চরিত্র অর্জন করে। জোর্গে ছিলেন চীন ও জাপানের জনগণের বন্ধু, আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারক ও বাহক, বিশ্বশান্তির সংগ্রামী।

এই গ্রন্থে রিখার্ড জোর্গের কাহিনী ছাড়াও লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর বন্ধু ও সহসংগ্রামীদের কাহিনী, যে জটিল পরিস্থিতিতে তাঁদের কাজ করতে হয়েছে তার বিবরণ। বিদেশী সাহিত্যে জোর্গের সহসংগ্রামীদের কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সচরাচর ভাসা ভাসা নিরূপিত হয়ে থাকে। অথচ এঁরা ছিলেন অগ্নিগর্ভ ফ্যাসিবিরোধী, যাঁরা জেনেশুনে শান্তিসংগ্রামের আদর্শে সমর্পণ করেছেন নিজেদের সমগ্র জীবন। এমনকি নিরন্তর মৃত্যুর আশঙ্কাও নিজেদের কাজের যাথার্থ্য সম্পর্কে তাঁদের দৃঢ় সঙ্কল্প টলাতে পারে নি।

তাঁরা ছিলেন ভাবাদর্শগত সংগ্রামী, নিঃশঙ্ক ও অকলঙ্ক বীরব্রতী। আর এখানেই তাঁদের কীর্তির মহিমা। পীড়ন, অনাহার, জাপানের কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন — কিছুতেই তাঁদের পৌরুষ অবনমিত হয় নি।

১৯৩০ সনেই চীনের ভূখণ্ডে জোর্গের সংস্থা গড়ে ওঠে, আর ১৯৩৩ সনে তার কার্যকলাপ স্থানান্তরিত হয় জাপানের মাটিতে, যেখানে সরকারের অবিরাম নজর থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ সনের ১৮ অক্টোবর — গ্রেপ্তার হওয়ার দিন পর্যন্ত সংস্থাটি সক্রিয়ভাবে কাজ চালিয়ে যায়। এগারো বছরের সংগ্রাম সংস্থার সদস্যদের আদর্শ শিক্ষাস্থল হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা ভাবাদর্শগতভাবে বিকশিত হন, ইস্পাতদৃঢ় হয়ে ওঠেন, উপলব্ধি করেন পরম আনন্দ — অশুভ তামসিক শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের আনন্দ। এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মিদলের শিক্ষাদাতা, প্রেরণাদাতা ছিলেন রিখার্ড জোর্গে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রফেসর এরিখ করেন্স, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে জোর্গেকে ভালোমতো জানতেন, তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেন: 'রিখার্ড জোর্গে যে-সব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন তাঁদের সকলের উপরই তাঁর প্রভাব ছিল বিপুল। রিখার্ড না থাকলে, আমি আজ যা হয়েছি তা হতাম কিনা কে জানে।'

রিখার্ড জোর্গে, ওজাকি হোজুমি, ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ, মিয়াগি এতোকু মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রাণ বিসর্জন করেন। মাক্স ক্লাউজেন ও আন্না ক্লাউজেন বিজয় দিবস দেখে যান।

এই গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ আছে কারাগারে জোর্গের লেখা নোট, তাছাড়া অন্য যে সব তথ্যোপকরণের আশ্রয় আমরা নিয়েছি সেগুলি হল জোর্গের সহসংগ্রামীদের আর তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিত ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিকথা ও নোট। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রামাণিকতা।

প্রথম খণ্ড



কেন আমি কমিউনিস্ট হলাম

আর দশজনের সঙ্গে খানিকটা পার্থক্যসূচক কিছু আমার মধ্যে ছিল...

জীবনের সূচনাবিন্দু... জন্মস্থান ও জন্মদিনের সঙ্গে তার যে মিল থাকবেই এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রিখার্ড জোর্গে বরাবর ঠিক এই ঘটনাটির উপরই জোর দিতেন যে তাঁর জন্ম হয় রাশিয়ার দক্ষিণে, আপশেরন উপদ্বীপে:

'আমার জন্ম হয় দক্ষিণ ককেশাসে, আর আমার জীবনের এই ঘটনা আমি চিরকাল মনে রাখি।'

প্রথম যে শব্দ তিনি শেখেন তা ছিল রুশ ভাষার শব্দ: চার বছর বয়স অবধি তিনি জার্মান ভাষা জানতেন না। তাঁর মা নিনা সেমিওনভ্না কোবেলেভা ছিলেন বাকু — সাবুণ্চি রেলপথের জনৈক ঠিকা শ্রমিকের কন্যা। নিনা সেমিওনভ্না মানুষ হন আপশেরনে, আপশেরনের বিষণ্ণ সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ ছিলেন, তাই পরবর্তীকালে বিদেশে এসে পড়ায় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জন্মভূমির জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত, আর এই অনুভূতি রিখার্ডের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

তাঁর চৈতন্যের গহনে চিরকালের জন্য থেকে যায় রাশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অনুভূতি, কাস্পিয়ান সাগরের স্নিগ্ধ সবুজ রং আর তুষারাচ্ছন্ন বিশাল ককেশাস পর্বতমালার অনুভূতি। তেলের গন্ধমাখা শিল্পবসতি — সাবুণ্চি, সুরাখানি, রামানি, বালাখানি, বুলবুলি। প্রখর রৌদ্রতাপ, দখিনা বাতাসেও যার কমতি নেই। তেলের এলাকা। সে তেলে জবজব করে পায়ের তলা, তাতে মাখামাখি হয়ে আছে ব্যারাক — শ্রমিকদের দুর্দশাগ্রস্ত বাসস্থান। তক্তায় তৈরী কালো ক্যালো বুরুজ, তেল-চকচকে তেলের হ্রদ, যেখানে অসতর্ক পাখিরা প্রাণ হারায়। রুশ ভাষার সঙ্গে এসে মিশছে আজেরবাইজানীয়, আর্মেনীয়, ফার্সী, জর্জিয়ান, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, সুইডিশ...

মা আর দুই দাদা হেরমান ও ভিল্হেল্মের মুখে সন্ধ্যায় শোনা যেত স্বপ্নাতুর রুশ গানের টানা টানা সুর।

> 'বার্লিনের সাধারণ বুর্জোয়া পরিবারের সঙ্গে বহু দিক থেকে আমাদের পরিবারের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল,' পরবর্তীকালে তিনি লেখেন। 'জোর্গে পরিবারের জীবনযাত্রার একটা বিশেষ ধরন ছিল, আর তা আমার শৈশবের বছরগুলির উপর নিজস্ব ছাপ ফেলে, আমি সাধারণ শিশুদের মতো ছিলাম না।... আর দশজনের সঙ্গে খানিকটা পার্থক্যসূচক কিছু আমার মধ্যে ছিল।...'

এই কারণেই বন্ধু এরিখ করেন্সের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ-আলোচনার সময় রিখার্ড জোর্গে বলতে পেরেছিলেন:

> 'আমি হয়ত বেশি রকমের রুশী, আমি হাড়ে-মজ্জায় রুশী।..'

নিনা সেমিওনভ্না কোবেলেভা ছিলেন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। তাঁর মা-বাবা যখন মারা যান তখন বাইশ বছরের নিনার কোলে ছিল ছয়টি

ভাই-বোন। তাদের খাওয়ানো-পরানো দরকার। এই সময় তাঁর পাণিপ্রার্থনা করে বসলেন তৈলশিল্পে কর্মরত জনৈক জার্মান প্রযুক্তিবিদ, চল্লিশ বছর বয়সী অ্যাডল্ফ জোর্গে। তিনি ছিলেন জমকাল শ্মশ্রুমণ্ডিত, সুপুরুষ, রাশভারি মানুষ। তিনি বিপত্নীক। জার্মানিতে কোথায় যেন আত্মীয়স্বজনের কাছে ছিল তাঁর দুই কন্যা — আমালিয়া ও এমা। নিনা সেমিওনভ্না খানিকটা দ্বিধা করার পর শেষকালে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেলেন। ধর্মমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁরা সাবুণ্ডি গ্রামে এক বড় দোতলা বাড়িতে বসবাস করতে লাগলেন। অ্যাডল্ফ জোর্গে তাঁর কর্মকক্ষে ঝোলালেন নিজের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি: বেটাউয়ের জনৈক যাজক গেওর্গ ভিল্হেল্ম জোর্গে আর তাঁর পত্নী হেড্ভিগা ক্লটিল্ডার প্রতিকৃতি। মহিলারও ধমনীতে প্রবাহিত ছিল স্লাভ রক্ত। গেওর্গ ভিল্হেল্মের প্রতিকৃতি ছিল শিল্পীর হাতে আঁকা। তাঁর পরনে যাজকের পরিচ্ছদ। কর্মকক্ষে বংশভুক্ত কোন ব্যক্তির এহেন প্রতিকৃতি তাঁর রাজভক্তির সেরা পরিচয়পত্র হিশেবে কাজ করতে পারে। আর প্রযুক্তিবিদ অ্যাডল্ফ জোর্গের অভিপ্রায়ও ছিল নিজেকে রাজভক্ত, সাম্রাজ্যের খুঁটি আর সজ্জন বুর্জোয়া রূপে জাহির করা। যাজক মহাশয় আর হেড্ভিগার ছিল দশটি সন্তান, অ্যাডল্ফ জোর্গেরিও সাধ ছিল অতগুলি সন্তানেরই জনক হওয়ার।

তিনি সব সময় নিজের প্রুশীয় নাগরিকত্বের কথা জোর দিয়ে বলতেন, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলতেন না তাঁর পিতা কিংবা পিতৃব্যদের (যাজক গেওর্গ ভিল্হেল্মেরই সন্তানদের) কথা: তাঁর পিতা এবং দুই পিতৃব্যও ছিলেন ১৮৪৮ সনের বিপ্লবের আগে ও পরে সক্রিয় বিপ্লবী। বিপ্লবের কাজ ছিল তাঁদের জীবনের ধ্যানজ্ঞান। এই ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন পিতৃব্য ফ্রিডরিখ। তিনি ছিলেন ১৮৪৯ সনের বাডেন অভ্যুত্থানের অংশগ্রহণকারী, মার্কস ও এঙ্গেলসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অভ্যুত্থান অবদমিত হওয়ার পর তিনি বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করে চলে যান প্রথমে সুইজারল্যাণ্ডে, ইংলণ্ডে, পরে আমেরিকায়। ফ্রিডরিখ জোর্গে হয়ে দাঁড়ান প্রথম আন্তর্জাতিক-এর মার্কিন বিভাগের সংগঠক, আর ১৮৭২ সনে প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসে তিনি নির্বাচিত হন সাধারণ পরিষদের সম্পাদক। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, মার্কস ও এঙ্গেলসের শিষ্য, বহু সমাজতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক রচনার লেখক এই পিতৃব্যের খ্যাতি কূপমণ্ডূক অ্যাডল্ফ জোর্গেকে পীড়িত করত, তাঁর মনে ভীতি সঞ্চার করত; এই পিতৃব্যটি, যাঁকে অ্যাডল্ফ কখনও

চোখে দেখেন নি, দেশান্তরী হয়ে নিউ ইয়র্কে বসবাস করছিলেন, এমন সব পুস্তিকা লিখতেন যাদের বক্তব্য হত: 'জার্মানিতে সমাজতন্ত্র এখনই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণকারী শক্তি অর্জন করছে। এই শক্তি পরাক্রান্ত বিসমার্ককেও কাঁপিয়ে তুলছে। ফ্রান্সে, বেলজিয়মে, হল্যান্ডে, ডেনমার্কে, অস্ট্রিয়ায়, রাশিয়ায়, ইতালিতে ও স্পেনে আর এখন ইংলন্ডে — গোটা সভ্য দুনিয়া জুড়ে সর্বত্র সমাজতন্ত্র শিকড় বিস্তার করছে।... আর সমাজতন্ত্র সমস্ত দুনিয়াকে জয় করবে!..' এমন আত্মীয়ের কাছ থেকে পাথরের প্রাচীর আড়াল দিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় বৈ কি।

অ্যাডল্ফ জোর্গে জার্মানি থেকে রাশিয়ায়, আজেরবাইজানে আসেন ১৮৮৫ সনে। এটা ছিল এমন এক সময়, যখন রথশিল্ড, নোবেল ভ্রাতারা এবং অন্যান্য ইংরেজ, সুইডিশ, ফরাসী ও জার্মান তৈলশিল্পপতিরা ধীরে ধীরে আপশেরন* থেকে রুশ ও স্থানীয় পুঁজিপতিদের হটিয়ে দিতে থাকে। রামানি, সুরাখানি, সাবুণ্চি, বিবিয়েইবা এবং অন্যান্য গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে তৈলসম্পদে পরিপূর্ণ যে সমস্ত জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, জার সরকার সেগুলিকে নিলামে ব্যক্তি-মালিকদের কাছে বিক্রি করে।

শাসকগোষ্ঠীর এমন আচরণে নিদারুণ বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা কী ভাবে খনিবিভাগের কর্মচারীদের বিতাড়ন করে, সীমানাচিহ্ন নষ্ট করে, তৈলকূপ ও খনিগুলি বুজিয়ে অথবা জ্বালিয়ে দেয়, অ্যাডল্ফ জোর্গে তা লক্ষ্য করার সুযোগ পান। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল, কৃষকদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো তৈলশিল্পের শ্রমিকেরা, গুলিগোলার আওয়াজ উঠল।

হ্যাঁ, অ্যাডল্ফ জোর্গে আপশেরনে এলেন এক অস্বস্তিকর সময়ে। প্রতি বসন্তে এখানে দেখা দিত প্লেগের মহামারী। গ্রীষ্মকালে কলেরার প্রকোপ। শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর বাসপরিস্থিতি ছাড়াও তৈলাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব এর কারণ ছিল। ১৮৯২ সনে প্লেগ ও কলেরা — এই দুই মহামারী কাটানোর অভিজ্ঞতা তাঁর হয়। তাঁর ভয় ছিল নিজের জন্য নয় — সন্তানদের জন্য। এখানে চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল কম।

আপশেরনকে অ্যাডল্ফ জোর্গে 'অভিশপ্ত নরককুণ্ড' আখ্যা দেন। কিন্তু এই অভিশপ্ত নরককুণ্ডেই সারা দুনিয়া থেকে মুনাফাশিকারীরা এসে জোটে। বিদ্রোহ, প্লেগ, কলেরা — কোনটাতেই তারা ভীত নয়। রাশিয়া

---

* এই আপশেরন উপদ্বীপেই অবস্থিত ছিল বাকুর তৈলখনিগুলি। — সম্পাঃ

পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেল সরবরাহ করত, বিশ্বের বাজারে প্রথম স্থানাধিকারী দেশগুলির একটি ছিল।

জোর্গে প্রথমে কাজ করতেন তৈল উত্তোলন বুরুজে, পরে কাজ নেন তেলের কারখানায়। তেলের ব্যাপার তিনি বুঝতেন কম, তবে তিনি অধ্যবসায়ী ছিলেন। স্থানীয় রুশ ও আজেরবাইজানীয় কারিগররা তেল নিষ্কাশনের কাজে প্রায়ই বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ছাড়িয়ে যেত। জোর্গে ধীরে ধীরে তাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন।

কিছু অর্থ সঞ্চয়ের পর তিনি তেলের জমি কিনতে শুরু করলেন। পুরো দশ বছর কারখানায় চাকরী করার ফলে তিনি বিশেষ এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হয়েছেন: অনুভব করতে পারেন 'তেলের ধমনী'; নিলামের বাজারে — স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে শয়তান-বাজার — তাঁর দেশের কোন কোন লোক যেমন আশেপাশের সমস্ত তেলের জমি কেনার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ত, তিনি কিন্তু তা করতেন না, অপেক্ষা করে দেখতেন। ঝুঁকি নেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না। জমি আর তেলের কারখানার পেছনে সমস্ত সঙ্গতি ঢালার ফলে শেষাবধি তিনি সাফল্যের অধিকারী হলেন: 'অভিশপ্ত নরককুণ্ড' আপশেরনে গড়ে তুললেন নিজের ছোটখাটো পারিবারিক স্বর্গরাজ্য, হলেন সম্ভ্রান্ত বুর্জোয়া, বড় পরিবারের কর্তা।

১৮৯৫ সনের ৪ অক্টোবর এখানে, এই সাবুঞ্চিতেই জন্ম হয় জোর্গে পরিবারের পঞ্চম সন্তান — রিখার্ডের।

মহান রুশ লেখক মাক্সিম গোর্কি সেকালে সাবুঞ্চিতে এসেছিলেন। তিনি এই শিল্পাঞ্চলের এক উজ্জ্বল বিবরণ আমাদের দিয়েছেন:

'...বুরুজের বিশৃঙ্খলার মাঝখানে মাটিতে মাথা গুঁজে আছে সামান্য বাদামী ও ছাইরঙা যেমন-তেমন পাথর দিয়ে চটপট তৈরী লম্বা লম্বা, নীচু শ্রমিক-ব্যারাক, অনেকটা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আবাসের মতো। মানুষের বাসস্থানের চারপাশে এত নোংরা আর আবর্জনার স্তূপ, গুহার মতো দেখতে ঘরগুলোর ভেতরে এত দৈন্যদশা, এত কাচভাঙা জানলা আমি আর কখনও দেখি নি।'

রিখার্ডের যখন তিন বছর বয়স পূর্ণ হল তখন পরিবার উঠে আসে জার্মানিতে। বার্লিনের পশ্চিম উপকণ্ঠে ভিলমেরস্‌ডর্ফে শহরতলির মানিজেরস্ট্রাসের উপর অ্যাডল্‌ফ জোর্গে একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনলেন, বাগান বানালেন, সচ্ছল বার্ধক্য জীবন যাপন করতে লাগলেন। এর আগে

পর্যন্ত সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে তিনি প্রায় মাথাই ঘামাতেন না, এ কাজের ভার তিনি দিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর উপর। কিন্তু এখন, জন্মভূমিতে আসার পর তিনি ঠিক করলেন পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নিজেই নেবেন, উদ্দেশ্যটা ছিল তাদের মধ্যে প্রকৃত জার্মান মনোভাব সঞ্চার করা। তাঁর পুত্রদের হওয়া চাই বিশ্বস্ত জার্মান নাগরিক, তাদের ধমনীতে যে রুশী রক্তও বইছে — একথা ভুলে যেতে হবে। তিনি তাদের মধ্যে জার্মান নিয়মানুবর্তিতা, ব্যবহারিক বুদ্ধি প্রভৃত পরিমাণে সঞ্চারে তৎপর হলেন। তাঁর মতে, পুত্রদের কাজ হবে পিতার মূলধন বৃদ্ধি করা।

> পরবর্তীকালে রিখার্ড বলেন: 'পিতা ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। তিনি সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেন কিশোর বয়সে লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রভাবে, যখন ১৮৭০-১৮৭১ সনের যুদ্ধের ফলে গড়ে ওঠে জার্মান সাম্রাজ্য। তিনি কেবল যেটা জানতেন তা হল বিদেশে নিজের সম্পত্তি সম্পর্কে আর সমাজে নিজের স্থান সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়া।'

পরিবারে সকলের ছোট বলে রিখার্ড ছিল সকলেরই ভালোবাসার পাত্র, আদর করে তার নাম দেওয়া হয়েছিল ইকা। স্কুলে — 'প্রধানমন্ত্রী'। কেন 'প্রধানমন্ত্রী'? তার কারণ বয়সের অনুপাতে সে ছিল বেশি উন্নত, প্রতি পদক্ষেপে স্বাবলম্বিতার জন্য তার প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যেত।

> 'আমার কপালে বেয়াড়া ছাত্র আখ্যা জোটে, আমি স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলা ভাঙতাম, আমি ছিলাম জেদী, খেয়ালি আর অবাধ্য।'

জার্মানির বিশেষ ব্রত সম্পর্কে, প্রুশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার 'জাতীয় ব্রত' সম্পর্কে, জার্মান জাতির বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পিতার বাগাড়ম্বরে রিখার্ড কোন রকম আগ্রহ বোধ করত না, সেগুলিকে কোন গুরুত্ব সে দিত না।

রিখার্ডের গুরু ছিলেন আরেকজন — তার দাদা ভিল্‌হেল্ম। ভিল্‌হেল্ম তাকে গোপনে তাদের পিতৃব্য ফ্রিডরিখের কথা বলেন। ১৯০৬ সনের ২৬ অক্টোবর সুদূর আমেরিকার মাটিতে ফ্রিডরিখের মৃত্যু হয়। ফ্রিডরিখ ছিলেন কমিউনিস্ট, শ্রমিক শ্রেণীর দুই মহানেতা মার্কস ও এঙ্গেলসের সুহৃদ। ভিল্‌হেল্ম জানান যে, মার্কস, এঙ্গেলস এবং শ্রমিক আন্দোলনের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে ফ্রিডরিখ জোর্গের পত্রালাপের এক সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এই হল সেই বই! ফ্রিডরিখ জোর্গের আরও

রচনা আছে, যেমন 'সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক' নামে একটি পুস্তিকা। এতে জনবোধ্য রীতিতে পরিবেশিত হয়েছে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতবাদ। অবশ্য এই মতবাদ দাদা তেমন একটা ভালো বুঝতেন না, তবে পিতৃব্যের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রিখার্ডের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

দাদা রিখার্ডকে ১৯০৫ সনের রুশ বিপ্লবের কথা বলেন, শ্রমিক মিছিলের উপর জারের গুলিবর্ষণের কাহিনী, বাকুর শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ এবং যুদ্ধজাহাজ 'পতিওম্‌কিন'-এর বিদ্রোহের ঘটনা জানান। পিতা যখন সাবুণ্ডিতে নিজের জমি নিয়ে কী করা যায় সেই চিন্তায় ব্যস্ত তখন দুই পুত্র বিদ্রোহীদের পূর্ণ সাফল্য কামনা করছে।

দাদা নিজেকে রুশ নৈরাজ্যবাদী ক্রপোৎকিনের সমর্থক গণ্য করতেন। রিখার্ডের মধ্যে তিনি যা সঞ্চারের চেষ্টা করেন তা হল তাঁর নৈরাজ্যবাদী কমিউনিজমের তত্ত্ব, সামাজিক বিকাশের মূল করণশক্তিরূপে পারস্পরিক সহায়তা, সমাজবিপ্লবের ফলে উদ্ভব স্বাধীন উৎপাদন গোষ্ঠীর ফেডারেশন... পরস্পরবিরোধী এই সমস্ত মতামত হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ছিল, কিন্তু এ সবই রিখার্ডের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। সে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে চাইল। সে নিজের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এক আবিষ্কার করল: ইতিহাস — কেবল যা ঘটে গেছে তা-ই নয়; ইতিহাস রচিত হচ্ছে এখনও, সকলের চোখের সামনে। ইতিহাসের প্রতি তার ভালোবাসা জন্মাল। মানবসমাজে যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটছে, ইতিহাস হল তা বোঝার চাবিকাঠি। ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রাজনীতির সঙ্গে। যে মানুষ রাজনীতির গতিবিধি বোঝে না, সে অন্ধ। রাজনৈতিক প্রশ্নের প্রতি উদাসীন লোকদের দেখে রিখার্ড অবাক হত। কিন্তু রাজনীতিতে দরকার হয় বিশ্লেষণ ও সাধারণীকরণের ক্ষমতা।

একেক সময় রিখার্ডের মনে হত এ ব্যাপারে তার যেন একটা জন্মগত ক্ষমতা আছে। কিসের পরিণাম কী তা যেন সে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আন্দাজ করতে পারত, আর এই সূক্ষ্মদর্শিতা তার শিক্ষকদের এবং বন্ধুবান্ধবদেরও তাক লাগিয়ে দিত। এই কারণে তার ডাকনামই হয়ে যায় 'প্রধানমন্ত্রী'। তার সমস্ত রকম দুরন্তপনা, রাজনীতি, ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা বাদে যাবতীয় বিষয়ের প্রতি তার অবহেলা ক্ষমার চোখে দেখা হত, যেহেতু লোকে তার মধ্যে দেখতে পায় এমন এক গভীর, গম্ভীর স্বভাব, যার সামনে উন্মুক্ত

হয়েছে অজ্ঞাতপূর্ব দিগন্ত। শারীরিকভাবে সে ছিল বিকশিত, সে শ্রমিক ক্রীড়াচক্রে নাম লেখায়, নিয়মিত সেখানে যেত। অতি বেপরোয়া দাঙ্গাবাজও তার মুষ্টিকে ভয় করত।

পনেরো বছর বয়সে সে কান্টের মতবাদ আয়ত্তকরণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না, আর তাই রিখার্ড তখন সবকিছু আবার সেই গোড়া থেকে, তথা প্রাচীন দর্শন ও দর্শনের ইতিহাস থেকে শুরু করল।

> 'ইতিহাসে, সাহিত্যে, দর্শনে, সমাজবিদ্যায় ক্লাসের যে কোন ছাত্রের তুলনায় আমার জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। অন্যান্য বিষয়ে আমি ছিলাম মাঝারি স্তরেরও নীচে। দীর্ঘকাল ধরে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করি। আমার বয়স যখন পনেরো বছর পূর্ণ হল তখন গ্যেটে, শিলার, লেসিং, ক্লপ্স্টক, দান্তের মতো 'কঠিন কঠিন' লেখকদের প্রতি আমি প্রবল আগ্রহ অনুভব করতে থাকি।'

মানুষের চরিত্র অনুধাবনের 'প্রবল তৃষ্ণা' রিখার্ড জোর্গের ছিল। সে তাদের সকলকে মনে রাখতে পারত, যেহেতু তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। স্থান, বস্তু আর রূপের স্মৃতি, অনুভূতি, শব্দ ও ঘ্রাণের স্মৃতি — সমস্ত রকমের স্মৃতিশক্তিরই সে অধিকারী ছিল। একবার পঠিত কোন বিষয় সে অবিকল পুনরাবৃত্তি করতে পারত।

এই বয়সেই সে তার জীবনের মূলমন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তার মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় দান্তের বাণী: 'Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!' ('যে যা বলে বলুক, তোমার আপন পথে চল!')

১৯১১ সনে অ্যাডল্‌ফ জোর্গের মৃত্যু হয়।

...রিখার্ড হয়ে পড়ল কুনো স্বভাবের, সে দুরন্তপনায় আগ্রহ হারাল। এখন সে হল আরও পরিণত বয়স্ক। তার কৈশোর উত্তীর্ণ হল। আগে তার যেখানে আগ্রহ ছিল অপরের মানস জীবনের প্রতি, এখন সেখানে সে প্রবৃত্ত হল আত্মসমীক্ষায়। আগের মতোই রাজনীতির প্রতি গভীর আগ্রহ তার রয়ে গেল, সে বুঝতে পারে যে বিশ্বে ভয়ংকর ঘটনা আসন্ন হয়ে উঠছে। পত্র-পত্রিকায় ঘন ঘন লেখা হতে থাকে মরোক্কোর কথা, যেখানে সংঘর্ষ বাধে জার্মানি ও ফ্রান্সের স্বার্থের; ফরাসী প্রেসে জরুরী প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় জার্মানির অধিকৃত অ্যালসেস ও লোরেনের প্রশ্ন; জার্মান সাংবাদিক

ও রাজনীতিবিদরা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করেন যে জার্মানির প্রধান শত্রু হল ইংলণ্ড এবং অস্ত্রবলে তাকে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বাজারে কোণঠাসা করার সময় এসেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে বল্টিক উপকূল অঞ্চল, ফিনল্যাণ্ড ও ইউক্রেন ছিনিয়ে নিয়ে ককেশাসে জাঁকিয়ে বসতে পারলে মন্দ হত না...

বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল।

১৯১৪ সন: বিশ্বযুদ্ধ

রিখার্ড তখন বার্লিনের রিখ্‌টারফেল্ড জেলার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁর বয়স উনিশ। গরমের ছুটিটা তিনি সুইডেনে কাটাবেন বলে ঠিক করলেন। এই দেশটা তাঁকে সর্বদা প্রলুব্ধ করত। এখানে, সুইডেনে থাকতে তিনি যুদ্ধসূচনার সংবাদ পান। সারায়েভোতে গুলিবর্ষণের পর ১৯১৪ সনের ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে অস্ট্রো-হাঙ্গেরি যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাশিয়ার জার সরকার ব্যাপক সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ জারী করল; এই ঘটনাকে অছিলা করে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তার তিন দিন বাদে করল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে; এদিকে ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানির বিরুদ্ধে...

রিখার্ড জোর্গে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, শেষ স্টীমারে চেপে তিনি সুইডেন পরিত্যাগ করলেন। স্টীমার যখন ধীরে ধীরে স্টকহোল্ম থেকে কীলের দিকে এগিয়ে চলছিল সেই সময় রিখার্ড গোটা ঘটনাটি মনে মনে বিচার করতে লাগলেন। যুদ্ধের জন্য দায়ী কে?..

'স্কুলে আর আমি ফিরলাম না, ফাইনাল পরীক্ষাও দিলাম না, সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে গিয়ে নাম লেখালাম। এ কাজে আমি যে প্রবৃত্ত হলাম তার কারণ? নতুন জীবন শুরু করার, স্কুল পর্বের সমাপ্তি টানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, যে জীবন আঠারো বছর বয়সী কিশোরের কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হচ্ছিল তা থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস। যুদ্ধের ফলে যে সাধারণ উত্তেজনা উদ্রিক্ত হয় তারও গুরুত্ব ছিল। আমার সংকল্পের কথা আমি বন্ধুবান্ধবকে, মা'কে বা অন্য কোন্ আত্মীয়স্বজনকে — কাউকেই জানালাম না।'

যুদ্ধের প্রথম দিনেই দাদার ডাক পড়ে, তাঁকে পাঠানো হয় পূর্ব প্রাশিয়ায়।

রিখার্ড বার্লিনের উপকণ্ঠস্থ এক সামরিক বিদ্যালয়ে তালিম নিলেন।

ছয় সপ্তাহের তালিমের পর শিক্ষা সমাপনকারী গোটা দলকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফ্রণ্টে, বেলজিয়মে। এখানে, ইজের নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে তুমুল লড়াই চলে। দশ দিন ধরে চলল অবিরাম আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ। রক্ত আর মৃতদেহ। মৃতদেহের স্তূপ। ট্রেঞ্চের ভেতরে, কাদার মধ্যে পথে আছেন সৈনিক রিখার্ড জোর্গে। দু'সপ্তাহ হতে চলল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। দিনরাত গুলিগোলার আওয়াজ — কামাই নেই। প্রান্তরটা টেবিলের মতো সমান। না আছে কোন টিলা, না ছোটখাটো বন। সমুদ্রের কাছ থেকে উদ্ধার করা সমভূমি। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জায়গাগুলি মধ্য ইউরোপ থেকে পশ্চিমের ওপর আক্রমণ চালানোর এলাকা। জোর্গে যুদ্ধ সম্পর্কে ভাবেন:

> 'এই রক্তক্ষয়ী লড়াই আমার এবং আমার ফ্রণ্ট-সঙ্গীদের মনে প্রথম, পরন্তু নিদারুণ অস্থিরতার অনুভূতি সঞ্চার করল। শুরুতে যুদ্ধের ব্যাপারে যোগদানে আমার পুরোমাত্রায় আগ্রহ ছিল, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম অ্যাডভেঞ্চারের। এখন কিন্তু শুরু হল নীরবতার ও চৈতন্যোদয়ের পর্ব...'

এই হল যুদ্ধ সম্পর্কে রিখার্ড জোর্গের প্রথম অনুভূতি। যুদ্ধকে তিনি ঘৃণা করতে শুরু করলেন। কিন্তু এখানে, ফ্লাণ্ডিয়ার প্রান্তরে, ট্রেঞ্চের ভেতরেও বজায় ছিল তাঁর বিশ্লেষণের ক্ষমতা, ঘটনার মর্মোপলব্ধির ক্ষমতা। তিনি যুদ্ধকে বুঝতে চাইলেন।

> 'ইতিহাস থেকে আমার যা যা জানা ছিল আমি স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে সে-সবের অনুসন্ধান করে চললাম এবং গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হলাম। আমার মনে হল এই যে ইউরোপে অসংখ্য যে-সমস্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে, তাদেরই একটিতে, যার ইতিহাস কয়েক শ বছরের — তা-ও নয় — কয়েক হাজার বছরের, এমনই এক যুদ্ধক্ষেত্রে আমি যোগ দিয়েছি! মনে হল এমনি করে একের পর এক যাদের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, সেই যুদ্ধগুলি কী অর্থহীনই না ছিল! আমারও আগে কতবার ফ্রান্স আক্রমণের মানসে এখানে, বেলজিয়মে জার্মান সৈন্যরা লড়াই করে গেছে!

কতবারই না জার্মানিতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে ফ্রান্স এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর এখানে আগমন ঘটে! কিসের স্বার্থে অতীতে এই যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয় তা কি লোকের জানা আছে? আমি ভাবনায় ডুবে গেল্যম: এই নতুন আগ্রাসী যুদ্ধে নামানোর পেছনে কোন গূঢ় কারণই বা উৎসাহ সঞ্চার করছে? আবার কার ইচ্ছে জাগল এই এলাকা, খনি, কলকারখানা অধিকার করার? কার সাধ হয়েছে মানুষের জীবনের মূল্যে নিজের এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির? আমার ফ্রন্ট-সঙ্গীদের কেউই এটা আত্মসাৎ করতে চায় না, দখল করতে চায় না। ওরা কেউই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্যও জানে না, আর বলাই বাহুল্য, তা থেকে এই কশাইখানার যে অর্থ বেরিয়ে আসে তা বোঝে না।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকদের তাড়াতাড়ি অফিসার করে নেওয়া হল। তারা বাদবাকিদের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ভারিক্কি চালে চলত, সৈন্যদের 'ছাইরঙা গোরু-ভেড়ার পাল' বলে গণ্য করত। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ — এই দুই বর্ণ গড়ে উঠল। বেশির ভাগ সৈন্যই মাঝবয়সী; তারা ছিল শ্রমিক অথবা হস্তশিল্পী, তারা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিল, সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করত।

হাম্বুর্গের জনৈক প্রবীণ রাজমিস্ত্রী কেন যেন সঙ্গে সঙ্গে রিখার্ডকে আস্থার সঙ্গে গ্রহণ করল, সে হয়ে দাঁড়াল রিখার্ডের প্রথম খাঁটি রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা। সে ছিল তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী, জানতও অনেক। জীবনের অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা তার ওপর দিয়ে গেছে: ছিল বেকার, যুদ্ধ সবে যখন আসন্ন হয়ে ওঠে তখন যুদ্ধের বিরোধিতা করায় এবং ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। সে তাঁকে জার্মানিতে শ্রেণী-সংগ্রামের বিবরণ দেয়, রাইখস্টাগে ক্রেডিটের পক্ষে ভোট দেওয়ায় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতৃত্বের প্রতি, শাইডেমানের 'জঙ্গী সমাজতন্ত্রের' প্রতি শ্রমিকদের অনাস্থার কথা বলে। শ্রেণীভিত্তিক শান্তি নেই এবং তা হতেও পারে না। জার্মান জনগণের শত্রু অবস্থান করছে খোদ জার্মানিতেই — সে শত্রু হল জার্মান সাম্রাজ্যবাদ, জার্মানির সামরিক পার্টি, জার্মানির গোপন কূটনীতি। স্বদেশে এই শত্রুকে দমন করাই হবে জার্মান জনগণের কাজ।... 'বিপ্লবী নিশ্চলতা' হল কাউট্স্কি, শাইডেমান, নস্কে এবং অন্যান্য সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের ধাপ্পাবাজী।

এই রকম আলাপ-আলোচনার পর অনেক কিছুই জোর্গের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

১৯১৫ সনের গোড়ায় ফরাসীরা যখন অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের প্রথম লাইন অধিকার করে তখন হাম্‌বুর্গের রাজমিস্ত্রী নিহত হয়।

এই রকম এমন এক যুদ্ধে রিখার্ড জোর্গে প্রথম গুরুতর আঘাত পান—ডান কাঁধে। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বোনেরা দেখা করতে এলেন, মা এলেন। তাঁদের কাছ থেকে জোর্গে জানতে পারলেন যে বার্লিনে অশান্তি চলছে: নগরবাসীরা উত্তেজিত। জীবনযাত্রার মান এত নীচে নেমে গেছে যে শিগগিরই খাওয়ার কিছু থাকবে না। এ-ই হল সরকারপ্রবর্তিত দুর্ভিক্ষতন্ত্র। কালোবাজারের শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, এখানে অবশ্য টাকা থাকলে যা চাও তা-ই কেনা যায়। কিন্তু টাকা নেই।

জোর্গে লিখছেন:

> 'যুদ্ধের সূচনাপর্বে যে উদ্দীপনা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব প্রসার লাভ করেছিল তা মিলিয়ে গেল। যে মুহূর্তে আকাশছোঁয়া মুনাফার প্রবাহ ছুটল, অমনি শুরু হয়ে গেল যুদ্ধকালীন অশুভ কূটকৌশল, সামরিক রাষ্ট্রের এত যে উঁচু আদর্শ ছিল তা ধীরে ধীরে পশ্চাদ্ভাগে সরে যেতে লাগল। তার বদলে স্থান জুড়ে বসল বৈষয়িক স্বার্থ, যা অর্জন করার মধ্যেই নিহিত ছিল যুদ্ধের লক্ষ্য, অবিরাম চলল জার্মানির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং চিরকালের জন্য ইউরোপে যুদ্ধ অবসানের মতো রীতিমতো সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যের প্রচার।'

ঠিকই, জার্মান জাতির আত্মিক শক্তি সম্পর্কে বার্লিনে কেউ আর কোন কথা বলে না।

এখানেও, হাসপাতালের বেড্‌-এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় যুদ্ধের ব্যাপার অনুশীলন ও বিশ্লেষণ থেকে জোর্গে নিবৃত্ত হলেন না। অন্য এক আহত সৈনিক—বিশ বছর বয়সী এরিখ করেন্‌সের সঙ্গে তাঁর তুমুল বাদবিতণ্ডা চলে। এরিখ ঐ বছরই জুনে আহত হন, তাঁকে ইউনিট হাসপাতালে পাঠানো হয়, প্রথমে পূর্ব প্রাশিয়ায়, পরে বার্লিনে। রাতের বেলায় তাঁরা কাব্য পাঠ করতেন, জার্মানির পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা করতেন, স্বাধীনতার কথা হত, সমাজে মানুষের স্থান সম্পর্কে, জীবনের প্রতি

সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা হত। কয়েক মাস তাঁরা একই সঙ্গে হাসপাতালে ছিলেন। ঐ সময় তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চিরকালের জন্য অনুরাগ জন্মায়। (পরবর্তীকালে বহু বছর তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ চলবে। এরিখ করেন্‌স হবেন বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মী—গণতান্ত্রিক জার্মানির জাতীয় ফ্রন্টের জাতীয় পরিষদের সভাপতি, হবেন একজন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী। তবে জোর্গে তা কখনই জানতে পাররেন না।)

করেন্‌সের কথায়, 'রিখার্ড সব কিছুতেই আগ্রহ বোধ করতেন। তিনি ছিলেন প্রাণবান, উৎসাহী মানুষ। বিশেষত তাঁকে আকর্ষণ করত রাজনীতি ও সাহিত্য। তিনি প্রায়ই বলতেন 'স্রেফ নিজের জন্য জীবনধারণের' বাসনা তাঁর নেই। তাঁর অভিপ্রায় ছিল এমন এক মহান উদ্দেশ্যসাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেন যা নিঃশেষে তাঁর সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে থাকে। রিখার্ড ব্যাকুল হয়ে এই পথের সন্ধান করেন, জীবনে নিজের স্থান সন্ধান করেন।' তবে সবচেয়ে বড় কথা হল যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে তখন তর্কবিতর্ক চলে: যুদ্ধের প্রতি ব্যক্তিগত মনোভাব, যুদ্ধকে কী ভাবে বোঝা যায়। হ্যাঁ, রিখার্ড যুদ্ধকে বুঝতে শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক ঘটনা রূপে। সে ঘটনার ভিত্তি হল শোষক শ্রেণীবর্গের রাজনীতি, অর্থনৈতিক কারণ, ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য। কেন সংঘটিত হল এই বিশ্বযুদ্ধ? সংঘটিত হল এই কারণে যে গড়ে উঠেছে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত সাধারণ কোন এক নিয়মের বশবর্তী, তা নিয়মানুগ। কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে কি চলা যায়, এড়ানো যায় কি তাকে?.. তিনি বুঝতে পারলেন যে অন্য কারও সহায়তা ছাড়া, বিশেষ সাহিত্য পাঠ ছাড়া যুদ্ধের মর্মবস্তু সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করতে পারবেন না, মাথার ভেতরে যা ভাসা ভাসা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে তা সূত্রবদ্ধ করতে পারবেন না। এই নরমেধযজ্ঞের যারা সূত্রপাত করেছে আপাতত ছিল কেবল তাদের প্রতি ঘৃণা।

হাসপাতালের চিকিৎসার পর তিনি দীর্ঘ ছুটি পেলেন।

স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রিখার্ড ভর্তি হলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগে। এ ধরনের পদক্ষেপের কারণ? গত কয়েক বছরে তিনি বড় বেশি রকমের রক্তপাত ও দুঃখকষ্ট দেখেছেন। যুদ্ধে তিনি খুনী না হয়ে হতে চেয়েছিলেন উদ্ধারকর্তা। ক্লাসের একটা বক্তৃতাও তিনি বাদ দিতেন না। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল শল্যচিকিৎসার প্রতি, কিন্তু প্রথম কোর্সে সে রকম কিছুই ছিল না। অচিরেই জোর্গে বুঝতে

পারলেন যে চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁর বৃত্তি নয়। তিনি চিকিৎসা করতে চান সমগ্র সমাজের, পৃথক পৃথক মানুষের নয়। এই কারণে চিকিৎসাশাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে রত হলেন স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন অধ্যয়নে, রাজনৈতিক পার্টিসমূহ ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অধ্যয়নে। রিখার্ডের বয়স তখন উনিশ।

এখন রাজনীতির সারমর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে তাঁর বোধ হতে তাঁকে হঠাৎ আবার আকর্ষণ করল ফ্রন্ট: তাঁর মনে হল সৈন্যদের বুঝিয়ে বলা দরকার।... রিখার্ড জোর্গে ছুটি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই ফৌজী ইউনিফর্ম গায়ে চাপিয়ে নিজস্ব ইউনিটে ফিরে এলেন। তাঁর ফ্রন্ট-সঙ্গীদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই তখন টিকে ছিলেন। এই অল্প কয়েকজনই রিখার্ডকে ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন করলেন: যুদ্ধ কি অনন্তকাল ধরে চলবে? শেষ করার সময় এসেছে।... কিন্তু যুদ্ধ তখন সবে সত্যিকারের বিস্তার লাভ করতে চলেছে। অচিরস্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল, যুদ্ধ দীর্ঘমেয়াদী চরিত্র পরিগ্রহ করল। ১৯১৫ সনে প্রধান ফ্রন্ট হয়ে দেখা দিল রুশ ফ্রন্ট। এখানে নৃশংস লড়াই চলে। রিগা থেকে পশ্চিম দ্ভিনা হয়ে, বারানভিচি ও দুব্নোর ভেতর দিয়ে স্ত্রিপা নদী পর্যন্ত চলে গেছে এই ফ্রন্ট। ১৯১৫ সনের শরৎকালে এখানেই পাঠানো হল সেই গোলন্দাজ রেজিমেণ্টকে, যে রেজিমেণ্টে তখন জোর্গে কাজ করছিলেন।

জোর্গে রুশভূমির ওপর দিয়ে চলছিলেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যান নি যে হল তাঁর মাতৃভূমি। রাশিয়া।... গুলিগোলায় দগ্ধ গ্রাম, কাতারে কাতারে শরণার্থী। বিশাল ভস্মস্তূপ। না, বিজেতার ভূমিকায় রুশদেশের মাটিতে পদার্পণের ইচ্ছা রিখার্ডের ছিল না।... এই এক বছরেই জার্মানি দশ লক্ষ মানুষকে হারিয়েছে। অথচ কী লাভ তার হয়েছে? গোপন অস্ত্র — বিষাক্ত গ্যাসও তার কোন কাজে এলো না। এখানে, প্রাচ্যে সে বাধ্য হল প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধে। কিন্তু প্রতিরক্ষার সময়ও সৈন্যেরা আহত হয়, নিহত হয়।

একদিন ভয়ঙ্কর ঘর্ঘর শব্দে রিখার্ডের ঘুম ভেঙে গেল। গুলিগোলার নানারকম আওয়াজে তিনি অভ্যস্ত হয়ে এলেও এমন আওয়াজ শোনার অভিজ্ঞতা তাঁর আর হয় নি। মাটি কাঁপছিল, কাঠের গুঁড়ি দেওয়া চাল ভেদ করে ঝুরঝুর করে এসে পড়ছিল মাথার ওপর। দেখতে দেখতে গুঁড়িগুলো নড়বড় করে উঠল, নীচে নেমে আসতে লাগল। রিখার্ড দরজার দিকে ছুটে গেলেন, এদিকে কয়েক শ মন ওজনের ঝুরঝুরে মাটি নিয়ে ছাদ আর কাঠের

গ‍ুঁড়ি তাঁর ওপর নেমে আসছে ত আসছেই। তিনি দরজা ধরে টানাটানি করলেন, দরজায় ধাক্কা মারলেন, গোটা শরীর দিয়ে গ‍ুঁতো মারলেন, শেষকালে বুঝলেন, ঢোকার মুখ মাটিতে বুজে গেছে। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। সংজ্ঞা যখন ফিরে এলো তখন দেখতে পেলেন নক্ষত্রখচিত আকাশ, তাঁর কানে এলো রুশ ভাষায় কথাবার্তা। কিছু বাদে উপলব্ধি করলেন ব্যাপারটা কী ঘটেছিল: ভারী গোলা চালের ওপর এসে পড়ায় গ‍ুঁড়ি ওপরে উঠে যায়। রুশীরা কথাবার্তা বলার পর চলে গেল। তিনি পড়ে রইলেন, তাঁর নড়তে চড়তে ভয় হচ্ছিল। এর দুদিন পরে রিখার্ড যখন ট্রেঞ্চে বসে ছিলেন তখন গোলার টুকরো লেগে আহত হলেন।

আবার রিখার্ড বার্লিনের হাসপাতালে। দ্বিতীয়বারের আঘাত। একটুর জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। ১৯১৬ সনের ফেব্রুয়ারি। এমন কনকনে শীতকাল ক্বচিৎ দেখা যায়। বার্লিনে — দুর্ভিক্ষ, এখানে প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে, কাইজার ভিল্‌হেল্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা চলছে, গোপনে লোকজনের হাতে হাতে বিলি হচ্ছে 'যুব আন্তর্জাতিক' পত্রিকা, যেখানে ছাপা হয়েছে 'সমরবাদের বিরুদ্ধে' শিরনামার এক প্রবন্ধ। প্রবন্ধের নীচে নাম স্বাক্ষর করেছেন কোন এক 'আপসহীন', তবে অনেকেই জানে যে এর লেখক হলেন কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট এবং তাঁর নামে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তহবিল গড়ে উঠছে। গোপনে সংগঠিত হল যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত 'স্পার্টাকাস' গোষ্ঠী*। লিব্‌ক্লেখ্‌টকে জানতেন এবং নিজেদের লিব্‌ক্লেখটের সহযোগী ও অনুসারী বলে গণ্য করতেন এমন দুজন সৈনিকের সঙ্গে জোর্গের পরিচয় হল।

'ফ্রন্ট-সঙ্গীদের পরিবারবর্গের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম এবং বহুবিধ শ্রেণীভুক্ত লোকজনের জীবন আমি জানতাম। তাদের মধ্যে ছিল সাধারণ শ্রমিক পরিবার, আমার আত্মীয়স্বজন, যারা ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; অত্যন্ত ধনী পরিবারের পরিচিত

---

* 'স্পার্টাকাস গোষ্ঠী' — জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিপ্লবী অংশকে ঐক্যবদ্ধকারী এক প্রচারমূলক দল। ১৯১৮ সনের নভেম্বরে রূপান্তরিত হয় 'স্পার্টাকাস লীগে'। ১৮১৮ সনের ডিসেম্বরের শেষ দিকে স্পার্টাকাস-পন্থী ও র‍্যাডিকালদের নিখিল জার্মান সম্মেলনে গঠিত হল জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি। — সম্পাঃ

লোকজনও ছিল। বুর্জোয়ারা ক্রমেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে জার্মান শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত তত্ত্ব। তথাকথিত 'জার্মান শ্রেষ্ঠত্বের' প্রতিভূ এই দর্পিত, নির্বোধ দলটি যা করত আমার কাছে সে সব অসহ্য ঠেকত। রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও এই সময় দেখা গেল এমন সমস্ত লোকজন যাঁরা যুদ্ধের ব্যাপারে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলেন। ফলে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। প্রথম বারের ছুটির সময় থেকে এবারে আমার অসন্তোষ ছিল আরও বেশি। আমি আবার ফ্রণ্টে যাওয়ার অনুমতি নিলাম...'

যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে নামার চিন্তা তখনও তাঁর মনে উদয় হয় নি। আপাতত তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, অনুসন্ধান করলেন, কান খাড়া রাখলেন — আর ঘৃণা করতে শিখলেন সেই সব লোককে যারা যুদ্ধের পক্ষে উন্মত্ত প্রচারকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল, যারা আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত বামপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের অপদস্থ করত, যারা লম্বাচওড়া বক্তৃতা দিয়ে সৈন্যদের জঙ্গী মনোভাব চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করত এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জার্মানির কী কী করা উচিত সে সম্পর্কে গালভরা বুলি আওড়াত। কিন্তু প্রতিবারই তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চিত হন যে সৈন্যসাধারণ বক্তৃতাবাজদের আর বিশ্বাস করছে না, বরং যারা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, শোভিনিস্ট ও সোশ্যাল-বিশ্বাসঘাতকদের উগ্র স্বাদেশিকতার মুখোশ খুলে দিচ্ছে, তাদের আচরণকেই সমর্থন জানাচ্ছে।

রিখার্ড জোর্গে যেন কিছু একটা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

'আমার অভ্যাস ছিল নীরবে এই সব তর্কবিতর্ক শুনে যাওয়া, নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতাম কেবল প্রশ্ন করার মধ্যে।... কিন্তু ধীরে ধীরে এমন একটা মুহূর্ত এগিয়ে আসছিল যখন বাইরের পর্যবেক্ষকের মনোভঙ্গি পরিত্যাগ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠল...'

আবার অফুরন্ত প্রান্তর, বন ও জলাভূমি, অগ্নিদগ্ধ গ্রাম, গোলাবর্ষণের আওয়াজ... এ হল রাশিয়ার উত্তরাঞ্চল।

রিখার্ড জোর্গে হালকা গোলন্দাজবাহিনীতে কাজ করেন। সারি সারি কামান একেবারে প্রস্তুত। কামান দাগা হচ্ছে। পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে সেনাধ্যক্ষ টেলিফোনযোগে কম্যান্ড পাঠাচ্ছেন। কামানবাহিনীর সিনিয়র অফিসার লক্ষ্য করছেন 'নম্বরদের' কাজ ঠিকমতো চলছে কিনা। 'নম্বর' বলতে বোঝাচ্ছে জোর্গে ও তাঁর সঙ্গীদের। গোলা লক্ষ্যে গিয়ে পড়ছে কিনা তা অবশ্য ওঁদের অজ্ঞাত।

ঐ দিন শত্রুপক্ষের ভারী কামানব্যহিনী তাঁদের কামানবাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণ করল। সকলে ট্রেঞ্চের দিকে ছুটল। কিন্তু বেশ দেরি হয়ে গেছে। গোটা দল থেকে বেঁচে যান কেবল জোর্গে। কিন্তু তিনিও গুরুতর আহত হন। দুটো গোলার টুকরোর আঘাতে কাঁধের হাড় ভেঙে যায়, একটা এসে বেঁধে হাঁটুতে। সংজ্ঞা যখন ফিরে এলো তখন তিনি ফিল্ড-হাসপাতালে। রক্তক্ষয়ের দরুন তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁকে হাসপাতাল-ট্রেনে ওঠানোর মতো ভরসা পাওয়া গেল না। ভর্তি করা হল কনিগ্‌স্‌বার্গের হাস-পাতালে।

আহত রিখার্ড এক দরদী সিস্টারের প্রেমে পড়লেন। জোর্গে তাঁর ডায়েরীতে এই সিস্টারের নাম উল্লেখ করেন নি। তিনি যখন প্রলাপের ঘোরে ছটফট করছিলেন তখন সিস্টার তাঁকে সান্ত্বনা দেন, রাতের পর রাত তাঁর শিয়রে বসে কাটান। এমনকি যখন বিশেষ শুশ্রূষার প্রয়োজন আর রইল না তখনও সিস্টার অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে থাকতেন। সম্ভবত মমতা বোধ করেন। হতে পারে তারও বেশি কিছু... অচিরেই জোর্গে জানতে পারলেন যে তাঁর চিকিৎসা যে ডাক্তার করছেন তিনি হলেন সিস্টারের পিতা। পিতা ও কন্যা — ওঁদের দুজনেরই যেন জোর্গের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ছিল। রিখার্ড যখন পত্রিকা পড়তে চাইলেন তখন দুজনের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। রাতে তিনি ফ্রন্ট আর যুদ্ধের লাইন সম্পর্কে ভুল বকছিলেন, চেঁচিয়ে অসংলগ্ন কথা আর কম্যান্ড উচ্চারণ করছিলেন। তখন প্রলাপের ঘোরেও তিনি শুনতে পেতেন সিস্টারের শান্ত কণ্ঠস্বর — কোনও চিন্তা না করে তিনি জোর্গেকে ঘুমিয়ে পড়তে বলছেন। চিকিৎসা দীর্ঘদিন চলল। ডাক্তার বললেন যে রিখার্ড চিরদিনের জন্য খোঁড়া হয়ে যাবেন। পাটা আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু এখন তা হবে আড়াই সেণ্টিমিটার খাটো। সম্ভবমতো সবই করা হয়েছে। সুতরাং এখন ধরে নেওয়া যেতে পারে ফ্রন্টের পাট চুকে গেল। চিরকালের জন্য।

দেখা গেল সেই দরদী সিস্টার আর তাঁর পিতা সাধারণ লোক নন। দুজনেই ছিলেন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিপ্লবী অথবা তার স্বতন্ত্র শাখার সদস্য; সম্প্রতি যাঁর মৃত্যু হয়েছে সেই বেবেলের সঙ্গে, কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট, রোজা লুক্সেমবুর্গ, ক্লারাৎসেট্‌কিন, ভিল্‌হেল্ম পিক এবং ফ্রানট্‌স মেরিংয়ের সঙ্গে তাঁদের ভালোমতো পরিচয় ছিল। বোঝ কান্ড!— সেই ফ্রানট্‌স মেরিং, যাঁর সম্পর্কে এঙ্গেলসও বলেছেন: 'তিনি রীতিমতো প্রতিভাবান, তাঁর মাথাটা ভালো।' মেরিং এখনও উৎসাহী ও সক্রিয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেন। সম্প্রতি তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত।

গত বছরের শরৎকালে সুইজারল্যান্ডের ৎসিমেরভাল্ড গ্রামে আন্তর্জাতিকতাবাদী সমাজতন্ত্রীদের যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, জোর্গে তাঁর নতুন বন্ধুদের কাছ থেকে সে সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি এই প্রথম শুনতে পেলেন লেনিনের নাম, জানতে পারলেন যে বিপ্লবী মার্কসবাদীদের নেতারূপে লেনিন উক্ত সম্মেলনে দলত্যাগী কাউট্‌স্কির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তার মানে রুশ প্রলেতারিয়েতও লড়তে চায় না।...

> 'লেনিন সম্পর্কে, তিনি যখন সুইজারল্যান্ডে ছিলেন, তখন তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রথম আমি শুনি। আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সংক্রান্ত প্রধানতম যে-সমস্ত প্রশ্ন ফ্রণ্টে থাকাকালে আমাকে ভাবিত করে তুলেছিল, গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখলে সেগুলির জবাব অবশ্যই খুঁজে পাব। সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধীরে ধীরে এই উত্তর কিংবা কয়েকটি উত্তর খোঁজার সঙ্কল্প করলাম। তখনই আমি সঙ্কল্প করলাম, বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করব।...'

যুদ্ধের বছরগুলিতে অর্থশাস্ত্র, দর্শন ও সাধারণ ইতিহাসের প্রতি যে আগ্রহ অবদমিত হয়ে ছিল তা যেন আবার তাঁর মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠল। এখন তিনি সব কিছুই অন্যভাবে বুঝতে পারেন।

বন্ধুরা তাঁকে সাগ্রহে বইপুথি সরবরাহ করলেন। আর অদ্ভুত ব্যাপার এই যে কেবল অর্থনৈতিক মতবাদের মর্মকথাই নয়, দর্শন এবং ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের নৈতিক দিকও এখন তাঁকে আগ্রহী করে তোলে।

তাঁকে বিস্মিত করে ফ্রানট্স মেরিংয়ের একটি কথা। ফ্রানট্স মেরিং জোর দিয়ে বলেন যে প্রলেতারিয়েত ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে, যখন সে অনুভব করে নিজের ওপর তার আঘাত, কিন্তু তা অতিক্রমণের শক্তি সে অর্জন করে এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে যে উৎপাদনের উক্ত পদ্ধতির অর্থ হল উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রগতি। মেরিং বলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা এই কারণে সংগ্রাম করছি যে যুদ্ধ সর্বাগ্রে বিপদ ডেকে আনে শ্রমিক শ্রেণীর উপর। যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্বীকার করা সত্ত্বেও মেরিং কোনমতেই তাকে মানবপ্রগতির চালিকাশক্তি বলে মানতে রাজী নন। সমরবাদের প্রতি সমাজতন্ত্রের মনোভাব ঠিক তেমনই, যেমন তার জুড়িদার — পুঁজিবাদের প্রতি: সমাজতন্ত্র তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকে না, বুর্জোয়া শান্তিসর্বস্ববাদীদের আদর্শে ক্রুদ্ধ ও মামুলী বাক্যবাণ ছাড়ে না, আরও বেশি প্রত্যয়ের সঙ্গে তার বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে তার শক্তি ও দুর্বলতার দিক অনুসন্ধান করে। তিনি একথা জেনে খানিকটা আশ্চর্য হলেন যে এঙ্গেলস তাঁর সময়ই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন এই 'বিশ্বযুদ্ধের', যে যুদ্ধে 'আশি লক্ষ থেকে এক কোটি সৈন্য পরস্পরের হত্যালীলায় মেতে উঠবে আর সেই সময় উদরপূর্তি ঘটাবে সমগ্র ইউরোপ উজার করে দিয়ে।' রাজা-রাজড়ার মাথার মুকুট সদর রাস্তার ওপর গড়াগড়ি যাবে। এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন 'সার্বিক ক্ষয়প্রাপ্তি এবং শ্রমিক শ্রেণীর চূড়ান্ত বিজয়ের পরিস্থিতি সৃষ্টি'। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নিন্দা করার সঙ্গে সঙ্গে জোর্গে যুদ্ধের শ্রেণীগত মর্ম ভেদ করলেন, যুদ্ধকে শ্রেণী-সংগ্রাম সংঘটনের অন্যতম রূপ হিশেবে উপলব্ধি করতে লাগলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ হল তার সামাজিক কারণসমূহ উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম।

আড়াই বছর যুদ্ধের গর্ভে কালাতিপাতের পর এ হল রাজনৈতিক ও নাগরিক বোধসম্পন্ন সিদ্ধান্ত।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার পর তিনি মেডিক্যাল বিভাগে পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে পুরোপুরি রাজনীতিবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রে মনোনিবেশ করলেন।

ডাক্তার এবং তাঁর কন্যার কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ ছিল মর্মস্পর্শী। এখানে যা প্রকাশ পেল তা ভালোবাসা ততটা নয় যতটা হল সৌহার্দ্য পারস্পরিক আগ্রহ। তাঁরা আনন্দিত হলেন এই জেনে যে তিনি বিপ্লবী

সংগ্রামের পথ গ্রহণ করছেন; তাই কীল-এ জানাশোনা লোকজনের কিছু ঠিকানা তাঁরা জোর্গেকে দিলেন।

তখনও তিনি গোলন্দাজ রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত, দীর্ঘমেয়াদী ছুটি তাঁর প্রাপ্য হল। তবে তিনি জানতেন যে রেজিমেণ্টে আর ফিরে যাচ্ছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হয়ে পেশাদার বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন।

'যে অর্থনীতি-ব্যবস্থা নিয়ে জার্মানির এত বড়াই ছিল তা ভেঙে পড়ল। অসংখ্য মজুরের সঙ্গে সঙ্গে আমিও অনুভব করলাম ক্ষুধার তাড়না, উপলব্ধি করলাম খাদ্যসামগ্রীর স্থায়ী অভাব ভোগ করা কাকে বলে। লোকে যাকে সুদৃঢ় রাজনৈতিক কাঠামোর অধিকারী রাষ্ট্র বলে জানত, সেই জার্মান সাম্রাজ্যের ভাঙন আমি প্রত্যক্ষ করলাম। না সামরিক নেতৃমণ্ডলী, না সামন্ততান্ত্রিক শাসক শ্রেণীবর্গ, না বুর্জোয়া শ্রেণী — কারও সাধ্য ছিল না রাষ্ট্রকে পথ দেখাবার এবং সামগ্রিক ধ্বংসের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার। শত্রুশিবিরেও সেই একই অবস্থা। কেবল বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনই ছিল একমাত্র নবোদ্ভিন্ন সক্রিয় ভাবাদর্শের সমর্থনে। উক্ত ভাবাদর্শের সমর্থনে সংগ্রাম উত্তরোত্তর বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে আমি মনোযোগ দিয়ে এই সব ধ্যানধারণার অনুশীলন করি, তাদের তাত্ত্বিক বনিয়াদের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করি। আমি প্রাচীন দর্শন এবং মার্কসবাদের উপর প্রভাববিস্তারকারী হেগেলীয় দর্শন অধ্যয়ন করি, ধীরে ধীরে এঙ্গেলসের, অতঃপর মার্কসের রচনা পাঠে আমার অনুরাগ জন্মায়। মার্কস ও এঙ্গেলসের শত্রুদের — যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁদের তাত্ত্বিক, দার্শনিক ও অর্থনৈতিক মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করেন — তাঁদের রচনাও আমি পাঠ করি, জার্মানি এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে অধ্যয়নে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করি। এই কয়েক মাসে আমি মার্কসবাদ আয়ত্তে আনি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির মর্মবস্তু উপলব্ধি করি।'

...রাশিয়ায় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংবাদ জোর্গের জীবনের চরমবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

'রুশ বিপ্লবের বিস্ফোরণ আমাকে এমন এক পথ দেখাল, যে পথ ধরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের চলা উচিত। আমি ঠিক করলাম, কেবল তত্ত্বগতভাবে নয়, ভাবাদর্শগতভাবেও এই আন্দোলনকে সমর্থন করব, ঠিক করলাম, নিজেই বাস্তব জীবনে তার অংশবিশেষ হব।...'

এটাই ছিল সচেতন বিপ্লবী কার্যকলাপের সূচনাবিন্দু। বিপ্লবী কর্ম! সংগ্রামের আহ্বান, বর্তমান ব্যবস্থা বিলোপসাধনের আহ্বান।...

রিখার্ড জোর্গের বয়স তখন বাইশ।

পার্টির কাজ

রিখার্ড জোর্গের জীবনেতিহাসে যুদ্ধ বিশেষ স্থানের অধিকারী, বলা যেতে পারে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী। এখানে ব্যাপারটা শুধুই যৌবনের অনুভূতিপ্রবণতা নয়। যুদ্ধ তাঁকে অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করে। যুদ্ধের রক্তিম ঝলকের মধ্যে তিনি মানবসমাজের ইতিহাস ছাড়াও দেখতে পান নিজের ভবিতব্য। তাঁর ডায়েরীরও কেন যেন শুরু এই নির্ধারণমূলক বিষয় থেকে।

'১৯১৪-১৯১৮ সনের বিশ্বযুদ্ধ আমার সমগ্র জীবনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। আর কোন করণশক্তি যদি আমাকে প্রভাবিত না-ও করত, তা হলেও আমার যতদূর ধারণা, একমাত্র এই যুদ্ধের ফলেই আমি দৃঢ়প্রত্যয়ী কমিউনিস্ট হতাম।'

কিন্তু উত্তাল ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ গোটা একটি ঐতিহাসিক পর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে জোর্গের যোগ দেওয়ার দিন পিছিয়ে দেয়।

১৯১৮ সনের জানুয়ারিতে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর জোর্গে কীল-এ চলে গেলেন, এখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। আবার রাজনীতিবিজ্ঞান, আইন, অর্থশাস্ত্র... হাসপাতালে থাকতেই সিস্টার এবং তাঁর পিতা যে-সব ঠিকানা দিয়েছিলেন সেগুলি কাজে লাগিয়ে রিখার্ড অচিরেই কীল-এ জঙ্গী বিপ্লবী সংগঠনের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বামপন্থী শাখার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন, তার সদস্য হলেন।

কিছুকাল আগে বিরোধিতার জন্য সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির নিম্নতম যে সমস্ত সংস্থা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয় সেগুলি থেকে গড়ে ওঠে জার্মানির স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি। এই পার্টি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শ্রমিক জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে, 'স্পার্টাকাস' গোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিপূর্বে জোর্গে 'স্পার্টাকাস' গোষ্ঠী সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছেন, স্পার্টাকাস-পন্থী হওয়ার ইচ্ছা তাঁর থাকায় তিনি ঐ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু কীল-এ অবস্থানকালে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হল না: সেখানে তখনও স্পার্টাকাস-পন্থীরা ছিল না।

পার্টি সংক্রান্ত প্রথম কাজ — কীল-এ সমাজতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠনের প্রতিষ্ঠা! জোর্গে এই সংগঠন গড়ে তোলেন, তিনি হন তার পরিচালক। তিনি রাজনৈতিক স্বশিক্ষাচক্রও পরিচালনা করেন, অচিরেই অসাধারণ বাগ্মীরূপে এবং তর্কবিতর্কমূলক রচনার লেখকরূপে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করলেন।

> 'ক্লাসে আমি শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বলতাম, বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতাম।'

কাছাকাছি ছিল এক বিরাট বন্দর। জোর্গে সে দিকে আকৃষ্ট হন। সেখানে ছিল যুদ্ধজাহাজের নাবিকদের আর বন্দর-শ্রমিকদের আনাগোনা।

রিখার্ড জোর্গের কীল-পর্বের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায় প্রবীণ জার্মান বিপ্লবী ডক্টর হারাল্ড হয়ার ও তাঁর সহধর্মিণীর স্মৃতিচারণ থেকে।

এক শ্রমিক সভায় জোর্গের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা যা বলছেন তা এই: 'আলোচনায় কমরেড জোর্গেও যোগ দেন। তিনি উচ্চ গণবিদ্যালয়ের সহায়তায় জ্ঞানের গভীরতা সাধনের জন্য অল্পবয়সী ডক শ্রমিকদের আহ্বান জানান। ট্রেড ইউনিয়ন ভবনের বিশাল হল-এ পাঁচ শতাধিক লোকের ঠাঁই হয়। সেখানে তিল ধারণের জায়গা ছিল না। জোর্গের কথা শেষ হলে বলতে উঠল 'সমাজতান্ত্রিক যুব শ্রমিক' সমিতির জনৈক তরুণ কম্পোজিটর ফাইফার। সে বলল যে নিজের জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে আরও বেশি পড়াশুনা করার ইচ্ছে তার ছিল, কিন্তু কী ভাবে যে তা বাস্তবে পরিণত করা যায় সেটা তার জানা নেই। কে যেন তার উদ্দেশে সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করে বলল যে ক্লাসের জন্য সে পাগল। কথাটা সকলের মনে বিরাট ছাপ ফেলল,

কিন্তু তা আরও বেশি রকম হয়ে দাঁড়াল যখন জোর্গে সেই যুবকের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন।

'তিনি তাকে সামনে আসতে অনুরোধ করলেন। জোর্গে ছিলেন প্রেসিডিয়ামে, টেবিলের ডান দিকের কিনারায়, আর ছোকরা দাঁড়াল নীচে। এই ভাবে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলল। মনে হল অত বড় হল-এর সকলেই যেন কান পেতে শুনতে লাগল তাঁদের কথাবার্তা। জোর্গে যে নির্ঘাত এই তরুণ শ্রমিককে সাহায্য করবেন এ ব্যাপারে অবশ্য কারও সন্দেহ রইল না। তিনি তাকে আন্তরিকভাবে, সস্নেহে, সেই সঙ্গে যথাযথ কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। কমরেড জোর্গে ছিলেন চমৎকার মানুষ। তিনি সর্বদা অন্যদের কথা চিন্তা করতেন। এমনই ছিল তাঁর সম্পর্কে আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা। আমরা তাঁকে অত্যন্ত সমাদর করতাম, শ্রদ্ধা করতাম।'

একদিন খুব ভোরে রিখার্ডকে বাড়ি থেকে ডেকে নাবিকদের ব্যারাকে নিয়ে আসা হল। ব্যারাক নাবিকে ভর্তি। ওরা তাঁকে বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিবরণী প্রদানের অনুরোধ জানালে। নাবিক আর সৈনিক — পরিচিত শ্রোতৃবর্গ। ব্যারাকের চারধারে সতর্ক প্রহরা রাখা হল। গোপন দোরও দেখিয়ে দেওয়া হল: অফিসাররা যদি টের পেয়ে যায় যে সভা হচ্ছে তখন কাজে লাগবে।

সেদিন সকালে সামরিক নাবিকদের কাছে জোর্গে কী বললেন?

তিনি জানান যে রাশিয়ায় নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিনাশ ঘটিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাতকে পরাস্ত করার সুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির যে চেষ্টা অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা করেছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে জার্মানির সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়েছে; সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে, দেশে দুর্ভিক্ষ; যুদ্ধ শেষ করার সময় এসেছে, সময় এসেছে কাইজারকে বিতাড়ন করে জার্মানিকে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করার!..

> 'আমি নাবিক আর বন্দর-শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সমস্যাবলীর উপর বেআইনী বক্তৃতার কাজ পরিচালনা করি। তাই নাবিকদের অভ্যুত্থানের ফলে কীল-এর সামরিক বন্দরে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে তাতে আমি নিজস্ব অবদান রাখি।'

কীল-এ অভ্যুত্থান শুরু হয় ১৯১৮ সনের ৩ নভেম্বর। হ্যাঁ, বহু

লোকের দৃষ্টি যে দিকে নিবদ্ধ ছিল জার্মানির রাজধানী সেই বার্লিনে বিপ্লবের বিস্ফোরণ না ঘটে ঘটল নাবিকদের ক্ষুদ্র নগরী কীল-এ। ব্যারাকে, জাহাজে ও বন্দরে নাবিক, সৈনিক আর শ্রমিকদের যে সব সোভিয়েত গড়ে ওঠে, শাসনক্ষমতা এলো তাদের হাতে। লিউবেকের গ্যারিসন, ফ্লেন্সবুর্গ, নাইমিউনস্টার, হাম্‌বুর্গ ও ব্রেমেনের শ্রমিকরা অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে সামিল হল। 'কাইজার নিপাত যাক! সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!' — এই স্লোগান তুলে জোর্গে জাহাজে জাহাজে বক্তৃতা দেন, ছাত্রদের রাস্তায় টেনে আনেন, জনসভার আয়োজন করেন।

তিনি যেন একটা ঘোরের মধ্যে। এই যুবকটিকে — যাঁর চোখজোড়া নীল, যাঁর বুকে দ্বিতীয় শ্রেণীর লৌহক্রস আঁটা — তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত জাহাজ নাবিকদের ঘরে ঘরে, সৈন্যদের ব্যারাকে আর জাহাজ-ঘাটায়। তিনি শ্রেণী-সংহতির শিক্ষা দেন। তিনি বিপ্লবী সংগ্রামীদের বিজয়ের আশ্বাস দেন। কীল-এর ঘটনা সমগ্র জার্মানি জুড়ে বিপ্লবের সংকেত হয়ে কাজ করল। ৮ নভেম্বর মিউনিখে ব্যাভেরিয়া প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। ৯ নভেম্বর অভ্যুত্থানকারী শ্রমিক ও সৈনিকেরা কাইজার দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্মকে উৎখাত করল — তিনি হল্যান্ডে পলায়ন করলেন। রাজপ্রাসাদের ব্যালকনি থেকে কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট জার্মান সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করলেন। রাইখস্টাগের ওপর উড়ল লালঝান্ডা।

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া অত সহজ নয়, বিশেষত যদি প্রলেতারিয়েতের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে শাইডেমান, নস্‌কে ও এবের্টের মতো সোশ্যাল-বিশ্বাসঘাতকেরা।

কীল-এর অভ্যুত্থান অবদমিত হল: এখানে আগমন ঘটল গুস্টাভ নস্‌কের, তিনি নিজেকে 'গণতান্ত্রিক' সরকারের প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করলেন, সোভিয়েতের নেতৃত্ব করেন, নিজেকে আখ্যা দিলেন শহরের রেড গভর্নর, সেই সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী আর অফিসার মহলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সোভিয়েতগুলি শ্বাসরুদ্ধ করলেন, অভ্যুত্থানকে পদদলিত করে রক্তবন্যা বইয়ে দিলেন। এই সময় জার্মান বুর্জোয়া শ্রেণী ইঙ্গ-ফরাসী আঁতাতের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করে বসল। আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার সময় জার্মান প্রতিনিধিদ্বয় — কাউন্ট ওবের্ণডর্ফ এবং প্রুশীয় বাহিনীর জেনারেল ফন ভিন্টেরফেল্‌ড ইঙ্গ-ফরাসী সেনাপতিমন্ডলীকে জানালেন: 'জার্মানিতে বিপ্লব ঘটেছে, দেশ বলশেভিকবাদে

সংক্রমিত। জার্মান জনসাধারণের ওপর গুলিবর্ষণের প্রয়োজনে আপনাদের উচিত হবে তিরিশ হাজার মেশিনগান আমাদের হেফাজতে দেওয়া। জার্মানি যাতে বিপ্লব দমনের সুযোগ পায় সেই জন্য তার সেনাবাহিনী অটুট রেখে দেওয়া দরকার...' আঁতাত এই আহ্বানে সাড়া দিল: ১৯১৮ সনের ১১ নভেম্বর ফরাসী সময় বেলা এগারোটায় মার্শাল ফশের লাউঞ্জ-কার-এ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। জোটের সেনাবাহিনী জার্মানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাইন নদীতে এসে থামল, যে কোন মুহূর্তে নিজেদের সেনাবল নিয়ে বিপ্লবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তারা প্রস্তুত।

জোর্গে কীল-এ থাকলেও বার্লিনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল, তিনি প্রায়ই পার্টির কাজে সেখানে আসতেন।

শ্রমিক শ্রেণী সংগ্রাম করছে — বুর্জোয়ারা চুপিসারে হাত বাড়াচ্ছে শাসনক্ষমতার দিকে। এই কিছুদিন আগেও যিনি ছিলেন কাইজার সরকারের মন্ত্রী, সেই শাইডেমানের পরিচালনায় দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক নেতারা জার্মানিকে 'মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করল, গঠন করল তাদের নিজেদের সরকার। ধীরে ধীরে তারা সোভিয়েতগুলিও দখল করতে সমর্থ হল। এই সরকার প্রুশীয় সামরিক মণ্ডলীর সঙ্গে জোট বাঁধল, বার্লিনে দশ ডিভিশন সেনা নামানোর ব্যাপারে সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে সমঝোতায় এলো, অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী স্পার্টাকাস-পন্থীদের নিরস্ত্রীকরণের, সোভিয়েতগুলি ছত্রভঙ্গ করার সঙ্কল্প নিল।

প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রীরা জার্মান প্রলেতারিয়েতের নেতাদের উপর — কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাল।

কীল-এ জোর্গের আর থাকা সম্ভব হল না। ১৯১৯ সনের গোড়ায় পার্টি-কমিটির নির্দেশে তিনি হাম্‌বুর্গে চলে যান। পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে তিনি কীল পরিত্যাগ করলেন। বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হল হাম্‌বুর্গে।

কীল থেকে হাম্‌বুর্গে রেলপথে যেতে লাগে মোটে কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু হাম্‌বুর্গে অন্য পরিবেশ: বিশ্বের বৃহত্তম বন্দর, বিশাল শিল্পনগরী যেন মধ্যযুগ থেকে 'স্বাধীন নগরীর' অধিকার বজায় রেখে আসছে। গত শতকের শেষ দিকেই তা জার্মানির সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

এখানে স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির হাম্‌বুর্গ সংগঠনের নেতা

এর্নস্ট থেলমানের সঙ্গে জোর্গের দেখা হয়। বিশাল টাক মাথা, ফৌজীসুলভ গোঁফ, খেটে-খাওয়া ডক-মজুরের বড় হাত, ভাবে-ভঙ্গিতে ও কথায় ধীরতা, বিচক্ষণতা, চোখের চাউনিতে ধূর্তের উৎফুল্ল ভাব — রিখার্ডের দৃষ্টিতে এই ছিল তাঁর চিত্র। থেলমান জোর্গের চেয়ে বছর দশেকের বড় ছিলেন। জানা গেল যুদ্ধের সময় তিনিও ছিলেন গোলন্দাজবাহিনীতে। এখন কাজ করেন ডক ইয়ার্ডে। তিনি ছিলেন বিপ্লবী বংশের সন্তান: তাঁর পিতা ইয়োহান এককালে হামবুর্গের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন। এর্নস্টের কর্মজীবন শুরু হয় বন্দরের কুলির কাজ দিয়ে। ষোল বছর বয়সে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য হন। কার্ল লিবক্লেখ্‌ট, ফ্রানট্‌স মেরিং প্রভৃতি নেতারা পার্টির যে বিপ্লবী শাখা পরিচালনা করতেন তিনি ছিলেন তারই সদস্য। তিনি তখন হামবুর্গের শ্রমিক যুবসম্প্রদায়ের স্বীকৃত নেতা, তিনি শ্রমিক যুবসম্প্রদায়কে ভালোবাসতেন, তাদের সম্পর্কে সর্বদা চিন্তা করতেন। এই কারণে রিখার্ড হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এসেছেন জানতে পেয়ে এখানে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রসংগঠন গড়ে তোলার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ তিনি তুললেন। সংগঠন পরিচালনার ভার পড়ল জোর্গের উপর। তাছাড়া হামবুর্গ এলাকার পার্টিসংস্থা বিভাগে স্বশিক্ষার চক্র পরিচালনা করতে হবে, নিজের বসত এলাকায় পার্টির কাজও চালাতে হবে।

এই কাজের পেছনে একটা উদ্দেশ্য ছিল: মাত্র কিছুদিন আগে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এখন প্রধান কাজ হল তাকে গণভিত্তিক পার্টিতে পরিণত করা। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা করা সম্ভব একমাত্র তখনই যদি স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির অধিকাংশ সদস্য কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্মিলিত হয়। থেলমান বলেন, 'হৃদয়ের আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চললে বহু আগেই আমি স্পার্টাকাস লীগে যোগ দিতাম। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কারুরই যোগদান এখন ক্ষতিকরই হবে। এমন দিন আর দূরে নেই যখন আমরা জার্মানির স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিশ্বাসঘাতকদের থেকে, তেমনি দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র-সদস্যদের থেকেও পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি তুলব এবং ব্যাপক স্বতন্ত্র-সদস্যদের কমিউনিস্ট পার্টিতে নিয়ে আসব।'

থেলমানের কর্মকৌশল জোর্গে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন।

এর্নস্টের কথার মধ্যে এই দৃঢ়বিশ্বাস প্রকাশ পায় যে শেষ অবধি জার্মানি

সমাজতান্ত্রিক হবে। হয়ত তাঁর এই দৃঢ়তা রিখার্ডের মনেও অত্যন্ত গভীর ছাপ ফেলে। এর্নস্টের প্রতিটি বাক্যে ধ্বনিত হত এই দৃঢ় প্রত্যয়: পার্টির কাজ — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পার্টিকে হতে হবে এক বৃহৎ পরিবার। ধ্যানধারণা পাল্‌টানোর কাজে যারা লিপ্ত আছে শ্রমিক শ্রেণীর সেই শত্রুদের স্বরূপ অবশ্যই উদ্‌ঘাটন করতে হবে। বামপন্থী বুলির আড়ালে থেকে যারা মার্কসবাদ জাল করছে তাদের স্বরূপ সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌ঘাটন করতে গেলে প্রভূত জ্ঞানের প্রয়োজন।

শত্রুরা খল, সুচতুর। তাদের আপাত বিপ্লবীয়ানাকে ব্যাপক জনসাধারণ সময় সময় খাঁটি বিপ্লবী মনোভাব বলে গ্রহণ করে। বুর্জোয়াদের প্রচলিত ধারা হল বিপ্লবী মনোভাব-বিবর্জিত 'মার্কসবাদের' পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদের চিন্তাধারা প্রচার করা। তারা মার্কসবাদের বনিয়াদের খোলাখুলি বিপক্ষে না গিয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তারা ভাবটা দেখায় যেন মার্কসবাদকে স্বীকার করে নিচ্ছে, অথচ কার্যত লোক-ঠকানো যুক্তি দিয়ে তাকে অন্তঃসারশূন্য করে, মার্কসবাদকে বুর্জোয়ার পক্ষে নিরাপদ পবিত্র এক 'আইকনে' পরিণত করে। গর্দান নেওয়ার জন্যই নেতৃত্বগ্রহণ — এই হল বিপ্লবী জনসাধারণের উপর তাদের নির্যাতন চালানোর পদ্ধতি। জোর্গে এর পর প্রায়ই ভাবেন ধ্যানধারণা পাল্‌টানোর বিষয় সম্পর্কে। সব সময়ই দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। সমাজতন্ত্রী নস্‌কে হলেন বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক; সমাজতন্ত্রী এবের্ট তার প্রেসিডেন্ট। দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী এই এবের্টই হিণ্ডেনবুর্গের সঙ্গে একজোট হয়ে বিপ্লবী শ্রমিকদের দমনের ব্যাপারে তাঁর সরকারের কার্যকলাপ অনুমোদন করেন (বার্লিনে এবের্টের কর্মকক্ষ গোপন তারের সাহায্যে হিণ্ডেনবুর্গের হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যুক্ত ছিল)। কী অধঃপতনই না হল জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির!..

এর্নস্ট থেলমানের সঙ্গে নিয়মিত মেলামেশা রিখার্ড জোর্গের কাছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পাঠশালা হয়ে দাঁড়াল। ১৯১৯ সনের ১৫ অক্টোবর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার আবেদনপত্র পেশ করলেন, পার্টির সদস্যকার্ড পেলেন, যার নম্বর ছিল ০৮৬৭৮*। ইতিমধ্যে জোর্গের কার্যকলাপ একটা নির্দিষ্ট ছক নিয়েছে:

* বর্তমানে এই সদস্যকার্ডটি রক্ষিত আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় মিউজিয়ামে। — সম্পাঃ

প্রতিটি নতুন শহরে তিনি ছাত্রসংগঠন গড়ে তুলছেন, প্রতিটি নতুন শহরে পরিচালনা করছেন রাজনৈতিক স্বশিক্ষার চক্র। এখানে আরও একটি দায়িত্ব চাপল — তিনি হলেন হাম্‌বুর্গের কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকার উপদেষ্টা। পত্রিকার উপদেষ্টা বলতে আবার কী বোঝায়? রিখার্ড অর্থশাস্ত্র ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন, মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনাবলী এবং ইতিহাসে তাঁর ভালো দখল আছে। পত্রিকায়ও তাঁর ভূমিকা হল জ্ঞানদাতার ও শিক্ষাদাতার। বস্তুত তিনি পত্রিকার একটি বিভাগ পরিচালনা করেন। তিনি একটা কথা বারবার বলতে ভালোবাসতেন, 'ভাষার স্বচ্ছতা — স্বচ্ছ চিন্তার ফল।'

...তাঁর বাসস্থান — চিলেকোঠা। ঘরটা বইপুঁথিতে বোঝাই। রিখার্ড স্বল্পাহারী, ঘুমও তাঁর কম, তিনি কাজ করেন প্রচুর। পেশাদার বিপ্লবীকে দুমুখো জীবন যাপন করতে হয়। আশেপাশের লোকজন জানতে চায় কোন্ উপার্জনের ওপর লোকটার জীবনযাত্রা চলছে। যে-লোক চাকরি করে না, যার কোন কাজ নেই তেমন লোকমাত্রেই সন্দেহজনক। এ ধরনের লোকের পেছনে টিকটিকি লাগে। ফলে প্রাইভেট টুইশানি করতে হয়, মূল্যবান সময়ের অপচয় করতে হয়। তাছাড়া তিনি পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। একই কালে হাম্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারমূলক কাজও পরিচালনা করছেন।

১৯১৯ সনের আগস্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনের দিনটিতে সমাবেশ-কক্ষে ঠাসাঠাসি করে জড় হয়েছে সমস্ত কোর্সের ছাত্ররা। অধ্যাপকদের এটা পছন্দ নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে? — এমনই দিনকাল! কে আর কাকে মানে? এই কিছুদিন আগে বার্লিন আবার ব্যারিকেডে ছেয়ে যায়। ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে সরকার ট্যাঙ্ক ও কামান নামায়, এমনকি বিমানবাহিনীও। মিউনিখ সোভিয়েত শাসনক্ষমতা ঘোষণা করে, নিজস্ব লাল ফৌজ গড়ে তোলে। অভ্যুত্থানকারীদের দমন করতে অনেক বেগ পেতে হয়।

মনে হতে পারে জার্মানিতে যখন ধ্বংসলীলা, দুর্ভিক্ষ আর মৃত্যুর তাণ্ডব চলছে তখন কার দায় পড়েছে লেখাপড়া শেখার?! কিন্তু যুবসম্প্রদায় জ্ঞানপিপাসু। এই কারণেই সকলে এসে জমায়েত হয়েছে সমাবেশ-কক্ষে। চব্বিশ বছর বয়সের যুবক জোর্গে আজ তাঁর পরীক্ষার থিসিস সমর্থন করছেন। তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের চোখা চোখা বাণ নিক্ষেপ করেন অধ্যাপকদের উদ্দেশ্যে, হেগেলের 'নাগরিক সমাজ' সম্পর্কে, 'স্বাভাবিক অধিকার' ও

'সামাজিক চুক্তি' সম্পর্কে বলেন। তারপর আসেন আধুনিক সমস্যাপ্রসঙ্গে— 'জার্মান ক্রেতাসমবায়ের কেন্দ্রীয় সঙ্ঘের রাজকীয় মাশুল' — এই গদ্যধর্মী প্রসঙ্গে।

কিন্তু জোর্গের কাছে গদ্য বলে কোন বস্তু নেই, এমনকি তা যদি মাশুলও হয়। মাশুল কোন এক সামগ্রিক ব্যবস্থার একটা অংশ, একটা উপাদান মাত্র। এই ব্যবস্থা হল লগ্নী পুঁজিব্যবস্থা, যার উদ্দেশ্য—মুক্তি নয়, প্রভুত্ব কায়েম; তার চেষ্টা থাকে উত্তরোত্তর ঊর্ধ্বগতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাওয়া, তার দরকার এমন এক রাষ্ট্র, যে-রাষ্ট্র শুল্কনীতি ও মাশুলনীতির সাহায্যে তার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজার গ্যারাণ্টিযুক্ত করবে আর বাইরের বাজারে তার সাফল্যের পথ সহজ করে তুলবে। এই হল লগ্নী পুঁজির সারকথা, তার দাবি — সীমাহীন বলের রাজনীতি।...

বহুকাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এমন প্রেরণাদীপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি। জোর্গেকে অভিনন্দন জানানো হল: তিনি রাষ্ট্রীয় আইনবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি ডিগ্রীর অধিকারী হলেন।

জোর্গের খ্যাতি বৃদ্ধি পেল। তাঁর সেই খ্যাতি ছিল বাগ্মীর খ্যাতি, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন পার্টি-কর্মীর খ্যাতি। রিখার্ডকে লোকে চিনত, তাঁর কাছে আসত ছাত্রেরা, ইয়ার্ডের কুলিরা।

রিখার্ডের পেছনে চর লাগল। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ জানতে পারলেন যে তিনি গোপন ছাত্রসংগঠন পরিচালনা করেন।

জোর্গে গা ঢাকা দেওয়ার সঙ্কল্প করলেন, কিন্তু এমন সময় বার্লিনে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তাঁর ডাক পড়ল। বার্লিনে তিনি হাম্‌বুর্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণী পেশ করলেন। নতুন দায়িত্ব: আখেনের খনি-মজুরদের মধ্যে কার্যকলাপ সম্প্রসারণ, খনিগুলিতে কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে তোলা।

আখেনে কমিউনিস্ট প্রফেসর কুর্ট হেরলাখ তাঁকে উচ্চ টেকনিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতার কাজ জুটিয়ে দিলেন।

ঘটনার পর ঘটনা।... আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত নয়, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে, সবই নিজস্ব অভ্যন্তরীণ যুক্তির বশবর্তী।

আখেনে জোর্গে হলেন পার্টির নগরকমিটির সদস্য। তিনি ঘন ঘন খনি-মজুরদের কাছে আসেন, রাইন জেলার মুখ্য পার্টি সংস্থাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। সেই সঙ্গে উচ্চ টেকনিক্যাল স্কুলে লেকচার দেন। জোর্গে করেন্সকে লিখছেন:

'লোকে আমার লেকচার বেশ শোনে। ওরা যদি জানত আমার আসল বয়স কত! সৌভাগ্যবশত, লোকে আমার বয়সটা প্রায় সব সময়ই বছর পাঁচেক বেশি ধরে থাকে, তাই লেকচার দেবার সময়েও সকলে কচি পণ্ডিতটিকে মেনে নিয়েছেন।'

প্রতিবারই তাঁর লেকচারের শেষে শুরু হয় তর্কবিতর্ক, রাজনৈতিক বিষয়ের উপর তুমুল বাদবিতণ্ডা। শিক্ষকতার এমন রীতিকে কর্তৃপক্ষ বাঁকা চোখে দেখেন। লেকচারের পরেও বাদবিতণ্ডা চলে। এদিকে সন্ধ্যায় জোর্গে গোপনে পার্টির সভায় উপস্থিত হন, স্থানীয় কমিউনিস্ট পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সকাল অবধি বসে বসে প্রবন্ধাদি লেখেন। এখানে তিনি পত্রিকার উপদেষ্টা।

স্কুলের দীর্ঘ ছুটির সময় তিনি গোটা রাইন-ভেস্টফালিয়া জেলার শিল্পাঞ্চল ঘোরেন, রুরে বেশ কিছু সময় কাটান। অধিকৃত এলাকা। তিনি শ্রমিকদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেন। তিনি রোজা লুক্সেমবুর্গের উপর একটি পুস্তিকা রচনার পরিকল্পনা করলেন। নারী-বিপ্লবী লুক্সেমবুর্গের শৌর্যের প্রতি যোগ্য মর্যাদা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই আশঙ্কাও ছিল যে শহীদের দীপ্তি বুঝি বা ছাপিয়ে ওঠে তাঁর ত্রুটিকে, যে ত্রুটির নাম হল 'লুক্সেমবুর্গপন্থা': রোজা লুক্সেমবুর্গ সাম্রাজ্যবাদের মর্ম সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির ভূমিকাকে নগণ্য করে দেখেছেন। রিখার্ড গোটা ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। সত্যের সন্ধান চাই — সর্বোপরি 'লুক্সেমবুর্গপন্থার' ভার থেকে অন্যদের মুক্ত হতে সাহায্য করতে হবে। এই ভার থেকে মুক্ত না হলে পার্টি যথার্থ সংগ্রামী, লেনিনীয় হতে পারে না, হতে পারে না জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী অগ্রবাহিনী।

আখেনে আবার রিখার্ডকে রাইফেল হাতে নিতে হল: তিনি ছিলেন ধর্মঘট-কমিটির নেতৃত্বে।

১৯২০ সনের মার্চ মাসে দেশ জুড়ে ঘটল প্রতিবিপ্লব; ইতিহাসে ঐ প্রতিবিপ্লব 'কাপ অভ্যুত্থান' নামে পরিচিত। জেনারেল লিউট্ভিট্সের

স্বেচ্ছাসেবী শ্বেতরক্ষিবাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করল, এবের্টের পরিচালনাধীন ভেইমার প্রজাতন্ত্রের সরকার শ্রমিকদের রক্ষণাবেক্ষণে কাপুরুষের মতো পলায়ন করল স্টুট্গার্টে। অভ্যুত্থানকারীরা পূর্বপ্রাশিয়ার ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, রাজতন্ত্রী সংগঠনের নেতা — বিশিষ্ট য়ুঙ্কার কাপকে একনায়করূপে ঘোষণা করল। অভ্যুত্থানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেবল বার্লিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না, অন্যান্য শহরেও শুরু হয়ে গেল; রুরে কাপপন্থীদের বিরুদ্ধে গঠিত হল লাল ফৌজ। শ্রমিকেরা প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর হল। রিখার্ড এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে আখেন ঠেকিয়ে রাখলেন, রুরের লাল ফৌজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। পুরো এক সপ্তাহ শ্রমিকেরা ব্যারিকেড ছাড়ল না। তাদের জয় হল। নভেম্বর বিপ্লবের পর এটা ছিল প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপক আত্মপ্রকাশ। কাপ সুইডেনে পলায়ন করল। এবের্ট বার্লিনে ফিরে এলেন, কাপ-এর সেই স্বেচ্ছাসেবী শ্বেতরক্ষিবাহিনীকেই তিনি পরিচালনা করলেন রুরের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে। লাল ফৌজের পরাভব ঘটল, বিপ্লবী শ্রমিকেরা কারাদণ্ডে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। জোর্গে তাঁর ডায়েরীতে লেখেন:

> ‘কাপ অভ্যুত্থানের সময় আমি ধর্মঘট-কমিটির সদস্য হয়েছিলাম, তার ফলে উচ্চ কারিগরি বিদ্যালয়ের কাজটা হারালাম, দখলকারী শাসনক্ষমতার নির্যাতন থেকে নিজেকে বাঁচানোরও দরকার হয়ে পড়ল।’

তিনি খনি-মজুরদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এখানে, খনিতে লোকে তাঁকে জানত, ভালোবাসত। রিখার্ড একটি খনিতে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ নিলেন। শারীরিক শ্রমকে তিনি ভয় করতেন না; বেলচে আর গাঁইতি হাতে তুলে নেন। কোমর টনটন করে, পুরনো ক্ষতস্থানে টাটানি ধরে, ক্লান্তিতে ও অনবরত অর্ধাহারের ফলে মাথা ঘোরে।

> ‘কাজটা ছিল কঠিন, তার ওপর আবার ফ্রণ্টে যে আঘাত পেয়েছিলাম সেটা জানান দিতে থাকে, ফলে এই জীবিকা আমার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র খেদ ছিল না। খনিতে কাজের সময় যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করলাম তা ফ্রণ্টের অভিজ্ঞতার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। পার্টির পক্ষেও আমার নতুন কাজ কম প্রয়োজনীয় ছিল না। খনি-মজুরদের মধ্যে যে কার্যকলাপের বিকাশ আমি ঘটালাম তা থেকে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল; যে সব শ্রমিককে প্রথম কাজে

নেওয়া হয় তাদের ভেতর থেকে আমি কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে তুললাম এবং তাকে মজবুত করে তোলার পর আখেনের কাছাকাছি অন্য খনিতে কাজ করতে গেলাম।'

তিনি অটল মনোভাব নিয়ে পার্টির কাজ করে চলেন: এক খনি থেকে অন্য খনিতে কাজ নেন, সর্বত্র গড়ে তোলেন কমিউনিস্ট গ্রুপ। তাঁর ওপর নজর রাখা হয়। হল্যাণ্ডে পালাতে হয়। হল্যাণ্ডে তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হল আখেনে। কিন্তু আখেনে থাকার আর উপায় রইল না; আখেনে খনি অঞ্চলের প্রশাসনদপ্তর জোর্গেকে কাজে নিতে নারাজ; পুলিশ তাঁর পেছনে লেগেছে, তাঁকে ধরে জেলে পোরার জন্য তারা তৈরী।

অবশেষে নিজস্ব ধরনের পরীক্ষার সমাপ্তি ঘটল: রিখার্ড মজুরদের সঙ্গে মিশে তাদেরই একজন হয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অনুভব করলেন কাকে বলে শোষণ, জরিমানা, গোলামের শ্রম, দরিদ্রের জীবনযাত্রা। তাঁর শ্রেণীবিদ্বেষ পোড় খেয়ে পরিণত রূপ নিল। তাঁর ইচ্ছে হল মহান প্রলেতারীয় আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হন, তার ধারা অনুসরণ করেন। সবচেয়ে ওপরে যদি কিছু থাকে তা হল সর্বসাধারণের কাজের প্রতি নিষ্ঠা।...

রেমশাইডের কমরেডরা তাঁকে ওঁদের কাছে প্রচারকর্মী ও প্রশিক্ষক হিশেবে কাজ করার আমন্ত্রণ জানান। তিনি রেমশাইডে যান। রেমশাইড থেকে ১৯২১ সনে চলে আসেন জোলিন্‌গেনে এবং সেখানে হন কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র 'বেরগিশে আরবাইটেরস্টিমে'-র সম্পাদক। এমনই ছিল পার্টির নির্দেশ। আগের সম্পাদককে শাসনকর্তৃপক্ষ জেলে পুরেছে।

রিখার্ডের মধ্যে জেগে উঠল একটা নতুন অনুরাগ — সাংবাদিকতা! পত্রিকা জ্বালা-ধরানো রাজনৈতিক প্রবন্ধে ভর্তি। ঐ সমস্ত প্রবন্ধের লেখক কারা? আডোমূল, হাইনট্‌সে, পেটট্‌সোল্‌ড, জোন্‌টার। এমনি বহু ব্যক্তি। আসলে কিন্তু এঁরা সকলে সেই একই রিখার্ড জোর্গে। বোঝাই যাচ্ছে তাঁর বৃত্তিটা কেমন! কিন্তু নিছক সাংবাদিকতার কোন মূল্য নেই, তাকে সাধন করতে হবে মহৎ কর্ম।

কমিউনিস্ট পত্রিকাগুলির আর দশজন সম্পাদকের ভাগ্যে যা ঘটে থাকে জোর্গেও তা থেকে রেহাই পেলেন না: তাঁকে গ্রেপ্তার করে এল্‌বেনফেল্‌ডের কারাগারে চালান করে দেওয়া হল। মেয়াদ শেষ হলে স্থানীয় কমিটির নির্দেশে তিনি বার্লিনে যান।

বার্লিনে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হল। কমিটির মতে, একটি বিভাগ পরিচালনের মতো ক্ষমতা তাঁর আছে।

> 'কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল সরাসরি আরও জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা, তাছাড়া পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ারও সংকল্প ছিল, তাই রাজী হলাম না।'

যা পরম মূল্যবান তা হল জীবনের অভিজ্ঞতা, রিখার্ড সচেতনভাবে তা সঞ্চয় করে চলেন, অভিজ্ঞতায় পোক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন, জনগণের সঙ্গে নিবিড় হতে চান।

প্রফেসর কুর্ট হেরলাখ আখেন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চলে এসেছেন। তিনি রিখার্ডকে তাঁর কাছে কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এখানে প্রাইভেট লেকচার দেওয়া যায়, ডক্টরেটের থিসিসের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায়। আখেনে থাকতেই জোর্গে এই স্বপ্ন লালন করে আসছিলেন।

তবে আসল কথা, অবশ্যই, ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরে কাজ। পার্টি কোর্সে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রচারকর্মী ও শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। আর কমিউনিস্ট পত্রিকার উপদেষ্টা ত চাই-ই।

...ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইনে জোর্গে কাজে ডুবে গেলেন। সরকারীভাবে তিনি অধস্তন বিজ্ঞানকর্মী এবং প্রফেসর হেরলাখের সহকারী। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই করেন পার্টির কাজ। ডক্টরেটের থিসিসের উপর কাজ করেন সময় সময়। কিসের ওপর তিনি থিসিস লিখছিলেন? থিসিসের নাম তিনি কয়েকবার পাল্‌টালেন, তবে মূল বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন ঘটল না, আর তা হল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের পুনর্জন্ম, তার বৈশিষ্ট্য, অর্থনৈতিক বনিয়াদ। জোর্গে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২২ সনের বসন্তকালে জোলিন্‌গেনে প্রকাশিত হয় রোজা লুক্সেমবুর্গ ও পুঁজিসঞ্চয় সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপর জোর্গের লেখা পুস্তিকা। কিন্তু জোর্গের নিজের কাছে তাঁর এই রচনা এখন এক অতিক্রান্ত পর্ব। সামাজিক প্রক্রিয়ার সাধারণীকরণের ব্যাপারে তিনি বহু দূর অগ্রসর হয়ে গেছেন। তিনি আশ্চর্য হন এবং তাঁর ভালোও লাগে যখন জানতে পারেন যে তাঁর পুস্তিকা সোভিয়েত ইউনিয়নে অনূদিত হয়েছে। ভূমিকায় জোর্গের

বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পর্কে, ঘটনার গোপন রহস্যভেদে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে মন্তব্য ছিল।

এখন জার্মানিতে জোর্গেকে লোকে তাত্ত্বিক হিশেবে, গবেষক রূপে দেখতে শুরু করল। প্রথম পরীক্ষা — সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক খ্যাতি। (ফাশিস্তরা শাসনক্ষমতায় আসামাত্র এই পুস্তিকার সমস্ত কপি পুড়িয়ে ফেলে।)

কিন্তু এটা তাঁর কার্যকলাপের বাহ্য দিক মাত্র। প্রধান ব্যাপার ছিল অন্য: সমস্ত গোপন পত্রালাপ ও পার্টি নথিপত্রের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর, তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্টিসংস্থা আর বার্লিনের কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে সংযোগ-রক্ষাকারী। পার্টির অর্থতহবিলের ভারও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ও আত্মবিক্রয়ের অতীত বলে তিনি গণ্য হতেন।

সাক্সনিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ফলে যখন শ্রমিকদের প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল তখন অভ্যুত্থানকারীদের সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে জোর্গে সেখানে যান।

ঘটনা তোমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে, রিখার্ড জোর্গে?

তাঁর মনে আছে ১৯২৪ সনের এপ্রিলের সেই সকাল। রিখার্ডের জরুরী তলব পড়ল ব্যুরোতে। সম্পাদক কয়েকজন অজানা কমরেডকে তাঁর সামনে হাজির করলেন। তিনি বললেন, 'এঁরা জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেস উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছেন। এঁদের জীবনের দায়িত্ব তোমার ওপর!..'

> 'কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিশেবে আমি এই দায়িত্বকে নিছক কর্তব্য বলেই পালন করি না। আমরা, যারা এই দুরূহ কর্মসম্পাদনে অংশ নিয়েছিলাম, তারা সকলেই এতে তৃপ্তি বোধ করি। আমি যে সোভিয়েত কমরেডদের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লাম এবং আমাদের সম্পর্ক যে উত্তরোত্তর বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল তা বলাই বাহুল্য।'

এ কেবল পার্টির কর্মভার নয়, তাঁর প্রতি পার্টির গভীর আস্থা। অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে যোগ দেন গোপনে: তাঁদের পেছনে পুলিশের চর ছিল। জোর্গে পদে পদে সোভিয়েত অতিথিদের সঙ্গে চলতেন। মানুইল্স্কি, লজোভ্স্কি, কুসিনেন, পিয়াত্নিৎস্কি... এঁরা ছিলেন এমন সব লোক যাঁরা লেনিনকে দেখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। লেনিন... এই বছর তাঁকে হারিয়ে সমগ্র বিশ্ব শোকার্ত।

জোর্গে — জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে যোগদানকারী।

পুরনো বন্ধু এর্নস্ট থেলমানের সঙ্গে — 'থেডির' সঙ্গে দেখা। 'থেডি' — এই নামেই লোকে তাঁকে আদর করে ডাকত অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে। কংগ্রেসে তিনি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি যারা বিশ্বাসঘাতক তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন।

সন্ধ্যায় রিখার্ড গভীর আগ্রহের সঙ্গে সোভিয়েত কমরেডদের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, 'ওখানে আমার জন্মভূমি!..' তিনি নিজের অপূর্ব জীবনকাহিনী তাঁদের বলেন।

মানুইল্‌স্কি ভাবিত হয়ে পড়লেন। একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট বুঝলেন: জোর্গে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর গভীর ধারণা আছে। এ ধরনের ব্যক্তির একসময় বড় দরের কর্মী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তরুণ তাত্ত্বিকের পুস্তিকাটি মানুইল্‌স্কির মনে গভীর ছাপ ফেলে, যদিও ঐ রচনা সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের খুঁতখুঁতি ছিল। 'আচ্ছা, আপনি জন্মভূমিতে ফিরে যান না কেন?' মানুইল্‌স্কি জিজ্ঞেস করলেন। রিখার্ড হাসলেন, তা কী করে সম্ভব?

দেখা গেল কেবল সম্ভব নয়, অবশ্যপ্রয়োজনীয়ও বটে। সোভিয়েত ইউনিয়নে টিকটিকিদের কাছ থেকে আত্মগোপন করার দরকার হয় না, সেখানে জোর্গে শান্ত পরিবেশে তাত্ত্বিক গবেষণার কাজ করবেন, জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ঘটাবেন। কমরেড থেলমান জোর্গেকে উচ্চ মূল্য দিয়ে থাকেন।

অণুবীক্ষণে সাম্রাজ্যবাদ

জোর্গে যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি তা-ই ঘটল: ১৯২৪ সনের ডিসেম্বরের শেষে তিনি মস্কোয় রওনা হলেন।

এখানে জীবনের নিজস্ব ধারা। এখানে লোকের জন্য আছে ভালো ভালো গ্রন্থাগার আর বিপ্লবী গ্রন্থাদির সংরক্ষণাগার। এখানে রাস্তায় চলাফেরার সময় পিছন ফিরে তাকাতে হয় না। অনভ্যস্ত পরিবেশ। ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না। মুক্তি!.. এরিখ করেন্‌সের সঙ্গে নৈশপ্রহরার সময় এই নিয়ে কত ভালো ভালো কথাই না হত!

রিখার্ড দ্রুত পা ফেলে মস্কোর বুলভার ধরে চলেন: তাঁর ইচ্ছে হয় কালবিলম্ব না করে সব কিছু জানার, জীবনের সাধারণ ছন্দের সঙ্গে মিশে

যাওয়ার, বড়, গ্রুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু করার। তাঁর ত্বর সয় না, তাঁর আশঙ্কা হয় এ সবই হঠাৎ স্বপ্নের মতো মিলিয়ে না যায়। সোভিয়েত পাসপোর্ট... জোর্গে — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নাগরিক! তিনি কি সত্যি সত্যিই স্বপ্ন দেখছেন?..

১৯২৫ সনের মার্চ মাসে সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) খামোভনিকি অঞ্চল-কমিটি জোর্গেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যভুক্ত করে। তাঁকে পার্টি কার্ড অর্পণ করা হল।

জোর্গে উঠেছিলেন হোটেলে। হোটেলে তিনি আসতেন কেবল নিদ্রার জন্য। ভোর থাকতে উঠে চলে যেতেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটে, সেখানে তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক প্রশ্নে উপদেষ্টা, রাজনীতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সচিব। এ কার্যে প্রয়োজন হত অগাধ পাণ্ডিত্য আর বিপুল অধ্যবসায়। ঐ একই হোটেলে তখন থাকতেন হেটে লিঙ্কে। স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি বলছেন: 'তিনি থাকতেন ১৯ নম্বরে, আর আমি ১৭ নম্বরে। আমরা সকলে তাঁকে জানতাম ইকা জোর্গে নামে এবং সেই নামেই তাঁকে ডাকতাম। ইকা ছিলেন যথার্থই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত, বুদ্ধিমান মানুষ। যদিও আমরা ছিলাম নিছকই প্রলেতারিয়ান, আর তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী মানুষ, তবু আমরা একে অন্যকে চমৎকার বুঝতে পারতাম। তিনি ছিলেন প্রাণোচ্ছল, কাজের লোক এবং সত্যি সত্যিই অনেক কাজ করতেন।'

জোর্গে যেন নিজের সত্তা খুঁজে পেলেন, অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণায় তিনি আকুল হয়ে পড়লেন, প্রায়ই সকাল পর্যন্ত তিনি কাগজপত্রের স্তূপে মুখ গুঁজে বসে থাকতেন। তাঁর হেফাজতে ছিল গোটা দুনিয়ার পত্রপত্রিকা ও বইপুথি, রাজনীতি ও অর্থনীতিবিষয়ক রচনাবলী; বিভিন্ন দেশের পার্টির কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর রাখতেন। তিনি শান্তভাবে, ধীরেসুস্থে কাজকর্ম করতে পারতেন, বিশ্লেষণ করতে পারতেন, অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ঘটাতে পারতেন। তিনি লেখেন:

> 'যুদ্ধ কোন দুষ্ট অভিপ্রায় অথবা উন্মত্ততার ফল নয়, তা হল সাম্রাজ্যবাদেরই পরিণাম। আধুনিক যুদ্ধ দূর করার অর্থ হল সাম্রাজ্যবাদকে দূর করা।'

সাম্রাজ্যবাদ... জোর্গে জানতে চাইলেন তার সমস্ত রকম প্রকাশ, খুঁজে বার করতে চাইলেন তার দুর্বল জায়গাগুলি। সাম্রাজ্যবাদ তাঁর কাছে মোটেই অমূর্ত গোছের কিছু ছিল না।

একচেটিয়া কারবার ও লগ্নি পুঁজির আধিপত্য, পুঁজি-চালান, উপনিবেশ ও বাজারের জন্য একচেটিয়া কারবারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৃহৎ পুঁজিবাদী শক্তিবর্গের দ্বারা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বের রাজ্যসীমানা বণ্টন — এসবের ফলে তাদের অন্তর্বর্তী বিরোধিতা যে কী ভাবে বিশ্বব্যাপী চরিত্র পরিগ্রহ করতে চলেছে, জোর্গে তা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির মূল কথা হল বিশ্বপ্রভুত্ব, আর এই রাজনীতির ধারানুসরণ — সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। এই কারণেই সমরবাদের প্রতি জোর্গের বিশেষ কৌতূহল দেখা দিল।

এখন, প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে শক্তির বিন্যাস, বিশ্ব-অর্থনীতিতে ও বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সাম্রাজ্যবাদের মূল বিরোধসমূহ জোর্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে দেখলেন।

বলাই বাহুল্য, সর্বাগ্রে তিনি প্রবৃত্ত হলেন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি অনুসন্ধানে। ১৯২৬ সনে প্রকাশিত 'পুনর্জাগ্রত জার্মান সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব চরিত্র' প্রবন্ধে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন:

> 'বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিস্থিতিগত অর্থে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল অবস্থার যোগসম্মিলনে তা তার পুঁজিবাদী প্রতিবেশীদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে উন্নয়ন পর্বের মধ্য দিয়েও যেতে পারে।'

সকলেই জানেন, এই পূর্বাভাস সত্য প্রতিপন্ন হয়।

প্রকাশিত হতে থাকে একের পর এক তাঁর প্রবন্ধ: 'জার্মানিতে অর্থনৈতিক মন্দা', 'জার্মানির শুল্কনীতি', 'জার্মানিতে প্রলেতারিয়েতের বৈষয়িক অবস্থা', 'যুদ্ধপরবর্তী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-এর মনোভাব', বৃহদাকার রচনা 'নয়া জার্মান সাম্রাজ্যবাদ' ও 'ভার্সাই শান্তিচুক্তির অর্থনৈতিক ধারাসমূহ'। অবশেষে, 'জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ' নামে প্রবন্ধ। ফ্যাসিবাদ তখনও ক্ষমতায় আসে নি, তা থেকে তখনও অনেক দূরে, কিন্তু জোর্গে দেখতে পেয়েছেন:

> 'জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিবাদ তার অস্তিত্বের প্রথম পর্বে যেখানে ছিল

শ্রেণীচ্যুত পেটি-বুর্জোয়া ব্যক্তি-উপাদান, ছাত্রসম্প্রদায়, সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার আর ল্যুম্পেন প্রলেতারিয়ানদের নিয়ে গঠিত সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ, সেখানে দ্বিতীয় পর্বে তার ভিত্তি হল পেটি-বুর্জোয়া।... এ বিষয়ে কোন রকম সন্দেহই থাকতে পারে না যে ভারী শিল্পের পৃষ্ঠপোষক জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীদের যে সমস্ত বুলি এত আমূল পরিবর্তনকারী শোনাত তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করা, আর সে উদ্দেশ্য — বলপ্রয়োগ ও আইনপ্রয়োগে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন দমন এবং পুঁজির খোলাখুলি একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।'

ঘটনার অপূর্ব বিশ্লেষণ। জোর্গের মনে এই ধারণার উদয় হয় ১৯১৯ সনে। কয়েকটি ছত্রের মধ্যে ফ্যাসিবাদের গোটা ইতিহাস, অতীত ও ভবিষ্যৎ যেন করতলে ধরা পড়েছে। দেখানো হয়েছে ফ্যাসিবাদের উৎস — পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি। কী বিস্ময়কর শক্তি — পুঁজিবাদের সেবায় নিয়োজিত এই পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তির! সমাজবিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কোন গবেষণা করেন নি বললেই চলে। পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তির জমির উপরই চিরকাল এসে জড় হয়েছে প্রলেতারিয়েতের শত্রুরা: নৈরাজ্যবাদী, 'অতিবামপন্থী', ত্রৎস্কিবাদ, 'বামপন্থী কমিউনিস্ট দল', 'সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিবিদ', মধ্যপন্থীরা এবং পরিশেষে জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রীরা অথবা সোজা ভাষায়, ফ্যাসিবাদ। পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি — তা হল এক অন্তর্বর্তীকালীন শক্তি, যে শক্তি বরাবরই গলাবাজিতে ওস্তাদ, কথায় অতিবিপ্লবী, পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে হঠকারী, নীতিবিবর্জিত। তার মজা হল জানলা দিয়ে বোমা ছুঁড়ে মারায়, এরই সাহায্যে সে নজির দেখায় নিজের 'শ্রেণীবহির্ভূতির', 'শ্রেণী-ঊর্ধ্বচারিতার'। এর আগেও ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে জোর্গে লক্ষ্য করেন যে মার্কসবাদকে তার উদ্ভবের শুরুতেই পেটি-বুর্জোয়া 'বিপ্লবীয়ানার' বিরুদ্ধে, পেটি-বুর্জোয়া 'সমাজতন্ত্রের' বিরুদ্ধে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। আবার মতবদল, আবার বিপ্লবী বুলির আড়ালে বিশ্বাসঘাতক মর্মবস্তু।

পেটি-বুর্জোয়া ধারা ও গোষ্ঠীগুলি অবশ্য একই রকমের নয়, কিন্তু কোথায় যেন, কোন একটা জায়গায় তাদের সাধারণ প্রবণতার মিল আছে; শুরুতে তারা চেষ্টা করে প্রলেতারিয়েতের স্বার্থকে পেটি-বুর্জোয়ার স্বার্থের বশে আনতে, পরিশেষে হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের

দালাল। ফ্যাসিবাদও তার পেটি-বুর্জোয়া মূল সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে সামরিক মণ্ডলীর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বৃহৎ পুঁজির পার্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই পার্টির অর্থ যোগায় ব্যাভেরিয়ার পুঁজিপতিরা, জার্মানে রাইখ্‌সভেহর-এর সেনাপতিমণ্ডলী।

অস্ট্রিয়ানিবাসী ল্যান্স কর্পোরাল শিক্‌লগ্রুবার (হিটল্যারের আসল পদবী) কারোই কোন কাজে আসে নি যতক্ষণ না বিশের দশকে দেখা যায় অতি ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের প্রকোপ। সে সংকট বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করে জার্মানিতে: জার্মানির হাজার হাজার কলকারখানা, খনি, ডক-ইয়ার্ড বন্ধ হয়ে গেল, ষাট লক্ষ মজুরকে পথে বসতে হল। তীব্র হয়ে দেখা দিল শ্রেণীবিরোধ। ঠিক তখনই বৃহৎ পুঁজি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে ঠেলে দিল নির্লজ্জ বক্তৃতাবাজ জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী ও উস্কানিদাতা হিটলারকে।

জার্মান জনসমাজের বিভিন্ন স্তরকে নিজের দিকে টানার উদ্দেশ্যে এবং বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়ানদের বিক্ষোভকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে হিটলার শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দেয় বেকারত্ব উচ্ছেদের, বৃহৎ কলকারখানায় মুনাফার ভাগ দেওয়ার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি দেয় কাঁচামালের মূল্য হ্রাসের, কৃষকদের — জমির, সুলভ হারে ক্রেডিটের, নিলামে জমিবিক্রয় বন্ধের; কেবল একচেটিয়া কারবারের প্রতিনিধিরাই জানে ফ্যাসিবাদের পরিণতি কোথায় — প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদে, সাম্রাজ্যবাদীদের একনায়কতন্ত্রে! এই কারণেই ত শিল্পপতি আর ব্যাঙ্ক-মালিকরা এমন মুক্ত হস্তে হিটল্যারের পার্টিকে আর্থিক মদত দিচ্ছে; এই টাকায় হিটলার গড়ে তুলছে অসংখ্য সশস্ত্র বাহিনী, যে বাহিনী অগ্রণী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালায়।

জোর্গে আসন্ন বিপদ দেখতে পান। এ বিপদ সত্যিকারের বিপদ। তাঁর উচিত হবে সতর্ক করে দেওয়া।...

তাঁর রচনা জার্মানিতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে সব রচনায় আছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইন্ধন, আছে সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত মৌলিক বুদ্ধির শক্তি ও তীক্ষ্ণতা, বিপ্লবী আবেগ।

কিন্তু অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে জোর্গে কেবল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেন না। তিনি চান সামগ্রিকভাবে বিশ্বের সমস্যা উপলব্ধি করতে, তার আন্তর্জাতিক সীমা দেখতে।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। জার্মান, ফরাসী কিংবা

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চেয়ে তা কোন অংশে ভালো নয়। এরও মূল কথা সেই একই পশুবৃত্তি।

> তাঁর মতে, 'পানামা, নিকারাগুয়া ও মেক্সিকোর ক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনীতি আরও বেশি করে ইতর সামরিক লুণ্ঠনের চরিত্র পরিগ্রহ করেছে। এখানে... বিপ্লবের প্ররোচনা দেওয়া হয়, নৌবাহিনী, সশস্ত্র অবতরণ বাহিনী ও যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে এই দেশগুলির ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়, লগ্নী-পুঁজির ম্যাগনেটদের চাপিয়ে দেওয়া শর্ত কে কতটা মেনে নিতে প্রস্তুত তারই ভিত্তিতে সরকারের অপসারণ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে।... কিউবায় আমেরিকার রাজনীতি চিনিকল-মালিকদের স্বার্থপ্রণোদিত। সর্বত্রই প্রযুক্ত হচ্ছে সেই একই পদ্ধতি।'

'ডাউয়েস-পরিকল্পনা ও তার পরিণাম' নামে নাতিদীর্ঘ রচনায় জোর্গে দেখিয়েছেন কী ভাবে ১৯২৪ সনে জার্মানিতে বিপ্লবী আন্দোলনের বিস্তারে ভীতসন্ত্রস্ত মার্কিন ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা-দানের জন্য এগিয়ে আসে। ঐ বছরের আগস্ট মাসে মার্কিন জেনারেল ডাউয়েসের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক কমিশনপ্রণীত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের এক নতুন পরিকল্পনা বলবৎ হয়। চার্লস ডাউয়েসের পরিকল্পনার অর্থ রিখার্ডের কাছে বেশ স্পষ্ট ছিল—এর অর্থ হল জার্মানিতে পুঁজিবাদের খুঁটি শক্ত করা, যুদ্ধের মূল্যপরিশোধের বোঝা মেহনতীদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া, আর বড় কথা হল মার্কিন ঋণের সাহায্যে জার্মানির সামরিক শিল্পশক্তির পুনঃনির্মাণ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তার পরিচালনা। জার্মানির ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে এই পরিকল্পনা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখ্য ভূমিকা প্রকট করে তুলেছে — জার্মানিতে ডলারের স্বর্ণবৃষ্টি হতে থাকে।

১৯২৫ সনে জার্মানিতে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বইটি তার সংগ্রামী, আক্রমণাত্মক মেজাজের দরুন, বহুলাংশে গভীর বিশ্লেষণের জন্য এবং ব্যাপক জনসাধারণের কাছে শুভ কোন কিছুর প্রতিশ্রুতিহীন কঠোর বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্বাভাসের জন্য পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর প্রতিধ্বনি ঘটে রাইখস্টাগে থেলমানের আবেগপূর্ণ ভাষণে। সেখানে তিনি 'ডাউয়েস-পরিকল্পনার' স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।

বুর্জোয়া পত্রপত্রিকা বইটির উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠল, যেহেতু জোর্গে

দেখিয়েছেন 'আঙ্কল স্যাম' আর ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কগুলির সহায়তায় কী ভাবে জার্মানির ভারী শিল্প ও সামরিক শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও নবায়ন ঘটছে এবং ঘটতে থাকবে, দেখিয়েছেন ভেইমার প্রজাতন্ত্রের শাসকবর্গের দুরভিসন্ধি কিসে পর্যবসিত হতে চলেছে।

জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি ডাউয়েস-পরিকল্পনার পাল্টা একটি পরিকল্পনা রাখে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য আদায় করা দরকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধাপরাধীদের কাছ থেকে— একচেটিয়া কারবারী ও য়ুঙ্কারদের কাছ থেকে; শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে, ৭ ঘণ্টা কর্মদিন চালু করতে হবে!

জোর্গের বই জার্মান কমিউনিস্টদের সাহায্য করে তাদের সংগ্রামে।

জোর্গে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ভালোমতো ওয়াকিবহাল, এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। তিনি ক্ল্যাসিক্যাল পুঁজিবাদের দেশ ইংলণ্ডে যান, এখানে তিনি অনেকগুলি কারখানায় অনুসন্ধান চালান, কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি সোভিয়েত সাংবাদিক, তাই খনি-মালিকেরা তাঁর সম্পর্কে সতর্ক। কিন্তু তিনি নিজেই ছিলেন খনি-মজুর, যে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি খনিতে নামেন, যে সব প্রশ্ন তিনি ইঞ্জিনিয়র ও শ্রমিকদের করেন তাতেই এটা লক্ষ্য করা যায়। কী ভাবে কয়লা কাটতে হয় তা-ও তিনি দেখাতে পারেন। লোকেও তাঁকে মনের কথা বলে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে তাঁর বিশদ পরিচয় ঘটল। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনের মতো দেশও তাঁর কৌতূহল জাগ্রত করে। এ সমস্তই হল পুঁজিবাদের পূর্ণ চিত্রের এককেটি রেখা।

কিন্তু সে চিত্র অপূর্ণ থেকে যাবে যদি দূরে সরিয়ে রাখা হয় দূর প্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরের দেশপুঞ্জ, দূর প্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, মধ্য-প্রাচ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনীতিকে। গবেষককে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সমগ্র কর্মসূচি!.. এই কাজে হয়ত সারা জীবনই চলে যাবে।

দূর প্রাচ্য।... চীন, জাপান — এদের নিয়ে কোন গবেষণাই হয় নি। সুতীব্র আন্তর্জাতিক বিরোধের জট। জোর্গে সারা দিন গ্রন্থাগারে পড়ে থাকেন। রাশীকৃত উপকরণ পাঠের পর জোর্গে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত করতে পারেন:

'এশিয়ায় মার্কিন, ইংরেজ ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যসংক্রান্ত প্রশ্নের নিষ্পত্তি হচ্ছে। এশিয়ায় পারস্পরিক সম্পর্কের বনিয়াদের উপরই প্রবলতম তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করেছে, অতএব যুদ্ধ অনিবার্য।...'

এই সিদ্ধান্ত তিনি করেন ১৯২৭ সনে।

তিনি একাগ্রচিত্তে কাজ করে চলেন। বাইরের লোকের কাছে এমনও মনে হতে পারে যে জোর্গে সুখী। হয়ত সত্যি সত্যিই তিনি সুখী। কাজের প্রতি একাগ্রতাই ত সুখ।

তাছাড়া, রিখার্ডের জীবনে ভালোবাসা এলো। রিখার্ড রুশ ভাষা তেমন ভালো জানতেন না। একাতেরিনা মাক্সিমভা তাঁকে গোড়ার দিকে রুশ ভাষার পাঠ দিতেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা দেখতে দেখতে গভীর, প্রগাঢ় অনুভূতির রূপ নেয়। রিখার্ড ঘন ঘন তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগলেন।

একাতেরিনার আত্মীয়স্বজন বাস করতেন পেত্রজাভোদ্স্কে। মা, দুই ভাই, তিন বোন। একাতেরিনার জীবনটা ছিল অসাধারণ ধরনের। তিনি লেনিনগ্রাদের মঞ্চশিল্প ইনস্টিটিউট শেষ করেন। সাফল্য দ্রুত আসে। অতঃপর তিনি যান ইতালিতে, কাপ্রিতে। একাতেরিনা যাঁর অনুরাগিণী ছিলেন, প্রতিভাবান অভিনেতা রূপে যাঁর কদর করতেন, তাঁর মৃত্যু হয়। এই ট্র্যাজিক ঘটনা তাঁর জীবনে আকস্মিক পরিবর্তনের সূচনা করল — তিনি মঞ্চ ছেড়ে দিয়ে কারখানায় যোগ দিলেন। তিনি যন্ত্রপাতির অপারেটরের কাজ করেন, কর্মিবাহিনীর প্রধান হন, ওয়ার্কশপ প্রধানের পদের জন্যও মনোনয়ন পান।

সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, শিল্পসৃষ্টির সমস্যা — এই হত স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকারের সময় তাঁদের দুজনের আলোচনার বিষয়। একসঙ্গে পুরনো বইয়ের দোকানে যেতেন, খুঁজে খুঁজে দুষ্প্রাপ্য বইপুথি বার করতেন। মানব সংস্কৃতি, নন্দনতত্ত্ব, বিশ্বশিল্পকলার অভিজ্ঞতা...

একাতেরিনা মাক্সিমভাকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁদের কথায়, তিনি ছিলেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী, তাঁর হৃদয় ছিল বড় আন্তরিক, সে হৃদয় অন্যের আনন্দ ও অন্যের শোক কেবল যে অনুভবই করতে পারত তা নয়, নিজে যেন ভোগও করত। নিজের কাজের জায়গায়, কারখানায় সব

সময় নতুন শিক্ষানবিশ মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাদের ওয়ার্কশপে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ শেখাতেন, লেখাপড়া শেখাতেন।

রিখার্ডকে তাঁর পছন্দ হয়। রিখার্ডের ইচ্ছে হল কারখানায় গিয়ে একাতেরিনার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেন। একাতেরিনা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে ওয়ার্কশপে এসে রিখার্ড তৎক্ষণাৎ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলার সাধারণ ভাষা খুঁজে পেলেন, সোৎসাহে জার্মানির শ্রমিকদের জীবন ও শ্রম সম্পর্কে, ধর্মঘট সম্পর্কে, থেলমান সম্পর্কে তাদের বললেন। তিনি ওদের ভালোবাসা পেলেন, প্রায়ই কারখানায় আসতেন।

একদিন একাতেরিনা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন এর আগে তিনি প্রেমে পড়েছিলেন কিনা। তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন, হেসে উচ্চারণ করলেন একটি ফরাসী উক্তি: 'Besoin d'aimer pour aimer', অর্থাৎ 'ভালোবাসার খাতিরেই ভালোবাসার চাহিদা'।

তারপর তিনি বললেন ক্রিস্টিনার কথা। ক্রিস্টিনা রয়ে গেছেন ফ্রাঙ্কফুর্টে। হয়ত সেই সময় ভালোবাসা ছিল। আবার এমনও হতে পারে যে সেটা নিছক একটা অনুরাগ ছিল। এক সময় ক্রিস্টিনা ছিলেন স্পার্টাকাস লীগের সদস্যা, তিনি রোজা লুক্সেমবুর্গকে জানতেন, জানতেন ক্লারা ৎসেটকিন ও কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌টকে। ক্রিস্টিনা যে তাঁর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে রাজী হবেন এ বিষয়ে রিখার্ডের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না, কথা দিলেন পরে আসবেন। আর যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র যখন তৈরী তখন জার্মানি ছেড়ে যেতে তিনি পুরোপুরি অস্বীকার করলেন। রিখার্ডের আহ্বান, অনুনয়বিনয় সবই বিফলে গেল। কেবল কিছুকাল বাদে মনে মনে বিচার করে তিনি বুঝলেন সত্যিকারের ভালোবাসা এখানে ছিল না বলেই মনে হয়। ছিল না সেই বিস্ময়কর অনুভূতি যা প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে, যা চিরকালের জন্য বন্ধন রচনা করে।...

এখন তিনি পরিচিত হলেন একাতেরিনার সঙ্গে, পরিচয় পেলেন তাঁর মৃদু সুরেলা কণ্ঠের, তাঁর স্থায়ী অমায়িক হাসির, তাঁর চিরকালের সারল্য ও সত্যনিষ্ঠার, তাঁর স্বাভাবিকতার, তিনি বুঝলেন: এ ভালোবাসা চির জীবনের।...

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় রিখার্ড জোর্গে জার্মান কমিউনিস্টদের ক্লাবে যেতেন, সেখানে তিনি পরিচালন সংস্থার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২৩ সনের হাম্‌বুর্গ অভ্যুত্থানের পর এবং জার্মানির কমিউনিস্ট

পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর যে সব জার্মান কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যেতে বাধ্য হন, ক্লাব ছিল তাঁদের সমাবেশস্থল। এ ছাড়া আরও এক শ্রেণীর লোকের যাতায়াত ছিল ক্লাবে: 'চরম বামপন্থীরা,' শ্রমিক শ্রেণীর পরম শত্রুদের, খোলাখুলি ত্রৎস্কিপন্থীদের অনুগামীরাও এখানে এসে জোটে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক যে সমস্ত লোকজন বিদেশে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, তাদের সঙ্গে ত্রৎস্কিপন্থীদের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। ১৯২৬ সনের শরৎকালে তাদের দলপতিরা লেনিনগ্রাদের পুতিলভ কারখানায় এবং মস্কোর 'আভিয়াপ্রিবোর' কারখানার পার্টি সমাবেশগুলিতে খোলাখুলি পার্টিবিরোধী হামলা সৃষ্টি করে। এই একই ধরনের হামলা তারা করে জার্মান কমিউনিস্টদের ক্লাব।

জার্মান কমিউনিস্টদের ক্লাবেই জোর্গে পরিচিত হন উয়ান বের্জিনের সঙ্গে। এখানে বের্জিন বাগ্মিতায় জোর্গের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পান। জোর্গে নির্দ্বিধায় বক্তৃতামঞ্চে প্রবেশ করলেন, শান্ত দৃষ্টিতে নিস্তব্ধ হল-এর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অনুচ্চ, কিন্তু ওজস্বী। অকাট্য যুক্তি — তাই দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃমণ্ডলীকে অভিভূত করলেন। এই যুক্তি প্রায় সম্মোহনের মতো কাজ করল। কথার মধ্যে অনুভব করা যাচ্ছিল অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি বলেন যে ত্রৎস্কিপন্থী, 'চরম বামপন্থী' এবং অন্যান্য বিরোধীর কবল থেকে পার্টিকে মুক্ত করার সময় এসেছে।

কণ্ঠস্বর অনুরণিত হল যখন জোর্গে বলতে শুরু করলেন বিশ্ববিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা প্রসঙ্গে:

> 'সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে যে ভূমিকা গ্রহণ করছে তার মূলে প্রেরণা এই যে সারা দুনিয়ার বিপ্লবী শক্তি বস্তুত সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দেখতে পায় তাদের একমাত্র মিত্রকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন হল একমাত্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশ যার কাছ থেকে সমর্থন আশা করা যায়...'

হল-এ বিরোধীদের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা যেতে জোর্গে বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন: 'অধঃপতিতদের বিলাপ শোনা যাক!' তিনি তুমুল করতালিধ্বনিতে অভিনন্দিত হলেন। প্রতিবাদস্বরূপ বিরোধীরা ক্লাব ছেড়ে চলে গেল।...

ক্লাব থেকে বের্জিন ও জোর্গে একত্রে বের হলেন। রিখার্ড ভুরু কুঁচকে ছিলেন। এই মাত্র তাঁকে শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তখনও তিনি মনে মনে উত্তেজিত। কিন্তু কথা তিনি বললেন স্বচ্ছন্দে, সহজ ভঙ্গিতে। বের্জিন বললেন যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে জোর্গের সাম্প্রতিক রচনাটি তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

তিনি আরও বললেন: 'আপনার কর্মক্ষমতায় আমি অবাক হয়ে যাই। আমিও কিন্তু অনেকটা সাংবাদিকই ছিলাম: লাতভিয়ার প্যার্টি সংবাদপত্র 'ক্রেইয়া সিনিয়া' সম্পাদনা করতাম।'

'আর আমি সম্পাদনা করতাম 'বের্গিশে আরবাইটেরস্টিমে'। আপনি চমৎকার জার্মান জানেন দেখছি। জার্মানিতে ছিলেন নাকি?'

'না, সেরকম সুযোগ ঘটে নি। রহস্যটা সাধারণ: আমার মা ছিলেন জার্মান কলোনিস্টদের একজন।'

'আর আমার মা রুশী', রিখার্ড আচমকা বললেন।

দেখা গেল জোর্গের অসংখ্য প্রবন্ধ বের্জিন কেবল পড়েনই নি, তিনি সেগুলির প্রতিটি মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়নও করেছেন। তিনি ঘটনার সরাসরি অংশগ্রহণকারীদের, প্রত্যক্ষদর্শীদের এরকম গবেষণাকর্মের বড় সমাদর করতেন। জোর্গে ছিলেন জার্মান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী। জোর্গের ব্যক্তিত্বের প্রতি বের্জিনের আগ্রহ উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

তিনি উপভোগ করতে পারতেন এক বিশেষ ধরনের আনন্দ — মানুষকে আবিষ্কারের আনন্দ।

দীর্ঘদেহী, শীর্ণকায়, সর্বদা একাগ্রচিত্ত এই জার্মানটির মধ্যে বের্জিন অনুভব করেন এমন একটা কিছু যা তাঁর নিজের কাছে গভীর প্রীতিকর। তিনি বুঝতে পারলেন তা হল রাজনীতির জন্য প্রবল আবেগ।

সেই স্মরণীয় সন্ধ্যা থেকে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত। তাঁরা সন্ধ্যাকালীন মস্কোর বুলভারে-বুলভারে ঘুরে বেড়ান, রাজনীতির কথা বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূক্ষ্মতা বিচার করেন। দুজনেই অনেক জানতেন। একই সমস্যা ওঁদের দুজনকে ভাবিত করে তুলত।

বের্জিনের জীবন শ্রেণীসংগ্রামের আগুনে লোহকঠিন রূপ লাভ করে। তিনি ছিলেন সেই প্রজন্মের কমিউনিস্টদের একজন যাঁদের লোকে সগর্বে ও শ্রদ্ধাভরে লেনিনীয় রক্ষিদল বলে উল্লেখ করে, যাঁরা বহন করেছেন তিন

তিনটি বিপ্লবের, গৃহযুদ্ধের গুরুভার, যাঁদের ছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের কঠিনতম বছরগুলির অভিজ্ঞতা।

বিপ্লবের পথে তিনি কী ভাবে নামলেন সেই প্রশ্নের উত্তরে বের্জিন লেখেন: 'মোটের ওপর আমাদের পরিবারে ছিল বিদ্রোহী মনোভাব। বড় ভাই ছিলেন শ্রমিক, তিনি অল্প বয়সে বিপ্লবী আন্দোলনের সান্নিধ্যে আসেন, আর তার প্রভাব গোটা পরিবারের ওপর পড়ে। আমরা ছিলাম চার সন্তান — সকলেই বর্তমানে পার্টি সদস্য।'

পিটার ইয়ানভিচ্ কিউজিস (যিনি ইয়ান কার্লভিচ্ বের্জিন নামে পরিচিত) ১৮৯০ সনের ১৩ নভেম্বর লাতভিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিটারের পিতা ছিলেন বংশপরম্পরায় খেতমজুর, কখনও তাঁর নিজস্ব কোন জমি ছিল না, বাড়িও ছিল না। পরিবারের বাস ছিল সর্বজনীন ব্যারাকে, যাকে বলা হত 'খেতমজুরদের বাড়ি'। লম্বা আকারের পাকা বাড়ি, একটিমাত্র তার জানলা। সীমাহীন, নৈরাশ্যজনক অভাব-অনটন, ভবিষ্যতের কোন আশা-ভরসা নেই, অর্ধাহারে জীবনধারণ। হিংস্র মনিব বাচ্চাদের চোখের সামনেই মজুরদের ওপর মারধর করত, নিজের খেয়ালখুশিমতো শীতের মধ্যে যে কাউকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারত। মনিবকে সকলে ভয় করত, ঘৃণা করত। বালক পিটার কিউজিসও তাকে ঘৃণা করত।

কিউজিসের পিতার সমগ্র জীবন কাটে এক টুকরো রুটির জন্য কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এটা মেনে নেওয়ার ইচ্ছে তাঁর ছিল না: তাঁর ইচ্ছে ছিল সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক, হয়ত জীবনে তারা সৌভাগ্যের মুখ দেখতে পাবে, দাসত্ব থেকে তারা মুক্তি পাবে। পিটার যেতে লাগল গ্রামের স্কুলে; স্কুল ছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে। সমস্ত রকম বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বালক সাফল্যের সঙ্গে স্কুলের পাঠ শেষ করল, ১৯০২ সনে ভর্তি হল গোল্‌ডিনগেন শহরের শিক্ষক-শিক্ষণ সেমিনারিতে। সেমিনারিতে অধ্যয়নের বছরগুলি সম্পর্কে বের্জিন নিজে বলেছেন: 'বল্টিক উপকূল এলাকার শিক্ষক-শিক্ষণ সেমিনারির অধ্যক্ষ তখন ছিলেন ফ. স্ত্রাখোভিচ; গোটা বল্টিক উপকূল এলাকায় প্রতিক্রিয়াশীল রূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ফৌজী রুটিন ও প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য সেমিনারির নাম ছিল। স্ত্রাখোভিচ সেমিনারির প্রস্থানপথে পাস ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি গড়ে তোলেন সংবাদদাতা চরদের গোটা একটি জাল, সেমিনারির নিয়মকানুন সমালোচনা করার ধৃষ্টতা যাদের হত সেই অবাধ্যদের উপর

কঠোর উৎপীড়ন চলত। শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ 'বিদ্রোহের' আকার ধারণ করে।'

সেমিনারি শেষ করা আর তার হয়ে উঠল না।

১৯০৪ সনে পিটার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ছাত্রচক্রে যোগ দেয়। বড় ভাই ইয়ান তখন এক দালান-কোঠা তৈরীর ঠিকাদারের কাছে ছুতারের কাজ করছেন। ছুতারের কাজের জায়গায়ও ছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্র। বড় ভাই বে-আইনী বইপুথি বাড়িতে নিয়ে আসতেন আর পিটারের কাজ ছিল যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সেগুলি ছড়িয়ে দেওয়া।

১৯০৫ সনে, বিপ্লব যখন পুরোদমে, তখন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্র গ্রামীণ শ্রমিকদের এক বিশাল ধর্মঘট সংগঠন করে। লাল পতাকা, মিটিং। ভীত-সন্ত্রস্ত জমিদাররা আত্মরক্ষার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষের কাছে কসাক বাহিনীর সাহায্য চেয়ে পাঠাল। অচিরেই পনেরো থেকে বিশ জনের ছোট ছোট একেকটি দল নিয়ে কসাকেরা জমিদারদের তালুকগুলিতে ছাউনি পাতল।

নির্যাতনের জবাবে কৃষকেরা আত্মরক্ষামূলক বাহিনী সংগঠন করল। চৌদ্দ বছরের পিটার কিউজিসও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হল। ১৯০৫ সনের শরৎকালে পিটার কিউজিস রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দিল। পথ নির্ধারিত হয়ে গেল।

বল্টিক অঞ্চলের বনজঙ্গল। বালিয়াড়ি, জলা।... একটা গাছের আড়ালে পাখি শিকারের বন্দুক হাতে লুকিয়ে আছে পিটার। অদূরে বন্ধুরা। এ হল স্বেচ্ছাবাহিনী — জন মিলিশিয়া। অপেক্ষা করছে কসাকদের জন্য। প্রায় প্রতিদিনই কসাকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ষোল বছরের পিটারের কাছে গোটা ব্যাপারটাই বিপ্লবী রোমান্টিকতায় পরিপূর্ণ। 'বিপ্লবী রোমান্টিসিজম অনেক ছিল, কিন্তু সচেতনতা কমই ছিল। তবে তা সত্ত্বেও লোকে রীতিমতো অটল থেকে সংগ্রাম করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বিপ্লবের জন্য নিজেদের শির কোরবানি দেয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি তখন ছিলাম বিপ্লবী রোমান্টিসিজমের একটা ঘোরের মধ্যে, তত্ত্বের চর্চা শুরু করি কেবল জেলখানায় আসার পর।'

একদিন সূর্যাস্তের পর পর পিটার আর তার বন্ধুরা — লেপিনক্লাউস, ভাসিল ও কাল্‌নিন বন থেকে বেরিয়ে রওনা দিল খামারবাড়ির দিকে, যেখানে লুকানো ছিল অস্ত্র। কসাক বাহিনী কয়েকবার এই খামারবাড়িতে

হানা দেয়, কিন্তু খানাতল্লাসি করে কিছু না পেয়ে চলে যায়। স্বেচ্ছাবাহিনীর ছেলেদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কসাকরা এখানে আর ফিরে আসবে না। ওরা ঠান্ডায় জমে গিয়েছিল, খড়ের গাদার ভেতরে সেঁধোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল, পাহারার ব্যবস্থাও রাখল না। মাঝরাতের কাছাকাছি দরজা ধাক্কানোর আওয়াজ পেল। কসাকরা হুড়মুড় করে ঘরে এসে প্রবেশ করল। দেখা গেল ওদের নিয়ে এসেছে এক উস্কানিদাতা — স্থানীয় এক সচ্ছল চাষী। কসাকদের সে বলেছে যে বাড়িতে অস্ত্র লুকানো আছে। অস্ত্র লুকানো ছিল চুল্লির ভেতরে। কসাকরা সর্বত্র হাতড়ে দেখল, কিন্তু মাউজার ও রাইফেলের কোন হদিসই পেল না। লেপিনক্লাউসকে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলল আর পিটার কিউজিস ও অন্যদের নিয়ে যাওয়া হল জমিদারের খাসতালুকে, সেখানে মাটির তলার ঘরে এর আগেই সতেরো জনকে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই রাতেই ফৌজী আদালতে সকলকে জেরা করা হল। কাল্নিন ও ভাসিলকে ওরা তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে ফেলল। পিটারের ওপর এমন নির্যাতন চলল যে শেষ পর্যন্ত সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। তাকে দেউড়ি থেকে সোজা বরফের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। খেতমজুররা ওকে তুলে নিয়ে যায়। এর পর দু' সপ্তাহ সে বিছানায় পড়ে থাকে। সুস্থ হয়ে উঠেই খামারবাড়িতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে আনে। তিরিশ জন লোকের বাহিনী গড়ে তুলে তাকে সে রাইফেল আর পিস্তলে সজ্জিত করে। বাহিনী পিটুনি অভিযানকারীদের উপর দুঃসাহসী আক্রমণ চালায়। এই রকম এক সংঘর্ষের সময় পিটার কিউজিসের শোচনীয় পরিণতি ঘটে। ১৯০৬ সনের মে মাসে কসাকদের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের সময় সে গুরুতর আহত হয়। তাকে সঙ্গে সঙ্গে খতম করার ইচ্ছেই ওদের ছিল। পরে অস্থায়ী সামরিক আদালতে মামলা তোলা হয়। বিচারে গুলি করে প্রাণদণ্ডের রায় দেওয়া হল। কিন্তু নাবালক বলে প্রাণদণ্ড রদ করে আসামীকে দণ্ডিত করা হল কারাদণ্ডে।

কারাগার পিটারের মনোবল দৃঢ় করে তোলে। ছাড়া পাওয়ার পর সে চলে যায় রিগায়, এখানে সে একটি কারখানায় ফিটার-মিস্ত্রীর কাজ নেয়, ধাতুকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নে ভর্তি হয়, সন্ধ্যায় পাঠ নিতে থাকে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের কোর্সে। আর যেটা প্রধান তা হল বিপ্লবের কাজ, সাংগঠনিক ও প্রচারমূলক কাজ। সে রিগার পার্টি-কমিটির সদস্য। ধাতুকর্মীদের ধর্মঘট পরিচালনা করে। অল্প সময়ের মধ্যে সে সাতটি ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ

করে। পিটার তার কমরেডদের অগাধ আস্থাভাজন। সে অনমনীয়। শত্রুদের প্রতি ক্ষমাহীন।

১৯১১ সনের ডিসেম্বরে কিউজিসকে গ্রেপ্তার করা হল। বলশেভিক পার্টির সদস্য হওয়ার অপরাধে বিচারে তার যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ড হল ইরকুৎস্ক প্রদেশে।

সাইবেরিয়ার দুরন্ত শীত, শৃঙ্খলের ঝন্‌ঝনা। বিশ বছর বয়সী যুবক পালানোর মতলব করল। পঞ্চাশ ডিগ্রীর ঠাণ্ডা, দুর্গম পথ, প্রহরীদের গুলির ভয় — কিছুই তাকে রুখতে পারল না। স্যাহায্য করল বন্ধুরা: প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আর খাবারদাবার দিয়ে।

রিগায় আবির্ভাব ঘটল এক দীর্ঘকায় সুঠাম যুবকের। ইনি হলেন ইয়ান কার্লভিচ বের্জিন। পিটার ইয়ানভিচ কিউজিস নামে আর কেউ নেই, নেই মৃত্যুদণ্ড, পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, নেই নির্বাসনদণ্ডও। ক্ষত শুকিয়ে গেল, কিন্তু দাগ রয়ে গেল। তাছাড়া অল্প বয়সেই চুলে পাক ধরা শুরু করেছে। অশান্ত সময়: যুদ্ধ। পুরনো গোপন আস্তানাগুলি সব হারিয়ে গেছে। রিগায় না যাওয়াই ভালো।... তখন জোর করে লোক ধরে ধরে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছিল, তাঁকেও ধরে সৈনিকের ধড়াচূড়া পরিয়ে তৎক্ষণাৎ ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বিপ্লবের কাজ?.. সেটাই তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান... বের্জিন গোপনে পেত্রগ্রাদে চলে গেলেন। পার্টি সংগঠনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। তাঁকে তৎক্ষণাৎ ধর্মঘট-কমিটির সদস্য করে নেওয়া হল, তিনি রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ আর কসাকদের বিরুদ্ধে খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর ইতিপূর্বেই অভিজ্ঞতা ছিল।

১৯১৮ সনের গ্রীষ্মকালে শ্বেতরক্ষিদল ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা ইয়ারস্লাভ্‌লে বিদ্রোহ করলে তাদের দমনের জন্য ইয়ান বের্জিনকে পাঠানো হয়।

ইয়ান কার্লভিচের সার্ভিস রেকর্ডে লেখা আছে: 'সারা রুশ জরুরী কমিশনের* সভাপতি দ্‌জেরজিন্‌স্কির নির্দেশে আগমন। ২০ নভেম্বর, ১৯২০।'

---

* সোভিয়েত শাসনক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবীদের সশস্ত্র আক্রমণ, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতাবৃদ্ধি এবং ষড়যন্ত্রকারী, অন্তর্ঘাতী ও ফাটকাবাজদের নাশকতামূলক কর্মতৎপরতার ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্র মেহনতী জনসাধারণের শত্রুদের দমনের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠন করতে বাধ্য হয়। — সম্পাঃ

১৯২১ সনের এপ্রিলে দ্জেরজিন্স্কিই ইয়ান কার্লভিচ বের্জিনকে সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচরের কাজের জন্য সুপারিশ করেন।

বের্জিন এমন এক জটিল, সূক্ষ্ম কাজের ভার গ্রহণ করলেন যার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর পুরো দখল থাকা দরকার। জ্ঞান আকাশ থেকে পড়ে না: ইয়ান কার্লভিচ অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রলেতারীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক আকাদমিতে পাঠ নিতে থাকেন। তিন বছর বাদে তিনি হলেন সোভিয়েত সামরিক গুপ্তচর বিভাগের প্রধান।

ইয়ান কার্লভিচকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা সকলেই তাঁর গভীর মানবিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রতিভা বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় গুপ্তচর বিভাগের কাজে। তিনি প্রায়ই বলতে ভালোবাসতেন দ্জেরজিন্স্কির সেই কথাগুলি: 'জরুরী কমিশনের কর্মীর থাকা চাই ঠাণ্ডা মাথা, উষ্ণ হৃদয় আর নিষ্কলঙ্ক হাত', তবে তিনি বলতেন খানিকটা নিজস্ব ধরনে: 'গুপ্তচরের থাকা চাই দেশপ্রেমিকের উষ্ণ হৃদয়, ঠাণ্ডামাথার বুদ্ধি আর ইস্পাতকঠিন স্নায়ু।' এর মাধ্যমে তিনি তাঁর ভাবাদর্শগত পূর্বসূরীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন।

বের্জিন যাঁকে যাঁকে বিদেশে পাঠান তাঁদের সকলেই তাঁর বন্ধুরূপে বিবেচিত হতে পারেন; আর সত্যি সত্যি তাঁরা ছিলেনও তাই।

ইনিই হলেন বের্জিন, যাঁর সঙ্গে জোর্গের আলাপ হয় ১৯২৬ সনের শরৎকালে, যিনি পরবর্তীকালে জোর্গের জীবনে গ্রহণ করেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

জোর্গে কখন কখন পরামর্শের জন্য ইয়ান কার্লভিচের শরণাপন্ন হতেন। বের্জিনের জ্ঞানের পরিধি জোর্গেকে মুগ্ধ করত, বিস্মিত করত। তিনি তখনও জানতেন না যে তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন দস্তুরমতো ওয়াকিবহাল লোকেজনদের একজন। তাঁর এই জ্ঞান ব্যক্তিগত কারণেও বটে। আন্তর্জাতিক পরিবেশে সামান্যতম 'মর্মরধ্বনি' তাঁর কাছে পরিচিত ছিল, তাঁকে সতর্ক করে তুলত কেননা এরই ওপর নির্ভর করত সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা। রিখার্ড নিজে একথা না জেনে এক গোপন উৎসের সান্নিধ্যে আসেন। প্রায়ই তাঁদের কথা হত দূর প্রাচ্য প্রসঙ্গে। দূর প্রাচ্যের সমস্যাবলী এত আকর্ষণীয়, এত গুরুত্বপূর্ণ মনে হত যে জোর্গে তার প্রতি অনুরাগ অনুভব করেন। তাঁর মনে হতে লাগল যে দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি বস্তুবত

বর্তমান আনুপাতিক শক্তিসম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটাবে।... বের্জিনও তাঁর মত সমর্থন করেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অবশ্যই অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকট। আর সংকট থেকে মুক্তিলাভের উপায় সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকালই খুঁজে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে। দেখেশুনে মনে হয় যে জার্মানিতে শাসক শ্রেণিবর্গ হিটলারের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। হিটলারের কাছে যুদ্ধ হল 'সঞ্জীবনী বায়ুপ্রবাহ'।

হিটলারের ধুয়া ধরে জাপানের জেনারেল তানাকা। জাপ সম্রাটের কাছে 'তানাকার স্মারকলিপি' নামে যে গোপন দলিল জেনারেল পেশ করেন তাতে 'রক্তপাত ও লৌহকাঠিন্যের' নীতি নির্দিষ্ট হয়। এখানে নির্দেশিত হয় জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বৈদেশিক সম্প্রসারণের বিস্তৃত পরিকল্পনা: মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত, মধ্য এশিয়া, এশিয়া মাইনর ও ইউরোপ অধিকার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনাশসাধন। তানাকার মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য ও অবশ্যপ্রয়োজনীয়। বিশ্বপ্রভুত্বের বাতুল চিন্তা? হবেও বা। কিন্তু জাপানীরা ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে। মাত্র কিছু দিন আগে তানাকা দ্বিতীয় দফায় শান্‌টুং-এ সেনাবাহিনী পাঠিয়েছেন, তাঁর দৃষ্টি মাঞ্চুরিয়ার ওপরে, তিনি চুপিসারে এগিয়ে চলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তের দিকে।

জার্মানিতে, আমেরিকায় ও জাপানে ভয়াবহ রকমের বেকারত্ব দেখা দিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সম্প্রসারণমূলক মনোভাব নতুন শক্তিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বাজার আর প্রভাবক্ষেত্রের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করল। জোর্গের কাছে এটা ছিল এক অখণ্ড প্রক্রিয়া। উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন জার্মানির ঘটনাবলী। সেখানে নাৎসী পার্টির সর্বজনীন পার্টিতে পরিণত হওয়ার অনুকূল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

১৯২৮ সনে এর্নস্ট থেলমানের সঙ্গে জোর্গের আবার দেখা হল। থেলমান এসেছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে। পুরনো সংগ্রামী বন্ধুদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার।

বলতে গেলে পলকের এই সাক্ষাৎকার। — এর পর রিখার্ডের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। তাঁর মনে পড়ে গেল আখেনের কয়লাখনি এলাকায়, ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইনে বিপ্লবী কার্যকলাপের কথা। উত্তেজিত স্বভাব কাজ

চায়। চায় কঠিনতম, অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, জটিলতম কাজ। থাক না তাতে প্রাণের ঝুঁকি। কেবল সংগ্রামের মধ্যেই আছে সুখ।...

এই নিয়েই ইয়ান বের্জিনের সঙ্গে তাঁর কথা হয় সান্ধ্যভ্রমণের সময়। বের্জিন চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। জোর্গেকে অসাধারণ কাজের ভার তিনি দিতে পারেন। অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক। কিন্তু গুপ্তচর বিভাগের পরিচালক হিশেবে একজন সমাজবিজ্ঞানীকে তাত্ত্বিক গবেষণার কাজ থেকে টেনে নিয়ে আসার অধিকার তাঁর আছে কি? বের্জিন ভাবতে লাগলেন। রিখার্ডকে তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রতি সমবেদনা অনুভব করলেন। তিনি নিজে চিরকালই ঘটনার ক্ষুরধারের উপর আছেন, জীবন যখন শান্ত, বৈচিত্র্যহীন হয়ে আসত তখন তাঁর খারাপ লাগত।

দূর প্রাচ্যে কালো মেঘের ঘনঘটা দেখা দিল। আমেরিকা, ইংলন্ড ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদীরা চীনের সমরবাদীদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংঘর্ষ বাধানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। ১৯২৯ সনের ২৭ মে তাদের প্ররোচনা সফল হল — চীনা প্রতিবিপ্লবীরা খার্বিনে সোভিয়েত দূতস্থান আক্রমণ করল। ১০ জুলাই চাং সিউএ লিয়াং-এর বাহিনী পূর্বচীন রেলপথ দখলের চেষ্টা করল। যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানোর চেষ্টা করছিল, এটা ছিল তাদেরই নির্দেশক্রমে চীনা প্রতিবিপ্লবীদের বড় রকমের প্ররোচনামূলক কাজ।

চীনা প্রতিবিপ্লবীদের হঠকারিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, পূর্বচীন রেলপথে স্থিতাবস্থা পুনঃস্থাপনে রাজী না হয়ে তাদের উপায় রইল না। তবে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হল না।

এই বিশাল দেশটি সম্পর্কে বের্জিনের জ্ঞান কতটা ছিল? অগাধ, আবার স্বল্পও বটে। রাজনৈতিক শক্তিবিন্যাস তাঁর জানা ছিল। চিয়াং কাইশেক প্রায় পাঁচ লক্ষ বিপ্লবী শ্রমিক ও কৃষককে হত্যা করে। চীনা জেনারেলরা নিরন্তর নিজেদের মধ্যে যে হানাহানি চালিয়ে যাচ্ছিল তাতে দেশ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। চীনে ছয় কোটি মানুষ অনাহারে কষ্ট পাচ্ছিল। মাণ্চুরিয়ায় বাজার দখলের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে কামড়াকামড়ি লেগে গেছে। মনে হয় আপাতত আমেরিকানদেরই জিত হতে চলেছে: ইংলন্ড, জাপান ও ফ্রান্সকে কোণঠাসা করে দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে তারা প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছে। চীন আক্ষরিক অর্থে মার্কিন 'উপদেষ্টা', 'বিশেষজ্ঞ' ও 'অর্থনৈতিক মিশনে' ছেয়ে গেছে। জাপানীরা

মাঞ্চুরিয়া দখলের স্বপ্ন দেখে, আগের মতোই ভরসা করে থাকে চাং সিউএ লিয়াং-এর উপর।...

চীনা সমরবাদীরা এবং তাদের জাপ-মার্কিন প্ররোচকরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নতুন নতুন আর কী উস্কানির মতলব আঁটছে? জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ — যারা চীনে জাঁকিয়ে বসেছে, তাদের অভিসন্ধি কী?

বের্জিনের সমগ্র কার্যকল্যাপের উদ্দেশ্য ছিল একটিই — সোভিয়েত সীমান্তের নিরাপত্তা। দূর প্রাচ্য ছিল বড় রকমের উত্তেজনাস্থল।

অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল চীনের রাজ্যসীমানায় নিখুঁত কর্মতৎপর এমন এক তথ্যসরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার পরিধি হবে মাঞ্চুরিয়া, পূর্ব এবং মধ্য ও দক্ষিণ চীন: খার্বিন, মুক্‌দেন, সাংহাই, নানকিং, ক্যাণ্টন।

এমন কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে একমাত্র অসাধারণ কোন মানুষকে।

কর্মী বাছাইয়ের ভার বের্জিন কখনও অন্য কারও হাতে ছেড়ে দিতেন না। গুপ্তবাহিনীর কাজে তাঁর যে অভিজ্ঞতা তাতে তিনি জানেন শত্রুর বিরুদ্ধে অদৃশ্য যুদ্ধে মাত্র একজন ব্যক্তিরই তাৎপর্য কতখানি। সামান্যতম ভুলের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে।

একটা বড় অপারেশনের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় ছিল, কিন্তু তা সম্পন্ন যিনি করবেন তাঁকে হতে হবে অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী।

এই ভাবে বের্জিন প্রথম চিন্তা করলেন সামরিক গুপ্ত কর্মচারী হিশেবে জোর্গের কথা।

প্রাত্যহিক সান্ধ্য ভ্রমণের সময় একদিন জোর্গে সেই বছর বার্লিনে পয়লা মে'র শ্রমিক মিছিলের উপর নৃশংস গুলিবর্ষণের কথা, নিহত কমরেডদের কথা বললেন, বললেন যে পৃথিবী যখন আগ্নেয়গিরির উপর অবস্থান করছে তখন তাঁর পক্ষে ঘরে বসে নিশ্চিন্তে 'তাত্ত্বিকতা' করা সম্ভব নয়, এই সময় বের্জিন তাঁকে নিজস্ব পরিকল্পনার বিবরণ দিলেন। এই বিশাল পরিকল্পনার প্রতি জোর্গে যে পুরোপুরি আকৃষ্ট হবেন তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। তিনি ভুল করেন নি। রিখার্ড বিনা দ্বিধায় চীনে যেতে রাজী হয়ে গেলেন। তিনি এ কাজের উপযুক্ত ছিলেন।

চীনদেশে জোর্গে

ছোটবেলায় রিখার্ড আশ্চর্য হয়ে যান এই জেনে যে বালবোয়া নামে কোন এক স্পেনীয় অফিসার ১৫১৩ সনে প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। মহাসাগর এতই বড় যে তাকে আবিষ্কার করাটা হাস্যকর ঠেকে।...

সেই সময় তাঁর ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি যে কেবল মহাসাগর নয়, বহুকালের আবিষ্কৃত দেশও আবিষ্কার করা সম্ভব। বিশেষত তাঁর মনে হল যে হান্স ক্রিস্টিয়ান এন্ডারসনের রূপকথার পাঠক তিনি চীনের মতো দেশ সম্পর্কে প্রধানত যা জানতেন তা এই যে 'চীনে সম্রাট নিজে এবং তাঁর সমস্ত প্রজাও — চীনা...'

দেখা যাচ্ছে, চীনে কেবল চীনারাই বাস করে না।

অন্তত সাংহাইয়ের ব্যবসাকেন্দ্রে তাদের প্রায় সাক্ষাৎই মেলে না। এখানে মালিক হল আন্তর্জাতিক পুঁজি। আর মাঞ্চু-সম্রাটকে জনগণ ১৯১১ সনেই দূর করে দিয়েছে।

সাংহাইয়ে যা দেখার মত তা হল তার উপকূল-সরণি। বিদেশী ব্যাংক ও অফিসের পাথরে তৈরী বিরাট বিরাট দালানকোঠা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, নোংরা জলের ওপর ঘোরাফেরা করছে লঞ্চ আর পালতোলা নৌকোর দঙ্গল। মালপত্র বোঝাই জাহাজগুলো ধীরে ধীরে নদী থেকে সমুদ্রে গিয়ে নামছে। পোতাশ্রয়ে বিদেশী যুদ্ধ জাহাজ, সেগুলির ওপর পতাকা উড়ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে ঝলক দিচ্ছে ব্যাংকের ডিরেক্টর ও ম্যানেজারদের আয়নার মতো ঝকঝকে মোটরগাড়ি। এ হল 'ইণ্টারন্যাশনাল সেট্‌লমেণ্ট'। পাশেই বিশেষ অধিকারভোগী ফরাসী প্রতিষ্ঠানাদি।

জোর্গে ধীরেসুস্থে রওনা দেন গার্ডেন ব্রিজের দিকে। সাংহাই... বিদেশীদের বন্যাস্রোত। শেয়ার বাজারের কারবারী, রুশী শ্বেতরক্ষী, জার্মান, মার্কিন, ইংরেজ ও ফরাসী ব্যবসায়ী, উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ। সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর বিভাগের লোকজন প্রায় প্রকাশ্যেই সংবাদ সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ভেইখাভেতে ইংরেজরা সামরিক নৌঘাঁটি স্থাপন করেছে। চীনে কেন্দ্রীয় সরকার বলতে কিছু নেই।

সহকারী — রেডিও অপারেটর মাক্‌স ক্লাউজেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। বলিষ্ঠ গড়নের মানুষটি, মুখে বেশ সারল্যের ছাপ। তাঁর সমস্ত আকারের মধ্যে ফুটে উঠছিল ভালোমানুষি ভাব, অজানা পরিবেশেও তিনি স্বচ্ছন্দ

বোধ করেন, আর মোটের ওপর মাক্‌সকে দেখলে মনে হয় যে এই তিরিশ বছরের জীবনে তিনি অনেক কিছু দেখেছেন। আসলেও তাই।

রিখার্ড জোর্গের সঙ্গে ক্লাউজেনের আলাপ-পরিচয় হল এক দামী হোটেলে, যেখানে ধনী আমেরিকানরা এসে উঠত। ক্লাউজেন নিজে এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিচ্ছেন: 'এটা ছিল জোর্গের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার। আমার মতে, কমরেড জোর্গে তখনই হুঁশিয়ার ছিলেন। তিনি আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে সেগুলির উত্তর দিতে হল; আমি অনুভব করলাম, একমাত্র এর পরই তিনি আমার সঙ্গে আচরণে আরও অকপট হয়ে উঠলেন। 'আমরা তাহলে ঠিকই একসঙ্গে কাজ করব', তিনি বললেন।'

ক্লাউজেনের কাজটা সহজ ছিল না: নির্ভরযোগ্য বেতার যোগাযোগব্যবস্থা দিয়ে জোর্গের সংস্থাকে সাহায্য করা। এর জন্য দরকার রেডিও স্টেশন স্থাপন করা, ট্র্যান্সমিটারের কাজে লোকজনকে তালিম দেওয়া, 'কেন্দ্রের' সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। ক্লাউজেন চীনে আসেন জোর্গের কয়েক মাস আগে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯২৯ সনের মার্চ মাসে। তিনি খার্বিনের সঙ্গে নির্ভরযোগ্য সংযোগরক্ষায় সক্ষম হন এবং পূর্বচীন রেলপথে সোভিয়েত-চীন ঘটনার চরম মুহূর্তে 'কেন্দ্রে' দ্রুত জরুরী সংবাদ পাঠান।

রিখার্ডের কাছে সংযোগকর্মে বিশেষজ্ঞরূপে মাক্‌স ক্লাউজেনকে অকারণে সুপারিশ করা হয় নি। মাক্‌স নিজের কাজ খুবই ভালো জানতেন, তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী কমিউনিস্ট, স্বেচ্ছায় বিদেশে কাজ করতে এগিয়ে আসেন।

১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে নর্ডস্ট্রান্ড দ্বীপে মাক্‌স গটফ্রিড ফ্রিডরিখ ক্লাউজেনের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন গরিব দোকানদার, সাইকেল মেরামতের কারিগর। স্কুল শেষ করার পর মাক্‌স প্রথম প্রথম তাঁর বাপকে সাহায্য করতেন, পরে তাঁকে কামারের কাছে কাজ শেখানোর জন্য পাঠানো হয়, আর সন্ধ্যাবেলায় তিনি কারিগরি স্কুলেও পড়াশুনা করতেন। মাক্‌স টেক্‌নিক্যাল কাজ ও যন্ত্রপাতি ভালোবাসতেন, উদ্ভাবনার ব্যাপারে তাঁর বড় ঝোঁক ছিল।

১৯১৭ সনে সেনাবাহিনীতে মাক্‌সের ডাক পড়ে। তিনি পশ্চিম ফ্রন্টের এক বেতারবাহিনীতে, জার্মান সংযোগ কোর-এ কাজ করেন।

১৯১৯ সনে সেনাবাহিনী থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পিতার অনুরোধে মাক্‌স বাড়ি ফিরে আসেন এবং কিছুকাল তাঁর আগেকার কামার-গুরুর

কাছে কাজ করেন। দেখা গেল, এই লোকটি ছিলেন কমিউনিস্ট, তরুণ ক্লাউজেনের মনে কমিউনিস্ট ধ্যানধারণার বিকাশ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠায় তিনি কম সাহায্য করেন নি। তাঁর কাছ থেকেই মাক্স জানতে পারেন জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির কথা, তার কর্মসূচি ও কার্যকলাপের বিবরণ এবং কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট, রোজা লুক্সেম্‌বুর্গ, ক্লারা ৎসেট্‌কিন ও ফ্রানট্‌স মেরিং-এর মতো মার্কসবাদী কর্মীদের কথা।

'জার্মানির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত গুরুতর: বেকারদের সংখ্যা ৬০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সরকার একেবারে বুঝে উঠতে পারছিল না কী করা যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল এই যে একমাত্র যে-তত্ত্ব জার্মান জনগণের দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে পারে তা হল কমিউনিজম', পরবর্তীকালে ক্লাউজেন বলেন।

১৯২১ সনে মাক্স হাম্‌বুর্গ চলে যান, সেখানে হাম্‌বুর্গ — বল্টিক সাগর বাণিজ্যপথে এক সওদাগরী জাহাজের মিস্ত্রি হন। ১৯২২ সনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত জার্মান নাবিক ইউনিয়নের সদস্য হন। হাম্‌বুর্গে তিনি প্রায়ই মিটিং-এ এর্নস্ট থেলমানের বক্তৃতা শুনতেন। অচিরেই দেশ জুড়ে মিস্ত্রিদের বিশাল ধর্মঘট শুরু হল। ক্লাউজেন ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন, তাদের সঙ্গে সামিল হলেন। ধর্মঘটে যোগদানের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তিনি তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর মাক্স হয়ে দাঁড়ালেন নাবিকদের সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সক্রিয় সংগ্রামী। তাঁর নাম বহু জাহাজে পরিচিত হতে থাকে।

১৯২৭ সনে ক্লাউজেন সোভিয়েত ইউনিয়নে আসেন। সোভিয়েত রাষ্ট্র সীল-মাছ শিকারের নৌবহরের জন্য জার্মানির কাছ থেকে একটা তিন মাস্তুলওয়ালা জাহাজ কেনে। জাহাজের নাবিকদলের মধ্যে মাক্স ক্লাউজেনও ছিলেন।

তিনি মুর্মানস্ক বন্দর দেখলেন, সোভিয়েত নাবিকদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও শ্রমের পরিচয় পেলেন। হাম্‌বুর্গে ফিরে এসে তিনি জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র পেশ করেন।

১৯২৮ সনে ক্লাউজেনের মস্কো যাওয়ার সুযোগ ঘটল। এটা ছিল তাঁর বহুকালের স্বপ্ন, তিনি তাই সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন। মস্কোয় মাক্স রেডিও অপারেটরের কোর্সে ভর্তি হলেন, কোর্স শেষ করার পর ১৯২৯

সনর মার্চে বেতার সংযোগের বিশেষজ্ঞ রূপে চীনে যান। সঙ্গের দলিলপত্র অনুযায়ী তিনি হলেন জার্মান ব্যবসাদার। ট্রেনে জাঁদরেল জার্মান ব্যবসাদারটি সোৎসাহে যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন জাপানী ব্যবসায়ী, ফরাসী কূটনীতিবিদ আর ইংরেজ সাংবাদিক। মাঞ্চুরিয়া থেকে তিনি জাহাজে চেপে পৌঁছুলেন সাংহাই।

নাবিক এবারে স্কুলে।

এবারে ক্লাউজেনের কাজ হল নিজের জন্য একটা উপযুক্ত বাসস্থান খুঁজে বার করা, রেডিও স্টেশন ফেঁদে বসা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শহরের এক শান্ত এলাকায় চল্লিশ ডলারের বিনিময়ে দোতলায় একটা বড় ঘর ভাড়া পেয়ে গেলেন। বাড়িওয়ালির কাছে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন — জার্মান ব্যবসায়ী, জার্মানি থেকে হালে এসেছেন। দেখা গেল ঘরটা কাজের পক্ষে মোটেই সুবিধের নয়। এর ওপরতলায় চিলেকোঠায় যে ঘরদুটো আছে সেগুলো পেলে বেশ সুবিধা হত, কিন্তু সেখানে থাকতেন আন্না নামে এক মহিলা।

মাক্‌স ঠিক করলেন যে করেই হোক ওপরের ঘরগুলো বাগাতে হবে। তিনি এর জন্য বাড়িওয়ালিকে ভালো ভাড়া দেওয়ার প্রস্তাব করলেন, আর চিলেকোঠায় স্থানান্তরের যে বাসনা তার কৈফিয়ৎস্বরূপ বললেন যে গরম আবহাওয়ায় তিনি অনভ্যস্ত, কিন্তু ওপরে অনেকটা ঠান্ডা হবে। জার্মানটির প্রস্তাব বেশ লাভজনক, বাড়িওয়ালি বড় মুখ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনতলার ঘরগুলো তাঁর জন্য খালি করে দেওয়া হবে। কিন্তু কর্ত্রীর গোটা পরিকল্পনা বানচাল করে দিলেন আন্না। তিনি ঘর ছেড়ে দিতে পুরোপুরি অস্বীকার করলেন, কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন ফ্ল্যাটের ভাড়া তিনি ঠিক ঠিক দিয়ে যাচ্ছেন, তাই তাঁকে হটানোর কোন হেতু বাড়িওয়ালির নেই। এই দীর্ঘসূত্রী ব্যাপার কখন শেষ হবে তার জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় মাক্‌সের ছিল না, তিনি নিজেই একগুঁয়ে মহিলাটির কাছে গেলেন। তিনি ভদ্রভাবে ঘর বদলের প্রস্তাব দিলেন, বললেন এতে বাড়তি যা ভাড়া হবে তা তিনি নিজে দেবেন। ম্যাক্‌স দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে শ্রীমতী আন্না দারুণ চটে উঠলেন এবং ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। মাক্‌সের বিরক্তি ধরে গেল। বোঝ কান্ড!.. আচ্ছা, এই মহিলার পক্ষে যে-কোন তলায় বাস করা সমান কথা নয় কি? আর মাক্‌সের ঘরটা ত চিলেকোঠার থেকে অনেক ভালো।

কিন্তু জোরদার করা বোকামি। মাক্‌স বিনীত ভাবে বললেন যে ফ্রাউ আন্না বরং তাঁর প্রস্তাবটা নিয়ে একটু ভাবুন, আর মাক্‌স আগামীকাল তাঁর কাছে আবার আসবেন।

কিন্তু ক্লাউজেনকে আরও কয়েকবার তিনতলায় উঠতে হল, একগুঁয়ে ফ্রাউটি শেষ অবধি ঘর বদল করতে রাজী হলেন। এই অদ্ভুত জার্মানিটি যে ঠাণ্ডার জন্য এত জিদ ধরে বসেছিলেন তাতেই বোধহয় তিনি কৌতূহল বোধ করেন। আন্না দোতলায় মাক্‌সের ঘরে নেমে এলেন।

মাক্‌স চিলেকোঠায় ঠাঁই নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শর্টওয়েভ রেডিও সেট তৈরির কাজে লেগে গেলেন। দোকানে কেনা রেডিও সেটের চেয়ে নিজের তৈরি রেডিও সেটের তিনি বেশি পক্ষপাতী। এ ধরনের রেডিও খারাপ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় গলদটা কোথায়।

'ফ্রাউ আন্নাকে' সম্মান দেখানোর খাতিরে চা পানের জন্য সন্ধ্যায় তিনি প্রায়ই তাঁর ঘরে যেতেন। অল্পবয়সী মহিলাটিকে ক্রমেই তাঁর বেশি করে পছন্দ হতে লাগল। মহিলা ছিলেন সরল ও সহজ মানুষ, মাক্‌সের হাসিঠাট্টায় তিনি অকপটে হাসতেন। দুজনের মধ্যে সৌহার্দ গড়ে উঠল। দেখাসাক্ষৎ, দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, নির্জন রাস্তায় ভ্রমণ তাগিদ হয়ে দেখা দিল। মাক্‌স বুঝতে পারলেন যে তাঁরা একে অন্যের পক্ষে খুবই দরকারী এবং একজনের অন্যকে ছাড়া চলার আর উপায় নেই।...

কাজ তখন পুরোদমে চলছে, ক্যান্টনে চলে যাওয়া দরকার, এমন সময় রিখার্ডকে মাক্‌স জানালেন: 'আমি বিয়ে করছি!' রিখার্ড হতবাক, কিন্তু তিনি আত্মসংবরণ করলেন, কেননা তাঁর জানা ছিল প্রেম ছেলেখেলা নয়, এমনকি তা যদি সাংহাইয়েও তোমার ওপর হানা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে, সংগ্রামী কর্তব্য পালনের সময় যেহেতু ওপরওয়ালার অনুমতি ছাড়া এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কোন গুপ্তচরের নেই, তাই মাক্‌স গোটা ব্যাপারটা জোর্গেকে জানিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলেন।

রিখার্ড অ্যানির সঙ্গে (ক্লাউজেন তাঁর ভাবী বধূকে এই নামেই ডাকতেন) দেখা করতে চাইলেন। দেখা হল রেস্তোরাঁয়। মামুলি কথাবার্তার পর রিখার্ড অ্যানিকে নাচের আমন্ত্রণ জানালেন।

তাঁর সম্পর্কে যা জানা গেল তা এই যে তিনি রুশী। নাম — আন্না মাত্‌ভেয়েভ্‌না জ্‌দান্‌কোভা। ১৮৯৯ সনের ২ এপ্রিল সাইবেরিয়ায় তাঁর জন্ম। বয়স যখন তিন, তখন বিপত্নীক পিতা তাকে 'শিক্ষাদীক্ষার জন্য'

পপোভ নামে এক বণিকের হাতে সমর্পণ করেন। বণিকের কাছে চৌদ্দ বছর যাপন করে। জীবনযাত্রা ছিল কঠিন। আন্না পরিণত হল বাড়ির দাসীতে। সে কাঠ বইত, শীতের মধ্যে উঠোনের স্তূপাকার বরফ পরিষ্কার করতে।

১৯১৮ সনে ভাগ্যের তাড়নায় উনিশ বছর বয়সের মেয়ে আন্না এসে উপস্থিত হল চীনে এবং নিজের অজানতে হঠাৎই হয়ে পড়ল দেশান্তরী।

আন্নাকে জোর্গের পছন্দ হল। তিনি রীতিমতো সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টিতে বিচার করেই বলেছিলেন যে মাক্‌স উপযুক্ত পাত্রী পছন্দ করেছেন। তবে মাক্‌সকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে তাঁরা কী কাজ করেন তা যেন ওঁকে না বলা হয়।

বেতার সংযোগ সংস্থায় ক্লাউজেনের অপরিহার্য সহকারী ছিলেন কনস্তান্‌তিন মিশিন।

জোর্গে পরিষ্কার স্বীকার করেছেন যে পরিস্থিতি সম্পর্কে ভালোমতো জানাশোনা লোকজনের সাহায্য ছাড়া সাফল্য অর্জন করা যেত না। এধরনের লোকজন ছিলেন জাপানী ও চীনা সাংবাদিকরা। সাংহাইয়ে প্রতিনিধিত্বকারী বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর চটপট খাতির হয়ে যায়, নানকিং সেনাবাহিনীতে যে সব জার্মান সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন তাঁদের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন।

বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন জাপানের 'ওসাকা আসাহি' সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা ওজাকি হোজুমির কার্যকলাপ। কিছুকাল আগে ওজাকি তাঁর কাগজে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, যাতে তিনি লেখেন: 'সাংহাইয়ের পার্কে 'চীনা ও কুকুরদের প্রবেশ নিষেধ' লেখা জঘন্য নোটিশটা তুলে নেওয়া হলেও এখানে আসল মালিক আগের মতোই ইংরেজরা রয়ে গেছে।' খোঁজ নিয়ে জানা গেল প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন এক চীনা ছাত্রগ্রুপের সঙ্গে ওজাকির যোগাযোগ আছে এবং তিনি ছদ্মনামে প্রবন্ধ লিখে চীনে বিদেশী শক্তিবর্গের দখলদারী রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন।

এক পরিচিতা সাংবাদিকের মারফত জোর্গে ওজাকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বাসনা প্রকাশ করলেন। ওজাকি জানালেন যে দেখা হলে খুশিই হবেন।

জোর্গে পরে তাঁর নতুন বন্ধুটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'ওজাকি ছিলেন আমার প্রথম এবং অত্যন্ত মূল্যবান সহকারী।... যেমন কাজের ব্যাপারে তেমনি খাঁটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও আমাদের সম্পর্ক সব সময় ছিল চমৎকার। তিনি এত সঠিক, পরিপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সংবাদ বার করে আনতেন যা জাপানী সূত্রে আর কখনও আমার কাছে আসে নি। আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।'

ওজাকির সঙ্গে জোর্গে সচরাচর সাক্ষাৎ করতেন গার্ডেন ব্রিজে। তারপর তাঁরা মোটরগাড়িতে চেপে চলে যেতেন চীনা পুলিশের দৃষ্টির আড়ালে কোন এক পার্কে।

কথা বলার মতো, একে অন্যকে জানানোর মতো বিষয়ের অভাব তাঁদের ছিল না। চিয়াং কাইশেক সরকারের বৈদেশিক নীতি, তার সেনাবাহিনী, উচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীতে অদলবদল, কোন কোন স্তর ও শ্রেণী নানকিং শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার উপর উক্ত শাসনব্যবস্থার নির্ভরশীলতা — এ-ই হত তাঁদের আলোচনার বিষয়।ওজাকির বুঝতে বাকি রইল না যে জোর্গেও তাঁরই মতো চীনা জনগণের বন্ধু, তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কোন শক্তির প্রতিনিধিত্ব করছেন। এটাই যথেষ্ট ছিল।

সাংহাইয়ের সান্ধ্য সাক্ষাৎকারগুলির সময় রিখার্ডের অনুরোধে ওজাকি প্রায়ই নিজের জীবনকাহিনী বলতেন।

টোকিওতে সাংবাদিক ওজাকি হিদেতারোর পরিবারে ১৯০১ সনের ১ মে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন সুশিক্ষিত ব্যক্তি।

হোজুমির বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁর পিতা 'তাইওয়ান নিৎসি-নিৎসি সিম্বুন' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। পরিবার উঠে আসে তাইওয়ান দ্বীপের তাইহোকু শহরে।

তেরো বছর হোজুমি এই দ্বীপে কাটান। জাপানী বিজেতারা গায়ের জোরে চীনা কৃষকদের জমি থেকে উৎখাত করে, জোরজবরদস্তি করে তাদের আবাদের কাজে লাগায়। চাল, চা, আখ, লেবুজাতীয় ফল — সব চালান যেত শাসকদের নিজেদের দেশে। এখানে ছিল অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার রাজত্ব।

'দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ স্থানীয় জনসাধারণের উপর জাপ শাসনকর্তৃপক্ষের

অত্যাচার ও উৎপীড়ন আমার মনে প্রথম সন্দেহ জাগিয়ে তোলে...' — এ-ই ছিল ওজাকির তাইওয়ান জীবনপর্বের অভিজ্ঞতা। মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করার পর হোজ্‌মি যখন নিজের দেশে ফিরে এলেন, তখনও সে সন্দেহ তাঁর কাটল না।

টোকিওতে হোজ্‌মি এলেন ১৯১৯ সনে। তাঁর ভাগ্য ভালো: দেশের সেরা কলেজ বলে যার নামডাক, যেখানে কেবল দস্তুরমতো মেধাবী ছেলেদের নেওয়া হত সেই এক নম্বর ইতিকো কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন। এই কলেজ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ উন্মুক্ত করল। ওজাকি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তিনি বেছে নিলেন কলেজের সাহিত্যবিভাগ, যেখানে প্রধান বিদেশী ভাষা রূপে গণ্য হত জার্মান।

রাশিয়ায় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়-সংবাদ আরও লক্ষ লক্ষ জাপানীর মতো হোজ্‌মির মনেও বিপুল উৎসাহ সঞ্চার করে।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাবে ১৯১৮ সনে সেই প্রথম সারা জাপানে মেহনতীদের বিক্ষোভ প্রকাশ পায়। ইতিহাসে এই বিক্ষোভ 'চাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এক কোটি মানুষ এতে যোগ দেয়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মার্কসবাদী জাগরণ সমিতি গঠন করে। ১৯২৩ সনে সমরবাদীরা যখন ভাসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক সমস্যা অধ্যয়ন সমিতি গঠনে উদ্যোগী হল তখন ছাত্ররা সামরিক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে। সর্বত্র ঝুলতে থাকে পোস্টার: 'আমরা সামরিক মণ্ডলীর হাতিয়ার হব না!' সমরবাদীদের পক্ষে উদ্বোধনী কংগ্রেস চালানো সম্ভব হল না। কংগ্রেস বানচাল হয়ে গেল। ১৯২৩ সনের প্রবল ভূমিকম্পের সময় বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন শ্রমিক ও কৃষকদের উপর সরকারের নির্যাতন হোজ্‌মির মনে জাগিয়ে তোলে তীব্র প্রতিবাদ, নির্যাতিতদের পক্ষে সংগ্রামের বাসনা।

জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে তিনি বলেন: '১৯২৩ সনের গ্রীষ্মকালে যখন জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের প্রথম গ্রেপ্তার করা হল, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমি তখন বাস করতাম ভাসেদা এলাকায়। এই ব্যাপারে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের সম্পর্কে, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম. সানো, স. ইনোমাতা এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে আমি অনেকবার শুনি। ফলে তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন না হয়ে পারি না।

'জাপানের উদীয়মান কমিউনিস্ট পার্টির দশজন সক্রিয় কর্মীর প্রাণনাশ এবং সিন্ডিক্যালপন্থী নেতা স. ওসুগির উপর নৃশংস অত্যাচারের পর

(স্ত্রী ও শিশুসন্তান সমেত তাঁকে হত্যা করা হয়) শুরু হল সমাজতন্ত্রী ও কোরীয়দের বিরুদ্ধে অত্যাচার ও উৎপীড়নের নতুন নতুন কার্যকলাপ।... এই বছরটি আমার পক্ষে হল সন্ধিক্ষণ। আমি গভীরভাবে সামাজিক সমস্যা চর্চার সংকল্প গ্রহণ করলাম।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর ওজাকি পড়াশুনা চালিয়ে যাবেন বলে মনস্থ করলেন, তিনি স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি হলেন। তিনি পুরোপুরি সমাজবিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ করলেন। এখানে ভালো শিক্ষক ছিলেন অর্থনীতিবিভাগের সহকারী অধ্যাপক ই. ওমোরি। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রতি অধ্যাপকের আগ্রহ ছিল। এর আগে পর্যন্ত ওজাকি সামাজিক বিকাশের মূল শক্তি দেখে এসেছেন বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব ও চিন্তাধারার মধ্যে, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অলোকসামান্য চেতনার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে; কিন্তু এখন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তাঁর চোখ খুলে দিল: সমাজের ইতিহাসকে তিনি বুঝতে শুরু করলেন শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস রূপে, তিনি উপলব্ধি করলেন যে ভাবাদর্শের মূলে আছে বস্তুগত কারণ; ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা হল জনসাধারণ।

এই মহৎ চিন্তাধারার সান্নিধ্যে এসে ওজাকি যথার্থই বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। তিনি পরম আগ্রহভরে পাঠ করেন মার্কসের 'পুঁজি', লেনিনের 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়', 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব'। ওজাকি তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান নিজের মাতৃভূমি জাপানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখেন। জাপানী পুঁজিবাদ চোখের সামনে দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে তার শেষ পর্যায়ে — সাম্রাজ্যবাদে। সর্বত্র ওজাকি দেখতে পেলেন ভয়ংকর লক্ষণ: একচেটিয়া পুঁজির ছিল দুটি অমঙ্গলসূচক শাখা — মিৎসুই ও মিৎসুবিসি প্রতিষ্ঠান। এই একচেটিয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানদুটি প্রায় সমস্ত খনি, বিদ্যুৎ-কারিগরি শিল্প, সামুদ্রিক পরিবহণ, রেলপথ, ব্যাংকের কারবার কব্জা করে রেখেছিল। অন্যান্য ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির আবির্ভাব ঘটল। উচ্চ সরকারী মহলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব প্রতিনিধি ছিল।...

হোজুমি ওজাকি নিজেকে মতবাদের দিক থেকে মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট রূপে গণ্য করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ পথযাত্রী। তিনি পড়াশুনা করতে থাকেন, উপলব্ধি করতে থাকেন শ্রেণীসংগ্রামের নিয়ম। 'আমার দৃষ্টিভঙ্গি বিবর্তিত হয় মানবতাবাদ থেকে কমিউনিজমের দিকে।'

গোড়ায় তিনি কাজ করতেন 'টোকিও আসাহি' পত্রিকার বিজ্ঞানবিভাগে —

সেখানে তিনি রেডিও কর্মী ছিলেন, পরে কাজ নেন 'ওসাকা আসাহি' পত্রিকার চীনা বিভাগে।

১৯২৭ সনে ওসাকা শহরে এইকো হিরোসির সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এইকো হিরোসি কবিতা লিখতেন, পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপানো হত। তিনি কাজ করতেন বইয়ের দোকানে।

ওজাকি আপাতত আত্ম-অনুসন্ধানে রত। তবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে একদিন না একদিন তিনি তাঁর সারা জীবনের উপযোগী কাজ খুঁজে পাবেন।

সংগ্রামে সাফল্য লাভ করতে গেলে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হওয়া দরকার। সবচেয়ে ধারাল ও কার্যোপযোগী অস্ত্র হল জ্ঞান। জানা দরকার প্রচুর। তাছাড়া হতে হবে কোন এক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। ওজাকির কাছে এই ক্ষেত্র — চীন, তার সংস্কৃতি, তার সমস্যা, তার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি।

গত কয়েক বছরে চীনে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছিল তা সমগ্র বিশ্বের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ১৯২৫ সনের মার্চে পিকিংয়ে চীনা বিপ্লবের নেতা সান্ ইয়াৎ সেন্-এর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষ কথা ছিল: 'চীনকে বাঁচাও!..' কার হাত থেকে? অভ্যন্তরীণ হানাহানি থেকে? তা ত বটেই, কিন্তু শুধু তা-ই নয়। সান্ ইয়াৎ সেন্-এর মৃত্যুর দুমাস বাদে 'আন্তর্জাতিক সেটল্মেণ্ট'-এর পুলিশ সাংহাইয়ে চীনাদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শোভাযাত্রার উপর গুলি বর্ষণ করল। এতে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের অভূতপূর্ব জোয়ার দেখা দিল। শুরু হল ১৯২৫-১৯২৭ সনের বিপ্লব। বিপ্লবের পরাজয় ঘটল। এর সুযোগ গ্রহণ করল জাপানী সামরিক মণ্ডলী: ১৯২৮ সনে জাপান শানটুং দখল করল। আগ্রাসী জাপানী চক্রগুলির চাপে পড়ে নানকিং সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত-বিরোধী প্ররোচনার পথে নামল, চীনা সমরবাদীরা পূর্বচীন রেলপথ দখলের চেষ্টা করল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে তাদের পেতে হল সশস্ত্র প্রত্যাঘাত।

১৯২৮ সনের শেষ দিকে ওজাকিকে 'ওসাকা আসাহি' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা করে চীনে পাঠানো হয়। তিনি স্ত্রী ও কন্যাসহ চীনে এলেন, সাংহাইয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

ওজাকি যে-পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন সেখানে প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও গোপনে বামপন্থী পত্রিকা 'গণ সাহিত্যের' সঙ্গে সহযোগিতা করেন,

'ওসাকি' ছদ্মনামে কশাঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক প্রচার পুস্তিকা লিখে চীনে জাপানী সামরিক মন্ডলীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন।

ওজাকির বয়স তিরিশ। তিনি উৎসাহ ও শক্তিতে পরিপূর্ণ, তীন কর্মোদ্যোগী। নিজের পত্রিকায় আকর্ষণীয় অত্যাবশ্যক উপাদান যোগান দিতে গেলে বিদেশী সাংবাদিকদের গোটা দঙ্গলের সঙ্গে তাঁকে মেলামেশা করতে হয়, তাদের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করতে হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সমিতির এটা হল অলিখিত নিয়ম। ওজাকি — চীন, জাপান ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিকারী, চমৎকার জার্মান ও ইংরেজি জানেন। এই কারণে সকলেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য উৎসুক।

সাংবাদিক ওজাকির সামনে ছিল সাক্ষাৎ চীনদেশ, তিনি সাগ্রহে আহরণ করতে লাগলেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। তিনি মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত সংবাদপত্র পাঠ করেন, পঠিত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নিজস্ব সিদ্ধান্তে আসেন।

ওজাকি ছিলেন ফ্যাসিবিরোধী, দেশপ্রেমিক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে সম্প্রসারণবাদ জাপানের বিনাশ ডেকে আনবে।

অচিরেই দেখা গেল যে বহু প্রশ্নে ওজাকির সঙ্গে জোর্গের মতের মিল আছে। জোর্গে আন্তরিক খুশি হলেন এই ভেবে যে শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছেন যিনি দূর প্রাচ্যের সমস্যাবলী, চীন ও জাপান সম্পর্কে গভীর অনুশীলনে তাঁকে সাহায্য করবেন। ওজাকি যেহেতু সর্বদা সমমতাবলম্বীদের খুঁজে বেড়াতেন সেই হেতু নতুন বন্ধুকে পেয়ে, পশ্চিমী সমস্যার একজন বিশেষজ্ঞকে পেয়ে তিনিও কৃতার্থ হলেন।

প্রথম প্রথম তাঁরা বিস্তৃত তথ্য বিনিময় করতেন, পরে তাঁরা অনুভব করলেন দেখা করার তাগিদ। ওজাকিকে অবাক করে দিত রিখার্ডের পাণ্ডিত্য, আর জোর্গে বিস্মিত হতেন তাঁর জাপানী বন্ধুর ভাবনাচিন্তার স্বচ্ছতায়। জাপানের প্রতি ওজাকির ভালোবাসা ছিল প্রবল, আর সেই ভালোবাসা তিনি জোর্গের মধ্যেও সঞ্চারের চেষ্টা করেন। ভালোবাসতেন বলেই জাপানের ভাগ্যের কথা ভেবে তিনি উৎকণ্ঠিত হতেন।

দেশে আধিপত্যবিস্তারকারী সুবৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান — জাইবাৎসু, সমরবাদীদের চক্র জাপানকে ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বড় রকমের যুদ্ধের দিকে, তাদের পরিকল্পনা ছিল বিশ্বের পুনর্বণ্টন এবং চীন, সমগ্র দক্ষিণ-

পূর্ব এশিয়া ও সোভিয়েত দূর প্রাচ্য নিয়ে এক বিস্তৃত জাপানী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠন। তাদের অভিপ্রায় ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে ও ভারত মহাসাগরে আধিপত্য কায়েম করা। জাপানের ইতিহাস ছিল যুদ্ধে যুদ্ধে সমাকুল: ১৮৯৪-১৮৯৫ সনের চীন-জাপান যুদ্ধ, ১৯০৪-১৯০৫ সনের রুশ-জাপান যুদ্ধ, ১৯১৮ সনে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের উপর হামলা, ১৯২৭-১৯২৮ সনে জেনারেল তানাকার পরিচালনায় চীনের উপর হামলা।...

ওজাকি জানতেন জাপানের দুর্বলতার মূল কোথায়: অভাব-অনটনযুক্ত দুর্বল অর্থনীতি, কারিগরি পশ্চাৎপদতা, সম্পদের অভাব, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের উপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, মেশিন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প প্রাথমিক অবস্থায়; কেবল অর্থনীতিতে নয়, রাজনৈতিক জীবনেও আধা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক।...

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে জাপানের অবস্থাটা কী দাঁড়াতে পারে? দ্রুত বিনাশ! চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তার সম্পদের অপচয় ঘটবে। যুদ্ধের মধ্যে ওজাকি তাঁর মাতৃভূমির সৌভাগ্য দেখতে পেলেন না, তাঁর মতে যুদ্ধের পথ জাপানের পক্ষে মারাত্মক। আংশিক, সাময়িক সাফল্য অবশ্য এলেও আসতে পারে। কিন্তু তাতে লাভ? একই পরিণাম: বিপর্যয়, অনর্থক লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি। অন্য জাতির পরগাছা হয়ে থাকায় অধিকার কোন জাতির নেই।

ওজাকি তাঁর প্রবন্ধগুলিতে যুক্তিসহযোগে চীনে বিদেশী শক্তিবর্গের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে জাপানের পরাজয় ঘটবেই, আর জাইবাৎসু ও সমরবাদীদের সম্প্রসারণবাদী কর্মসূচিকে অভিহিত করেন উন্মত্ততা বলে।

জোর্গে ও ওজাকির প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৩০ সনের অক্টোবরে। ওজাকি তখনও জানতেন না কার সঙ্গে তাঁর ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়েছে। জোর্গে নিজেকে 'জনসন' বলে পরিচয় দেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সংবাদপত্রের লোক, দুজনেই আধুনিক চীনের সমস্যা নিয়ে চর্চা করেন। তাছাড়া সমধর্মী — মসিজীবী জার্মানটির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে, তাঁর সঙ্গে তথ্য বিনিময় করার সময় জার্মান ভাষায় কথা বলে ওজাকি জার্মান ভাষায় কথা বলার অভ্যাসটাও ঝালিয়ে নিতে লাগলেন। জোর্গের বুদ্ধি, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা সঙ্গে সঙ্গে জাপানীটির হৃদয় জয় করে ফেলল।

ওজাকি লেখেন:

'জোর্গের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি, মানুষ হিশেবে স্বয়ং তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। আমি তাঁর সঙ্গে যত না মত বিনিময় করতাম তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম যে-তথ্যের পরিচয় আমি তাঁকে দিলাম, সে সম্পর্কে তাঁর বিচার। অভ্যন্তরীণ প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর ভাবনাচিন্তাও কম আগ্রহ নিয়ে শুনতাম না। তিনি কখনও নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নের উপর আমার কাছ থেকে তথ্য আদায় করেন নি, আমাকে কোন কাজের ভার দেন নি।'

চীনে তিন বছরের জীবন।...

সংগঠনমূলক কাজ। অবিরাম এখানে-ওখানে যাত্রা। সাক্ষাৎকার। দেশ সম্পর্কে অনুসন্ধান। রিখার্ড জোর্গের মতে যে দেশে কাজ করতে হচ্ছে সেখানকার ভাষা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ইতিহাস, অর্থনীতি, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতিগত পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান গুপ্ত কর্মচারীর থাকা অত্যাবশ্যক। এই জ্ঞান ছাড়া গুপ্ত কর্মচারী অন্ধ ও বধির, যেখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের নাটক সংঘটিত হচ্ছে সেই বাস্তব জমি থেকে সে বিচ্ছিন্ন। চীনে আসার পর তিনি অনতিবিলম্বে এই দিকে মন দিলেন।

> 'চীনে তিন বছর থাকাকালে আমি তার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, তার অর্থনীতি ও সংস্কৃতি চর্চা করি, এই রাষ্ট্রের রাজনীতি নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করি।'

আর বলাই বাহুল্য, চীনের কয়েকটি উপভাষাও তিনি আয়ত্ত করেন। জাপানী ভাষা শেখেন। 'বিদেশী ভাষা হল জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার,' মার্কসের এই উক্তি তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি যেন আগে থাকতেই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে এ সবই ভবিষ্যতে তাঁর কাজে লাগবে। তাঁর স্যুটকেস চীন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উপকরণে ঠাসা থাকত।

চীনের প্রাচীন, আধুনিক ও আধুনিকতম ইতিহাস সম্পর্কে জোর্গে প্রভূত ভাবনাচিন্তা করেন। এই দেশটিকে, তার ঐতিহ্যকে তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে চান।

চীনের ইতিহাসের অনন্ত ভাণ্ডারে অনেককিছুই ছিল: ইং রাজত্ব, চৌ যুগ, মহাপরাক্রমশীল খান, সুই, তাং ও সুং রাজবংশের শাসন; ছিল তিন

রাজার রাজত্ব, পাঁচ রাজবংশের শ্যাসনকাল, ছিল একচ্ছত্র অধিপতি নামে পরিচিত ৎসিং, ৎসি অন্যান্যদের বিশাল বিশাল আমলাতান্ত্রিক সামন্তরাষ্ট্র। ছিল হূনদের হামলা, শতাধিক বর্ষব্যাপী মোঙ্গল আধিপত্য, সুদীর্ঘকালের মাঞ্চু আধিপত্য। এখানে সংঘটিত হয় বড় বড় কৃষক অভ্যুত্থান। সে সব অভ্যুত্থানের অনেকগুলি বিজয়মণ্ডিত হয়। রাজধানী অধিকার করার পর কৃষক অভ্যুত্থানের নেতারা নতুন রাজবংশের সূচনা করেন, পরে জমিদারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে নামেন, তাঁরা নিজেদের রাজারূপে, সম্রাটরূপে ঘোষণা করেন। এমনই ঘটেছিল কৃষকদের নেতা লিউ বাং-এর ক্ষেত্রে, ঠিক এমনই করেছিলেন মিং রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, কৃষক বংশোদ্ভূত চৌ ইউআং চাং।

ছিল আধুনিক যুগে তাইপিংদের উপভোগ্য ইতিহাস। কৃষক অভ্যুত্থানের নেতা হুং সিউ ৎসিউআং ঘোষণা করে বসলেন তিনি হলেন মূর্তিমান ঈশ্বর, খ্রীষ্টের ভ্রাতা।

এই 'মূর্তিমান ঈশ্বরটি' ছিলেন জাজ্জ্বল্যমান জাতীয়তাবাদী। প্রাথমিক বিজয়ের পর তাইপিং বিদ্রোহের নেতারা অচিরেই ইউটোপীয় কৃষক কমিউনিজমকে প্রত্যাখ্যান করলেন, তাঁরা পরিণত হলেন সামন্ততন্ত্রের সেবকে, কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বেইমানী করে বিশ্বস্ত জননেতা ইয়ং সিউ ৎসিংকে হত্যা করলেন।

বারবার নতুন করে একেকটি বিশাল বিশাল সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছে আর শেষে তাদের শেষচিহ্ন হিশেবে রয়ে গেছে দাঁত বার-করা জমকাল দেয়াল, কালগ্রাসে ধ্বংসপ্রায় দেবালয় ও প্যাগোডা, বিলুপ্ত শহরের ধ্বংসস্তূপ।...

জোর্গে চীনের ইতিহাসের নিয়ম ধরার চেষ্টা করছিলেন। ইতিহাস যেন 'স্পন্দিত হয়ে উঠল': রাষ্ট্র হিশেবে চীন কখনও গড়ে উঠেছে প্রাচীন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর, কখনও বা বিভক্ত হয়ে গেছে কয়েকজন স্বাধীন নৃপতি ও অধিপতিদের শাসনাধীনে।

এটা ছিল গোলাগুলির নীচে তাঁর বিজ্ঞানচর্চা।

সাংহাইয়ে সর্বজনীন পার্কে ইয়াংসি নদীর মোহনায় টাইফুনে নিহত জার্মান নাবিকদের এক স্মরণিক আছে — ব্রোঞ্জে তৈরি মাস্তুলের ভাঙা টুকরো। এখানে, স্মরণিকের সামনে ওজাকির সঙ্গে জোর্গের ঘন ঘন দেখা-সাক্ষাৎ হয়। একদিন, ১৯৩১ সনের আগস্টে হোজুমি এলেন ভয়ানক উদ্বিগ্ন অবস্থায়। তিনি বললেন, 'আমি আপনাকে কিছু পরিস্থিতি সম্পর্কে

জানাতে চাই। নতুন এক হঠকারিতা আসন্ন হয়ে উঠেছে: জেনারেল চাং ৎসিং হোই ও জেনারেল চাং সিউএ লিয়াং জাপানী সামরিকমণ্ডলীর কাছে মাঞ্চুরিয়া বিকিয়ে দেওয়ার মতলব এ'টেছে। আমি উদ্বেগ বোধ করছি। জাপানী সেনাবাহিনী যদি পূর্বচীন রেলপথ কেটে দেয় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে।' জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ওজাকি এই সংবাদ পান। ওজাকির মতে, জাপানী সামরিকমণ্ডলীর আগ্রাসী পরিকল্পনা সকলের কাছে ফাঁস করে দেওয়া দরকার, যাতে বানচাল হয়ে যেতে পারে এই অপরাধজনক পরিকল্পনা। জোর্গে স্তম্ভিত। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে জাপানী সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে প্রবেশ করবে! খবরটা অন্যান্য চ্যানেলেও যাচাই করে দেখা উচিত, কিন্তু রিখার্ড জানতেন যে ওজাকির চেয়ে ভালো আর কারও গোচরে নেই। মার্কিন সংবাদপত্রেরও প্রতিনিধিত্বকারী বিদেশী সংবাদদাতা রূপে জোর্গের যে অধিকার ছিল সেই সূত্রে তিনি জানার চেষ্টা করলেন সম্ভাব্য আক্রমণের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব কী। কারণ হল আমেরিকানরা মাঞ্চুরিয়ায় কোক কয়লা নিষ্কাশনের কোম্পানি সংগঠন করেছে, বেতারকেন্দ্র স্থাপন করছে, রেডিও কারখানা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছে। তিনি এই দেখে বিস্মিত হলেন যে আমেরিকানরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়ার লক্ষণ দেখাল না। ইংরেজরাও সেই একই রকম অবিচলিত। এই ঘটনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মার্কিন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়াদির লেখক জে. মারিয়োন বলছেন, 'আমরা জাপানীদের শক্তিবৃদ্ধিতে মদত দিতে লাগলাম, কিংবা অন্ততপক্ষে চীনের বিরুদ্ধে পরিচালিত তাদের আগ্রাসী কার্যকলাপের উপর সমস্ত রকম হস্তক্ষেপ সযত্নে পরিহার করে চললাম... নেভিল চেম্বারলেনের শাসনের দুর্দিনে ইংরেজরা যে তোষণ নীতি অনুসরণ করে এটা ছিল আসলে তা-ই।'

সঠিক সময়ে তথ্যসরবরাহের কল্যাণে জাপানী আগ্রাসনকর্ম সোভিয়েত সরকারের কাছে অতর্কিত হয়ে দেখা দিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের কোন কোন মহল সোভিয়েত-জাপান সংঘর্ষের পূর্বাভাস পেয়ে হিংস্র উল্লাস অনুভব করল। চীনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী আগ্রাসনের ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। প্রথম সামরিক ক্রিয়ার পর

দ্বিতীয় সামরিক ক্রিয়ারও সম্ভাবনা আছে। চীনা জনগণের প্রতি সৌহার্দ ও নিঃস্বার্থপরতার অনুভূতিবশত সোভিয়েত সরকার চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, কেননা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা দুই সরকারের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক না থাকার যথেচ্ছ সুযোগ নিচ্ছিল।

জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া দখল শুরু হয়ে গেল ১৯৩১ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর। অধিকৃত হল মুক্‌দেন, চাংচুং, গিরিং, ৎসিৎসিকার ও খার্বিন। চাং সিউল্র লিয়াং-এর সেনাবাহিনী বাধা দিল না। চিয়াং কাইশেক আগের মতোই গ্রহণ করলেন আত্মসমর্পণের নীতি। দখলকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দাবিতে নানকিং-এ ষাট হাজার ছাত্রের পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হলে চিয়াং কাইশেকের আদেশে বিক্ষোভ শোভাযাত্রার উপর গুলি বর্ষিত হয়। ১৯৩২ সনের মার্চে জাপানীরা 'স্বাধীন' মাঞ্চু কো রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করল। এই 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' 'প্রধানমন্ত্রী' হল বিশ্বাসঘাতক জেনারেল চাং ৎসিং হোই।

এই অশান্ত সময়ে জোর্গে ও তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন ঘটনার সম্মুখ ভাগে। মাক্‌স ক্লাউজেন ও মিশিন চলে গেলেন ক্যাণ্টনে, সেখান থেকে ভ্লাদিভস্তকের সঙ্গে বেতার যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

মিশিনের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী যে ট্রান্সমিটারটি ছিল সেটি ক্যাণ্টনে নিয়ে যেতে হল। ট্রান্সমিটার পুরো খুলে ফেলে তার আলাদা আলাদা টুকরোগুলো জিনিসপত্রের ফাঁকে ফাঁকে এমনভাবে রাখা হল যাতে শুল্কবিভাগের পরীক্ষার সময় নজরে না পড়ে।

দক্ষিণ চীনের বৃহত্তম বন্দর এবং শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র ক্যাণ্টনে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষাধিক। এখানে আছে কলকারখানা ও ফ্যাক্টরী-শিল্প, তার মধ্যে বিশিষ্ট তাৎপর্যের অধিকারী — রেশম-প্রস্তুত শিল্প, আর সেই সঙ্গে বড় ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে চীনের কুটির-শিল্প। ক্যাণ্টনে প্রায়ই সংঘটিত হত শ্রমিক মিছিল, ধর্মঘট, গড়ে উঠছিল লাল রক্ষীদের গুপ্তবাহিনী। ক্যাণ্টন ছিল চীনের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম্ কেন্দ্রস্থল। ১৯২৭ সনের ডিসেম্বরে ক্যাণ্টনে ঘটে প্রলেতারিয়েতের বিপুল সশস্ত্র অভ্যুত্থান, যা আখ্যা পায় ক্যাণ্টন কমিউন নামে। রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার আঁটা, পোস্টারগুলিতে অভ্যুত্থানকারীদের স্লোগান: 'শ্রমিকদের জন্য — চাল!', 'কৃষকদের জন্য — জমি!', 'সমগ্র শাসনক্ষমতা

শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের সোভিয়েতগুলির হাতে!', 'সমরবাদীদের যুদ্ধ নিপাত যাক!'

অভ্যুত্থানকারীদের দাবি ছিল বৈষম্যমূলক চুক্তি বাতিল, সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, আট ঘণ্টার কর্মদিন প্রচলন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রবর্তন, জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্তকরণ। কমিউনাররা শহর থেকে সমরবাদীদের বিতাড়নে সক্ষম হল, কিন্তু আমেরিকান ও ইংরেজরা যুদ্ধজাহাজে করে কুওমিণ্টাং বাহিনীকে ক্যাণ্টনে নিয়ে এসে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করল। শহর অবরুদ্ধ হল, পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল।

ক্যাণ্টনের হাজার হাজার মেহনতী শহরের রাস্তায় মৃত্যু বরণ করল। সমগ্র দেশে সন্ত্রাস প্রবল আকার ধারণ করল। প্রতিবিপ্লবী সরকারের স্লোগান হল: 'হাজার হাজার নিরপরাধ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা-ও ভালো, একটিও কমিউনিজম সমর্থক যেন রেহাই না পায়।' এই ভাবে চীনা প্রতিক্রিয়া ও বিশ্ব-প্রতিক্রিয়া তাদের উচ্চতর ক্ষমতার বলে ক্যাণ্টন কমিউন ধ্বংস করল, শহরে চলল কুওমিণ্টাং-এর সন্ত্রাসের রাজত্ব। কলকারখানা থেকে দলে দলে শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হল। শহর ছেয়ে গেল দরিদ্র আর বেকার লোকজনের ভিড়ে। মাক্স ক্লাউজেন যখন ক্যাণ্টনে আসেন তখন এই রকম ছিল শহরের অবস্থা।

শহরটা দেখতে অনেকটা সাংহাইয়ের মতো। তফাত কেবল এই যে সাংহাইয়ে কর্তৃত্ব করত আমেরিকানরা, আর ক্যাণ্টনে — ইংরেজরা।

ভিসবাডেনের (ভ্লাদিভস্তকের সাঙ্কেতিক নাম) সঙ্গে যোগাযোগ ছিল রীতিমতো দুর্বল ও কঠিন। সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হত কেবল রাতে কিংবা খুব ভোরে, কেননা সন্ধ্যায় বিদ্যুতের বড় গোলযোগ ঘটত। মাঝরাতে বায়ুমণ্ডলের বাধা কিছু কমে এলে কোনরকমে বার্তা প্রেরণ করা যেত। তা সত্ত্বেও নির্ভুলভাবে বেতারবার্তা পাঠানো অত্যন্ত কঠিন হত। কখনও কখনও সংবাদের একটা বড় অংশ দুবার করে আওড়াতে হত।

এক বছর বাদে মাক্স সাংহাইয়ে ফিরে এলেন।

বেতারযন্ত্রটাকে নিয়ে কী করা যায়? এটাকে নষ্ট করে ফেলতে ওঁরা পারলেন না, কেননা অন্য একটা যোগাড় করা বড় কঠিন। ফের জায়গায় জায়-গায় প্যাক করতে হল। যন্ত্রটার কিছু অংশ মিশিন নিজের সঙ্গে নিলেন।

বাকি অংশ বড় বড় বাক্সে রান্নার বাসনপত্রের মাঝখানে রাখলেন। ঐ বাক্সগুলো নিয়ে আন্না একটা ব্রিটিশ জাহাজে চেপে চলে গেলেন সাংহাই, মাক্‌স আরও কিছুদিনের জন্য ক্যাণ্টনে থেকে গেলেন।

ক্যাণ্টন ছাড়ার পর মাক্‌স ও আন্নাকে জোর্গে বিশ্রামের জন্য তিন সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর করলেন।

ক্লাউজেন কয়েকবার সাংহাইয়ে আসেন, সেখানে জোর্গের সঙ্গে তিনি দেখা করতেন। এই রকম এক সফরে আসার পর তিনি এক শোকসংবাদ পান: ক্ষয়রোগে মিশিনের মৃত্যু হয়েছে। মিশিন তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ক্যাণ্টনে মাক্‌স তাঁকে তালিম দিয়ে স্বাধীনভাবে কাজের উপযুক্ত করে তোলেন। অবশেষে মৃত্যু। মিশিনের স্ত্রী তাঁর স্বামীকে ছেড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে রাজী হন না। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ব্যাপারে জোর্গে প্রভূত সাহায্য করেন।

১৯৩২ সনের জানুয়ারির একেবারে গোড়ার দিকেই ওজাকি সাংহাইয়ে জাপানী বাহিনীর অবতরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে জোর্গেকে জানান। মাঞ্চুরিয়ায় সাফল্যের ফলে উৎসাহিত সমরবাদীরা এবার আর মার্কিন ও ইংরেজ যুদ্ধজাহাজ ও গানবোটের পরোয়া করল না।

ওজাকি বিষাদগ্রস্ত।

'নতুন করে প্রাণ বলি,' তিনি বললেন। 'কিসের স্বার্থে? নিজের শক্তির অক্ষমতার জন্য আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, আমার কণ্ঠস্বর যুদ্ধোন্মাদ জেনারেলও অ্যাডমিরালদের হিংস্র চিৎকার চেঁচামেচিতে চাপা পড়ে যাবে। কিন্তু আমাকে সংগ্রাম করতে হবে, করতেই হবে। এমনও হতে পারে যে আমার সংগ্রামের প্রণালী একেবারে সঠিক নয়, নেহাৎই সোজাসুজি? আমাকে পথ দেখান, আমি নির্দ্বিধায় তা মেনে নেব, কেননা আপনাকে বিশ্বাস করি।...'

জোর্গে বুঝতে পারলেন তাঁর বন্ধু কী বলতে চান, কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নন: ব্যাপারটা এই যে সাংহাইয়ে ওজাকির কণ্ঠস্বর রীতিমতো সরব ছিল। সাংহাইয়ের প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলিতে খুবই ঘন ঘন প্রকাশিত হতে থাকে জনৈক সিরাকাওয়া জিরোর লেখা প্রবন্ধ। সিরাকাওয়া জাপানী দখলকারীদের চিহ্নিত করেন, তাদের নেপথ্য কীর্তিকাণ্ড ফাঁস

করেন, নতুন করে চীন-জাপান যুদ্ধের ইন্ধন যারা যোগাচ্ছে আন্তর্জাতিক আদালতে তাদের বিচার দাবি করেন। গোপন জাপানী এজেণ্টরা সিরাকাওয়া নামের অন্তরালবর্তী ব্যক্তিটির খোঁজে মাথা কুটে মরে। সিরাকাওয়া নিদারুণ সূক্ষ্মদর্শী: তিনি আগে থেকে জাপানী সামরিকমণ্ডলীর পরিকল্পনা জেনে ফেলেন, সাংহাই আক্রমণের সময় বলে দেন, মাঞ্চুরিয়ায় দখলকারীদের নৃশংসতার বিবরণ দেন। ছদ্মনামের আড়ালে ছিলেন ওজাকি, রিখার্ড তা জানতেন।

১৯৩২ সনের ২৮ জানুয়ারি জাপানী হানাদাররা যখন সাংহাই দখলের অপারেশন শুরু করল তখন ওজাকি ছদ্মনামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পত্রিকা 'ওসাকা আসাহি'তে এক প্রবন্ধ লিখে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালেন। 'আসাহি' পরিচালনসংস্থা থেকে পত্রিকার বড়কর্তারা সশঙ্কিত হয়ে পড়লেন। জাপানী সেনাবাহিনী যখন পরম কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে তখন কিনা এমন প্রবন্ধ! সরাতে হয়, চীন থেকে এক্ষুনি সরিয়ে আনতে হয় বিদ্রোহী সংবাদদাতাটিকে! তখনও বিমানবাহিনীর আঘাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে চাপেই, তখনও চলছে কামানের গোলাবর্ষণ, তখনও ব্যারিকেড রচনা করে শ্রমিকেরা বীরদর্পে যুঝে চলেছে, আর ঠিক এই সময়ই কিনা হোজুমিকে তল্পিতল্পা গোটাতে হচ্ছে! চরম মুহূর্তে সংবাদদাতাকে সরিয়ে এনে 'ওসাকা আসাহি' পথে বসল!.. কিন্তু এমন তথ্য পাওয়ার চেয়ে কোন তথ্য না পাওয়াও ভালো।...

জোর্গে তাঁকে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাংহাইয়ে থেকে যেতে বললেন। ওজাকি মাথা নেড়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

'আজ হোক কাল হোক আমাকে মাতৃভূমিতে ফিরতেই হবে। বলা যায় না, হয়ত সেখানে আমি আমাদের সর্বসাধারণের কাজ আরও বেশি করে করতে পারব? জাপানে আসুন। চিরকালের বিশ্বস্ততার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি।'

ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে তিনি চলে গেলেন। 'জাপানে আসুন...' তাঁর এই শেষ কথাগুলি জোর্গের কাছে প্রতীকধর্মী মনে হল।

ওঁদের কেউই কি ভাবতে পেরেছিলেন যে দেড় বছর পরে জোর্গে জাপানে আসবেন এবং আবার তাঁদের সাক্ষাৎকার হবে। এমনই সাক্ষাৎকার যা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বন্ধনডোর রচনা করবে।

'আসাহি' পরিচালনসংস্থায় ওজাকিকে কঠোর তিরস্কার করা হল, এমনকি পরিচালকমণ্ডলীর ইচ্ছে ছিল তাঁকে ছাঁটাই করে। কিন্তু সংবাদদাতারে

পূর্বাভাস যেহেতু সত্য প্রতিপন্ন হল — সাংহাইয়ে জাপানী হস্তক্ষেপ বিশেষ সাফল্য অর্জন করল না এবং ফলে বেশ খেসারত দিতে হল — তাই তাঁকে রেখে দেওয়া হল। তিনি চীন বিশেষজ্ঞ, কাজে এলেও আসতে পারেন। পরবর্তীকালে জোর্গে বলেন:

'তাঁর সাংহাই পরিত্যাগ আমার পক্ষে এবং আমাদের সংস্থার পক্ষে গুরুতর ক্ষতি।'

১৯৩৩ সনের বসন্তকালে রিখার্ড চীন থেকে চলে যান, ১৯৩৫ সন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে মাক্স ক্লাউজেনের আর দেখাসাক্ষাৎই হয় নি।

অচিরেই মাক্সও বেতার সংযোগ ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে আসার আদেশ পেলেন। 'কেন্দ্র' কেন চীন থেকে তথ্যসরবরাহ ব্যবস্থা গুটিয়ে নিল? এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল।

ঘটনাটা এই যে চীনা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে অপরিবর্তনীয় রূপে বন্ধুত্বপূর্ণ নীতির দ্বারা পরিচালিত সোভিয়েত সরকার ১৯৩২ সনের ডিসেম্বরে চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে। জোর্গের সংস্থা তার নিজস্ব কর্তব্য সম্পন্ন করে।

অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন!.. মস্কো।...

জোর্গে দেশে ফিরলেন। হোটেলে এসে উঠলেন, কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। চীন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। বই দরকার। তিনি আচ্ছন্নের মতো টাইপিস্টকে মুখে মুখে বলে যান বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাগুলি।

এই টাইপিস্ট লোটা ব্রান্ স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন: 'তিনি থাকতেন হোটেলে। ইকা তখন চীন সম্পর্কে বই লিখছিলেন, তিনি টাইপ করার জন্য মুখে মুখে জার্মানে আমাকে বলে যেতেন। আমার কেবল মনে আছে যে সেটা ছিল ১৯৩৩ সনের ঘটনা, ঠিক কোন সময়ের তা মনে নেই। ইকা ছিলেন বড় আকর্ষণীয় মানুষ। দীর্ঘদেহী, কালো চুল, মুখের গড়ন বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক। তিনি ছিলেন সর্বদা সজীব, সেই সঙ্গে শান্তও। তিনি ছিলেন শক্তির আধার, তাঁর মধ্যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিছু একটা ছিল। এসব ছাড়াও, তিনি ছিলেন মনোমুগ্ধকর।

'মস্কোয় তিনি খুশিতে ভরপুর। হয়ত ভার নেমে গেছে বলে।'

আর সন্ধ্যায় একাতেরিনার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। কখনও কখনও শহরের বাইরে ভ্রমণ। যেন ওঁদের জীবনে আদৌ কখনও বিচ্ছেদ ঘটে নি। অবশেষে পরিবার। এখন রিখার্ড এই ক্ষণটুকুকেই বলতে পারেন: তিষ্ঠ!

কিন্তু চীন সম্পর্কে বই আর তাঁর লেখা হয়ে উঠল না। তাঁর পারিবারিক সুখও স্থায়ী হল মাত্র তিন মাস!..



'তৃতীয় রাইখের' বিরুদ্ধে দ্বৈরথ সমর

'র‍্যামজে' অপারেশনের সূচনা

টোকিওর জার্মান দূতাবাসে হুলস্থুল কাণ্ড: মাত্র কয়েক মাস আগে জার্মানির প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ 'ব্রাউনাউয়ের চুনকাম মিস্ত্রী', 'বোহেমিয়ার ল্যান্স কর্পোরাল' হিটলারকে রাইখচ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করেছেন। লোকটার অতীত রীতিমতো সন্দেহজনক, ১৯৩২ সনের বসন্তকাল অবধি সে জার্মান

নাগরিকই ছিল না। ভেইমার প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটল, শাসনক্ষমতায় এলো নাৎসীরা। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব খবর আসতে লাগল: রাইখস্টাগে আগুন লেগেছে; প্রায় সত্তর হাজার নাগরিককে কারাগারে ও কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পোরা হয়েছে; হিটলারকে জরুরী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রী পার্টি বাদে আর সব পার্টি নিষিদ্ধ হয়েছে।...

ঘটনা ভয়ানক দ্রুত বিকশিত হয়ে চলে। জার্মানিতে প্রতিনিধিত্বকারী মার্কিন ও ইংরেজ সাংবাদিকদের জন্য সংগঠিত এক অভ্যর্থনাসভায় হিটলার সরাসরি ঘোষণা করল, কমিউনিজম ও জার্মানির মধ্যে কোন রকম আপস চলতে পারে না এবং জার্মানি ইউরোপের পূর্বাংশে 'জীবনরক্ষামূলক স্থান' অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করবে। রোজেনবার্গ ছুটে যায় লণ্ডনে, তার সম্মানে রক্ষণশীলরা যে অন্তরঙ্গ ভোজসভার আয়োজন করে তাতে সে 'ইউরোপের পূর্ণ অনুমোদনক্রমে এবং নির্দেশ অনুসারে বলশেভিকদের ধ্বংসের' পরিকল্পনা পেশ করে।

দূতাবাসের কর্মীদের সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে তোলে গোয়েরিং-এর কথাগুলি। গোয়েরিং সম্প্রতি প্রাশিয়ার লাণ্ডটাগে ঘোষণা করে, 'পদ যে অধিকার করে নিয়েছে সে-ই হবে তার মালিক!' সাফ কথা। এই ঘোষণা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, নাকি প্রত্যেকেই যার যার নিজের জন্য, নিজের পদটির জন্য উৎকণ্ঠিত? রাষ্ট্রদূত ডক্টর হার্বার্ট ফন ডির্ক্সেন বৃথাই হতাশ কর্মচারীদের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কেউই নিজের পায়ের তলায় শক্ত মাটি অনুভব করে না, এমনকি ফন ডির্ক্সেন নিজেও নন।

এখানে, টোকিওতে জার্মান বসতিতে প্রায় দু'হাজার লোকের বাস। তারা সকলে তিনটি শিবিরে বিভক্ত: সন্দেহবাদী ও নতুন শাসনব্যবস্থার বিরূপ সমালোচক, নিরপেক্ষ এবং খোলাখুলি ফাশিস্ত সমর্থক। আগেকার যে নির্দোষ জার্মান ক্লাব ছিল, যেমন ক্লাব গড়ে ওঠে যে-কোন বিদেশী রাষ্ট্রে, যেখানে অন্তত তিনটি জার্মান মিলতে পারে, তাকে ফাশিস্তরা পরিণত করল জার্মান বসতির লোকজনের মতাদর্শ দীক্ষার কেন্দ্রে। আগে যেখানে রাজনীতির কথা না ভেবে বীয়ার পান করা যেত, সসেজ খাওয়া যেত, ধীরেসুস্থে তাস খেলা যেত, এখন সেই স্বাচ্ছন্দ্য ঘুচে গিয়ে ক্লাবে চলছে নাৎসীদের ক্ষোভোন্মত্ত চিৎকার-চেঁচামেচি, তাদের কোলাহলপূর্ণ পার্টি সমাবেশ।

সকলের কাছে রহস্যময় ব্যক্তি ছিলেন জাপানী বাহিনীতে জার্মান সেনাবাহিনীর শিক্ষানবীশ, জনৈক লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এইগেন ওট্‌। কখনও কখনও তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য নাগোইয়া থেকে টোকিওতে আসতেন। লোকে বলত ওট্‌কে সামরিক অ্যাটাশের সহকারী করা হচ্ছে। কথাটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা আর্মি অফিসার — আর্মি অফিসারই, তার পক্ষে কূটনীতিজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তিনি নিজেই রটিয়ে বেড়ান যে জেনারেল স্টাফের উঁচু মহলের পৃষ্ঠপোষকরা সম্ভাব্য ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে 'তৃতীয় রাইখ' থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কম লোকেই তা বিশ্বাস করত। ঘটনা কোন দিকে মোড় নেবে তা কারও জানা না থাকায় প্রত্যেকেই মুখ বন্ধ করে থাকত। ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিন পত্রপত্রিকার সংবাদ লোকে একদিকে যেমন বিশ্বাস করত, তেমনি অবিশ্বাসও করত। 'তৃতীয় রাইখের' সংবাদপত্রগুলি সমস্ত ঘটনা চিত্রিত করত রামধনুরঙে। জার্মানি থেকে যারা আসত তাদের সকলের প্রতিই দূতাবাসের লোকজনের দারুণ কৌতূহল। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে খবর জানতে চায়।

এই কারণে, জার্মান পুঁজিবিনিয়োগকারীদের মুখপত্র 'বার্লিনার বুয়োরজেনৎসাইটুং', প্রভাবশালী পত্রিকা 'ৎসাইটশ্‌রিফট ফ্যুর গিওপলিটিক' এবং হল্যাণ্ডের শেয়ার বাজারের মুখপত্র 'আলখেমেয়েন হান্‌ডেল্‌সব্লাড'-এর প্রতিনিধিস্বরূপ জার্মানি থেকে আগত রাষ্ট্রীয় আইনবিজ্ঞানের ডক্টর রিখার্ড জোর্গে ১৯৩৩ সনের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে যখন দূতাবাসের বাংলোর কঠোর প্রহরাধীন হল্‌-এ পদার্পণ করলেন, তখন কর্মচারীদের কারোরই কূটনৈতিক আত্মসংযমের বালাই রইল না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সংবাদদাতা জাহাজযোগে ইয়োকোহামা বন্দরে এসে নেমেছেন, আর টোকিওতে আসার পর, বলাই বাহুল্য, প্রাথমিক কর্তব্য হিশেবে জার্মান দূতাবাসে গেছেন সরকারী ভাবে নাম রেজিস্ট্রি করতে। তিনি মোটেই আশা করতে পারেন নি যে তাঁর মতো এমন সাধারণ একজন লোকের প্রতি এত প্রচণ্ড আগ্রহ দেখা যাবে। তবে অচিরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে কর্মীদের আগ্রহের বিষয় তিনি নন, দেশের ঘটনাবলী। প্রশ্নবাণ বর্ষিত হতে লাগল। কতকগুলি স্পষ্টতই প্ররোচনামূলক। জোর্গে শান্তভাবে, বিশদ জবাব দিলেন। ফাদারল্যাণ্ডে তেমন কিছুই ঘটে নি, সব আগের মতো আছে। এরকম পরিস্থিতিতে ছোটখাটো যে ধরনের বিশৃঙ্খলা অনিবার্য

সেগুলির উপর কি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত?.. দীর্ঘদেহী, সুঠাম, সুদর্শন জোর্গে, পোশাক-পরিচ্ছদ মার্জিত, রুচি ও শিক্ষার মূর্ত প্রকাশ তিনি। লোকের মনের ওপর ছাপ ফেলার, চাঞ্চল্যসৃষ্টির কোন চেষ্টা তিনি করলেন না। কিন্তু তাঁর মুখের প্রতিটি শব্দ শোনাল গুরুত্বপূর্ণ, তাতে অনুমান করা যাচ্ছিল তাঁর জানাশোনার পরিধি; নেহাৎ আনাড়ি লোকেও আন্দাজ করতে পারে যে তাঁকে দৈবাৎ এখানে পাঠানো হয় নি, পাঠানো হয়েছে সম্ভবত বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে। উপযাচক হয়ে, সরাসরি কোন কথা না বলে বিচক্ষণ ভঙ্গিতে, গল্পের ছলে তিনি বলে গেলেন 'তৃতীয় রাইখের' দৈনন্দিন কার্যকলাপের তুচ্ছ কিছু কিছু সংবাদ, তাঁর ভাষণে যে মৃদু হাস্যরস ছিল তাতে দূতাবাসের কর্মচারীরা সান্ত্বনা লাভ করল।

জোর্গে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই লোকগুলোকে চিনে ফেললেন: ওরা ভয়ের বশ। এখন, জিজ্ঞেসবাদের পর ওদের সকলেরই ধারণা হল যে টোকিওতে অতি সজ্জন, আকর্ষণীয় এক ব্যক্তির আগমন ঘটেছে।

সংবাদদাতা জোর্গে বেশ খোলা মনে কথাবার্তা বললেন যখন এলেন রাষ্ট্রদূত ডিরক্সেনের খাস কামরায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ জাপানী দূতাবাসের বড় বড় সরকারী কর্মচারী জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে যে-সব সুপারিশ পত্র দিয়েছেন, তিনি সেগুলি পেশ করলেন। দলিলপত্রের মধ্যে ছিল উচ্চপদস্থ জাপানী কূটনীতিবিদ তোসিও সিরাতোরি ও কাৎসুজি দেবুতির কাছে লেখা সুপারিশ। ডিরক্সেনের কাছে এটা ছিল আশাতিরিক্ত। জোর্গে তাঁর জাপানে আগমনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করলেন: সাংবাদিক হিশেবে তাঁর কাজ হল জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ স্থাপন। জার্মান সরকারের দরকার সমস্ত সূত্রে জাপানের রাজনৈতিক মতিগতি সম্পর্কে বিশদ তথ্য, আর এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের কথার গুরুত্ব কম নয়। 'তৃতীয় রাইখ' ও 'সূর্যোদয়ের দেশের' মধ্যে নিকট ভবিষ্যতে যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে, প্রায় দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় জোর্গে তার প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

ডিরক্সেন যখন রীতিমত্যো উদ্বিগ্ন হয়ে বার্লিন সম্পর্কে জিজ্ঞেসবাদ শুরু করলেন তখন জোর্গে নিজের বিবরণের বস্তুনিষ্ঠ রূপদানের চেষ্টায় নাৎসীদের ক্রিয়াকলাপকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলে ব্যাখ্যা করলেন। অতঃপর দেখালেন আরও একটি দলিল: 'তৃতীয় রাইখের' নাগরিক রিখার্ড জোর্গে যে নির্ভেজাল আর্য সে সম্পর্কে প্রমাণপত্র। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, এমন আইন করা

হচ্ছে যার বলে সাংবাদিকতা এবং সাধারণভাবে সাহিত্যসংক্রান্ত কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অধিকারী হবে একমাত্র আর্যবংশোদ্ভূত জার্মান নাগরিকরা। একথা তিনি শুনেছেন মহামান্য রাজ্যকীয় সরকারী প্রেস বিভাগের প্রধান ফুঙ্কের কাছ থেকে। ঘটনাটা হল এই যে জ্যোর্গের জাপান যাত্রার প্রাক্কালে বার্লিনে নাৎসী প্রেস ক্লাব তাঁর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করে। তাতে উপস্থিত ছিল ফুঙ্ক, গোয়েবল্‌স এবং নাৎসী পার্টির বিদেশসংক্রান্ত বিভাগের প্রধান বোলে।

অবশ্য উচ্চমহলে চেনাজানা নিয়ে বড়াই করার কোন অভিপ্রায় ডক্টর জোর্গের ছিল না। এদের কথা উল্লেখ করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল বার্লিনের পরিবেশের একটা পরিচয় দেওয়া, রাষ্ট্রদূতও তা বুঝলেন। জার্মান পুঁজিপতিদের মুখপত্র 'বার্লিনার বুয়েরজেনৎসাইটুং'-এর প্রতিনিধিত্ব করার ফলে জোর্গে জার্মান সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানভুক্ত অন্যান্য সহকর্মীর চেয়ে ওপরে স্থান পেলেন। ফন ডিক্‌সেন বুঝতে পারলেন যে যাঁর সঙ্গে তাঁর কাজের কথা হচ্ছে তিনি নিছক প্রথম সারির সাংবাদিক নন, এমন এক ব্যক্তি যাঁকে সরকারী মহলে নিজের বলে গণ্য করা হয়, যিনি বিস্তৃত তথ্য জানেন। রোজেনবার্গের লণ্ডন সফরের বিবরণ, এক মাস আগে মার্কিন ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে হিটলারের যে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয় তার বিবরণ জোর্গে এমন ভাবে দিলেন যে ঐ সব তথ্য যেন সর্বজনপরিচিত।

জোর্গের কার্যসিদ্ধি হল — রাষ্ট্রদূতের মনের উপর তিনি ভালো ছাপ ফেললেন। ডিক্‌সেন তাঁকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন মাঝে মাঝে দূতাবাসে এসে দেখাসাক্ষাৎ করেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গেও। সূচনাস্বরূপে জোর্গে ডিনারের আমন্ত্রণ পেলেন। সামনেই ছিল জার্মান সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার সঙ্গে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্যকেন্দ্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিদেশী প্রেস অ্যাটাশের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, প্রেস কনফারেন্স।...

'মেগুরো' হোটেলে নিজের কামরায় এসে জোর্গে আবিষ্কার করলেন কে যেন এখানে এসে তাঁর স্যুটকেস ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে। কে?..

অপরের দৃষ্টিতে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস রিখার্ডের ছিল। গুপ্ত কর্মসংস্থায় বহু বছরের কাজের ফল। এমনই তিনি করতেন সাংহাইয়ে, নাৎসী জার্মানিতেও। এখন খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আজকের সারা দিনের প্রতিটি পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করে দেখলেন। তাঁর আচরণ যথেষ্ট

স্বাভাবিক হয়েছে কি? জোর্গের মতে, স্বাভাবিকতা ও সারল্য — এ-ই হল গুপ্তচরের আদর্শ আচরণবিধি। সমস্তরকম হেঁয়ালিপনা ছিল তাঁর দু' চোখের বিষ। তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে এক প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর সঙ্গে, যিনি আধুনিক জ্ঞানে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে যাত্রা করেন জঙ্গলে, যেখানে পদে পদে আছে বিপদ সম্ভাবনা। নিজের সম্পর্কে তিনি সঙ্গত কারণেই বলেন:

'আমার মধ্যে জেগে ওঠে একজন গবেষকের আবেগ, যে আবেগ এর পর সব সময়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল।'

তিনি যথার্থই একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, ছিলেন গবেষক। কেবল তাঁকে সব সময় যেতে হত চরম বিপজ্জনক জঙ্গল ভেদ করে — জট পাকানো মানবসম্পর্কের জঙ্গল ভেদ করে। এখানে যে-কোন অসতর্ক পদক্ষেপ ডেকে আনতে পারে শোচনীয় পরিণতি। দরকার বিশেষ সতর্কতা, মস্তিষ্ককে সব সময় চাঙা রাখতে হবে।

আজ সংবাদদাতা জোর্গে অত্যন্ত স্বাভাবিক আচরণ করেছেন। ফন ডিক্সেনের সঙ্গে আচরণে ঠান্ডা মাথায় সংযত অথচ অকপট মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই কেতাদুরস্ত, নীরস আমলাটিকে তাঁর আর বুঝতে বাকি নেই। এ ধরনের লোকের সঙ্গে গা মাখামাখি না করে তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। ডক্টর ডিক্সেন ও ডক্টর জোর্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই পরস্পরের মিল খুঁজে পেয়েছেন, তবে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা হতে এখনও দেরি আছে। উদ্যোগটা সর্বদা আসা চাই ডক্টর ডিক্সেনের কাছ থেকে, ডক্টর জোর্গেকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। ডক্টর ডিক্সেনকে রিখার্ড জোর্গের কাছে আসতেই হবে, অন্যথায় সোভিয়েত সামরিক গুপ্তকর্মীর জার্মান দূতাবাসে কিছুই করার থাকছে না। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের রসকষবিবর্জিত মনের নাগাল পেতে হলে যে পথ ধরতে হয় তা রীতিমতো সর্পিল, সেখানে পদে পদে বাধা। ডিক্সেনের কোন দৃঢ় রাজনৈতিক মতামত নেই। চাকুরী এবং সচ্ছল জীবনযাত্রার খাতিরে তিনি যে কারও সেবা করতে প্রস্তুত — তা সে হিণ্ডেনবুর্গ হোক আর নাৎসীই হোক। দেখা যাচ্ছে নাৎসীদের ক্ষমতা বেশি — তাই ডিক্সেন পুরোপুরি তাদের পক্ষে। জাপানে থেকে থেকে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে, তিনি এখন স্বপ্ন দেখেন ইউরোপের। কিন্তু তার সময় এখনও আসে নি। রাষ্ট্রদূত ডিক্সেন এখনও জোর্গের বিন্দুমাত্র পরিচয় জানেন না — এখানেই ছিল তাঁর দুর্বলতা।

সোভিয়েত গুপ্তকর্মী কিন্তু অনেক আগে থাকতেই ডিকর্সন সম্পর্কে নথিপত্র পড়ে দেখেছেন, জানতেন কার পাল্লায় তাঁকে আসতে হবে — আর এখানেই ছিল জোর্গের শক্তি।

সবই যেন ঠিক আছে। তবু অপ্রীতিকর, গোপন বিপদের অনুভূতি রিখার্ডের মন থেকে দূর হল না। এক ঘণ্টা আগে একটা দারুণ ধাক্কা তিনি খেয়েছিলেন: লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল ওটের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মুখটা চেনা চেনা মনে হল। 'রিখার্ড জোর্গে!' তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। 'এখানে কী মনে করে? আপনি দেখছি বিন্দুমাত্র পাল্টান নি...' এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে সত্যি সত্যিই জার্মানিতে তাঁর দেখা হয়। ভদ্রমহিলা এককালে নিজেকে আগাগোড়া 'লাল' বলে জাহির করতেন, এখন তাঁর বিয়ে হয়েছে সামরিক অফিসারের সঙ্গে। 'আপনি ভুল করছেন, ফ্রাউ ওট্, আসলে কিন্তু আমি খুবই পাল্টে গেছি,' রিখার্ড কঠিন স্বরে বললেন। 'আমার পুরনো শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা — গোয়েবল্‌স ও ফুঙ্ক শেষকালে আমার ক্ষমতাকে সদ্ব্যবহারের উপায় খুঁজে বার করেছেন: আমি এখানে একটা শাঁসাল পত্রিকার প্রতিনিধি!' মহিলার মুখ ফেকাসে হয়ে গেল। সম্ভবত মনে মনে ধারণা করে নিলেন যে ঐ গোলযোগের সময় জোর্গে ছিলেন শ্রমিক সংগঠনে উস্কানিদাতা চর। এখন জোর্গে এখানে এসে পড়ায় মুশকিল হল এই যে এতদিন মহিলা যে-বিষয় স্বামীর কাছ থেকে পর্যন্ত সযত্নে গোপন করে এসেছেন সে সমস্ত জোর্গে ফাঁস করে দিতে পারেন। অবশেষে ক্ষণিকের বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে সোহাগে গদগদস্বরে বললেন: 'আশা করি আমাদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরবে না। অতীত অতীতেই থাক: তাকে নাড়া দিয়ে কোন লাভ আছে কি?..' জোর্গে মহিলার ছোট্ট নিরুত্তাপ হাতে হাত মেলালেন, হেসে কথা দিলেন: 'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন। জীবন— জটিল বস্তু।'

ওঃ এই মেয়ে জাতটাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আরও একটি পরিচয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ব্যাপারটাকে কী ভাবে নেওয়া যায়? দূতাবাসের সেক্রেটারী ফ্রয়লাইন হাজ।... রিখার্ড তাঁর কাছেই প্রথম নিজের পরিচয় জানান। মহিলা অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করলেন। ভাবটা এই যে এর আগে তাঁদের দেখা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে?

রিখার্ড তাঁর দিকে গম্ভীর মুখে সরাসরি তাকালেন, ফ্রয়লাইন তাতে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রিখার্ডও লজ্জা পেলেন, হেসে উঠলেন, এবারে তিনি অন্তরঙ্গ সুরে বললেন যে এই এশীয় শহরে তাঁর মতো নতুন লোকের পক্ষে ভালো গাইড ছাড়া প্রথম প্রথম চলা শক্ত হবে। অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্রয়লাইন এখানকার জীবনের একঘেয়েমি সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। রিখার্ড তখন পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হলেন। এই প্রকারভেদটা ভেবে দেখা দরকার। সামান্য ফষ্টিনষ্টিতে কোন আপত্তি নেই। দূতাবাসে নিজের লোক থাকা চাই, সেখানকার পেটমোটা সেফ্‌গুলো রাষ্ট্রীয় গোপন নথিপত্রে ঠাসা।... তাঁর ধ্যানজ্ঞান এখন কেবল একটিই, তাই অন্য কোন সময় হলে যে ব্যাপারটাকে তিনি কোন আমলই দিতেন না এখন সেটাকেও অস্ত্র হিশেবে নিতে হচ্ছে।

নিজের অজানতেই মনে পড়ে গেল জাপানী প্রবাদ: 'বড় কাজ হাতে নেওয়ার সময় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের কথা মনে রাখবে।' তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের প্রতি অবিরাম যত্ন নেওয়া দরকার: যেমন জামাকাপড় কাচতে দিতে হবে, পোশাক-পরিচ্ছদ পাট করতে হবে। সর্বোপরি প্রয়োজন — ভদ্রস্থ চেহারা। অ্যাটাচি কেস ভিজিটিং কার্ডে ঠাসা, জার্মানিতে সেগুলি ছাপা। কূটনীতিজ্ঞরা জৌলুস পছন্দ করেন। সমাজের প্রতিটি মহলেরই আছে নিজস্ব আচারানুষ্ঠান, আপন লোক হতে গেলে সমস্ত রকম আচারানুষ্ঠান সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা উচিত, জানা উচিত মার্জিত রুচির বিধিনির্দেশ, যাতে চেহারা দেখে আশেপাশের লোকে আঁতকে না ওঠে। যে মানুষের চালচলন বিদঘুটে, লোকে সঙ্গে সঙ্গে তার কাছ থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তখন তার সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যায়। নিখুঁত রুচি — এই দিয়েই জয় করা যেতে পারে অন্তঃসারশূন্য, আত্মতৃপ্ত এই লোকগুলিকে, যারা নিজেদের 'বিশেষ জাতের' বলে গণ্য করে। অবিলম্বে টোকিওর বিদেশী সংবাদদাতা সমিতির সদস্যভুক্ত হতে হয়।... সমাজে অনুপ্রবেশের বিদ্যাটি অন্তঃসারশূন্য হলেও জটিল বটে। জোর্গে এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণীয় শক্তি ছিল, রসিকতাবোধ ছিল, তিনি অন্যদের মনোভাব অনুমান করতে পারতেন।

তথাপি জোর্গের মনে হল, ওপরে থাকতে হলে এটাই সব যথেষ্ট নয়;

প্রতিটি গুপ্তকর্মীর নিজস্ব 'কিংবদন্তী' আছে। তার অতীতও এর অন্তর্ভুক্ত। শাসনকর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অতীতকে হতে হবে নিখুঁত। অতীত হল এমন এক সূত্র যাতে টান পড়লে বিপুল প্রয়াসে গড়ে তোলা ইমারত ধসে পড়তে পারে। অতীতের কাছে কোন ক্ষমা নেই, সে আছে পেছনেই। কোন চুলচেরা গেস্টাপো-কর্মী একবার রিখার্ড জোর্গের অতীত সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়লেই হল, ধুলোমাখা নথিপত্রের সংগ্রহ থেকে তার পুলিশ ফাইলটা টেনে আনলেই হল — সব ভেস্তে যাবে! রিখার্ড জোর্গের অতীত সেই জার্মানিতে। অবশ্য কেবল জার্মানিতেই নয়।...

...তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন খোলা জানলার ধারে। সন্ধ্যার সোনালি আলোর আভায় শহর ভরে গেছে। বৈশিষ্ট্যহীন স্থাপত্যরীতির ঘরবাড়ি এবং 'ইউরোপের উপর এশিয়া' রীতিতে তৈরি ঘরবাড়ি — থামওয়ালা পাথরের খোপ আর মাথায় ঢেউ খেল্যানো ছাদ — স্তূপাকার হয়ে আছে; বিশাল বিশাল ক্রিপ্টোমেরিয়া গাছের ছত্রছায়ায় নজরে পড়ছিল দেবালয়ের সিল্যুয়েট। রাস্তায় পথচারি, রিক্সা আর মোটরগাড়ির ভিড়। রকমারি খাবারদাবারের ফেরিওয়ালারা ইতস্তত ছুটোছুটি করছে, তাদের তীক্ষ্ন হাঁক ডাক, চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। ডার্বি হ্যাট আর লাউঞ্জ স্যুট পরনে পুরুষেরা উত্তেজিতভাবে কী নিয়ে যেন কথাবার্তা বলছে, মেয়েরা ফুটপ্যাথের ওপর দিয়ে স্যান্ডেলের ফটফট আওয়াজ তুলে চলেছে, তাদের মাথার চুল অপূর্ব কায়দায় চুড়ো করে বাঁধা, গায়ে কিমানো, কোমরে চওড়া কোমরবন্ধ; এক শুঁটকো বুড়ো — মাথায় তার ব্যাঙের ছাতার আকারের টুপি — বাঁকে ঝুড়ি ঝুলিয়ে তাতে বয়ে নিয়ে চলেছে নিজের সংসারের যাবতীয় মালপত্র মায় বাচ্চাদের।

এই হল জাপান — রিখার্ডের বহুকালের স্বপ্নের দেশ! জাপানকে তিনি জানতেন কেবল পিয়ের লোতির উপন্যাস আর গাইডবুক থেকে নয়। কয়েক বছর তিনি ব্যয় করেছেন তার অর্থনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার পেছনে, তিনি আয়ত্তে এনেছেন জাপানী ভাষা, জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো তিনি বোঝেন, উৎপাদনব্যবস্থার একত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন, একচেটিয়া কারবারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আর শাসকগোষ্ঠীর পরিচালিত রাজনীতি যাবতীয় সূক্ষ্ম তাৎপর্য — কোনটাই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। জাপানের নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পরম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছিল বয়োজ্যেষ্ঠ প্রতিনিধিদের পরিষদ — গেন্‌রো, গোপন পরিষদ

এবং প্রধানমন্ত্রী ও তেরজন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা। সামরিক গুপ্তকর্মী জোর্গের আগ্রহ ছিল বাহ্যবস্তুতে নয়, রাজনীতিতে। জাপানে আগমন ঘটেছে প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদের।

জোর্গে লেখেন:

> 'জাপানে কাজ করতে গেলে যে জ্ঞান অবশ্যপ্রয়োজনীয়, আমার জ্ঞানের স্তর, জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পরিমাণে দেওয়া হত তা থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। আমি ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনীতি, ইতিহাস ও রাজনীতি বুঝতাম।
>
> চীনে থাকার সময়ই জাপান সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমি জাপানের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ রচনায় হাত দিই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাপান সম্পর্কে এই প্রাথমিক চর্চার সময় আমি সমস্ত প্রশ্ন বিচার করি মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। আমার পাঠকবর্গ আমার সঙ্গে একমত না-ও হতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে দেশচর্চার ব্যাপারে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির অত্যাবশ্যক দাবি হল সেই দেশের অর্থনীতি ও ইতিহাসের, তার সামাজিক সমস্যার, রাজনীতি, ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যার বিশ্লেষণ।...'

জোর্গে সাফল্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি বিভাগে অধ্যাপনা করলেও করতে পারতেন, বরণীয় মনীষী হতে পারতেন, শিষ্যমণ্ডলী ও উত্তরসূরী গড়ে তুলতে পারতেন। পারতেন... যদি মানুষের কল্যাণের জন্য অবিলম্বে সক্রিয় হওয়ার তাগিদ তাঁর উদ্যোগী স্বভাবের কাছ থেকে না আসত। এরই জন্য প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে বিজ্ঞানীর পাঠকক্ষকেন্দ্রিক জীবন, ঝুঁকি নেওয়া যায় নিজের জীবনের।

> 'শান্তিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে ও শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করা যদি আমার হয়ে উঠত তাহলে আমি খুব সম্ভব বিজ্ঞানীই হতাম। নিদেনপক্ষে এটা আমি নিশ্চিত জানি যে গুপ্তকর্মীর বৃত্তি আমি বেছে নিতাম না।'

জাপানের রাজধানীতে, তার মহল্লাগুলির মধ্যে, ষাট লক্ষ টোকিওবাসীর মধ্যে হারিয়ে গেছে জোর্গের রেডিও অপারেটর এর্না ও বার্নহার্ড, সাংবাদিক

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্। ভুকেলিচের সঙ্গে অবশ্য তাঁর দেখা হবে প্রথম প্রেস কনফারেন্সে। ব্রাঙ্কো টোকিওতে এসেছেন সেই ফেব্রুয়ারিতে। এসেছেন তাঁর ওলন্দাজ স্ত্রী এডিথ আর পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে। ব্রাঙ্কো, এর্না, বার্নহার্ড—এ'রা কাছাকাছিই কোথাও আছেন। সংস্থার সেল্ যখন গড়া হবে তখন সেখান থেকে তার যোগসূত্র বিস্তৃত হবে জাপানের সমস্ত প্রান্তে, ইউরোপ মহাদেশে, চীনে ও মাঞ্চুরিয়ায়। আর এখন জমি আলগা করে তৈরি করতে হবে, নিজেকে আইনত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'তাগাদা আছে, তবে তাড়াহুড়ো নেই,' একথা বলতে ভালোবাসতেন 'বুড়োকর্তা', ইয়ান কার্লভিচ বের্জিন। তিনিই ওঁকে পরামর্শ দেন প্রথমে জাপানের মাটিতে ভালো করে শিকড় গাড়তে, তারপর বিস্তৃত কার্যকলাপে নামতে।

রিখার্ড মনে মনে চলে গেলেন দূরে মস্কোয়। সুশৃঙ্খল চিন্তার অভ্যাস তাঁকে প্রভাবিত করল: জাপানের মাটিতে পদার্পণের পর তাঁকে এখন আরেকবার তাঁর কাজের সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝে নিতে হবে। বের্জিন দায়িত্ব দেওয়ার সময় কখনও নির্দিষ্ট করে কিছু বলে দিতেন না। তিনি কেবল নির্ধারণ করে দিতেন কাজের মোটামুটি ধারা, কর্মপন্থার একটা আদর্শ। 'আর বাদবাকি ব্যাপারের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে কাজ কর।'

জোর্গের জাপান যাত্রার আগে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকারের ঘটনা। সোভিয়েত গুপ্তবাহিনীর প্রধান মূল বিষয়টি বলার জন্য কোন ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন না। রিখার্ড সবে চীন থেকে ফিরে এসেছেন, তিনি জানার জন্য ছটফট করছেন কেন মস্কোয় তাঁর জরুরী তলব পড়ল। এদিকে বের্জিন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন, জোর্গের দিকে চতুর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন আর যে-সমস্ত বিষয় সম্পর্কে কথা বলে চলছেন সেগুলি কাজের একেবারে ধারেকাছে নয়। দুজনেই আনন্দিত এই ভেবে যে আবার তাঁদের দেখা হয়েছে, আবার তাঁরা পঠিত বইপুথি নিয়ে নিছক মত বিনিময় করতে পারেন, অতীতের স্মৃতিচারণ করতে পারেন। বের্জিন ছিলেন রিখার্ডের চেয়ে মোটে পাঁচ বছরের বড়। তাঁদের মধ্যে ছিল আন্তরিক সৌহার্দের বন্ধন। 'আমার প্রায়ই মনে পড়ে কোন এক প্রাচীন রোমান দার্শনিকের সুভাষিত — মনে হয় সেনেকারই হবে: 'ভাগ্য তাকেই পরিচালনা করে যে তা চায়, আর যে চায় না তাকে টেনে নিয়ে যায়,' বের্জিন হেসে বললেন। 'তোমার আর আমার অনেকটা যেন সেই অবস্থা। মনে আছে, আমি যখন ফিটার-মিস্ত্রী ছিলাম তখন সাধ ছিল

ইঞ্জিনিয়র হওয়ার। চিন্তাটা মাথায় চেপে বসল। টিচার্স ট্রেনিং সেমিনারিতে গিয়ে পড়লাম, স্বপ্ন দেখতাম কী করে ছেড়েছুড়ে টেকনিক্যাল কলেজে যাওয়া যায়। কিন্তু মানুষের পক্ষে বোধহয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ না করে উপায় নেই, এদিকে স্বপ্ন স্বপ্ন হয়েই থেকে যায়। বাইশ সনে আর্মিতে বড় পদ পেলাম, সে সময় ফর্মে লিখি: 'কারিগরি শিক্ষা পেতে চাই।' কেন্দ্রীয় কমিটির কমরেডদের ত মাথায় হাত: 'বের্জিন ইঞ্জিনিয়র হতে চায়। এতে ওঁর কী হবে?''

জোর্গে তখন চুপচাপ শুনে গেলেন। ইয়ান কার্লভিচকে জোর্গে ঠিকই জানতেন, জানতেন তাঁর অভ্যাস — ঘোরানো স্বভাব।

বের্জিনের চরিত্রে কিছুটা চালাক-চালাক ভাব ছিল। অনেকে আবার চরিত্রের সেই বৈশিষ্ট্যকে সারল্য বলে ভুল করত। না, রিখার্ডের সামনে যিনি আছেন তিনি উঁচু দরের সংস্কৃতিবান, এক অতি জটিল মানুষ, অসাধারণ তাঁর জীবন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রশ্নে বের্জিনের সূক্ষ্মদর্শিতায় রিখার্ড বরাবরই অবাক হয়ে যেতেন। ছোট বড় নানা ঘটনার স্তূপ থেকে ইয়ান কার্লভিচ বার করতে পারতেন সারবস্তু। তাঁর কাছ থেকে শেখার মতো জিনিস ছিল। জোর্গে শিখতেনও।

তিনি জানতেন যে কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসে গড়াবে, তিনি সেই মুহূর্তটির অপেক্ষা করতে লাগলেন, দেখা গেল তাঁর ভুল হয় নি। প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতা নয়, ওঁদের দুজনেরই জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী, তাঁদের সমগ্র জীবন ছিল এরই বশবর্তী। এধরনের ছোটখাটো আলাপে-আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁরা ভাবনায় শান দিতেন, রাজনৈতিক বোধকে তালিম দিতেন। এখানে সংযোগ ঘটত দুই সমুজ্জ্বল বুদ্ধির, তার ফলে জন্ম নিত নিরাবেগ, শানিত সত্য, যা উভয়ের পক্ষেই দিক নির্দেশের জন্য, কাজের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাঁদের মধ্যে এই মর্মে কথাবার্তা হল যে হিটলার শাসনক্ষমতায় আসার ফলে জার্মানি পয়লা নম্বর সম্ভাব্য শত্রুতে পরিণত হতে চলেছে। শাসনক্ষমতায় আসার পর তৃতীয় দিন নবপক্ষোদ্গত রাইখ-চ্যান্সেলর সোভিয়েত রাষ্ট্র জয়ের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে জার্মানির রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড

ও ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠী হিটলারপন্থীদের হাত দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে শায়েস্তা করে বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থিতিসাধনের আশায় প্রায় খোলাখুলিই তাদের সমর্থন জানাল। জার্মান সামরিক যন্ত্র পুনরুজ্জীবনের জন্য জার্মানির রাজ্যসীমানার অভ্যন্তরে কাজ করে ষাটটি মার্কিন কলকারখানা। মর্গান, রকফেলার, দ্যুপোঁ ও ফোর্ডের শিল্প লগ্নী পুঁজি গ্রুপ এবং ব্যাঙ্ক অফ ইংলন্ড এই বিপজ্জনক খেলায় জড়িত হয়ে পড়ল। অতি সম্প্রতি মার্কিন 'দ্যুপোঁ দ্য নেমুর' কন্সার্ণের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ঝটিতি বার্লিন সফর করে যান, রাইখকে নবতম বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক ও সামরিক প্রযুক্তিসংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের ব্যাপারে জার্মান রঞ্জকদ্রব্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান 'ইগে ফার্বেনইন্ডুস্ট্রি'র পরিচালকদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড ও ফ্রান্সের শাসকগোষ্ঠী জাপানকেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঠেলে দিল। দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করল। জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিস্বাক্ষরে অসম্মতি জ্ঞাপন করল। জাপান 'তৃতীয় রাইখের' সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য মিত্রতে পরিণত হতে চলছিল। রিখার্ড সে কথা জানতেন।

বের্জিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন: ''র‍্যামজে' অপারেশন যে কী তা তোমার জানা আছে?' জোর্গে চুপ করে রইলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'জার্মানি ও জাপানের পরিকল্পনা কী, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান বিপদ কোন দিক থেকে আসছে তা জানা দরকার,' বের্জিন বললেন। 'এটাই হবে 'র‍্যামজে' অপারেশন। এর উদ্দেশ্য — সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা!'

রিখার্ড সতর্ক হয়ে পড়লেন। বের্জিন তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে পর্যন্ত নিজের পরিকল্পনা কখনও খুলে বলতেন না।

'অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব একমাত্র খোদ জাপানের মাটিতে,' বের্জিন বললেন। 'জাপানে যদি আমরা গুপ্তচর সংস্থা গড়ে তুলতে পারি — আর সেটা এখনই আমাদের গড়তে হবে — তাহলে ঘুরপথে তথ্য সংগ্রহের আর প্রয়োজন হবে না।'

'অপারেশনের নামটা এমন অদ্ভুত কেন? — 'র‍্যামজে' অপারেশন কেন?'' জোর্গে জিজ্ঞেস করলেন।

বের্জিন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: ''র‍্যামজে' — এর মানে হল 'র.জ.', আর 'র.জ.' হল রিখার্ড জোর্গে!'

রিখার্ড চমকে উঠলেন।

'জাপানের অতি কঠিন পরিস্থিতিতে সংগঠন গড়ে তোলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার আমরা এমন লোকের ওপরই দিতে পারি যে অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী,' বের্জিন বললেন। 'আমি তোমাকে নিছক প্রশংসার খাতিরে বলছি না। চীনে তুমি তোমার কাজ ভালোভাবেই করেছ। যদি চাও ত ওটাকে বলতে পার শিক্ষানবীশি। এখন যে কাজ তোমার জন্য অপেক্ষা করছে তার পরিধি বিরাট।'

জোর্গে বলতে পারতেন যে চীনে দীর্ঘকাল কাজ করার ফলে তিনি পুরোপুরি শ্রান্ত, বলতে পারতেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করতে চান, বলতে পারতেন যে তিনি সবে একাতেরিনা মাক্সিমভার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। ব্যক্তিগত সুখের, নিশ্চিন্তে কাজ করার অধিকার কি মানুষের নেই?.. তাছাড়া তিনি সদ্য ফিরে এসেছেন। বলতে পারতেন... কিন্তু কিছুই বললেন না, এমনকি ভ্রূকুটিও করলেন না। বের্জিনের নিজেরই এ সব ভালোমতো জানা আছে। প্রাত্যহিক জীবনে কোমল এই মানুষটি অনমনীয় হয়ে পড়তেন যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্বার্থ নিয়ে কাজের কথা উঠত। এখানে ব্যক্তিগত সমস্ত কিছুই হয়ে যেত নগণ্য। জোর্গে তা জানতেন। তিনি নিজেও সেই রকম ছিলেন।

বের্জিনের গুপ্তচর বিভাগ গঠনের নীতি ছিল স্বেচ্ছামূলকতা, বিশেষত এই ধরনের পরিকল্পনা পূরণের ক্ষেত্রে ত বটেই। জোর্গের চোখেমুখে তিনি যদি সন্দেহের ছায়ামাত্র দেখতে পেতেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ থেকে তিনি তাঁকে বাতিল করে দিতেন। কিন্তু গোড়া থেকেই রিখার্ড সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না।

ওঁরা একে অন্যের দিকে তাকালেন, হেসে উঠলেন।

'এই ত চাই!' বের্জিন বললেন। 'আর বাদবাকি ব্যাপারের ক্ষেত্রে, পরিস্থিতি বুঝে কাজ কর। আর এই হল তোমার সহকারীদের সম্পর্কে ফাইল আর ফোটোগ্রাফ।'...

অপারেশনের অতি খুঁটিনাটি বিষয় সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পিত। বের্জিনের লৌহকঠিন চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে রিখার্ড দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে গুপ্তকর্মীর বিপজ্জনক পথে নামলেন।

'তৃতীয় রাইখের' অভিসন্ধি সম্পর্কে জানা যেতে পারে জাপানে অবস্থিত জার্মান দূতাবাস থেকে। তাই দূতাবাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক।

টোকিওর পথ গেছে জার্মানি হয়ে।

রিখার্ড জার্মানিতে রওনা দিলেন।

তিনি বড় রকমের ঝুঁকি নিলেন, কিন্তু ঝুঁকি সার্থক। নাৎসীরা ষড়যন্ত্র আর ক্ষমতা বণ্টনের কাজে ব্যস্ত ছিল, কোথাকার কোন সাংবাদিক জোর্গের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো ফুরসৎ তাদের ছিল না। 'তৃতীয় রাইখ' সবে রক্তক্ষয়ী বিশৃঙ্খলার ভেতর থেকে জন্ম নিচ্ছিল। তাছাড়া জোর্গেকে লোকে গুলিয়ে ফেলে রীতিমতো নামজাদা এক জার্মান সাংবাদিক ভোল্ফগাং জোর্গের সঙ্গে। তিনিও চীনে ছিলেন, আর বড় কথা হল, জোর্গের সময়ই।

রিখার্ড যখন শেববার বার্লিনে ছিলেন তার পর প্রায় চার বছর কেটে গেছে। রিখার্ডের প্রত্যাবর্তনে মা আর বোনেরা খুশি হলেন। দাদা ভয় পেয়ে গেলেন, কোথা থেকে রিখার্ডের আগমন তা যেন তিনি আঁচ করতে পারছিলেন। তাঁর ভয় প্রধানত নিজের জন্য: ইতিমধ্যে তিনি ধনী হয়ে বসেছেন, এদিকে কিনা এমন অভাবিত ঘটনা!.. রিখার্ড তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে এসেছেন কিছুদিনের জন্য, ইচ্ছে আছে আরও দূরে কোথাও চলে যাওয়ার — আমেরিকায় কিংবা জাপানে। দাদা যেন তাঁকে সাহায্য করেন, ব্যবসায়িক মহলে নিয়ে গিয়ে প্রভাবশালী লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেন; কারণ রিখার্ড অনেক কাল হল যাবতীয় বিপ্লবী কার্যকলাপ ছেড়ে দিয়েছেন, এখন তিনি সাংবাদিক, প্রাচ্য ঘুরে এসেছেন, আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।...

দাদাকে বলে-কয়ে রাজী করাতে বেশি সময় লাগল না: তিনি উঠে-পড়ে কাজে লেগে গেলেন — তাড়াতাড়ি কোথাও বিদেয় করতে পারলে হয়, দুনিয়ার শেষ সীমানায় হয় তা-ও সই।...

এই ভাবে জোর্গে প্রবেশ করলেন ব্যবসায়িক মহলে, সুপারিশ লাভ করলেন। ৩ জুলাই তারিখেই তিনি বের্জিনকে জানাতে পারলেন:

'আমার ব্যক্তিত্বের প্রতি আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দিচ্ছে।'

তাঁকে কাটাতে হত স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে। কিন্তু সাফল্য তিনি লাভ করলেন। সাংবাদিক মহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন।

পানোৎসবের পেছনে অর্থ ব্যয়ে তাঁর কার্পণ্য ছিল না, মুখে মুখে আওড়াতেন 'মাইন কাম্প্‌ফ' থেকে ভোঁতা ভোঁতা উদ্ধৃতি, ডাকসাইটে নাৎসী মতাবলম্বী বলে তাঁর আখ্যা জুটে গেল।

তেমন দরকার হলে পুরনো আমলের আত্মগোপনকারী পার্টিকর্মীদের খুঁজে বার করে তাঁদের মাধ্যমে কোন এক প্রভাবশালী পত্রিকায় কাজ পাওয়া যেতে পারে, আর সেই কাজের সূত্রে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থাও হতে পারে। কিন্তু দশ বছরে জার্মানির অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই পন্থাটা জোর্গে সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলেন। বরং সোজা পথে যাওয়াই ভালো।

এখন জোর্গে টোকিওতে।... 'র‍্যামজে' অপারেশন শুরু হল।

...কিন্তু সে যাই হোক, কে তাঁর জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল? এটা করতে পারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পুলিশবাহিনী — তোকো কেইসাৎসুর এজেন্টরা — কিংবা হতে পারে পশ্চিমের প্রভাব থেকে জাপানী জীবনাদর্শ রক্ষার জন্য ব্যাপক ভারপ্রাপ্ত গোপন পুলিশসংস্থা — কেম্পেতাইয়ের এজেন্টরা। জাপানী অসামরিক পুলিশবাহিনী, মিলিটারীপুলিশ, নাকি বিশেষ গোপন পুলিশ — জল্পনাকল্পনা নিরর্থক। প্রত্যেকটি বিদেশীর পেছনে এখানে, জাপানের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা আছে। জোর্গের মনে পড়ে গেল ইয়োকাহামা বন্দরে তাঁর প্রতি শুল্ক বিভাগের কর্মচারীর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

একা একা উদ্বেগজনক ভাবনাচিন্তা করার সময় তিনি কদাচিৎ হাসতেন, কিন্তু এবারে বাঁকা হাসি হাসলেন: জাপানী পুলিশের কাজ, 'সাবধানতা অবলম্বনের জন্য' খানাতল্লাসি! বেশ, বেড়ে হুঁশিয়ারি, মিনা-সান, (ভদ্রমহোদয়রা)! ভবিষ্যতে আলাদা বাংলোয় উঠে যেতে হবে দেখছি।

যে-কোন মনোবলসম্পন্ন মানুষের মতোই রিখার্ড নিজের জীবনের পরোয়া করতেন না — তাঁর জীবন মহৎ উদ্দেশ্যে সমর্পিত। তাঁর আশঙ্কা হত কাজের জন্য। তাঁর ভয় হত যার ওপর বের্জিনের এত আশা-ভরসা, সযত্নে পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত সেই 'র‍্যামজে' অপারেশন কোন রকম অসতর্কতা, অমনোযোগ ও সামান্য ভুলচুকের জন্য মাটি না হয়ে যায়।

এক মাসের মধ্যে রিখার্ড অসংখ্য খাল আর ছোট ছোট নদীতে ক্ষতবিক্ষত এই শহরের সঙ্গে পরিচিত ত হলেনই, তথ্য বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, বিদেশী প্রেস অ্যাটাশেদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করলেন, টোকিওর বিদেশী সংবাদদাতা সমিতির সদস্য হলেন।

পরিচয় পর্ব শুরু করলেন জার্মান সংবাদ এজেন্সির পরিচালক — প্রেস অ্যাটাশে ভাইজেকে দিয়ে। লোকটা ছিল ফুয়েরারের অনুগামী, টিপিক্যাল 'খয়েরি-রঙা এক আরসুলা'। মনে হয় এর আগেই জোর্গে সম্পর্কে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভাইজের কথাবার্তা হয়ে গেছে, তাই প্রেস অ্যাটাশে নতুন সংবাদদাতাটিকে বেশ অমায়িক অভ্যর্থনা জানাল।

টোকিওর বিদেশী সংবাদদাতা সমিতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। সমিতিটি ছিল সংবাদপত্র জগতের ব্যাবিলনবিশেষ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ছোটখাটো জগৎ, যেখানে আছে নিজস্ব অলিখিত আইন, নিজস্ব ধারা ও রীতিনীতি। এখানে প্রেসের এমন সব প্রতিনিধিদের সমাবেশ ঘটেছে যারা ধান্দাবাজ, চাঞ্চল্যকর ঘটনার জন্য লোলুপ, দারুণ চটপটে, যারা মুখরোচক খবর বার করার জন্য কোন কিছুতেই পিছপা নয়। তাদের প্রত্যেকেই জাপানে যে যে দেশের সংবাদপ্রতিনিধির কাজ করছে সেই সেই দেশের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বলে নিজেকে জাহির করত, প্রত্যেকেই মনে করত যে আন্তর্জাতিক সংবাদদাতার নক্ষত্রের দ্যুতি হতে হবে চোখ ধাঁধানো, কেননা সাংবাদিকের ক্যারিয়ার — রাজনৈতিক ক্যারিয়ারও বটে। তারা নিজেদের উত্তেজনাপূর্ণ কাজ পছন্দ করত, বেহায়ার মতো জাপানী মন্ত্রণালয়গুলির দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দিত, যে-কোন আনাচে-কানাচেতে গিয়ে ঢুকে পড়ত, কেরানি ও সেক্রেটারিদের ঘুষ দিয়ে কিনে রাখত, ক্যাবারে আর জুয়ারীদের ডেরায় ঘুর ঘুর করে বেড়াত। এটা ছিল আইনোনুমোদিত গুপ্তচরবৃত্তি। আর এ সবই হল যার যার সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের জন্য চাঞ্চল্যকর সংবাদ আদায়ের খাতিরে। তাদের পোষা হত এই কারণে যে চন্দ্রমল্লিকা ও গেইশাদের এই বিচিত্র দেশের প্রতি পাঠকসমাজের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। অবশ্য দক্ষিণা তাদের তেমন একটা মোটা ছিল না।

কোন সাংবাদিকের পক্ষে — তা সে যত চটপটেই হোক না কেন — সর্বত্র উপস্থিত থাকা কঠিন। এই কারণে সমিতিতে গড়ে ওঠে এক ধরনের বাজার: তথ্যবিনিময়।

যে-রাষ্ট্রে সমিতির অবস্থান সেখানকার ভাষায় যে-সংবাদদাতার সম্পূর্ণ দখল থাকত সচরাচর সে-ই হত সমিতির মাতব্বর। টোকিওতে শিরোমণি হলেন প্যারিসের সচিত্র পত্রিকা 'ভিউ'-এর চিত্রসংবাদদাতা এবং বেল্‌গ্রেডের দৈনিক পত্রিকা 'পলিটিকা'র সংবাদদাতা, জনৈক ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্। বছর

তিরিশেক তাঁর বয়স, লম্বা, টানটান শরীর, ধূর্ত-ধূর্ত চোখজোড়া যেন বিদ্রূপে ভরপুর। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ, তবে মার্জিত, আগে থাকতেন 'ইম্পিরিয়াল' হোটেলে, পরে উঠে আসেন হোন্‌গো-কু এলাকায় 'ব্যাঙ্ক'-এর বাড়িতে। টোকিওতে তাঁর আবির্ভাব এই বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু দেখতে দেখতে তিনি সাংবাদিকদের সমিতিতে জাঁকিয়ে বসেছেন। ভুকেলিচ্ জাপানী কথ্য ভাষা ভালোমতো দখলে আনছিলেন। ফরাসী, ইংরেজি, ইতালীয়, জার্মান, স্প্যানিশ তাঁর নিখুঁত জানা ছিল। সত্যিকারের বাঘা আন্তর্জাতিক সংবাদকর্মী! জাতিতে ক্রোয়াট, চরিত্রে ফরাসী, বিয়ে করেন ডেনিশ মেয়েকে, যেন বহুভাষী ইউরোপের প্রতিমূর্তি। দিলদরাজ বলে ব্রাঙ্কোর নাম ছিল, তিনি সানন্দে অপেক্ষাকৃত অকৃতকার্য সমজীবীদের দুষ্প্রাপ্য ফোটো দিতেন, কখনও কখনও নিজের সুসজ্জিত ফোটোল্যাবরেটরীও তাদের ব্যবহার করতে দিতেন। দুষ্ট লোকে বলত যে ব্রাঙ্কো রাত জেগে ভিউ-কার্ড তৈরি করেন এবং তা ফাটকাবাজদের কাছে বিক্রি করেন, উত্তরে সহৃদয় চিত্রসংবাদদাতাটি কেবল হাসেন, গুজবের কোন প্রতিবাদ করেন না। যে যেমন ভাবে পারে টাকা করে নেয়। তাই চিত্রসাংবাদিককে কেউ দোষ দেয় না: সকলেরই টানাটানি করে চালাতে হত, প্রতিটি ইয়েন হিসাব করে চলতে হত। তায় আবার ব্রাঙ্কোর আছে স্ত্রী, শিশু। ওঁকে তারিফ পর্যন্ত করা হত: ব্রাঙ্কো — ধান্দাবাজের চূড়ান্ত। জাপানের প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনাকক্ষ, পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়, ১৯১৮ সনে ভ্লাদিভস্তকে সোভিয়েত শাসনক্ষমতা রোধকারী নৌবাহিনীর জেনারেল স্টাফের ভূতপূর্ব প্রধান, অ্যাডমিরাল কাতোর বৈঠকখানায় — জাপানের সর্বত্র লোকে দেখেছে তাঁর বিষধর সবুজে প্রেসকার্ডটি। গুম্ফধারী খিটখিটে অ্যাডমিরালটি রুশ ভাষার জ্ঞানের বড়াই করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ব্রাঙ্কো সে ভাষা জানতেন না।

সমিতিতে প্রবেশাধিকার লাভ উপলক্ষে রিখার্ড অন্যান্য সংবাদজীবীকে 'ইম্পিরিয়াল' হোটেলে আমন্ত্রণ করেন, ভোজসভায় ও উৎকৃষ্ট সুরায় আপ্যায়িত করেন। সকলেই ধরে নিল তিনি ওদের নিজেদের লোক, সংবাদপত্র জগতের হালচাল মেনে চলেন। ভুকেলিচ্ সে দলে উপস্থিত থাকলেও জোর্গের সঙ্গে তাঁর একটি বাক্যও বিনিময় হল না। এখনও সময় আসে নি। দুজনেই একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন, কেননা এর আগে পর্যন্ত ব্রাঙ্কো আর রিখার্ডের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।

জার্মান দূতাবাসের ভোজসভার জন্য জোর্গে রীতিমতো সযত্নে প্রস্তুতি

নিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে গোড়াতেই তাঁর ভাগ্যটা নেহাৎ খুলে গেছে। দূতাবাসে ভোজসভা — মোটেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'ককটেল' কায়দায় পানাহার নয়। এখানে বাছাই লোকজন স্থান পায়। নিমন্ত্রণপত্রে নির্দেশ করা হয়ে থাকে পোশাক — টেইল কোট। ফ্রাউ ওট্-এর মারফত জোর্গে খুঁজে বার করলেন সেরা দরজি। সন্ধ্যা আটটায় শুরু হল কূটনীতিবিদদের অভ্যর্থনা। অভ্যর্থনাসভায় উপস্থিত ছিলেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ, জাপানী সাংবাদিকরা আর সামরিক লোকজন। জোর্গে যেখানে বসার জায়গা পেলেন সেটাকে কোনমতেই সম্মানীয় লোকজনের আসন বলা চলে না। অনুচরদের আসনে জায়গা হওয়ার তাঁর দিকে কেউই মনোযোগ দেয় নি।

তাঁকে অভিনন্দন জানালেন একমাত্র লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল এইগেন ওট্। নাগোইয়া থেকে আগত এই জার্মান অফিসারটিকে দূতাবাসের লোকজন 'নিজেদের' বলে গ্রহণ করতে একেবারেই নারাজ, যেহেতু সেনাবাহিনীর অফিসার মানে সেনাবাহিনীর অফিসারই — এর বেশি কিছু নয়। তিনি সোরগোল তুলে জোর্গেকে অভিনন্দন জানালেন। ফ্রাউ ওট্ তাঁর স্বামীর কানে কানে সাংবাদিকটির বড় বড় পৃষ্ঠপোষকবর্গ — গোয়েব্‌লস, ফুঙক — এদের নাম কোনরকমে বলার অবকাশমাত্র পেলেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ওট্ চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি আপনাকে চিনি! 'ব্যুর্গেরব্রেইকেলার'-এ আমাদের দেখা হয়!' লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেলের স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিল। কিন্তু এবারে তিনি ভুল করে বসলেন, আর সম্ভবত তিনিও ভোল্‌ফগাং জোর্গের সঙ্গে রিখার্ড জোর্গেকে গুলিয়ে ফেলেছেন। মিউনিখে বীয়ারের দোকান 'ব্যুর্গেরব্রেইকেলার'-এ যে তাঁদের সত্যি সত্যিই দেখা হয় এমন ভান করা এখন অনেক লাভজনক। এই কেলারটি ইতিমধ্যে নাৎসী পার্টির ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে। ১৯২৩ সনের ৮ নভেম্বর যে সুপরিচিত নাৎসী অভ্যুত্থান ঘটে ঐ দোকানটি ছিল তারই লালনাগার। হিটলার তার অনুচরবর্গকে নিয়ে প্রতি বছর এখানে হাজির হত। রিখার্ড গদগদ হাসিতে বিগলিত হয়ে পড়লেন, আবেগ ভরে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। দুই পুরনো বন্ধুর, সমমতাবলম্বীর সাক্ষাৎকার!..

বাইরের লোকের কাছে ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই রইল না। আচ্ছা, ডক্টর জোর্গের নামডাক বেশ ছড়িয়েছে দেখা যাচ্ছে!.. রিখার্ড ধূর্তের মতো ওট্‌কে স্তুতিবাদ না জানিয়ে পারলেন না। তিনি বললেন যে,

সেই 'ব্যুর্গেরব্রেইকেলারেই' ফুয়েরার সর্বপ্রথম ভবিষ্যৎ ভেরমাখ্টের অফিসারদের 'প্রথম শ্রেণীর মানুষ' আখ্যা দেন। ওট্-এর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি তৎক্ষণাৎ জাপানী সামরিক লোকজনের সঙ্গে সাংবাদিকটির আলাপ করিয়ে দিলেন। জোর্গে ওট্দের সমাজে আতিথ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ পেলেন। কারণ হল এই যে সংবাদদাতাটি এমন একটি বাক্য ছেড়েছেন যার ফলে লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল সমাজের চোখে ওপরে উঠে গেছেন। এখন আর তাঁকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে না, লোকে তাঁর দিকে আড়চোখে তাকাবে না!.. দূতাবাসের লোকেজনের সহধর্মিণীদের আড়চোখের দৃষ্টিতে যেহেতু সবচেয়ে বেশি অস্বস্তি বোধ করতেন তাঁর স্ত্রী, সেই হেতু ওট্ এখন দুদিক থেকেই সৌভাগ্যবান।

রবিবারে একটা ছোটখাটো দল জুটল। দলে ছিলেন ওট্রা স্বামী-স্ত্রীতে, জোর্গে আর ফ্রয়লাইন হাজ।

তাঁরা সমুদ্রে স্নান করলেন, ষোল মিটার উঁচু ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তির পাথরে বাঁধানো সিঁড়ির ওপর ছবি তুললেন, দেখতে গেলেন সিণ্টো মন্দির, যেখানে রাখা আছে সূর্যের দেবী আমাতেরাসুর দর্পণ। ফ্রয়লাইনকে তখন আর পায় কে? তিনি মহা উৎসাহে ব্যাখ্যা করে বললেন যে সিণ্টো মন্দিরের পরম পবিত্র অংশে দর্পণ ও তরবারি অবশ্যই থাকবে: দর্পণ হল নারীর প্রতীক — নারীকে সব সময় হতে হবে পুরুষের প্রতিফলনমাত্র আর তরবারি — পুরুষের, সামুরাইয়ের প্রতীক। এই সময় জোর্গে প্রথম আগ্রহ নিয়ে ফ্রয়লাইনের দিকে তাকালেন: কেননা তিনি হলেন নতুন লোক, জাপানীদের রীতিনীতি সংক্রান্ত সবটাতেই তাঁর আগ্রহ। তিনি নোটবই বার করে তাড়াতাড়ি তরবারি ও দর্পণ সম্পর্কে রূপকটি লিখে নিলেন। কথায় কথায় তিনি তাঁর বন্ধুদের বললেন যে কয়েক দিন বাদে ৪ অক্টোবর নিজের আটত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি জন্মদিন পালন করতে যাচ্ছেন। মেনু তৈরি করার ব্যাপারে ওঁদের সকলকেই অংশ নিতে হবে। পরিধি একেবারেই ছোট।

জোর্গে তাঁর জন্মদিন উদ্যাপন করলেন হোটেল 'ইম্পিরিয়াল'-এ। দেখা গেল পরিধি তেমন একটা ছোট নয়। দূতাবাসের প্রায় সমস্ত লোকজন এলো, লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল ওট্-এর স্ত্রী এলেন (ওট্কে তাড়াতাড়ি করে চলে যেতে হয়েছে নাগোইয়ার গোলন্দাজ রেজিমেণ্টে), উচ্চপদস্থ জাপানীরাও উপস্থিত ছিলেন।

নিমন্ত্রণকর্তাটি উদার, সুরা নির্বাচনের সময় তিনি নিজের মার্জিত রুচির পরিচয় দিলেন। সকলেই খুশি। আর কী চমৎকারই না তিনি নাচলেন! ঐ দিনই আবার ফ্রয়লাইন হাজ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জোর্গে বেশির ভাগ সময়ই নাচলেন ফ্রাউ ওট্-এর সঙ্গে। ফ্রাউ ওট্-এর অবস্থা এমন হল যে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে না দিয়ে জোর্গের গত্যন্তর রইল না। মদের নেশায় ও নাচের ঘোরে উত্তেজিত হয়ে ভদ্রমহিলা অবিরাম বকবক করে গেলেন, বললেন যে লেফ্টেনেন্ট কর্ণেল ওট্-এর সহকারী অ্যাটাশে পদে বহাল হওয়ার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গেছে। শিগ্‌গিরই তাঁর স্বামী টোকিওতে ফিরে আসছেন।... শেষ কথাগুলো বলার সময় তাঁর কণ্ঠে বিষাদের সুর ফুটে উঠল। মনে হয় ফ্রাউ তাঁর স্বামীকে ভালোবাসেন না, স্বামী তাঁর কাছে বোঝাস্বরূপ। আবার এমনও হতে পারে যে তাঁর নেহাৎই ভালো লাগে প্রীতিকর মানুষ এই জোর্গেকে, যে তাঁর গুণে মুগ্ধ। যাই হোক না কেন, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জানা গেল যে তাঁরা দুজনেই মোৎসার্টের ভক্ত। গৃহকর্ত্রীর বাজনা শোনার জন্য রিখার্ড আমন্ত্রণ পেলেন ওট্‌দের বাড়িতে। সংবাদদাতা সানন্দে এই পাল্টা আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন: সহকারী সামরিক অ্যাটাশে—যা তা কথা নয়!

সংস্থার পরিচালক ছিলেন জোর্গে। সংস্থা বলতে তখনও কিছু ছিল না। জাপানে জনকয়েক বিচ্ছিন্ন মানুষের আগমন ঘটেছে। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। সংস্থা তৈরি করতে হবে। সূচনাস্বরূপ গড়ে তুলতে হবে সেল। সেই সেল লোকজনে বেড়ে উঠবে। জোর্গে ছাড়া আর যাঁরা সেল-এর অন্তর্ভুক্ত হবেন তাঁরা হলেন ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্, মিয়াগি নামে এক অজানা শিল্পী, রেডিও অপারেটর এর্না ও বার্নহার্ড। বলাই বাহুল্য, জোর্গে ছাড়া ওঁদের কারোরই ভবিষ্যৎকর্ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। তাঁদের কাছে পরিষ্কার কেবল একটি সমবেত কর্তব্য: শান্তিরক্ষা, সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষা। এই মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা স্বেচ্ছায় গেছেন জাপানে।

রিখার্ডের পুরনো বন্ধু ওজাকি হোজুমি সাংহাই থেকে জাপানে ফিরে এসে 'ওসাকা আসাহি' সংবাদপত্রেই কাজ করছিলেন। জোর্গে তাঁকেও খুঁজে বার করে এই গ্রুপে টেনে আনবেন বলে মনস্থ করলেন।

রেডিও অপারেটর বার্নহার্ড ও এর্না টোকিওয় এসেছিলেন জোর্গের কিছু আগে। তাঁরা ইতিমধ্যেই ভুকেলিচের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, এখন

এই যুগোস্লাভটিকে রিখার্ডের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়। স্যাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হল। জোর্গে ও ভুকেলিচ্ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সঙ্কেতবাক্য বিনিময় করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে গেল সমস্ত রকমের কপটতা আর ভণ্ডামি! ঘরে তখন গোপন সংস্থার দুই কর্মী, দুই কমিউনিস্ট। জোর্গে প্রশ্ন করলেন। ভুকেলিচ্ উত্তর দিলেন। তাঁর ভাণ্ডারে জমা হয়েছে বিপুল সংখ্যক সংবাদ—বিচ্ছিন্ন নানা তথ্য। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রগল্‌ভ সংবাদদাতাদের কাছ থেকে, ঐ সব দেশের দূতাবাস থেকে, টোকিও থেকে প্রকাশিত 'জাপান টাইমস' ও 'জাপান অ্যাডভার্টাইজার' সংবাদপত্রের অফিস আর টেলিগ্রাফ এজেন্সিগুলির কাজ থেকে তিনি ঐ সমস্ত তথ্য যোগাড় করে উঠতে পেরেছেন। কথা বলে ঠিক করে নেওয়া হল যে ভবিষ্যতেও দূর প্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত সংবাদ প্রদানের ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করবেন ভুকেলিচ্। টোকিওর সমিতিটি এ ধরনের কার্যকলাপের অনুকূল ক্ষেত্র বলে মনে হল, তাকে ভালোমতো কাজে লাগানো দরকার। ফরাসী দূতাবাসের আস্থাভাজন হতে হবে, ফরাসী প্রেস এজেন্সি হাওয়াস-এর কর্মী হতে হবে।

জোর্গে খুশি হলেন এই ভেবে যে সংস্থার একটা দিক—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার দূতাবাসের কার্যকলাপের উপর নজর রাখার ভার পড়েছে নির্ভরযোগ্য হাতে। ভুকেলিচ্ এই কাজের যোগ্য। তাঁর কাজ থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাবার প্রতিশ্রুতি আছে। সমস্ত রকম্ মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ জিনিসের ওপরই তাঁর চোখ আছে। আর সেগুলির সাধারণীকরণ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্পর্কের সামগ্রিক চিত্র গড়ে তোলা, পূর্বাভাস দেওয়া—এটা অবশ্য রিখার্ডের কাজ। ব্রাঙ্কোর ফোটোল্যাবরেটরী বিরুদ্ধপক্ষের গুপ্তচরদের মনে কোন রকম সন্দেহের উদ্রেক না করে সংস্থাকে বহুবিধ দলিলের মিনিয়েচর চিত্র প্রতিলিপি সরবরাহ করতে প্যারে। 'কেন্দ্রের' বার্তাবহদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেগুলিকে চীনে পাঠাতে হবে।

এর আগে তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয় নি। কিন্তু মস্কো থাকতেই 'র‍্যামজে' গ্রুপ গঠনের প্রশ্ন যখন মীমাংসিত হচ্ছিল সেই সময় জোর্গে ভুকেলিচ্‌কেই বেছে নেন। নির্বাচন আকস্মিক নয় কিংবা তাড়াহুড়ো করার ফলও নয়। না, ভুকেলিচের জীবনী, তাঁর গোপন কার্যকলাপ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জোর্গে আগাগোড়া পড়ে বিচার করে দেখেছেন। তাঁর চোখের

সামনে ভেসে উঠেছে এমন এক পৌরুষদীপ্ত মানুষের চিত্র, যিনি নিজের বিবেকের সঙ্গে আপস করতে জানেন না।

জাতিতে ক্রোয়াট ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের জন্ম হয় ১৯০৪ সনের ১৫ আগস্ট এক সর্বস্বান্ত অভিজাতসমাজভুক্ত অফিসারের পরিবারে। ব্রাঙ্কোর পিতা প্রথমে ছিলেন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনীর অফিসার, পরে তিনি যুগোস্লাভিয়ার রাজকীয় সেনাবাহিনীতে চাকুরি করেন। উদারনৈতিক মতবাদের জন্য তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল, তিনি কবিতা লিখতেন, যুগোস্লাভ কাব্যে তাঁর খানিকটা অবদানও আছে।

পরিবারে প্রধান ভূমিকা ছিল ব্রাঙ্কোর মা ভিল্‌মা ভুকেলিচের। মহিলা ছিলেন রীতিমতো অসাধারণ, প্রাণোচ্ছল, উদ্দীপনাপূর্ণ চরিত্রের অধিকারিণী। তিনি সঙ্গীত, কাব্য ও চিত্রকলা ভালোবাসতেন, তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি অনুরাগ ছিল রাজনীতিতে। হাপ্‌সবার্গ রাজবংশকে তিনি ঘৃণা করতেন, তিনি স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীন ক্রোয়াটিয়ার। পদানতকারীদের প্রতি এই ঘৃণা তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চার করেন। পুত্রদের উপর ভিল্‌মার বিপুল প্রভাব ছিল, তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য। ছোটবেলা থেকে তারা 'স্বাধীনতা' কথাটা শুনে আসছে, মা'র সঙ্গে সঙ্গে তারাও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবকে সাদর অভিনন্দন জানায়। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাষ্ট্রের পতন ঘটল। পররাজ্য অন্তর্ভুক্তি ও খেসারত আদায় ব্যতিরেকে শান্তি, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার — এমনকি বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার — রুশ বিপ্লবের এই চিন্তাধারাই ভিল্‌মা ভুকেলিচের মনে রেখাপাত করে।

এই সময় পরিবার উঠে আসে ক্রোয়াটিয়ার রাজধানী জাগ্রেবে। কর্ণেল ভুকেলিচ্ ইতিমধ্যে যুগোস্লাভিয়ার রাজকীয় সেনাবাহিনীর অফিসার হয়েছেন, তিনি তখন সেখানে উচ্চ সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন। ভুকেলিচ্‌দের পরিবার ছিল সমস্ত সামাজিক ঘটনার কেন্দ্রস্থলে।

দেশে কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিকদের বড় বড় আন্দোলন ঘটল। ঐ ধরনের আন্দোলনে অসাধারণ বিশিষ্টতা অর্জন করে ক্রোয়াটিয়া। ক্রোয়াট জনগণের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় স্তেপান রাদিচের কৃষক পার্টি। পার্টি রাজতন্ত্র বজায় রেখে অখণ্ড যুগোস্লাভিয়ার আওতায় ক্রোয়াটিয়ার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বতন্ত্র সংবিধানের দাবি জানায়।

দেশে আন্দোলন কিন্তু আর শান্ত হল না। প্রায়ই প্রসঙ্গ ওঠে সোভিয়েত রাশিয়ার, যেখানে ঘোষিত হয়েছে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলনীতি।

হাঙ্গেরির বিপ্লব শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়কে আরও সক্রিয় করে তোলে। সারা দেশ জুড়ে চলতে থাকে শ্রমিকদের বিরাট বিরাট ধর্মঘট। কৃষকেরা জমিদারদের জমি দখল করতে লাগল। এই সময় যুগোস্লাভিয়ার ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, আর তাতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল শ্রমিক শ্রেণী।

ব্রাঙ্কো যখন জাগ্রেব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তখন এমনই ছিল দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

এই সময়ই ভুকেলিচ্ মার্কসবাদী ছাত্রগোষ্ঠীর সদস্য হন। তিনি বাবা-মাকে না জানিয়েই এ কাজ করেন, কেননা সে সময় তিনি নিজেকে রীতিমতো স্বাবলম্বী বলে মনে করেন। কেবল ছোট ভাই স্লাভোমির—যার ডাকনাম ছিল স্লাভ্কো—সে-ই জানত ব্রাঙ্কো কোথায় হ্যাণ্ডবিল লুকিয়ে রাখেন।

মার্কসবাদী ছাত্ররা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বলে নিজেদের মনে করত। প্রত্যেকেই মাতৃভূমির এই উদ্বেগজনক মুহূর্তে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করাকে পরম সম্মানজনক বিবেচনা করত। জাগ্রেব বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কসবাদী ক্লাব তরুণ বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল।

১৯২৪ সনের ডিসেম্বরে ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ ও তাঁর সঙ্গীদের গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর ব্রাঙ্কো বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করলেন না। তাঁকে প্রায়ই পুলিশের কাছ থেকে গা ঢাকা দিতে হত।

১৯২৬ সনে ভিল্মা ভুকেলিচ্ তাঁর চার সন্তান সহ চলে যান প্যারিসে। ব্রাঙ্কো ভর্তি হলেন সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে। স্লাভ্কো হলেন উচ্চ ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল স্কুলের ছাত্র। লিলিয়ানা শিক্ষালাভ করতে লাগল মহিলাদের পোশাকের মডেলশিল্পীর কর্মশালায়। এলিয়া জাগ্রেবে থাকতেই ব্যালে নর্তকীরূপে প্রতিভার পরিচয় দেন, তিনি এখন প্যারিসে ব্যালে স্কুলে ভর্তি হলেন। ভিল্মা নিজে সক্রিয় সাংবাদিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলেন, পরবর্তীকালে হলেন লেখিকা।

১৯২৮ সনের গ্রীষ্মকালে ছুটির সময় ভুকেলিচ্রা যান আট্লাণ্টিক তীরবর্তী পোটাইয়াকে। সচরাচর বহু তরুণ-তরুণী সেখানে বিশ্রাম করতে যায়। স্লাভ্কোর আলাপ হয় রুশ তরুণী জেনিয়া মার্কভিচের

সঙ্গে। জেনিয়া সবে কলেজ শেষ করেছেন, সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। ওঁরা পরিণয়সূত্রে আবেদ্ধ হলেন। সংগ্রামী, কমিউনিস্ট স্বামী স্লাভোমিরের জটিল, দুরূহ সমগ্র জীবনের তিনি অংশভাগিনী ছিলেন।

ব্রাঙ্কো হঠাৎ দীর্ঘ গড়নের, লাবণ্যময়ী ডেনিশ মেয়ে এডিথের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। এডিথ ছিলেন ডেনমার্কে বসবাসকারী স্বচ্ছল কৃষক পরিবারের মেয়ে। ব্রাঙ্কোর চেয়ে বয়সে বেশ বড়। ব্রাঙ্কো ও এডিথের মধ্যে মিল খুবই কম ছিল। এটা ছিল দুই মুক্ত, সুস্থ তরুণ-তরুণীর ভালোবাসার সম্পর্ক। পরে জানা গেল যে এডিথ সন্তানসম্ভবা। ব্রাঙ্কো মানুষটি ছিলেন সৎ, তিনি তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে রেজিস্ট্রি করে ফেললেন, এডিথ কিছুকালের জন্য চলে গেলেন ডেনমার্কে তাঁর মা-বাবার কাছে। প্যারিসে যখন তিনি ব্রাঙ্কোর কাছে ফিরে এলেন, তখন সঙ্গে পুত্রসন্তান।

১৯২৯ সন ইউরোপের দেশগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর নৃশংস নির্যাতনের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

গ্রেপ্তারের ফলে ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃহীন হয়ে পড়ল, মরিস তোরেজ সহ পরিচালকমণ্ডলীর প্রায় সকল সদস্য কারারুদ্ধ হলেন।

জার্মানিতে দেখা দিল নিদারুণ সঙ্কট। তার ফলে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ায় ফাশিস্তদের প্রভাব বৃদ্ধির অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হল। যুগোস্লাভিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল ফাশিস্ত-রাজতন্ত্রী একনায়কতন্ত্র। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর মামলা দায়ের করা হল। সমস্ত পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল।

বিশ্বে যা যা ঘটছে ভুকেলিচ্ মনোযোগ দিয়ে তা লক্ষ্য করে যেতে লাগলেন, বিশ্লেষণ করলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। এই পটভূমিকায় বিশেষ করে বৃদ্ধি পেল সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা, ক্রমেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল তার আন্তর্জাতিক অবস্থান। সমাজতান্ত্রিক দেশসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারেই ভুকেলিচ্ গভীর আগ্রহী হয়ে পড়লেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন হল মার্কসবাদী চিন্তাধারা বাস্তবায়নের প্রথম বিরাট পরীক্ষা। তিনি একটানা পড়ে চলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়, দেখেন প্রথম সোভিয়েত চলচ্চিত্র। মা'র ডায়েরীতে এমন একটি নোট আছে:

''ব্যাটল্‌শিপ 'পতিওম্‌কিন'' ফিল্ম দেখে আমরা ফিরছিলাম। ছেলে

আমার হাত ধরল। ও চুপচাপ চলছিল। হঠাৎ বলে উঠল, 'গোটা দুনিয়া নবীন প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। আজ সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করার অর্থ হল নিজেকে এবং নিজের মাতৃভূমিকেও রক্ষা করা!''

'১৯২৯ সনেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী সাফল্যকে রক্ষা করার ব্যাপারে সরাসরি অংশগ্রহণের প্রবল বাসনা আমার মনে জাগে,' ভুকেলিচ্ নিজেই একথা লেখেন।

হ্যাঁ, ভবিষ্যতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এমন একটিমাত্র দেশ হিশেবে ব্রাঙ্কো মনে মনে প্রায়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা ভাবতেন।

পরবর্তীকালে ভুকেলিচ্ লেখেন, 'সমগ্র দুনিয়া মহা আতঙ্কগ্রস্ত; পুঁজিবাদের অবিচল সমৃদ্ধির আশায় ইতস্তত ভাব দেখা দিল; সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিতে অস্তিত্বরক্ষার আশা আগের চেয়েও দৃঢ় হল; পাঁচসালা পরিকল্পনা সাড়ে চার বছরে পূরণ হল, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠনের সুমহান প্রক্রিয়া চলতে লাগল।'

পরিবারের প্রচুর অর্থ প্রয়োজন, তাই ব্রাঙ্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানিতে আইনজীবীর কাজ করতে থাকেন। এই সময় ফোটোগ্রাফিতে তাঁর অনুরাগ জন্মায়। তাঁর তোলা ছবি শাঁসাল ফরাসী সচিত্র সাপ্তাহিক 'ভিউ' সাগ্রহে গ্রহণ করত, তা থেকেও কিছু আয় হত। স্লাভ্‌কো উচ্চ ইলেক্‌ট্রো-মেকানিক্যাল স্কুল শেষ করার পর 'আল্‌স্তন' কারখানায় ডিজাইন-ইঞ্জিনিয়রের কাজ নিলেন।

কিন্তু অচিরেই ফ্রান্স বিশ্ব-অর্থনৈতিক সঙ্কটের কবলে পড়ল। ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানিতে ব্রাঙ্কোর পদ তুলে দেওয়া হল, তিনি বেকার হয়ে পড়লেন।

এই সময় দুই ভাইয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা একে অন্যকে খুব ভাল বুঝতেন, একে অন্যকে পরামর্শ দিতে এবং কার্যত সাহায্য করতে পিছপা হতেন না। এই বছরগুলি তাঁদের জীবনের পথ নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্ব ছিল। যে প্রশ্নটি তাঁদের ভাবিয়ে তুলত তা হল: শত্রুভাবাপন্ন পুঁজিবাদী বেষ্টনের পরিস্থিতিতে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র বিজয়ী হতে পারবে কিনা। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলত। তাঁরা সিদ্ধান্তে এলেন: পারবে, যদি সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তিবর্গ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

১৯৩২ সনের জানুয়ারিতে কর্মসন্ধানে প্যারিসে ঘোরাঘুরি করার সময়

ব্রাঙ্কো নেহাৎই ঘটনাচক্রে উচ্চবিদ্যালয়ের সহপাঠী এবং মার্কসবাদী ছাত্রচক্রে তাঁর দুই পুরনো বন্ধু ক্রেই ও বুদাকের দেখা পান। সাক্ষাৎকারে বন্ধুরা যে-আনন্দ অনুভব করলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভুকেলিচ্ জানতে পারলেন যে তাঁরা শ্বেত সন্ত্রাসের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৯২৬ সনে যুগোস্লাভিয়া পরিত্যাগ করেছেন।

তাঁদের মধ্যে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ক্রেই বললেন যে তিনি ও বুদাক যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, তিনি আরও জানালেন যে-দেশে পরিস্থিতিগত কারণে অন্তত তিনজন যুগোস্লাভ কমিউনিস্টও আছে সেখানে মার্কসবাদী ক্লাব সংগঠিত হচ্ছে এবং তাকে পার্টির সেল্-এর অধিকার দেওয়া হয়। প্যারিসে এরকম ক্লাব আছে। ব্রাঙ্কোর সেখানে যাওয়া উচিত। ক্রেই ও বুদাক যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন।

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ পার্টি কার্ড পেলেন। যুগোস্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর কর্মকাল ১৯২৪ সন থেকে। ব্রাঙ্কো সোৎসাহে বিপ্লবী কার্যকলাপে লেগে গেলেন, মার্কসবাদী ক্লাবগুলিতে ভাষণ দিতে লাগলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল এমন কোন বড় কাজে লিপ্ত হওয়া যাতে নিজেকে মনেপ্রাণে সমর্পণ করা যায়। ক্লাবের বৈঠকে ক্রেই বললেন, 'শান্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। আগামী কয়েক বছর ধরে সমগ্র বিশ্বে শান্তি বজায় রাখার মধ্য দিয়ে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব করে তুলব।...'

কিন্তু ক্রেই কখনও সোভিয়েত ইউনিয়নে যান নি, রুশ কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয় নি। এদিকে ব্রাঙ্কোর বরাবরের ইচ্ছে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে যান, নিজের চোখে সমস্ত কিছু দেখেন, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেন। স্লাভ্‌কোও এই একই স্বপ্ন দেখতেন, ওঁদের মধ্যে একাধিকবার এ নিয়ে কথাও হয়।

পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রতি ব্রাঙ্কোর বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অর্থঘটিত সন্ত্রাস দেখা দেওয়ার ফলে ফ্রান্সের বহু শহরে হাজার হাজার লোক কাজ হারিয়ে পথে বসল। ব্রাঙ্কোও তাদের একজন। আপাতত তাঁর ভরসা 'ভিউ' পত্রিকা। সম্পাদকের বহুকালের বাসনা দূর প্রাচ্যের দেশগুলির উপর একটা সংখ্যা বার করেন। চীন, জাপান... বিচিত্র দেশ। গ্রাহকরা এতে আকৃষ্ট হবে।

সাংবাদিকদের দলের মধ্যে ওল্‌গা নামে এক মহিলা চিত্রশিল্পীর সঙ্গে

ব্রাঙ্কোর আলাপ হয়। তিনি ছিলেন জাতিতে রুশী, বিশেষত এই কারণে তাঁর প্রতি ব্রাঙ্কোর কৌতূহল জাগে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে, ঐ দেশ দেখার জন্য ব্রাঙ্কোর ইচ্ছে সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই কথা হত।

একদিন ব্রাঙ্কো যখন 'ভিউ'-এর দূরে প্রাচ্যের সংখ্যা নিয়ে কথা শুরু করলেন তখন ভদ্রমহিলা বললেন, 'জাপান—অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের দেশ। আপনাকে ঈর্ষা করি।' ভুকেলিচ্ অবাক হয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনি কি জাপানে যাচ্ছেন না?.. আর বাস্তবিকই জাপানে যাবেনই বা না কেন?'

...ভুকেলিচ্ 'ভিউ' পত্রিকার সম্পাদককে জানালেন যে তিনি জাপানে যেতে রাজি, চুক্তিপত্রে সই করতে প্রস্তুত। সম্পাদক কালবিলম্ব না করে চুক্তি পাকা করে নিলেন, ভুকেলিচ্‌কে প্রেসকার্ড দিলেন।

ব্রাঙ্কো জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আদায় করলেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা জানালেন। অবশ্য ভুকেলিচ্ যে তাঁর কাছে মোটেই কর্মপ্রার্থী হয়ে আসে নি তা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্বস্ত হলেন। জাপানে সুপারিশ পত্র? আরে, তা আর বলতে! জাপান সফর... মারাত্মক ইণ্টারেস্টিং। অভিশপ্ত সঙ্কট মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে দুনিয়ার শেষপ্রান্তে। জাপানীদের কাছে ভুকেলিচ্‌কে তিনি চমৎকার আইন পরামর্শদাতা বলে সুপারিশ করলেন।

জাপানের পথে কাটল তেতাল্লিশ দিন। ১৯৩৩ সনের ১১ ফেব্রুয়ারি ভুকেলিচ্ সপরিবারে এসে নামলেন ইয়োকোহামা বন্দরে।

রিখার্ড জোর্গের সঙ্গে ভুকেলিচের দেখা হয় কেবল আট মাস বাদে। এই আট মাসের ঘটনা? সাংবাদিক কার্যকলাপ, ফরাসী, ইংরেজ ও মার্কিন সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। জাপানী সাংবাদিক মহলে ভুকেলিচ্ সাদরে গৃহীত হলেন। তাঁর স্বভাবটা ছিল হাসিখুশি, মিশুকে, তাই সর্বত্র লোকে তাঁকে হেসে অভ্যর্থনা জানাত। তাঁর চেষ্টা ছিল লোকজনের মধ্যে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা যেন তিনি একজন হালকা মেজাজের মানুষ, যেন তাঁর কাছে সবই ছেলেখেলা। ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান এবং অন্যান্য ভাষার উপর তাঁর অসাধারণ দখল থাকার ফলে তিনি টোকিওর বিদেশী সংবাদদাতা সমিতির একরকম মধ্যমণি হয়ে দাঁড়ালেন। ব্রাঙ্কো চিরকালই সহজে ভাষা আয়ত্তে আনতে পারতেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জাপানী ভাষা চর্চায় মন দিলেন।

স্বভাবে মনস্তত্ত্ববিদ, নিজের কাজের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী, জোর্গে এমন এক নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন যাকে সত্যিকারের ভবিষ্যৎদৃষ্টি বললেও বিশেষ ভুল করা হবে না: লোক চিনতে তাঁর কখনও ভুল হত না। যে কোন ভুলের জন্য প্রাণ যেতে পারে, সমস্ত কাজ পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কাজ করতে গিয়ে তিনি খোঁজ করতেন সমমতাবলম্বীদের, আর প্রত্যেকবারই তেমন মানুষ পেয়েও যেতেন। ভুকেলিচ্ ছিলেন এমন এক সমমতাবলম্বী।

ভুকেলিচ্‌রা বাসা নিলেন সানাইটে স্ট্রীটে। এখানে বার্নহার্ড ও এর্না রেডিও স্টেশন তৈরির কাজে হাত দিলেন। 'কেন্দ্রের' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রিখার্ড অধীর হয়ে পড়লেন। কিন্তু যে রেডিও অপারেটরদের পাল্লায় তিনি পড়েছেন তাঁরা তেমন চটপটে নন। যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় অংশ তাঁরা কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারলেন না, সারা দিন শহরে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটিয়ে দিতেন, কিংবা ঘরের ভেতরে দরজা বন্ধ করে এটা ওটা ঝালাই করতেন, নিজেদের মধ্যে গালাগালি করতেন, ফের নতুন করে সব কিছু বানাতেন।

বার্নহার্ড লোকটা দেখা গেল রগচটা, গম্ভীর প্রকৃতির, বড় দাম্ভিক আর সংকীর্ণমনা। তত্ত্বগতভাবে নিজের কাজ তিনি হয়ত জানতেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁকে সুবিধার বলা যায় না। তাছাড়া তিনি প্রায়ই গোপন কার্যকলাপের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে, কোন না কোন একটা ছুতো নিয়ে রিখার্ডকে খুঁজে বার করতেন, তাঁকে উত্যক্ত করতেন, গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রহস্যময় হাবভাব দেখাতেন, নিজেকে একজন চক্রান্তকারী রূপে জাহির করতেন। এই কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর জ্বালায় রিখার্ডের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার দাখিল, তিনি তাই মনে মনে ঠিক করে ফেললেন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই লোকটাকে সংস্থা থেকে তাড়াতে হবে।

শিল্পী মিয়াগি একেবারেই হালে, অক্টোবর মাসে আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। জোর্গে তাঁর সঙ্গে সংযোগস্থাপনের জন্য ভুকেলিচ্‌কে নির্দেশ দিলেন।

মিয়াগি এতোকু কী ভাবে আমেরিকায় গিয়ে পড়লেন, কেন বহু বছর বাদে তিনি জন্মভূমিতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং যা ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন সেই চারুশিল্পে আত্মনিয়োগ না করে কেনই বা তিনি এখানে লিপ্ত হতে গেলেন সম্পূর্ণ অন্য এক কাজে? ওকিনাওয়া

দ্বীপে এক নিঃস্ব চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম। অভাবের তাড়নায় তাঁর বাবা দেশত্যাগ করে প্রথমে যায় ফিলিপাইন্‌স-এ, অতঃপর কালিফোর্নিয়ায়।

এতোকু এই সময় দাদু-দিদিমার পরিবারে মানুষ হচ্ছিল। ১৯১৭ সনে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর সে শিক্ষক-শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হল। ইনস্টিটিউট ছাড়তে হল। বাবার কথা মনে পড়তে যুবক জাহাজে চেপে বসল, ১৯১৯ সনের জুন মাসে আমেরিকার তীরভূমিতে এসে পেঁছুল। মনে মনে তার আশা ছিল এই যে কিছুটা শুকনো আবহাওয়ায় তার ক্ষয়রোগের উপশম ঘটবে। সেই সময় দেশান্তরগমন ছিল মামুলি ব্যাপার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে জাপানীদের একটা বড় বসতি ছিল। দু'বছর এতোকু ইংরেজী ভাষার স্কুলে পড়াশুনা করল, পরে ভর্তি হল সান ফ্রান্সিস্কোর শিল্পবিদ্যালয়ে, অতঃপর সান ডিয়েগোর শিল্পবিদ্যালয়ে। কিন্তু ক্ষয়রোগ যুবকের দেহে ভালোমতো বাসা বেঁধেছিল। মিয়াগির বাবা ছেলেকে বিশেষ সাহায্য করতে পারলেন না, কেননা নিজেই কালাতিপাত করছিলেন দারিদ্র্যের মধ্যে; শেষ পর্যন্ত কিছু পরিমাণ অর্থ সঞ্চয়ের পর তিনি ওকিনাওয়ায় ফিরতে মনস্থ করলেন। ভিনদেশে এতোকু একেবারেই একা পড়ে রইল। অবস্থা সঙ্গিন হয়ে দাঁড়াল, শিল্পের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ভাবতে হল অন্নের কথা। যাই হোক না কেন, সান ডিয়েগোর শিল্পবিদ্যালয় সে শেষ করল, অতঃপর ম্যাকডোনাল্ড ফাইটের চিত্রকলা ইনস্টিটিউটও। ১৯২৭ সনের গ্রীষ্মকালে ইয়ামাকি চিওর সঙ্গে সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হল, বাস করতে উঠে এলো লস্‌ এঞ্জেলেসে, জাপানী খামারজীবী কিতাবায়াসি এসিসাবুরোর বাড়িতে।

বন্ধুদের প্রভাবে এর এক বছর আগে মিয়াগি সামাজিক সমস্যা আলোচনার এক চক্র সংগঠন করেন। কেন তিনি এ ধরনের পদক্ষেপে প্রবৃত্ত হন? তিনি নিজেই সে সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার বন্ধুবান্ধবের এবং যে-সমস্ত বই আমি পড়েছি সেগুলির প্রভাবে যে আমি পড়ি নি তা বলতে পারি না, তবে তার চেয়েও বেশি প্রভাব যা আমার ওপর ফেলে তা হল আমি যা দেখেছি: মার্কিন পুঁজিবাদের টলমল অবস্থা, শাসক শ্রেণীদের অত্যাচার, আর সর্বোপরি এশীয় জাতিদের প্রতি অমানুষিক বৈষম্যমূলক ব্যবহার। আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে এই সব রোগেরই ওষুধ হল কমিউনিজম।'

১৯৩১ সনে মিয়াগি মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেন এবং কালিফোর্নিয়া সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত প্রাচ্য জাতিবর্গের শাখা নামে এক শাখার

সদস্য হন। জাপানী, চীনা, ফিলিপাইনীয় ও ভারতীয়দের নিয়ে এই শাখা গঠিত হয়; তবে সে সময় তাতে জাপানীদের সংখ্যাই বেশি ছিল।

যে সময়ের কথা হচ্ছে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাপানী বিরোধী শোভিনিস্ট প্রচারাভিযান চলছিল, ব্যাপক হারে জাপানী নিধন চলছিল। কেউ প্রতিবাদ করতে এলে তাকে বিনা বিচারে ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। বলতে গেলে বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত বলে সন্দেহভাজন প্রতিটি জাপানীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা তৈরিই হয়ে থাকত। মিয়াগিকে পদে পদে অনুসরণ করছিল পুলিশের চর। মার্কিন জেলে যাওয়ার সম্ভাবনাটা পুলকিত হওয়ার মতো কিছু নয়। বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে সাময়িক ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে। মিয়াগি পরামর্শটা মেনে নিলেন, তিনি জানালেন যে অসুস্থ পিতার ডাকে তাঁকে জাপানে যেতে হচ্ছে। যাত্রার কিছুদিন আগে এক ব্যক্তির সঙ্গে মিয়াগির সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি বলেন, 'টোকিওতে একজন কমরেড আছেন, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।...' মিয়াগি অবাক হলেন, তাঁর কৌতূহল জাগল। টোকিওয় তাঁকে কে জানতে পারে? মিয়াগিকে চক্রিদলের পুরনো কর্মী বলা যেতে পারে, তিনি বুঝতে পারলেন যে অতিরিক্ত কৌতূহল শোভা পায় না। তিনি কেবল জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু সেই কমরেডকে আমি খুঁজে পাব কী করে?' ''জাপান অ্যাডভার্টাইজার' পত্রিকার দিকে নজর রাখবেন। সেখানে বিজ্ঞাপন বেরোবে: 'উকিআয়ে এনগ্রেভিং কিনতে চাই।' আপনি ইসুইসির বিজ্ঞাপনকেন্দ্রে আসবেন, সেখানে দেখা হবে একজন লোকের সঙ্গে। সে আপনাকে আমেরিকান ডলার দেবে। আপনার কাছেও ঠিক এমনি একটি ডলার থাকবে, তবে নম্বর—একটা ডিজিট ওপরে। এই যে আপনার ডলার!' মিয়াগি ডলারটা নিলেন।

এমনি করে শিল্পী, কমিউনিস্ট মিয়াগি এতোকু স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছিলেন জোর্গের সংস্থায় কাজ করার জন্য। তিনি আমেরিকায় ছেড়ে এলেন নিজের সমস্ত সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, বরণ করে নিলেন বিপদকে। আদরের স্ত্রীকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলার ইচ্ছে তাঁর ছিল না, তাই তাঁকে রেখে এলেন লস্ এঞ্জেলেসে, কথা দিলেন যে শিগগিরই ফিরবেন, তবে তা কবে সম্ভব হবে সে ব্যাপারে তিনি জোর দিয়ে কিছু বলতে পারলেন না। তাঁদের আর দেখা হয় নি।

শেষে ১৯৩৩ সনের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি 'জাপান অ্যাডভার্টাইজার'-এ

মিয়াগি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনটি দেখতে পেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ইস্‌ইসির বিজ্ঞাপনকেন্দ্রে গেলেন, সেখানে তাঁর দেখা হল ভুকেলিচের সঙ্গে। 'আমিই উকিআয়ে এনগ্রেভিং খুঁজছি,' ব্রাঙ্কো বললেন। ওঁরা দুজনে লোকের চোখের আড়াল হতেই সাংবাদিক মার্কিন ডলারের নোট এগিয়ে দিলেন। মিয়াগির পকেটেও ঠিক ঐ রকমই একটি নোট ছিল—কেবল সংখ্যায় এক একক বেশি। সবই মিলে গেল। তবে মিয়াগি এখনও সংস্থার সদস্যভুক্ত নন। সংস্থাটি ছিল পুরোপুরি স্বেচ্ছামূলক। একমাত্র জোর্গের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর, তাঁর সঙ্গে বিশদ আলোচনার পরই শিল্পী এই সংস্থার সদস্য হতে পারেন। সম্মত না হলে মিয়াগি নির্বিঘ্নে আমেরিকায় ফিরে যেতে পারেন, তবে তাঁকে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

শিল্পীর মতো কোন এক ব্যক্তি যে সংস্থার কাজে আসতে পারেন—এ সম্পর্কে রিখার্ডের মনে আগে সন্দেহ জাগলেও এখন মিয়াগির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি কাজে নেমেছেন যিনি স্বভাবে নির্মল, দৃঢ়বিশ্বাসী, অটল, যিনি প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। মিয়াগির নিজের ধারণা, তিনি গুপ্তবাহিনীতে কাজের উপযোগী নন। এরকম মনখোলা স্বীকারোক্তি রিখার্ডের ভালো লাগল। যে-সমস্ত লোক চট করে জ্বলে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই নিভে যায় তিনি তাদের পছন্দ করেন না। কিন্তু বে-আইনী কার্যকলাপের অভিজ্ঞতা মিয়াগির ছিল, আর এই অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগতে পারে। জোর্গে চূড়ান্ত জবাব দেওয়ার জন্য তাঁকে তাড়া দিলেন না। কয়েকবার সাক্ষাৎকারের পরই মিয়াগি জোর দিয়ে বললেন যে সংস্থায় ভর্তি হবেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেন, 'কর্তব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে কাজে যোগ দেওয়া আবশ্যক, আমরা জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ এড়াতে সাহায্য করছিলাম।... তাই আমি থেকে গেলাম, যদিও ভালোমতোই জানতাম যে... যুদ্ধের সময় আমার ফাঁসি হবে।...'

ওজাকির সঙ্গেও যোগাযোগ করা দরকার। তিনি এখন ওসাকায়।

জাপান যাত্রার আগে, মস্কোয় থাকতেই জোর্গের মনে হয়েছিল হোজুমি ওজাকির কথা, টোকিওয় আসার প্রথম মুহূর্তেই ভেবেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবরও নিতে থাকেন।

জাপানী সামরিক মণ্ডলী প্রায়ই সোভিয়েত প্রিমোরিয়ে দখলের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রচার চালায়, জাপানী-মাঞ্চুরীয়

বাহিনী ঘন ঘন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ড আক্রমণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিস্বাক্ষরে জাপান সরাসরি প্রত্যাখ্যান জানায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সতর্ক না হয়ে পারা যায় না। আর বড় কথা হল জাপান ও জার্মানির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশ ভবিষ্যতে কী ভাবে ঘটতে থাকবে?..

জোর্গে জানতেন যে কোন বিদেশীর পক্ষে জাপানের সরকারী মহলে প্রবেশ করা অসম্ভব। জাপানী ভাষায় আপনার চমৎকার দখল থাকতে পারে, উচ্চপদস্থ জাপানীদের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব থাকতে পারে, আপনি জাপানী প্রথা, সাহিত্য আর শিল্প সম্পর্কে আপনার অপূর্ব জ্ঞান দিয়ে তাদের মুগ্ধ করতে পারেন, কিন্তু পরম পবিত্র জাপানী রাজনীতিতে আপনি কদাচ প্রবেশ করতে পারবেন না। এর জন্য হওয়া চাই জাপানী।

এখানে ওজাকি অবশ্যপ্রয়োজনীয় ব্যক্তি। সরকারী মহলে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চীন বিশেষজ্ঞরূপে তিনি সুপরিচিত।

সাংহাইয়ে রিখার্ডের গ্রুপকে ওজাকি ভালোমতো সাহায্য করেন। এর পর থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পালটে গেছে কি? অশান্ত রাজনৈতিক জীবন থেকে তিনি দূরে সরে গেছেন কি? না, মাঝে মাঝে 'ওসাকা আসাহি'তে জাপানী সামরিক মণ্ডলীর সম্প্রসারণবাদী প্রয়াসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবন্ধ দেখা যায়।

জাপানে ছিল দুটি বড় বড় প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা ও প্রকাশনসংস্থা: শিল্পপতি বুর্জোয়াদের স্বার্থের পরিপোষক—'মাইনিৎসি', আর জয়েণ্ট স্টক কোম্পানির সম্পত্তি—'আসাহি', যার শেয়ারের অর্ধেকের মালিক হল সম্পাদনাদপ্তরের সহকর্মী ও সাংবাদিকরা। 'আসাহি'কে প্রগতিশীল প্রবণতার বাহক গণ্য করা হত। যে কোন শহরে, যে কোন অঞ্চলে উভয় সংস্থারই নিজ নিজ সংবাদপত্র থাকত: দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'টোকিও আসাহি' ও 'টোকিও নিৎসি নিৎসি' এবং 'ওসাকা আসাহি' ও 'ওসাকা মাইনিৎসি'র নাম উল্লেখ করা যায়। সংবাদপত্রগুলির মধ্যে মরণপণ সংগ্রাম চলে। প্রত্যেকেরই চেষ্টা যেন তেন প্রকারেন গ্রাহক ছিনিয়ে নেওয়া।

ওজাকি কাজ করতেন 'ওসাকা আসাহি'তে। সংবাদপত্রের অন্যান্য সহকর্মীদের মতো তিনিও ছিলেন একজন অংশীদার। তাছাড়া তিনি রোজগারও করতেন অনেক। কাগজটির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। 'তিউও কোরোন' নামে শাঁসালো রাজনৈতিক পত্রিকায়ও তাঁর প্রবন্ধ প্রায়ই প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় ওজাকির যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হত

সেগুলিতেই চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ থাকত বলে সরকারী মহলে পর্যন্ত তাদের বেশ মর্যাদা ছিল। ওজাকিকে সকলে জানত জাপান ও চীনের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রশ্নের একজন উল্লেখযোগ্য বিশেষজ্ঞরূপে, তিনি চীনের ব্যাপারে বড় বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য হতেন, কয়েকটি বৈজ্ঞানিক রচনারও লেখক তিনি ছিলেন।

রিখার্ড যাত্রা করলেন জাপানের ভেনিসে— ওসাকা শহরে। এখানেই পথে তিনি প্রথম কাছাকাছি দূরত্ব থেকে দেখতে পেলেন বিখ্যাত ফুজিয়ামার ঝলকানো জ্বালামুখ। 'জাপানের ভেনিস' তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল তার অসংখ্য কলকারখানার চিমনির ধোঁয়ায়। ওসাকা ছিল জনসংখ্যার দিক থেকে জাপানের দ্বিতীয় শহর, বিশাল প্রশান্তমহাসাগরীয় বন্দর।

১৯৩৪ সনের বসন্তকালের শেষভাগে 'ওসাকা আসাহি' পত্রিকার অফিসে প্রবেশ করলেন মার্কিন পোশাক পরনে এক শীর্ণকায় ব্যক্তি— তিনি নিজেকে মিন্যামি রিউইতি নামে পরিচয় দিলেন। আসলে তিনি ছিলেন শিল্পী মিয়াগি। তিনি ওজাকিকে জানালেন যে সাংহাইয়ে পরিচিত এক পুরনো বন্ধু তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী। ওজাকি সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ করলেন যে জাপানে জোর্গের আগমন ঘটেছে।

রিখার্ড উদ্বিগ্ন হয়ে হোজুমি ওজাকির সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলেন। ওজাকি সংস্থায় আসতে রাজী হবেন কি?..

দেখতে দেখতে শহরতলির পার্কের বীথিকায় ওজাকির আবির্ভাব ঘটল— বুদ্ধিজীবী জাপানীর মতো চেহারা, পাট করা চুল, বড় একজোড়া চশমা। সাক্ষাৎকারে দুজনেই খুশি। ওজাকি— সূক্ষ্মদর্শী, তিনি জানতেন কী নিয়ে কথা হবে। তিনি উদার ভঙ্গিতে কালো চোখদুটো কোঁচকালেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন। রিখার্ড যখন সোজা ভাষায় তাঁর আগমনের কারণ বললেন তখন ওজাকি হাত বাড়িয়ে দিলেন: তিনি কাজ করতে রাজী হলেন, জোর্গে ও তাঁর বন্ধুদের সাহায্য করতে প্রস্তুত বলে জানালেন। ওজাকিকে কেবল শান্ত দেখাচ্ছিল, আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন লৌহকঠিন, তাঁর আচরণ ছিল যুক্তিসঙ্গত।

জাপানী সদস্যদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে বিশদ আলোচনার পর জোর্গে তাঁদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। কেউ যেন টের না পায় যে জোর্গে এই সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। অচিরেই ওজাকি সংস্থার সদস্যবর্গের জন্য এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণবিধি পর্যন্ত প্রণয়ন

করলেন: 'এমন ভাব কখনও দেখাবে না যাতে সহালাপী বুঝতে পারে যে তার কাছ থেকে আকর্ষণীয় কোন সংবাদ জানতে তুমি আগ্রহী। বিশেষত যারা উচ্চপদস্থ লোকজন, তাদের মনে যদি ঘুণাক্ষরেও এমন সন্দেহ জাগে যে তোমার মতলব হল সংবাদ সংগ্রহ করা, তা হলে তারা তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেই রাজী হবে না। বরং তুমি যদি এমন ভাব করতে পার যে তোমার সম্ভাবনাপূর্ণ উৎসের চেয়ে তুমি অনেক বেশি জান, তা হলে সে নিজেই মৃদু হেসে তার জ্ঞাত যাবতীয় তথ্য তোমাকে জানাবে। সংবাদ সংগ্রহের চমৎকার স্থান হল বেসরকারী ভোজসভা।

'কোন না কোন শাখায় সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে আমি হলাম চীন বিশেষজ্ঞ, তাই সমস্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান থেকে বহুবিধ প্রশ্ন নিয়ে লোকে সর্বদা আমার কাছে আসে। ফলে আমার পরামর্শ যারা নিতে আসে তাদের কাছ থেকে আমি বহু কৌতূহলজনক সংবাদ পাই। বড় বড় যে-সমস্ত সংস্থা কোন না কোন তথ্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত, তাদের সঙ্গে সম্পর্কও কম প্রয়োজনীয় নয়।...

'একই সঙ্গে অন্যদের কাছেও সংবাদের মূল্যবান উৎস না হয়ে ভালো গুপ্তকর্মী হওয়া যায় না। একমাত্র নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্রমান্বয় বৃদ্ধির দ্বারাই তা সম্ভব।'

এই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসূচক দলিলটি মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ওজাকির সুস্পষ্ট জ্ঞানের পরিচায়ক।

১৯৩৪ সনের শরৎকালে জোর্গের পরামর্শে ওজাকি টোকিওয় চলে আসেন, সেখানে তিনি 'আসাহি' পত্রিকার পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত সমস্যাদি অনুসন্ধানরত গবেষণাকর্মীদের দলে যোগ দেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এখানে চীন-বিশেষজ্ঞরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন; প্রশান্তমহাসাগরীয় সম্পর্ক বিষয়ক ইনস্টিটিউটে তাঁর অবদান সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'কনটেম্পোরারি জাপান' পত্রিকা সাদরে তাঁর প্রবন্ধ গ্রহণ করে।

এই ভাবে গড়ে উঠল জোর্গের সংস্থার সেল। এখানে ওজাকির জন্য বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

জাপানী কমরেডরা তাঁদের পরিচালকের প্রতি খাঁটি মানবিক ভালোবাসা পোষণ করতেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে জোর্গে বলেন:

'আমার জাপানচর্চা গ্রন্থ আর পত্রপত্রিকার প্রবন্ধ পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। সর্বোপরি উল্লেখ করতে হয় ওজাকি ও মিয়াগির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ। ঐ সব সাক্ষাৎকার নিছক সংবাদ প্রদান ও সংবাদের আলোচনা উপলক্ষেই যে ঘটত তা নয়। প্রায়ই কোন বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সমস্যা আমার কাছে যখন বেশ দুরূহ ঠেকত, অন্য দেশে অনুরূপ ঘটনা বিকাশের যুতসই উপমার ইঙ্গিত পাওয়ার ফলে তা সম্পূর্ণ অন্য আলোকে প্রকাশ পেত, কখনও বা আলাপ-আলোচনা প্রবাহিত হত জাপানের ইতিহাসের গভীর খাত বয়ে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ওজাকির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারগুলি ছিল এক কথায় অমূল্য, যেহেতু যেমন জাপানের ইতিহাসে ও রাজনীতিতে, তেমনি সামগ্রিকভাবে ইতিহাসে ও রাজনীতিতে তাঁর ছিল অসাধারণ বিপুল পাণ্ডিত্য। তাঁরই সাহায্যের ফলে রাষ্ট্রপরিচালনায় সামরিক নেতৃমণ্ডলীর অসাধারণ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে অথবা সম্রাটের বর্তমানে জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি পরিষদ—গেন্‌রোর প্রকৃতি সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মায়। সংবিধানে গেন্‌রোর প্রসঙ্গ বিবেচিত না হলেও কার্যত তা ছিল জাপানের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংস্থা।... আবার মিয়াগিকে ছাড়া আমি জাপানী শিল্পকলা কদাচ বুঝতে পারতাম না। আমাদের সাক্ষাৎকার প্রায়ই ঘটত প্রদর্শনীতে ও মিউজিয়ামে, আর জাপানী কিংবা চীনা শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রমোদভ্রমণের ফলে আমাদের গুপ্ত অনুসন্ধান কর্মসংশ্লিষ্ট অথবা বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনা সংক্রান্ত কোন প্রশ্নের আলোচনা যে গৌণ হয়ে যেত, তাতে আমরা অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেতাম না।...

'সাংবাদিক হিশেবে আমার অবস্থা বিবেচনা করতে গেলে দেশচর্চার গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়, কেননা ঐ জ্ঞান না থাকলে আমার পক্ষে মাঝারি জার্মান সংবাদদাতার চেয়ে ওপরে ওঠা দুরূহ হত। এর ফলে আমার লাভ হল এই যে জার্মানিতে লোকে আমাকে জাপান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতা বলে স্বীকার করে নিল। আমি যে-কাগজের স্টাফ ছিলাম সেই 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর সম্পাদকমণ্ডলী প্রায়ই আমায় প্রশংসা করে বলত যে আমার প্রবন্ধগুলি কাগজের আন্তর্জাতিক সম্মান বৃদ্ধি করেছে।...'

ওজাকির অনুশাসনের সঙ্গে রিখার্ড নিজের যেটা যোগ করলেন তা হল এই যে সমস্ত অংশের মধ্যে কঠোরতম গোপনীয়তা রক্ষা। পরিচালক হিশেবে একমাত্র তিনিই জানতে পারেন সংস্থার সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে কার স্থান কোথায়। ভুকেলিচ্ ও ওজাকি একে অন্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন না। মিয়াগি জোর্গে ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশতেন না। তিনি কেবল অস্পষ্ট আন্দাজ করতে পারতেন যে সংস্থার সঙ্গে ক্লাউজেনের একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু কী ধরনের—তা জানতেন না। সকলে একত্রে কখনই মেলেন নি। গোপনীয়তার নিয়মকানুন বড় কড়া: সতর্কতাস্বরূপ, সংস্থার সদস্যরা কেউই এমন কোন কাজে লিপ্ত থাকতে পারবে না যা অন্যদের সন্দেহ উদ্রেক করে; সংস্থার প্রতিটি সদস্যের ছদ্মনাম দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে না কথাবার্তায়, না কাগজে-কলমে—কোথাও আসল নাম না ওঠে; সোভিয়েত শহরগুলির নামও উল্লেখ করতে হয় পূর্বনির্ধারিত সাঙ্কেতিক রূপে।

জার্মান দূতাবাসের ভার জোর্গে নিজে নিলেন। এটা হল প্রধান দিক। দূতাবাসের সেফ্-এ যে-সমস্ত গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য লুকানো আছে তা হাতাতে হলে প্রথমেই হওয়া চাই এখানে, দূতাবাসে আপন লোক, অপরিহার্য লোক। সেফ যে হাতড়াতেই হবে এমন কোন মানে নেই, সেফ বরং আপনা-আপনিই খুলুক, গোপন তথ্য আপনা-আপনিই জোর্গের টেবিলে এসে হাজির হোক।

যে কোন মূল্যে তাঁকে মাঝারি জার্মান সংবাদদাতার স্তর থেকে ওপরে ওঠা চাই, তাঁকে হতে হবে রাজনৈতিক দিব্যবক্তা, উঠতে হবে সবার ঊর্ধ্বে। তাঁকে পরিচালিত করল এক প্রাচীন কূটনীতিবিদের পরামর্শ: কূটনীতিবিদের অধ্যয়ন করা উচিত ইতিহাস ও স্মৃতিচারণমূলক সাহিত্য, তাঁর জানা উচিত বিদেশের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার আর বোঝা উচিত কোন দেশের শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস কোথায়।

'এ সবের ফলে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসা যায়: অবিরাম জাপানের সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক। আমি যদি পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণে সক্ষম না হতাম তা হলে আমার জাপানী সহকারীদের সমস্ত রকম ভক্তিশ্রদ্ধা হারাতাম। উপযুক্ত মর্যাদা ও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য না থাকলে জার্মান দূতাবাসে আমি এতটা জাঁকিয়ে বসতে পারতাম না।

'ঠিক এই কারণেই জাপানে আসার পর আমি জাপানের সমস্যাবলীর

বিশদ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম।'

তিনি আচ্ছন্নের মতো কাজ করে চললেন। সকলে ভাবত অভ্যর্থনাসভা, ভোজসভা আর সোরগোলপূর্ণ সান্ধ্যভোজ নিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণ মেতে থাকার ফলেই বুঝি জোর্গেকে অসুস্থ দেখায়। আসলে কিন্তু তিনি দিনরাত কাজ করতেন, সময়ের টানাটানিতে তাঁর নাভিশ্বাস উঠত। তিনি জাপানের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা করেন, বহু পত্রপত্রিকা থেকে উপকরণ বেছে বেছে নিয়মিত অনুবাদের ফরমাস দিতেন, জাপানী সংস্করণে বিদেশী ভাষায় যা যা পাওয়া সম্ভব সে সমস্ত রচনা, দূর প্রাচ্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ, সেই সঙ্গে জাপানী চিরায়ত সাহিত্যের প্রধান প্রধান রচনা তিনি নিজের গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করেন।

> 'সম্রাজ্ঞী জিঙ্গুর রাজত্ব, জাপানী জলদস্যুদের হামলা আমি বিশদভাবে বোঝার চেষ্টা করি, আমি হিদেইয়োসির সেগুন যুগ অধ্যয়ন করি।... প্রাচীন জাপানের সমস্যা আয়ত্তে আনার ফলে আধুনিক জাপানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হল।'

তাঁর মতে, গোটা একেকটি কালের পূর্বাভাস পেতে হলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস হল সূচনাস্থল; এই সম্পর্কগুলি না জেনে কোন রাষ্ট্রের বর্তমান বৈদেশিক নীতি বিচার করা কঠিন, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলাও অসম্ভব।

তবে যাই হোক না কেন, কোন বই, কোন প্রবন্ধই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির স্থান নিতে পারে না। দেশ ও তার জনগণের সঙ্গে কাছ থেকে পরিচিত হওয়ার যে কোন সুযোগ জোর্গে গ্রহণ করতেন। তিনি জাপানকে ভালোবাসতেন, এখানকার সব কিছুই তাঁর মনে প্রবল আগ্রহ জাগিয়ে তুলত। ওট্‌দের সঙ্গে কিংবা ফ্রয়লাইন হাজ-এর সঙ্গে রবিবার-রবিবার রাজধানীর উপকণ্ঠে ভ্রমণের সময় হোক আর নিজে বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলিতে যাতায়াত করার সময়ই হোক—সর্বদাই তিনি ছিলেন একজন গবেষক। তিনি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে চালের ফলন সম্পর্কে পরিচিত হন, কোবের জাহাজনির্মাণ ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করেন, কিওটোর তাঁতি ও কুমোরদের শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জানান, জাপান সাগরের তীরভূমি চষে বেড়ান।

'আমি দেশের পরিচয় গ্রহণের, লোকজনকে জানার, নিজের অন্তর্দৃষ্টি বিকাশের চেষ্টা করি; এ ছাড়া দেশকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।...'

তাঁর নিজস্ব একটি প্রণালী ছিল। ভূমিসংক্রান্ত প্রশ্নের বিশদ অনুসন্ধান দিয়ে শুরু করে তিনি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে, অতঃপর বৃহদায়তন শিল্পে মনোনিবেশ করলেন, তারপর তিনি ভারী শিল্পের প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপৃত হতে মনস্থ করলেন। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে তিনি অনুসন্ধান করলেন মেহনতীদের সামাজিক পরিস্থিতি।

রিখার্ডের সামনে উদ্ঘাটিত হল অজ্ঞাতপূর্ব, রহস্যপূর্ণ, কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ গোটা এক জগৎ। দেশের ইতিহাস ঘনীভূত হয়ে আছে প্রাচীন ভাস্কর্যে, খোদাই কাজের সংগ্রহে, নারা ও কিওটোর উপাসনালয়ের স্থাপত্য-সমাহারে, 'ধরণী ও প্রথার বিবরণ' নামে সংগ্রহগ্রন্থরাজিতে, কাহিনীতে, বীর মহাগাথায়, প্রাচীন গদ্যে আর নাটকে।

তিনি সময় সময় চলে যেতেন কিওটোয়। এই প্রাচীন শহরে এখন পর্যন্ত বজায় আছে সামন্ততান্ত্রিক জাপানের বিশেষ রূপ। এখানে আছে হাজারখানেক প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও সিণ্টো মন্দির।

নতুন জাপানের পাশাপাশি, কলকারখানার চিমনি, ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন আর সিনেমা হল্‌-এ জমজমাট জাপানের পাশাপাশি দিব্যি মিলেমিশে অবস্থান করছে প্রাচীন জাপান। সে জাপান হল পাহাড়-পর্বতের অন্তরালবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরের দেশ জাপান, সুন্দর কেশবিন্যাসে সুসজ্জিতা গেইশাদের জাপান।... প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত জাপানীর ঘরে টেলিফোন আর রেডিও সেটের পাশেই আছে পবিত্র সামুরাই-তরবারি আর কুলচিহ্ন আঁকা সাদা কিমানো। ট্যাঙ্কবাহিনীর সেনাপতিত্ব করছে যে অফিসার, তারও সঙ্গে আছে পুরনো তরবারি, ঠিক যেমন ভাবে বয়ে বেড়াত তার পূর্বপুরুষেরা। সামুরাইদের এরকম কোন বংশধর পরম পুলকিত চিত্তে আপনাকে বলবেন যে প্রাচীনকালে প্রথা অনুযায়ী তরবারি অর্পণ অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় যোদ্ধা চলে যেত উপকণ্ঠবর্তী কোন একটা জায়গায়, সেখানে সে প্রথম যে ব্যক্তিকে দেখতে পেত তার মাথা কেটে 'পরীক্ষা করত অস্ত্রের ধার', আর তরবারিতে যাতে রক্তের গন্ধ লেগে না থাকে তার জন্য সেটার ওপর গন্ধদ্রব্য রগড়াতো।

যে কোন রূপ পরিগ্রহের একটা সহজাত ক্ষমতা রিখার্ডের ছিল। এখন

জাতির রীতিনীতি ছাড়াও তার মনস্তত্ত্ব রপ্ত করার এক দুঃসাহসী অভিলাষ তাঁর জাগল, যাতে জাতীয় পোশাক পরে থাকলে তাঁকে আর দশজন জাপানী থেকে পৃথক করা না যায়। নিয়মিত অধ্যবসায়সহকারে তিনি তাঁর ভাষাজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করতে থাকেন, বাচনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ধরার চেষ্টা করেন। বলাই বাহুল্য তিনি কিমানো ও পাখা সংগ্রহ করলেন, এক টানে সারস আঁকতে শিখলেন, ভাবভঙ্গি রপ্ত করলেন, 'শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ মৃদুস্বরে কথা বলতে' শিখলেন। জাপানী ধূমপানের পাইপ যোগাড় করলেন। এটা কোন ক্রীড়াকৌতুক নয়। বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করার সময় স্থানীয় লোকজন অবধারিত ভাবে দূরত্ব বজায় রাখে। রিখার্ড এই সীমা ঘুচিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। আসলে তাঁর যা ইচ্ছে ছিল তা হল সব রকমে জাপানী বনে যাওয়া, যাতে দেশে দীর্ঘ ভ্রমণের সময় সাধারণ লোকজনের সহানুভূতি উদ্রেক করা যায়।

'আমি যে দেশেই গিয়েছি সে দেশকে বোঝার চেষ্টা করেছি। এমনই ছিল আমার উদ্দেশ্য আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আমি আনন্দ পেতাম। বিশেষত জাপান ও চীনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য।...'

জাপান।... এককালে সাগরবক্ষ থেকে এ দেশের অভ্যুদয়। ঝিমন্ত আগ্নেয়গিরি, ক্রিপ্টমেরিয়া আর বাঁকা দেবদারুর দেশ জাপান। জাপান এমন এক দেশ যেখানে চীনের প্রাচীন প্রাজ্ঞতা আর ইউরোপ ও আমেরিকার শিল্পগত বিস্তারের সমন্বয় ঘটেছে। এদিকে দেশের যেখানে সীমান্ত সেখানে কাই আর সোরুগি, নীল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ফুজিয়ামা! মেঘমালা সসম্ভ্রম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে, পাখিরা সাহস করে না এই চূড়ার ওপর উড়তে, সেখানে আগুনে তুষার গলে যায় আর জ্বলন্ত লাভা নিভে যায় বরফের নীচে।... মহিমায় ঈশ্বরের সমতুল ফুজিয়ামা।...

গোড়ায় টোকিওর বিদেশী সংবাদদাতা সমিতিতে রিখার্ডের প্রতি অন্যদের মনোভাব ছিল সংযত ধরনের (এখানে জার্মান সংবাদদাতাদের কেউ পছন্দ করত না, সকলে তাদের নাৎসীদলভুক্ত বলে ভাবত)। কিন্তু ধীরে ধীরে বরফ গলল। রাজনৈতিক তর্কবিতর্কে রিখার্ড লিপ্ত হতেন না, শূন্যগর্ভ আলোচনায় যোগ দিতেন না, কেননা তিনি জানতেন যে প্রতিটি লোক দিনে পনেরো হাজার শব্দ উচ্চারণ করে, আর বাজে বকিয়ে হিশেবে

নাম যদি কিনতে না হয় তাহলে সেই লক্ষ্যমাত্রাও সব সময় পূরণ করা উচিত নয়; তাই আলোচনায় একাধিপত্য কায়েমে তাঁর কোন উৎসাহ ছিল না। তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হলেই তিনি তা দিতেন। তিনি ছিলেন অভ্রান্ত রাজনৈতিক বোধশক্তির অধিকারী। তাঁর ভাষণের বৈশিষ্ট্য ছিল সংক্ষিপ্ততা ও সারগর্ভতা। তাঁর ছিল এমন একটা অকপট ভাব যা শ্রদ্ধার উদ্রেক না করে পারত না। লোকে প্রায়ই তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। জ্ঞানগর্ভ উপাদানে, জাপানের ভাগ্য সম্পর্কে ভাবনাচিন্তায় আগাগোড়া ঠাসা, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সংবলিত তাঁর প্রবন্ধগুলি কেবল জার্মানিতে নয়, অন্যান্য দেশেও লোকের নজরে পড়ে। সংবাদ-জগতের আকাশে যে এক নতুন নক্ষত্রের উদয় হয়েছে তা বুঝতে কারও বাকি রইল না। তখনই জোর্গের প্রতি লোকে আকৃষ্ট হল, প্রত্যেকেরই চেষ্টা নিজের জন্য কিছু না কিছু তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেওয়া: কেননা এই বিস্ময়কর মানুষটি ছিলেন মহামূল্যবান সংবাদের আকর বিশেষ! প্রতিভাবান মানুষের স্বভাবসুলভ ঔদার্যবশে রিখার্ড সাগ্রহে নিজের জ্ঞানের ভাগ অন্যদের দিতেন। প্রেস অ্যাটাশে ভাইজে সগর্বে সর্বত্র বলে বেড়াতেন যে একমাত্র তাঁর অর্থাৎ ভাইজেরই প্রযত্নে রিখার্ড এত তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে পেরেছেন।... জোর্গে সোৎসাহে এই ভাষ্য সমর্থন করতেন।

টোকিওর জার্মান দূতাবাসেও লোকে 'বার্লিনার বুয়োরজেনৎসাইটুং' পড়ত। বিশেষ মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জোর্গের প্রবন্ধগুলি পড়তেন রাষ্ট্রদূত হার্বার্ট ফন ডিকর্সেন। রাষ্ট্রদূত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই জোর্গের প্রতিভায় তিনি ঈর্ষা বোধ করতেন না। কিন্তু সাংবাদিকের পাণ্ডিত্যে, তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতায়, ভবিষ্যৎ দর্শনের, সাধারণীকরণের এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতায় ফন ডিকর্সেন বিস্মিত হন। রাষ্ট্রদূতেরই চিরকাল হওয়া উচিত সংবাদের প্রধান উৎস, যে দেশে তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রবণতা ও জনমতের ভাষ্যকার। সরকার তার রাজনৈতিক কর্মপন্থা নির্ধারণ কালে রাষ্ট্রদূতের বিবরণের মূল্য দিয়ে থাকে, ফলত ঘটনার উপর তাঁর কতকটা প্রভুত্বও আছে।

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই দেশের সরকারের মধ্যে সম্পর্কের যোগসূত্র। আর সেই সম্পর্কের উপায় হল তাঁর প্রদত্ত বিবরণী, সংবাদ।

এর আগে পর্যন্ত ডিকর্সেনের ধারণা ছিল যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাপৃত আছেন—বার্লিনে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। তাঁর প্রেরিত

বিবরণী — পারিপাট্যের পরাকাষ্ঠা, সব কিছু পয়েন্ট অনুযায়ী, অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে ভাগ করা। কিন্তু অচিরেই ডিক্‌সন বুঝতে পারলেন যে এখন থেকে বার্লিনে দূতাবাসের বিবরণী ও সংবাদের ভিত্তিতে জাপানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করা হয় না, বিচার করা হয় সর্বত্র বিদ্যমান ডক্টর রিখার্ড জোর্গের প্রবন্ধের ভিত্তিতে। ঘটনার ওপর ফন ডিক্‌সনের প্রভুত্ব নেই। এটা ঠিক যে বিদেশী সংবাদপত্রের লোকজনের সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করার, জাপানী মন্ত্রণালয়গুলির অন্ধিসন্ধি জানার সুযোগ সাংবাদিক জোর্গের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি ডিক্‌সনের নেই। স্থানীয় স্বার্থ ও হালচাল সম্পর্কে, রাষ্ট্রদূত হিশেবে যে-সমস্ত ডুবো পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তাঁকে — ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক — কৌশল করে চলতে হয়, সে সম্পর্কে ঐ পর্যায়ে ওয়াকিবহাল থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। জাপানের রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের সঙ্গে ডিক্‌সনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, কিন্তু জাপানীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুরে কথাবার্তা বলা কঠিন — তাদের মনের কথা কস্মিন্‌কালে টের পাওয়া যায় না, এমনকি তাদের মধ্যে কার কতটা প্রভাব তাও বোঝা মুশকিল, তাদের আর নিজের দেশের সরকারের মধ্যে সালিসের কাজ করাও কঠিন।

অবশেষে একটা চিন্তা ফন ডিক্‌সন মনে স্থান না দিয়ে পারলেন না: বার্লিনে পাঠানোর জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করার সময় কোন যোগ্য লোকের সঙ্গে পরামর্শ করা। জোর্গে গোড়া থেকেই তাঁকে এই পথে টেনে আনছিলেন। জাপানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রশ্নে এমন যোগ্য লোক জোর্গে ছাড়া আর কে হতে পারেন? ওয়াকিবহাল যে কোন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করার অধিকার রাষ্ট্রদূতের আছে, এতে দোষের কিছু নেই। তথ্যাভিজ্ঞ লোকজন নিয়ে ভালোমতো জাল ছড়ানো ডিক্‌সনের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হল না। এইগেন ওট্‌-এর মতো কর্মীর যোগাড় করা সংবাদের ওপর কি আর তেমন গুরুত্ব দেওয়া যায়?

দূতাবাসে এবং জার্মান বসতিতেও লোকে হঠাৎ আবিষ্কার করল যে তাদের একেবারে কাছেই বাস করছেন এক প্রতিভাবান সাংবাদিক। প্রথম প্রথম লোকে তাঁকে আর দশজন কাগজের লোকের মতোই কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখত, কিন্তু পরে তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখা গেল, ওরা তাঁকে ভোজসভায়, সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব সকলেরই কাম্য হল।

জোর্গের বিনয়ের উপর ভরসা করে ফন ডিক্‌সন একদিন তাঁকে নিজের

কর্মকক্ষে আমন্ত্রণ জানালেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মূল্যবান সংবাদ বার করতে সমর্থ হলেন। সংবাদদাতা বিশদভাবে, এবং দেখে মনে হল সোৎসাহেই, উত্তর দিলেন। ডিক্‌সন তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি এমনও ইঙ্গিত দিলেন যে ভবিষ্যতেও তাঁর কাছ থেকে এ ধরনের পরামর্শ নেবেন। 'রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির' সুনজরে পড়ায় সংবাদদাতাটিকে স্পষ্টতই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। ফন ডিক্‌সন কোন লোককে দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে খুশি করার কায়দা ভালোমতোই জানতেন। তাঁর বিবরণীগুলিতে প্রাণ সঞ্চারিত হল, শেষ পর্যন্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাইরাটেরও নজরে পড়ল।

জার্মান দূতাবাসে এক ছোটখাটো শিকারী জীব ছিলেন—সহকারী সামরিক অ্যাটাশে লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেল এইগেন ওট্‌। তাঁর স্বপ্ন ছিল পদোন্নতি, উজ্জ্বল কর্মজীবন। ধূর্ত, চতুর সুযোগসন্ধানী ওট্‌-এর সংকল্প—যেন তেন প্রকারেন বড় কর্তা হওয়া। তিনি প্রায়ই ফ্যালফ্যাল করে জোর্গের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। সব কিছু করার ক্ষমতা যদি কারও থাকে ত এঁরই আছে!.. স্বয়ং রাষ্ট্রদূতও কিনা তাঁর কাছে পরামর্শ নেন!.. রিখার্ডের কাছে তিনি অনুযোগ করে বললেন যে এখন যে-কোন বাক্‌পটু লোক কাজে উন্নতি করতে পারে, কিন্তু যে লোক সুন্দর করে সাজিয়ে কথা বলতে পারে না সে সৎ কর্মচারী হলেও তার কিছু হবার নয়।

'ডিক্‌সনের জায়গায় আমি হলে বহু আগে এই ভাইজেকে তাড়িয়ে দিয়ে আরও যোগ্য কোন লোককে প্রেস অ্যাটাশে করতাম,' ওট্‌ বললেন। 'আচ্ছা, কালে ডিক্‌সনের জায়গায় আপনারই বা বসার বাধাটা কোথায়?' রিখার্ড তোয়াজের সুরে বললেন। লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেল সরাসরি বললেন, 'তার কারণ হল ডিক্‌সনের পরামর্শ দেওয়ার লোক আছে, আমার নেই।'

ওট্‌কে বুঝতে জোর্গের বাকি রইল না।

'তা-ই যদি হয়, তাহলে আমি আপনার আজ্ঞাধীন,' রিখার্ড বললেন।

জোর্গে পরামর্শ দিতে লাগলেন। কিন্তু সংবাদদাতার মুখের যে কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হত, লেফ্‌টেনেন্ট কর্ণেলের লিখিত বিবরণে তার সে ঔজ্জ্বল্য থাকত না। ওট্‌ তখন পোর্টফোলিও থেকে বার করলেন সংক্ষিপ্ত বিবরণ, নক্সা, তালিকা, এমন সব দলিল, যেগুলির ওপরে 'কন্‌ফিডেন্‌শাল' ছাপ আছে। আসলে কিন্তু সামরিক কলাকৌশলে যাদের সামান্যতম জ্ঞান আছে, তাদের কারও কাছেই ঐ সব তথ্য অজানা নয়। সবটাই ছিল শূন্যগর্ভ গোপন তথ্য, সংস্থার পক্ষে সেগুলি অপ্রয়োজনীয়। সহকারী অ্যাটাশের

বিবরণীতে প্রধান স্থান অধিকার করে থাকত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ের চুলচেরা হিসাব, তার ফলে সাধারণ চিত্রটি ততটা পরিষ্কার হত না যতটা যেত গুলিয়ে। জোর্গে সেগুলি ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন; তিনি বিবরণীটি পূর্ণ করলেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে: 'তরুণ অফিসার মহলে' বিক্ষোভ, সামরিক মণ্ডলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেইইউকাই পার্টি সক্রিয় হয়ে উঠেছে...

এখানেই ঘটে গেল অদ্ভুত কাণ্ড: ওট্‌কে বার্লিন থেকে প্রথম কৃতজ্ঞতা জানানো হল। সাফল্যে উৎসাহিত ওট্‌ এবারে সোজাসুজি জোর্গের কাঁধে চেপে বসলেন। রিখার্ড কাজ করে চললেন। সহকারী অ্যাটাশের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার ছড়াছড়ি পড়ে গেল। অতঃপর তাঁকে উন্নীত করা হল কর্ণেলের পদে। ফন ডিক্‌সনকে রিখার্ড পরামর্শ দিয়ে যেতে লাগলেন; ওট্‌-এর হয়ে তিনি বিবরণী লিখতেন, জাপানের ইতিহাস ও অর্থনীতি চর্চা করতেন, গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন।

> 'আমি নিজের ওপর বড় বেশি দায়িত্ব চাপিয়েছিলাম। আমাকে একই সঙ্গে করতে হত সাংবাদিকের আর জার্মান দূতাবাসের কর্মীর কাজ, চালাতে হতে গবেষণাকর্ম, শেষত নিজের গোপন কার্যকলাপ। সময়ের অভাব চিরকাল আমাকে পীড়িত করত।'

গুপ্তকর্মী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এখনও ডিক্‌সনের সম্পূর্ণ আস্থা তিনি অর্জন করেন নি। রাষ্ট্রদূত কেবল শুনে যেতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ, জাঁদরেল কূটনীতিবিদ, রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল। জোর্গেকে তিনি বড়জোর সংবাদের উৎস হিশেবে দেখতেন, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওট্‌ একেবারেই কম জানতেন। জোর্গেকে তাঁদের হয়ে কাজ করতে হত, কিন্তু পরিবর্তে তিনি কিছুই পেতেন না।

সময়টা ছিল কঠিন—যেমন জোর্গের পক্ষে তেমনি গোটা সংস্থার পক্ষে—আত্মপ্রতিষ্ঠার সময়। রিখার্ড ও ভুকেলিচ্‌ আগের মতোই জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে, তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতেন, জাপানী সাংবাদিকদের মহলে তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। রয়টার সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জেম্‌স এম. কক্স-এর সঙ্গে ব্রাঙ্কো ঘনিষ্ঠ খাতির জমিয়ে ফেললেন। ব্রিটেনের দূতাবাসে প্রতিনিধিটির অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। মাসের পর মাস ধরে সংবাদ এসে জমা হতে লাগল।

জাপানী বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকেও আসতে লাগল। ১৯৩৪ সনের এপ্রিলে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আমো ঘোষণা করেন যে জাপান সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে একমাত্র দায়িত্বশীল বলে নিজেকে মনে করে। এখন থেকে চীনের কর্তব্য হবে সাহায্যের জন্য কেবল জাপানেরই শরণাপন্ন হওয়া, তৃতীয় কোন শক্তি চীনকে কোন রকম সাহায্য দিতে এলে জাপান সরাসরি তার বিরোধিতা করবে। এই ঘোষণার ফলে তথ্যের প্রবাহ বেড়ে গেল। ইউরোপে জার্মানির কর্মতৎপরতা সংশ্লিষ্ট ঘটনা পরিণতি লাভ করছিল। টোকিওয় অবস্থিত দূতাবাসে অনেক খবর আসতে লাগল। ফাশিস্তরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পুরোপুরি কুক্ষিগত করে নিয়েছে, তাদের চেষ্টা ছিল আগ্রাসী উদ্দেশ্যে তাকে কাজে লাগানোর; বিরাট বিরাট একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি হিটলারী সরকারের কাছ থেকে অবিরাম ক্রমবর্ধমান পরিমাণ সামরিক অর্ডার পাচ্ছিল। বস্তুত রাষ্ট্রযন্ত্র ইতিমধ্যেই সামরিক কন্সার্ণগুলির বশে চলে এসেছে। 'দীর্ঘ ছুরিকার রাত', রাজকীয় মন্ত্রী রেমকে হত্যা, বিচার ও তদন্ত ছাড়াই ব্যাপক গুলিচালনা; ভার্সাই চুক্তি অনুযায়ী যে সব সামরিক সীমাবদ্ধতা নির্দিষ্ট হয়েছিল জার্মানি তা লঙ্ঘন করল, জার্মানি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্তন করল।

জাপান থেকে যে কোন সংবাদই 'কেন্দ্রের' পক্ষে মূল্যবান। এদিকে বার্নহার্ড ও এর্না তাঁদের সেই জগদ্দল ট্র্যান্সমিটারটিকে ব্রাঙ্কোর ফ্ল্যাটে বসালেও 'কেন্দ্রের' সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে তখনও সক্ষম হন নি। তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা নিজেদের জায়গায় বসে থাকতেন, যতটা সময় ধরে বায়ুমণ্ডলে ট্র্যান্সমিট করা উচিত সে সমস্ত মেয়াদ লঙ্ঘন করলেন, এমনও হতে পারে যে অনুসন্ধান-স্টেশনে ধরা পড়ে গেছে, অথচ সংযোগ নেই।

রিখার্ডের আফসোস হল এই ভেবে যে মাক্স ক্লাউজেন আজ পাশে নেই। ১৯৩৪ সনের অক্টোবরে বার্তাবিহের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে তিনি সাংহাই যাত্রা করলেন। এ ধরনের ভ্রমণ অমনিতে বিশেষ কিছু নয় — অবশ্য জাপানী পুলিশের বাড়তি সতর্কতা যদি না থাকত: যে কোন বিদেশীই তাদের কাছে গুপ্তচর। ব্যক্তিগতভাবে রিখার্ডকে তারা পরীক্ষাও করতে পারত, আর রিখার্ড এমন কিছু দলিল নিয়ে যাচ্ছিলেন যা পুলিশের হাতে পড়লে বিপদ হতে পারে। যা হোক সব ভালোয় ভালোয় কেটে গেল।

কোন অ্যাডভেঞ্চার ছাড়াই তিনি স্টীমার থেকে নামলেন, রু্য দ্য কন্সুল আর তৃতীয় এড্ওয়ার্ড স্ট্রীট পেরিয়ে রু্য চুপাওসানে মোড় নিলেন। রু্য

চুপাওসানের অর্থ হল 'রক্তাক্ত বীথিকা'। জোর্গে হোটেলে এলেন, এখানে তাঁর দেখা হয় এক অচেনা লোকের সঙ্গে, লোকটির হাতে হলুদ পোর্টফোলিও। রিখার্ডেরও হুবহু ঐ রকম পোর্টফোলিও। তাঁদের মধ্যে আবহাওয়া নিয়ে কথাবার্তা চলে, সঙ্কেতবাক্য বিনিময় হয়, তারপর পোর্টফোলিও বদল হয়। হঠাৎ যেন মনে পড়ে যেতে অচেনা লোকটি অনুচ্চ স্বরে বলল, 'কমরেডদের কাছ থেকে আর একাতেরিনার কাছ থেকে শুভেচ্ছা,' বলেই সে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

দুদিন ধরে রিখার্ড সাংহাইয়ের এখানে-ওখানে যাতায়াত করেন, সংবাদপত্রের জন্য উপকরণ যোগাড় করেন, এর পর এক গাদা সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন টোকিওয়। স্ত্রীর চিঠিটা রেখে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, ভেবেছিলেন যখনই খারাপ লাগবে তখন ওটা পড়া যাবে, কিন্তু রাখা সম্ভব নয়।

> 'আমার আদরের কাতিউশা!.. তোমার চিঠি আমাকে সব সময়ই আনন্দ দেয়, কেননা তোমাকে ছাড়া এখানে বাস করা বড় কঠিন। তাছাড়া এক বছর যাবৎ তোমার কাছ থেকে কোন খবর না পাওয়া—এটা আরও কঠিন।... ব্যাপারটা দুঃখজনক, হয়ত বা রূঢ়ও, যেমন রূঢ় সামগ্রিকভাবে আমাদের বিচ্ছেদ।...'

তাঁর মন চলে যায় মস্কোয়, চারদিকের সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে মনে হয় বন্য, অলীক: ওট্-এর কুৎসিত মুখের বিদঘুটে বাঁকা হাসি, জাপানী পুলিশ, নাৎসী গোপন তথ্যের রক্ষক নীরস ডিক্‌সন, ছলাকলাময়ী ফ্রাউ ওট্, ডিনার পার্টি, অভ্যর্থনাসভা, জার্মান ক্লাবে ফাশিস্ত বিষোদ্‌গার, তথাকথিত 'সাধারণ সভা' যেখানে জোর্গেকে অবশ্যই প্রেসিডিয়ামে বসানো হয়। এই ঘোর কাটিয়ে উঠে মন চায় বাড়িতে যেতে, সন্ধ্যায় মস্কোর রাস্তায়-রাস্তায় একাতেরিনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে, তারপর ঘুমিয়ে পড়তে, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে, যেমন ঘুমিয়ে পড়ে আর সকলে, ইচ্ছে করে স্নায়ুগুলোকে বিশ্রাম দিতে — আজ প্রায় দু'বছর হল তারা অসাধারণ উত্তেজনায় ভুগছে।

কিন্তু এ কেবল স্বপ্নই। আর এ স্বপ্ন যে অচিরেই বাস্তবে পরিণত হবে তা তিনি কী করে জানবেন?..

মাতৃভূমির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন মৌসুমী বায়ু বৃষ্টিপাত সূচনা করে। রিখার্ডের পক্ষে জাপানের জলবায়ু সহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রীর কাছে লেখা প্রায় প্রতিটি চিঠিতেই তিনি গরম আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার দরুন অসুবিধার কথা জানান।

> 'এখানে এখন ভয়ানক গরম, প্রায় অসহ্য। সময় সময় আমি সমুদ্রে গিয়ে সাঁতার কাটি, কিন্তু বিশেষ বিশ্রামের সুযোগ এখানে নেই;' 'আমি কী করি? বর্ণনা করা কঠিন। অনেক কাজ করতে হয়, তাই আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। বিশেষ করে এখনকার এই গরম আবহাওয়া।... এখানকার গরম অসহ্য, বলতে গেলে গরম তেমন নয়, যতটা না গুমোট— তার কারণ ভিজে বাতাস। মনে হয় যেন হট হাউসে বসে বসে দিন-রাত গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছি;' 'এখন তোমাদের ওখানে শুরু হচ্ছে শীতকাল, আমি জানি যে শীত তুমি তেমন ভালোবাস না, তাই তোমার হয়ত মনমেজাজও খারাপ। কিন্তু তোমাদের শীতকালের বাইরের চেহারাটা অন্তত সুন্দর আর এখানে তার প্রকাশ হল বৃষ্টিতে এবং স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডায়, যা রোধ করার জন্য ফ্ল্যাটেও ভালো ব্যবস্থা নেই, কেননা এখানে লোকে প্রায় খোলা আকাশের নীচে বাস করে...'

স্যাঁতসেঁতে গরম আবহাওয়া। দু' বছর হতে চলল জোর্গে ইয়োকোহামা বন্দরের মাটিতে পদার্পণ করেছেন, কিন্তু শরীর কিছুতেই অনভ্যস্ত আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না। রিখার্ডের কষ্ট হয়, দম আটকে আসে, সব সময় অনুভব করেন দুর্বলতা, নিস্তেজ ভাব। একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির বশে তিনি বাইরের প্রফুল্লতা, স্ফূর্তি ও কর্মতৎপরতা বজায় রাখেন।

রেডিও অপারেটররা শেষ পর্যন্ত 'কেন্দ্রের' সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সক্ষম হল। কিন্তু সংযোগ তেমন একটা ভালো নয়। ট্রান্সমিশন প্রায়ই অজ্ঞাত কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর এই অস্পষ্টতার জন্য নেমে আসে হতাশা, অনিশ্চয়তার ভাব। একটি সংকেতে জোর্গে অনুরোধ জানান বার্নহার্ড ও এর্নাকে ফেরত নিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন রেডিও অপারেটর মাক্‌স ক্লাউজেনকে পাঠাতে।

'কেন্দ্র' যে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে এ ব্যাপারে জোর্গে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না — আইনত যে কর্মীদের সংস্থায় একবার স্থান দেওয়া হয়েছে তাদের বদলানো বড় জটিল কাজ। কিন্তু মনে হয় 'কেন্দ্রের' রেডিও অপারেটররাও নাজেহাল হয়ে পড়েছে, কেননা রেডিওগ্রামে সংবাদ এলো — বার্নহার্ড ও এর্নাকে মস্কোয় ডেকে পাঠানো হচ্ছে। ওঁদের আনন্দ আর ধরে না, কালবিলম্ব না করে ওঁরা টোকিও পরিত্যাগ করলেন। গোমড়ামুখো বার্নহার্ড বিদায়ের সময় রিখার্ডকে ধন্যবাদও জানালেন। রেডিওগ্রামে অতঃপর আরও জানান হল যে জোর্গেকেও নির্দেশগ্রহণের জন্য মস্কোয় যেতে হবে।

বয়ানটা পড়তে গিয়ে নিজের অজানতেই রিখার্ড দেখতে পেলেন যে তাঁর আঙ্গুল কাঁপছে। মনে হল যেন তাজা বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে ল্যগল। আবার মস্কোয়!..

বলাই বাহুল্য, নেহাৎই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাওয়া রিখার্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। যাত্রার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত, যাতে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতি কারও মনে সন্দেহের উদ্রেক না করে। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে সংস্থার কাজও চলা চাই। জাপান ছাড়ার আগে ওজাকি ও মিয়াগির সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে হল, ভুকেলিচের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করতে হল।

রিখার্ড এই মর্মে গুজব রটাতে লাগলেন যে ইউরোপ যাত্রার আয়োজন করছেন, যেহেতু 'বার্লিনার ব্যয়েরজেনৎসাইটুং'-এর সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। এখন আরও লাভজনক শর্তে নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করা যাবে।

ওট্ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন: জোর্গে কিনা এমন অসময়ে জার্মানি পাড়ি দিচ্ছেন! ওট্ সবে সামরিক অ্যাটাশের পদে বসেছেন। আর এ সবই হয়েছে রিখার্ডের সাহায্যের কল্যাণে। গোড়াতেই সংবাদদাতার সহায়তা ছাড়া চলতে হবে ভেবে এইগেন ভয় পেয়ে গেলেন। জোর্গে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে ফাদারল্যান্ডে বেশি দেরি তিনি করবেন না। রিখার্ডের ভাষ্য কারও মনেই সন্দেহের উদ্রেক করল না। ওট্ তাঁর বার্লিনস্থ সদর দপ্তরের বন্ধুবান্ধবের একগাদা ঠিকানা ও টেলিফোন দিলেন: জোর্গে যেন অবশ্যই তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেন! ডিক্‌সনও কিছু বেসরকারী কাজের ভার দিলেন। দূতাবাসের মহিলারা তাঁদের নিজস্ব কাজের ভাব দিলেন।

অবশেষে ইয়োকোহামা বন্দর। নীল রঙের স্বচ্ছ তরঙ্গমালা। রিখার্ড প্রায় সর্বক্ষণ আপার ডেকে কাটান। এখানে সমুদ্রের প্রতিটি প্রবালপ্রাচীর,

প্রতিটি দ্বীপ তাঁর জানা—এরা যেন সেই পথের উপর একেকটি মাইলস্টোন, যার শেষে আছে মস্কো।

আবার তিনি মস্কোয়, যেখানে আছেন তাঁর দয়িতা সুন্দরী একাতেরিনা, যেখানে সযত্নে রাখা আছে তাঁর বইপত্র আর পাণ্ডুলিপি, যেখানে প্রতিটি রাস্তা থেকে, প্রতিটি স্কোয়ার থেকে মনকে আলোড়িত করে একটা চেনা-চেনা, আপন-আপন ভাবের প্রবাহ।

মস্কো।... চিরকালের উত্তাল, কোলাহলমুখরিত, উদ্দীপনাময় মস্কো। ঘণ্টামিনার থেকে সুরেলা ঘণ্টাধ্বনি। কতবারই না ভুকেল্লিচের ফ্ল্যাটের গোপন কুঠুরিতে রেডিও সেটের ওপর ঝুঁকে পড়া অবস্থায় রিখার্ডের কানে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভেসে এসেছে সেই ধ্বনি।...

রিখার্ড বাড়িতে। একাতেরিনার চোখে আনন্দাশ্রু, তাঁর সেই মুখ (রিখার্ডের কথায়: 'প্রাচীন মূর্তির মুখ'), বিনুনি, সেই পরিচিত হাতদুটি।...

১৯৩৫ সনের ২৫ জুলাইয়ের ঘটনা।

অবশেষে জোর্গে উপভোগ করতে পারলেন শান্তি, পারিবারিক সুখ, সত্যিকারের জীবন, যে জীবন মনগড়া নয়। এখান থেকে জাপানকে মনে হচ্ছিল অনেক দূরের, অবাস্তব।.

একাতেরিনা ছুটি পেলেন। ওঁরা দুজনে সোফায় বসে থাকেন। সবুজ ল্যাম্প শেডের নীচ থেকে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ছে। এখানে সবই সাদাসিধে, এমনকি গরিব-গরিবই ঠেকে। ছোটখাটো দেরাজ, তাতে রিখার্ডের বই: লেসিংয়ের নাট্যাবলী, গ্যেটে, শিলার, কাণ্ট; নতুনদের মধ্যে—মায়াকোভ্স্কি, ফুর্মানভ। এখানেই আবার আছে রিখার্ডের নিজের লেখা রচনাবলী।

একাতেরিনা আর রিখার্ডের স্বপ্ন—কবে ওঁদের সন্তান হবে। রিখার্ড সন্তান চান। রিখার্ডের আদর্শ—ভালো পারিবারিক মানুষ হওয়া, বিজ্ঞান চর্চা করা, এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে সারগর্ভ বই লেখা, সন্তান মানুষ করা, সব সময় তাঁর আদরের একাতেরিনার পাশে থাকা। ওঁরা ভবিষ্যৎ সন্তানের নাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেন।

একবার ওঁরা শহরের বাইরে গেলেন, গভীর বনের ভেতরে প্রবেশ করলেন, জলাশয়ে স্নান করলেন; দুনিয়ার আর সব কিছু ভুলে গিয়ে তাঁরা অনুভব করলেন অস্তিত্বের আনন্দ, ওঁদের দুজনের কণ্ঠে সোহাগের সুর, ওঁরা একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি দেন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন

দেখেন একসঙ্গে থাকার, চিরকাল একসঙ্গে থাকার। এই অধিকারের যোগ্য কি ওঁরা নন?.. এখনও সামনে পড়ে আছে সারা জীবন, জীবন বিকশিত হবে অভূতপূর্ব বর্ণসুষমায়।

...গুপ্তকর্মি বিভাগের প্রধান, কোর-কম্যান্ডার উরিৎস্কির কর্মকক্ষে জোর্গে। সংস্থার ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত বিবরণী প্রস্তুত। বিবরণীতে উরিৎস্কি সন্তুষ্ট হলেন। তিনি আরও একবার জোর দিয়ে বললেন যে জোর্গের প্রধান উদ্দেশ্য হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ফাশিস্ত জার্মানির পরিকল্পনা ফাঁস করা। তিনি জোর্গেকে নাৎসী পার্টিতে যোগদানের পরামর্শ দিলেন।

সেমিওন পেত্রোভিচ উরিৎস্কি ছোটখাটো ভোজসভার আয়োজন করলেন, সেখানে মাক্স ক্লাউজেনের সঙ্গে জোর্গের দেখা হল। আবার দুই পুরনো বন্ধুর সাক্ষাৎকার।

> '১৯৩৫ সনে মস্কোয় আমি ও ক্লাউজেন গুপ্তকর্মি বিভাগের প্রধান জেনারেল উরিৎস্কির কাছ থেকে যাত্রাকালীন শুভেচ্ছা বাণী লাভ করলাম। জেনারেল উরিৎস্কি এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে আমরা যেন নিজেদের কার্যকলাপের মাধ্যমে জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধসম্ভাবনা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। জাপানে থাকাকালে গুপ্তবাহিনীর কার্যকলাপে আমি নিজেকে সমর্পণ করি, বরাবর এই নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলি।...'

কেবল জাপানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় বিপদ উরিৎস্কি দেখতে পেয়েছিলেন জার্মান ফ্যাসিবাদের দিক থেকে। তিনি তাই প্রধান কর্তব্য স্থির করে দেন: জোর্গের গুপ্তকর্মিসংস্থার তীক্ষ্ম ফলা পরিচালিত হতে হবে ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে। জার্মান-জাপান সম্পর্কের উপর সতর্ক নজর রাখাও জোর্গের কর্তব্য হবে।

১৯৩৫ সনের বসন্তকালে ইয়ান বের্জিন দূর প্রাচ্যের বিশেষ রেড ব্যানার ফৌজে ব্লুখেরের সহকারী পদ প্রাপ্ত হলেন। দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি তখন উত্তেজনাপূর্ণ। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করার পর জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল। ঘটনার

বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর পরিচালক ব্লুখের তখন বলেন: 'দূর প্রাচ্যে আমরা যা কিছু করছি সে সবই কেবল আমাদের দূর প্রাচ্যের সীমানা রক্ষণের খাতিরে, অথচ জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর অবলম্বিত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করা। আমরা সব কিছু করছি প্রতিরক্ষার জন্য, ওরা সবই করছে আক্রমণের জন্য। এখানেই মূলগত প্রভেদ।'

গুপ্তকর্মি বিভাগের প্রধান হলেন সেমিওন উরিৎস্কি। এর আগে তিনি ছিলেন সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক বিভাগের সহকারী প্রধান। সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক বিভাগ ও সামরিক গুপ্তচরের কাজ।... তবে উরিৎস্কিকে গুপ্তকর্মিসংস্থা থেকে দূরের লোক বলা চলে না। ১৯২০ সনে তিনি গুপ্তকর্মিবাহিনীর একটি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ফরাসী ও পোল ভাষায় তাঁর পুরো দখল ছিল। ১৯২২ থেকে ১৯২৪ সন পর্যন্ত বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে বিদেশে ছিলেন।

রিখার্ড জোর্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিলেন তিন সপ্তাহ। প্রায় প্রতিদিনই তিনি উরিৎস্কির সঙ্গে দেখা করতেন। ১৯৩৫ সনের ১৬ আগস্ট জোর্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিত্যাগ করলেন। জাপান যাত্রা করলেন ফাশিস্ত জার্মানির ওপর দিয়ে।

বার্লিন। থমথমে, অমঙ্গলসূচক। এখানে রিখার্ডকে যোগাযোগ করতে হল ওট্-এর বন্ধুবান্ধব—কর্ণেল আর জেনারেলদের সঙ্গে, ফন ডিক্সনের এককালের সহপাঠী—পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের আমলাদের সঙ্গে।

'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে তিনি সক্ষম হলেন, আর এটা বড় রকমের সাফল্য বটে। 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' বিশ্ববিখ্যাত সংবাদপত্র। তার সংবাদদাতা বনে যাওয়ার ফলে রিখার্ডও সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করলেন: জোর্গেকে নাৎসী সরকারী মহলও এখন থেকে সমীহ করে চলবে।

রিখার্ডের স্মৃতিতে বার্লিন ছিল এক পরিপাটি শহর। এখন তা কেমন যেন ছন্নছাড়া, নোংরা। যেন নিষ্প্রাণ, প্রাণ যেন লুকিয়ে পড়েছে, আত্মগোপন করেছে। কেবল সৈন্যদের জুতোর পেরেকের খট্খট আওয়াজ। মার্চরত জার্মানি। ইস্পাতের হেলমেট, হিটলারের আস্তিনে প্রকাশ পাচ্ছে কালো রঙের স্বস্তিকা। কিন্তু জোর্গে জানতেন যে সন্ত্রাস সত্ত্বেও এখানে কমিউনিস্ট পার্টি ও ফ্যাসিবিরোধী গ্রুপসমূহ কাজ করে চলছে।

এখানে জোর্গেকে হতে হবে অত্যন্ত কৌশলী, হুঁশিয়ার হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে হবে নাৎসী কলমচির ভূমিকা। এবার তিনি যেন নিজেকেও ছাড়িয়ে গেলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যাইরাটের নেকনজরে পড়ে গেলেন।

ঠিক এই সময় নতুন 'ইউঙ্কার্স' প্লেনে জার্মানি থেকে টোকিওতে ওড়ার তোড়জোড় চলছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক হিশেবে জোর্গেকে এই বিমানযাত্রায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হল। রিখার্ড প্রলোভন দমন করতে পারলেন না। এখানে ছিল বিপদ, ঝুঁকি, তাছাড়া সময় সঙ্কোচও বটে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। প্রথমে যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের বিশেষ আমলা শ্‌মিডেন। কিন্তু তারপর ভেবেচিন্তে তিনি অভ্যস্ত পথেই টোকিও যেতে মনস্থ করলেন: বিমানযাত্রার পরিণতি কী হয় কে জানে? বিখ্যাত সাংবাদিকটি যে এমন পাল্লায় পড়েছেন তাতে তিনি মনে মনে খুশিই হলেন। যাবার হয় সাংবাদিকই যান। শ্‌মিডেনের পিছিয়ে যাওয়াটা কারও নজরে পড়বে না। রিখার্ডকে তিনি বুঝিয়ে বললেন যে জরুরী কূটনৈতিক দায়িত্ব নিয়ে যাওয়ার সময় ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। রিখার্ড তার জবাবে বললেন, 'আমি অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুটা শুনেছি, তবে দুর্ভাগ্যবশত, বিশদ জানা নেই। তা যাক গে, তার দরকারও নেই।' শ্‌মিডেনের পক্ষে অবশ্য বার্লিনে থেকে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত— জাপানে এখন নরককুণ্ডের মতো গরম। শ্‌মিডেন চটপট বলে উঠলেন, 'তাহলে আমি আপনাকে বলি, ওসিমা হলেন একটা আহাম্মক! এই আহাম্মকটার একগুঁয়েমির জন্য আমাকে কাজটার গোড়া থেকে শেষ অবধি না করে উপায় নেই। বুঝুন কাণ্ড, তাঁর দাবি হল, আমরা যেন চীনের সেনাবাহিনীর থেকে আমাদের উপদেষ্টাদের ফেরত নিয়ে আসি, সরবরাহ বন্ধ করে দিই। কী ধৃষ্টতা! আলাপ-আলোচনার একেবারে শুরুতেই কিনা শর্ত আরোপ! তবে রিবেন্‌ট্রপ্‌কে ওঁদের চিনতে এখনও বাকি আছে।...' 'আমি টোকিওতে আপনার আগেই যাচ্ছি, আপনার জন্য জমি তৈরি করব,' জোর্গে নিরাসক্ত সুরে কথা দিলেন। শ্‌মিডেন দেখলেন, সাংবাদিকটি তাঁরই স্বগোত্রীয়, তাই ন্যায়সঙ্গত তিক্ততা প্রকাশে কুণ্ঠিত হলেন না, কেননা আলাপ-আলোচনার চরিত্র বেসরকারী হলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের অনেকের কাছেই তা অজ্ঞাত ছিল না।

রিখার্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন: বার্লিনে জাপানের সামরিক অ্যাটাশে ওসিমা আর রিবেন্‌ট্রপের মধ্যে গোপন আলাপ-আলোচনা চলছে! এই সিক্রেট

শ্মিডেনটার ওপর কিনা ভার দেওয়া হয়েছে জাপান সরকারকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানোর!.. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টোকিওয় যেতে হয়! সেখান থেকে 'কেন্দ্রকে' জানাতে হবে।

প্রথম 'ইউঙ্কার্স'-এ জোর্গে আসেন টোকিওয়। পত্রপত্রিকায় তাঁকে নিয়ে হুলস্থুল, তাঁকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। গোয়েরিংয়ের দূত।... অচিরেই জোর্গে হলেন নাৎসী পার্টির প্রার্থী সদস্য।

বিশেষ আমলা শ্মিডেন যখন জাপানে এলেন তখন রিখার্ডকে তিনি এমনভাবে অভ্যর্থনা জানালেন যেন বহুকালের প্রাণের বন্ধু। ফন ডিক্সনের উপস্থিতিতে তাঁরা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সান্নিধ্যে বার্লিনে অতিবাহিত দিনগুলির স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন।

রাষ্ট্রদূত মনোযোগ দিয়ে শুনলেন আর মনে মনে ভাবলেন সংবাদদাতাটিকে এবার দূতাবাসের কাজে আরও ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নিতে হয়।

জোর্গের সংস্থা — কর্মরত

ক্লাউজেন টোকিওতে এলেন ১৯৩৫ সনের নভেম্বরে। সরকারীভাবে তিনি জার্মান ব্যবসায়িক মহলের প্রতিনিধিরূপে দূতাবাসে নাম রেজিস্ট্রি করান। তাঁর ভারিক্কি চেহারা লোকের মনে আস্থা সঞ্চার করে, তাঁকে সহজেই বিশিষ্ট করে দেখা যায়, তিনি নিয়মিত জার্মান ক্লাবে যেতেন, চাঁদা দিতেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে সকলে হয়ত ভাবত: একেই বলে জার্মান মহাজাতির সুস্থ বনিয়াদ! এমন লোক অবশ্যই বাইবেল ও পত্রিকা ছাড়া আর কিছুই পড়ে না।

হেল্মুট কেটেল নামে জনৈক জার্মান টোকিওর এক রেস্তোরাঁর মালিক ছিল। মাক্স কখন কখন সেখানে যেতেন। টোকিও ও ইয়োকোহামার মাঝপথে ফের্স্টার নামে একজন লোক রেণ্ড তৈরির ছোটখাটো একটি ওয়ার্কশপ খোলে। তার সঙ্গে কেটেল-এর মেলামেশা ছিল। ফের্স্টার আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন, সম্ভবত এই কারণে যে ইংলণ্ডের রেণ্ড জাপানী স্ক্রু-নাটে ভালোমতো লাগত না। ঠিক এমন সময় রেস্তোরাঁর মালিক তাকে মাক্সের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ক্লাউজেন ফের্স্টারের অংশীদার হতে রাজী হলেন, তিনি শেয়ার কিনলেন। পুরনো অভ্যাসবশত মাক্স

'ট্সিউনডাপ্' মোটরসাইকেল বিক্রির কারবারে হাত দিতে মনস্থ করলেন। 'এফ্. এন্ড কে. ইঞ্জিনিয়রিং কোম্পানিকে' সহায়তার উদ্দেশ্যে জোর্গে তাদের প্রথম মোটরসাইকেল কিনলেন। তিনি দ্রুত গাড়িচালনা পছন্দ করতেন, মোটরসাইকেল সময়োচিতও বটে। পরে দেখা গেছে এই মোটরসাইকেল কেনা জোর্গের কাছে কাল হয়ে দেখা দেয়: মোটরসাইকেল ছাড়া চালাতে পারলেই ভালো হত! দেখতে দেখতে ফার্মের সমৃদ্ধি ঘটতে লাগল: জোর্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জার্মান বসতির প্রত্যেকেই স্বদেশবাসী ক্লাউজেন ও ফের্স্টারকে সহায়তাদান কর্তব্যস্বরূপ বিবেচনা করল, নতুন মোটরসাইকেল কিনল। বিদেশী সাংবাদিকরাও 'ইঞ্জিনিয়রিং কোম্পানির' খরিদ্দার হল।

রিখার্ড আজাবুকু অঞ্চলে ৩০ নম্বর নাগাসাকিমাসি স্ট্রীটের উপর ছোটখাটো দোতলা বাড়ি ভাড়া নিলেন। বাড়িটা ছিল পরিত্যক্ত ধরনের, কোন রকম সৌন্দর্যের বালাই তার ছিল না বললেই চলে। দেয়ালগুলি আলগা প্যার্টিশন দেওয়া, একটা ছোট ব্যালকনি, মেঝেতে মাদুর বিছানো। সংবাদদাতার অবস্থার উপযোগী বাড়ি বটে। মাটির উ'চু দেয়াল দেয়া দুমিটার চওড়া গলি দিয়ে এখানে আসতে হত। বাড়িতে রিখার্ড কদাচিৎ থাকতেন, তিনি এখানে আসতেন ঘুমুতে। নীচে ছিল খাবার ঘর, স্নানঘর আর রান্নাঘর। ওপরে যেতে হত কাঠের ঘোরানো সি'ড়ি বয়ে। এখানে ছিল কাজের ঘর। এই ঘরে বাঁ দিকে ছিল বড় আকারের লেখার টেবিল। ঘরের মাঝখানে—আরও ছোট একটা টেবিল। দেয়ালের ধারে—সোফা। মেঝের মাদুর ছিল গালিচায় ঢাকা।

সকালে আসত পরিচারিকা—ছোটখাটো গড়নের জাপানী মহিলা, বছর পঞ্চাশেক বয়স। রিখার্ড তাকে ওনা-সান্ বলে ডাকতেন। পরিচারিকা তাঁর স্নানের ব্যবস্থা করত, ঘরদোর গোছাত। সন্ধ্যায় বাড়ি চলে যেত। কখন কখন সে রান্না করত। তবে জোর্গে সচরাচর রেস্তোরাঁয় কিংবা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আহার করতেন।

জোর্গের ঘর ক্লাউজেনের ভালো লাগত: 'রিখার্ডের ফ্ল্যাটটি ছিল খাঁটি ব্যাচেলার্স কোয়ার্টার, সেখানে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব। তবে কোন জিনিস কোথায় আছে তা রিখার্ডের ভালোই জানা ছিল। আমি অন্তত বলবই যে তাঁর বাড়িটা বেশ আরামের। দেখেই বোঝা যেত যে তিনি অনেক কাজ করেন। তিনি সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকতেন, কাজ ভালোবাসতেন। যে তাকের ওপর তাঁর বইপত্র থাকত তা ছিল সাদাসিধে। কাজের ঘর আর শোবার ঘরের মাঝখানে

দরজা। তাঁর খাট ছিল না, তিনি জাপানী কায়দায় মেঝেতে জাজিম পেতে শুতেন।'

একাতেরিনার কাছে লেখা চিঠিতে রিখার্ড তাঁর বাসগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন এই রকম:

'আমি বাস করি এখানকার কায়দায় তৈরি একেবারেই হালকা ধরনের, এক ছোটখাটো বাড়িতে, এর মেঝেতে মাদুর বিছানো। বাড়ি একেবারেই নতুন, এমনকি পুরনো বাড়িঘরের তুলনায় হালফ্যাশনের, আর বেশ আরামেরও।

'এক প্রৌঢ়া সকালে আমার প্রয়োজনীয় সব কিছু তৈরি করে দেয়: বাড়িতে যদি আমাকে খেতে হয় তাহলে খাবার বানায়।

'বলাই বাহুল্য আমার আবার একগাদা বই জমে গেছে, এগুলো হাতড়ে দেখতে তোমার হয়ত ভালোই লাগত। আশা করি এমন দিন আসবে যখন তা সম্ভব হবে।... টাইপরাইটারে টাইপ করতে গেলে পাড়াপড়শীরা প্রায় সকলেই শুনতে পায়। আর রাতে হলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, বাচ্চারা কাঁদতে থাকে। আমাদের পড়শীদের শিশুর সংখ্যা প্রতি মাসে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, ওদের যাতে শান্তিভঙ্গ না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি এমন একটা টাইপরাইটার কিনেছি যাতে কোন শব্দ হয় না।'

আজাবুকুর ১২ নম্বর সিন্ রিউদো-তিওতে মাক্সও দোতলা একটা বাড়ি ভাড়া নিলেন। দেয়ালের এক মিটার ওপর থেকে ছিল প্যানেল, তার পেছনে ছিল ট্র্যান্সমিটারের চোরা কুঠুরি। চোরা কুঠুরির ওপর ঝুলত হিটলারের একটা বিশাল প্রতিকৃতি, যাতে জাপানী পুলিশের সুনজরে থাকা যায়। 'আমার বাসকক্ষে ঝুলত হিটলারের প্রতিকৃতি, ওখানে প্রবেশ করার সময় রিখার্ড প্রতিবারই ওটার ওপর থুতু ফেলতেন।...'

দুই বন্ধুর সন্তোষের কারণ ছিল: তাঁরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন জায়গায় বাসা নিয়েছেন! কিন্তু অচিরেই তাঁদের মোহভঙ্গ হল। জাপানীদের মধ্যে প্রবচন আছে: 'বাসা না বেছে পড়শী বাছ।' মাক্সের ভাগ্যটা বরাবরের মতো এবারেও 'প্রসন্ন': তিনি ভাবতেই পারেন নি যে বাসা নিয়ে বসে আছেন রক্ষিবাহিনীর রেজিমেণ্টের ব্যারাকের পাশেই! রিখার্ড তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন: দেখা যাচ্ছে, জোর্গের বাড়ি আঞ্চলিক পুলিশ পরিদর্শনবিভাগের

ঠিক গায়েই! ব্যালকনির একেবারে মুখোমুখিই চোখে পড়ে এই দপ্তরটি। যে মাটির দেয়ালটির পাশ দিয়ে জোর্গেকে সব সময় যাতায়াত করতে হয় তা সম্ভবত থানার অধিকারভুক্ত। পুলিশের লোকেরা জার্মান সাংবাদিকটিকে খাতির করত, প্রতিবারেই দেখা হলে তাঁকে অভিবাদন জানাত।

মাক্সের জোড়া দেওয়া ট্রান্সমিটার ও রিসিভার পোর্টফোলিওতে ধরে যেত। ট্রান্সমিটার সহজেই ও দ্রুত ছোট ছোট অংশে আলগা করে ফেলা যেত। অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য বিভিন্ন ফ্ল্যাটে যন্ত্রের খুঁটিনাটি অংশ রেখে দিয়েছিলেন। সার্কিটটা থাকত তাঁর পকেটে।

'কেন্দ্রের' সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা গেল ১৯৩৬ সনের ফেব্রুয়ারিতে। ক্লাউজেনের কাজের ভার অপেক্ষাকৃত কম ছিল, সঙ্কেত সংশ্লিষ্ট কাজে তাঁকে লাগানোর অনুমতি জোর্গে পেলেন। কোন কিছুই লেখার উপায় ছিল না — সব রাখতে হত মাথায়। সংবাদ আদান-প্রদান হত গুরুত্ব অনুযায়ী, প্রধানত রাতে, কেননা রাতে শর্ট ওয়েভ ভালো যায়। কখনও কখনও বেতারবার্তার শুরুটা মাক্স পাঠাতেন অন্য কারও ফ্ল্যাট থেকে, আর শেষটা পাঠাতেন টোকিও থেকে কিছু দূরে গিয়ে মোটরগাড়ি থেকে। কিংবা বার্তা পাঠানো হত একই জায়গা থেকে, তবে ভিন্ন ভিন্ন দুই সময়ে। কখনও কখনও এক নাগাড়ে সারা রাত কাজ করতে হত। মাক্সের কাজে কোন ফাঁক ছিল না। তাঁর শ্রবণশক্তি এত প্রখর ছিল যে বায়ুমণ্ডলের প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি 'কেন্দ্রের' কল্ সাইন বার করতে পারতেন। প্রতিটি মিটিং-এ কল্ সাইন আর ওয়েভও স্বাভাবিকভাবেই বদল হত। এর ফলে জাপানী বেতারনির্দেশ-অনুসন্ধানকেন্দ্রের কাজ কঠিন হয়ে দাঁড়াল। কখনও বা জোর্গে বলতেন, 'সতর্ক হওয়া দরকার। তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী খবর নেই। আমাদের জায়গা যে ধরা পড়ে নি এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আর অনুসন্ধান বিভাগের লোকজনকে অসতর্ক করে দেওয়ার জন্য দিন তিনেক এটা অমনি পড়ে থাকুক।' একবার 'কেন্দ্র' থেকে পাঠানো নিয়মিত বেতারবার্তার সঙ্কেত উদ্ধার করতে গিয়ে মাক্স বিমূঢ়। তাতে বলা হয়েছে: 'তুমি আমাদের সেরা রেডিও অপারেটর। আমরা কৃতজ্ঞ! তোমার প্রভূত সাফল্য কামনা করি।'

তাঁরই মতো যারা রেডিও অপারেটর সেই কমরেডদের কাছ থেকে বড় রকমের প্রশংসায় তিনি অভিভূত হলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, তাই তাঁর প্রতি মনোযোগ অনুভব করে সর্বদাই বিচলিত হয়ে পড়তেন — তিনি

ত আর প্রশংসা অর্জনের জন্য কাজ করতেন না। আর পুরস্কারের কথা কমই ভাবতেন। তা তিনি পানও নি।

বেতারবার্তায় কখনও সংস্থার সদস্যদের আসল পদবী উল্লেখ করা হত না। প্রসঙ্গত, এত কালের কাজের মধ্যে জোর্গের কাছ থেকে মাক্স একবারও ওজাকি ও মিয়াগির পদবী শুনতে পান নি। সংবাদ দিত 'অটো' ও 'জো' নামধারী দুজন লোক। সংবাদ কী করে সংগৃহীত হয় সে সম্পর্কেও তাঁর বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। ওজাকি পর্যন্ত বহুকাল রিখার্ডের পদবী জানতেন না, আর যখন জানতে পারলেন তখন তাঁর মনে হল এটা ছদ্মনাম, কেননা সাংহাইয়ে রিখার্ড কাজ করতেন সম্পূর্ণ অন্য পদবী নিয়ে। ক্লাউজেনই বা কে এবং সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জাপানী কমরেডরা তা বলতে পারতেন না। 'কেন্দ্রের' কাছে জোর্গে ছিলেন 'র‍্যামজে', ক্লাউজেন— 'ফ্রিট্স্', ভুকেলিচ্— 'জিগোলো', ওজাকি— 'অটো', মিয়াগি— 'জো'। আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময়ও কেবল ছদ্মনামই উল্লেখ করা হত। এমনই ছিল সংস্থার শৃঙ্খলা, আর তা লঙ্ঘন করার অধিকার কারও ছিল না। একমাত্র জোর্গে ছিলেন সব ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত এবং নিজের সহকারীদের কাছ থেকে যে সব সংবাদ তিনি পেতেন তা অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদের সঙ্গে অনেকবার যাচাই করে না দেখে কখনই বিশ্বাসজনক বলে গ্রহণ করতেন না। তাঁর মতে, মিথ্যা সংবাদে পরম নিষ্ঠাবান কর্মীও বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। ওঁদের সকলকেই কাজ করতে হত কঠিন পরিস্থিতিতে, আর পরিস্থিতির ওপর ভরসা রাখাও ঠিক নয়। 'কেন্দ্রে' যাবে সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর খবর, যে খবর বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক করে না। সততা ছিল সংস্থার মূলমন্ত্র।

... ইতিপূর্বেই দেখা গেছে, জোর্গের সংস্থা আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে।

পরবর্তীকালে সংস্থার ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তার পরিচালকরূপে জোর্গে মন্তব্য করেছেন:

> 'প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোভিয়েত ইউনিয়নকে সহায়তা করা। তার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের

সোভিয়েত-বিরোধী রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিকে এবং সামরিক আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ঠেকিয়ে রেখে তাকে রক্ষা করা।... জাপানের সঙ্গে ত নয়ই, অন্য কোন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধে অথবা সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার বাসনা সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই। জাপানের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের অভিপ্রায়ও তার নেই। আমি এবং আমার গ্রুপ জাপানে এসেছি আদৌ তার শত্রু হিশেবে নয়। 'স্পাই' শব্দটির উপর সচরাচর যে অর্থ আরোপ করা হয়, আমরা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইংলন্ড অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সমস্ত ব্যক্তি গুপ্তচর বৃত্তি নিয়েছে তারা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাপানের দুর্বলতার সন্ধান করে এবং সেগুলির উপর আঘাত হানে। আমরা কিন্তু কদাচ এ ধরনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাপানে সংবাদ সংগ্রহ করতে যাই নি...'

গোপনীয়তায় পরিবেষ্টিত তাঁদের নীরব কীর্তি সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই থেকে যেতে পারত, কেননা তাঁদের সে কীর্তি ব্যক্তিগত গৌরবের খাতিরে নয়। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন একেকজন বিশিষ্ট মানুষ, প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক গ্রন্থে স্থান পাওয়ার যোগ্য, বিশেষ গবেষণাকর্মের উপযুক্ত বিষয়।

নয় বছর ব্যাপী কার্যকলাপকালে সংস্থা একদিনের জন্যও অচল হয় নি, আর এক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ কৃতিত্বের দাবি রাখেন জোর্গে।

রিখার্ড জোর্গেকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন, তাঁরা তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত স্মৃতিকথা লিখে গেছেন সেগুলি সংরক্ষিত আছে। সংস্থার সদস্যরা নিজেদের পরিচালকের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন সেগুলি কম আগ্রহজনক নয়। ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ তাঁর বন্ধু সম্পর্কে মন্তব্য করেন: 'আমরা কোন রকম আনুষ্ঠানিক নিয়মশৃঙ্খলার ধারে কাছে না গিয়ে স্বচ্ছন্দে, রাজনৈতিক কমরেডদের মতো দেখাসাক্ষাৎ করতাম। জোর্গে কখনও হুকুম দিতেন না। তিনি কেবল আমাদের বুঝিয়ে দিতেন, প্রথম পর্যায়ে কী করতে হবে, দ্বিতীয় পর্যায়েই বা কী করতে হবে কিংবা আমাদের কোন একজনকে উত্থাপিত সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বাতলে দিতেন, কোন ক্ষেত্রে কী করতে হবে সে সম্পর্কে আমাদের মতামত জিজ্ঞেস করতেন। বস্তুত ক্লাউজেন আর আমিই ছিলাম সচেতন কর্মী, আমরা প্রায়ই নিজেদের বিচার-

বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতাম। পরন্তু, গত নয় বছর ধরে, জোর্গে যখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, এরকম একব্যর কিংবা দুব্যরের ঘটনা ছাড়া তিনি সচরাচর কখনই অনুষ্ঠানসর্বস্ব মনোভাবের পরিচয় দিতেন না, এমনকি যখন দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হতেন, তখনও তাঁর আবেদন থাকত তাঁর প্রতি আমাদের বন্ধুত্বের মনোভাব ও আমাদের রাজনৈতিক চেতনার প্রতি, অন্য কোন রকম চাপ তিনি আমাদের উপর প্রয়োগ করতেন না। তিনি কখনও অন্যদের উপর চোখ রাঙাতেন না এবং কখনই এমন ব্যবহার করতেন না যাতে তাঁর আচরণকে হুমকিরূপে কিংবা অনুষ্ঠানসর্বস্ব নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমাদের গ্রুপের চরিত্র যে স্বেচ্ছামূলক ছিল এটাই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। মার্কসবাদী ক্লাবে যে পরিবেশ ছিল, আমাদের যৌথকর্মের গোটা পর্ব জুড়ে আমাদের মধ্যে সেই একই পরিবেশ বিরাজ করত। এর জন্য অংশত কৃতিত্ব জোর্গের ব্যক্তিগত গুণাবলীর, তবে আমার মনে পড়ে যে প্যারিসে কমরেডদের মধ্যে সম্পর্ক মূলত এই রকমই ছিল।'

দৈনন্দিন জীবনে জোর্গেকে অন্যদের তুলনায় বেশি করে দেখেছেন মাক্স ক্লাউজেন। 'রিখার্ড সব ব্যাপারেই ছিলেন সংযমী। প্রয়োজনবশত দলে পড়লেও অন্যদের চেয়ে তিনি বেশি পান করতেন না, তবে মোটের ওপর মদে তাঁর আসক্তি ছিল না। আমরা যখন দুজনে মিলিত হতাম তখন কদাপি মদ স্পর্শ করতাম না। আমাদের আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।...

'পশ্চিমে বলা হয় যে বহু নারীর সঙ্গে জোর্গের সংসর্গ ছিল, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তা মেলে না। যে সব নারীর সঙ্গে রিখার্ডের মেলামেশা ছিল তারা সকলে, এবং ওট্-এর স্ত্রীও, নিজেরা না জেনেশুনেই কখন কখন আমাদের কাজে সাহায্য করত। শিক্ষিত, উদ্দীপনাময়, কঠোর, কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কড়া, মনোযোগী ও সংবেদনশীল কমরেড, খাঁটি কমিউনিস্ট—এমনই ছিলেন রিখার্ড। জোর্গে ছিলেন গুপ্তকর্মিবাহিনীর অন্যতম মহিমান্বিত কর্মী।'

জোর্গের বুদ্ধিমত্তা ও পান্ডিত্যের প্রতি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জটিলতম প্রশ্ন উপলব্ধির ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার প্রতি, তাঁর নির্ভীকতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রতি ওজাকি ও মিয়াগি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; তাঁদের কাছে জোর্গে ছিলেন আদর্শ কমিউনিস্ট। জোর্গে নিরাসক্তভাবে কোন রকম বক্তৃতা ও বাগাড়ম্বর ছাড়াই অন্যকে শিক্ষা দিতে

পারতেন; পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি নিজে ইতিপূর্বে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন তা নিয়ে অন্যদের ভাবিয়ে তুলতে এবং তাদেরও সেই সিদ্ধান্তে আসতে তিনি বাধ্য করতেন।

সংস্থার পরিচালক রিখার্ড জোর্গে ছিলেন নিষ্কলঙ্ক, দৃঢ় প্রত্যয়ী মানুষ, তিনি তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির নিঃস্বার্থ সেবায়। প্রাচ্যের প্রবচনে বলা হয়: 'হীরকে মালিন্য স্পর্শ করে না।' তিনি ছিলেন এমন এক হীরক।

তাঁর গঠিত সংস্থা সূক্ষ্ম ভূকম্পলেখযন্ত্রের মতো আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে কোন ভূগর্ভ কম্পনে মুহূর্তের মধ্যে সাড়া দেয়। ১৯৩৩-১৯৩৫ সন ছিল সংস্থা গঠনের, তার বিকাশের ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভের মূলপর্ব, আর গ্রুপের পাঠানো সংবাদ বলতে তখন ছিল প্রাথমিক, মূল্যনির্ধারণধর্মী উপকরণ, কিন্তু ১৯৩৫ সন থেকে বিশ্বের ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিক্রমে সংস্থার কার্যকল্যাপ সজীবতা লাভ করে, সংবাদ গুরুত্ব অর্জন করে।

ওজাকি পূর্ব এশিয়ার সমস্যাসংক্রান্ত গবেষণা সমিতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, সাংবাদিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রবন্ধের লেখকরূপে তাঁর কর্মতৎপরতা প্রকাশ পায়। চীন বিশেষজ্ঞ হিশেবে প্রায়ই বিভিন্ন মহল থেকে, বিশেষত সরকারের কাছ থেকে নানা প্রশ্ন ওজাকি পেতেন। 'আমি প্রায়ই জাপানের বিভিন্ন স্থানে ভাষণদানের আমন্ত্রণ পেতাম বলে জনমত বিশ্লেষণের সুবর্ণসুযোগ আমার ছিল।'

ওজাকি যে ভাবে উঠতে শুরু করলেন তা মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। দস্যুবৃত্তি, সম্প্রসারণ আর মুনাফায় যাদের উৎসাহ তাদের উদ্দেশে তিনি গোপন চ্যালেঞ্জ জানালেন। না, এখন ওজাকি রীতিমতো সতর্ক। তিনি শাঁসাল রাজনৈতিক পত্রিকায় বড় বড় প্রবন্ধ লেখেন, চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীর বিশ্লেষণ সংবলিত এবং শান্ত ভঙ্গিতে লেখা ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সরকারী মহলে পর্যন্ত প্রভূত মর্যাদা পেয়ে থাকে। প্রশান্তমহাসাগরীয় সম্পর্ক বিষয়ক ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ওজাকি ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ স্থাপন করেন: ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'কন্‌টেম্‌পোরারি' পত্রিকা সানন্দে হোজুমির প্রবন্ধ ছাপায়। সেই বিদ্রোহী সাংবাদিক হোজুমি আর নেই, আছে চীন বিশারদ, বড় রকমের বিশেষজ্ঞ, দূর প্রাচ্যের দেশসমূহ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি। এই কারণে ১৯৩৬ সনে তাঁকে প্রশান্তমহাসাগরীয় সম্পর্ক বিষয়ক ইনস্টিটিউটের ইয়োসেমিট সম্মেলনে

জাপানের প্রতিনিধি করে আমেরিকায় পাঠানো হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি এক বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করেন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারলে বর্তে যান। এই সম্মেলনেই তরুণ কাউন্ট সাইওনজির সঙ্গে ওজাকির আলাপ হয়। সম্রাটের প্রাসাদে সাইওনজি বংশের বড় রকমের ভূমিকা ছিল, মিৎসুই ও সুমামোতো নামে দুই বড় বড় কন্সার্ণের সঙ্গে সাইওনজিদের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ছিল। তরুণ সাইওনজি জোর্গের সংস্থার পক্ষে জাপান-জার্মানি সম্পর্কের ব্যাপারে অমূল্য সংবাদের উৎস হতে পারেন। তবে আপাতত ওঁদের দুজনের মধ্যে আলোচনা হল প্রশান্তমহাসাগরীয় সমস্যাদি সম্পর্কে, তাঁদের কথাবার্তার বিষয় ছিল প্রশান্তমহাসাগরীয় দেশসমূহ, বিশেষত চীন।

পরবর্তীকালে জোর্গের সংস্থা নিয়ে মামলা চলার সময় আসামীর কাঠগড়ায় কাউন্ট সাইওনজি স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন: 'স্বল্প ভুরুওয়ালা, মোটাসোটা ও খানিকটা কমিক ধরনের, গরমকালের কিমানো গায়ে এই লোকটিকে আমি যখন প্রথম দেখলাম তখন রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম: ইনিই নাকি আশা-ভরসা উদ্রেককারী সেই চীন বিশেষজ্ঞ, যাঁর কথা একাধিকবার লোকে আমাকে বলেছে?'

টোকিওতে ওজাকি ফিরে এলেন যশের মুকুট নিয়ে, দূর প্রাচ্য সংক্রান্ত সবগুলি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তাঁকে নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করে। ওজাকি একের পর এক বই প্রকাশ করেন। আমেরিকানরা আজও বিস্মিত হয়: 'ওজাকি ছিলেন প্রচুর রচনার লেখক, চীন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে জাপানে তিনি প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। এটা রীতিমতো বিস্ময়কর যে চীন, জাপানী সমরবাদ আর কমিউনিজমের সমস্যার উপর যে ব্যক্তির এমন গভীর বোধ আছে, তিনি বহুবিধ বিষয় নিয়ে এত লেখা সত্ত্বেও তাঁর ভাবনাচিন্তা কিনা একবারও জাপানী সেন্সর ও পুলিশের সতর্ক নজর এড়িয়ে যেতে পারল!'

ওজাকির হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর কলেজের বহুকালের দুই বন্ধু— উসিবা ও কিসির কথা। দুজনেই এখন প্রিন্স কোনোয়ের ব্যক্তিগত সচিব। বন্ধুত্বটাকে ঝালিয়ে নিতে হয়। এখন তাঁরা জড় হন উসিবার ফ্ল্যাটে কিংবা কোন রেস্তোরাঁয়, আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলে। চীনের প্রশ্ন সকলকেই ভাবিত করে তোলে, এখানে ওজাকিকে আর পায় কে?

এই তিনসঙ্গীর আড্ডায় অচিরেই এসে জুটলেন প্রিন্স কোনোয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু কাজামি। তিনি চীন সমস্যা অনুসন্ধান বিভাগের প্রধান।

অভিজাত সভার সভাপতি, রাজসভাভুক্ত উচ্চ অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি ক্যেনোয়ে ফুজিমারো প্রধানমন্ত্রীর পদাকাঙ্ক্ষী।

উসিবা, কিসি ও কাজামি প্রিন্সের কাছে তাঁদের বন্ধু ওজাকির এত প্রশংসা করতেন যে শেষকালে কৌতূহলী কোনোয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার হল উসিবার ফ্ল্যাটে। চীন বিশারদটি প্রিন্সের মনে সুবিধাজনক ছাপ ফেললেন। প্রিন্স মনে মনে ভাবলেন যে ওজাকির মতো এমন সূক্ষ্মদর্শী চীন বিশেষজ্ঞ যে-কোন সময় কাজে আসতে পারেন। কোনোয়ের মতে, চীনের সঙ্গে যুদ্ধ—জাপানের নিষ্কৃতিলাভের উপায়। তিনি বড় ধরনের রাজনৈতিক খেলার মতলব আঁটছিলেন। দূর প্রাচ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের, বুদ্ধিমান মন্ত্রণাদাতার প্রয়োজন তিনি অনুভব করছিলেন।

সরকারী মহলের তথ্যাভিজ্ঞ লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে ওজাকির অনেক লাভ হল; জার্মানি-জাপান সম্পর্ক কী ভাবে বিকশিত হচ্ছে, এক্ষেত্রে কী কী গোপন প্রতিবন্ধকতা আছে তা তিনি সব সময় জানতে পারতেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারতেন।

মিয়াগি থাকেন তাঁর নিজের কাজ নিয়ে। তাঁর জীবনযাত্রা চলত সঞ্চিত অর্থের উপর: আমেরিকা থেকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন তিন হাজার ডলার। তাছাড়া তাঁর ছবির বেশ কাটতি হচ্ছিল, বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ভাষণ দিয়েও অর্থাগম হত। গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে জোর্গের সঙ্গে বেশির ভাগ সময়ই ওজাকি যোগাযোগ করতেন মিয়াগির মারফত। মিয়াগির সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। স্বামী এবং তরুণ শিল্পীটি যে কী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, শ্রীমতী ওজাকির সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। তবে মিয়াগিকে তাঁর ভালোই লাগত: লোকটি বেশ ভদ্র, অমায়িক, মার্জিত। শ্রীমতী ওজাকির ইচ্ছে, তাঁর মেয়ে মিয়াগির কাছে আঁকা শেখে। স্বামী আপত্তি করলেন না। মিয়াগির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে জোর্গে 'কেন্দ্রকে' জানান:

'চমৎকার যুবক, নিঃস্বার্থ কমিউনিস্ট, প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠিত নয়। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। এক মাসের চিকিৎসার জন্য

পাঠিয়েছিলাম, স্বাস্থ্যোদ্ধার কেন্দ্র থেকে পালিয়ে আসে, টোকিওতে কাজ করার জন্য ফিরে আসে।'

জোর্গে প্রধানত সংবাদ সংগ্রহ করতেন জার্মান দূতাবাস মারফত, আর অন্যান্য দেশের দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত সংবাদ দিয়ে সেগুলিকে বেশ ভালোমতো যাচাই করা যেত। কারণ এই যে প্রতিটি দূতাবাস—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একেকটি কেন্দ্র যেখানে সমগ্র রাজনৈতিক ও অন্য সংবাদ এসে জড় হয়। কারণ এই যে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক কী ভাবে বিকশিত হতে চলেছে, দূতাবাসগুলির কর্মীরা সে বিষয়ে সব সময় অবহিত থাকত। আর এই প্রশ্নেই জোর্গের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।

হাওয়াস প্রেস এজেন্সির প্রধান রবার্ট গিলিয়ান ও রয়টার এজেন্সির প্রতিনিধি জেম্‌স এম. কক্স-এর সঙ্গে ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের খুব খাতির ছিল। এঁরা দুজনে তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে নতুন নতুন সংবাদ যোগাতেন।

ভুকেলিচের কথায়: 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সংবাদ। জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধবিরোধের সম্ভাবনার কথা মনে রেখে আমরা সব সময় এই সংবাদ সংগ্রহ করতাম। আমি এই সঙ্গে যোগ করতে পারি যে এক্ষেত্রে আমরা যে কোন অছিলায় সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ কিংবা হামলার প্রসঙ্গ সর্বদা বিবেচনা করতাম, সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে যে জাপান আক্রমণ করা সম্ভব এমন অনুমান আমরা কখনই করি নি এবং তার ভিত্তিতে কোন কাজও করি নি। সুতরাং আমাদের সংবাদ বরাবরই হত এমন সমস্ত উপকরণভিত্তিক যার ফলে স্তালিনের পক্ষে বিপদ এড়ানো সম্ভব হত। এ ধরনের ভাষ্য বাস্তব পরিস্থিতির নেহাৎই সাধারণ ব্যাখ্যা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু জোর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের কাজের সামগ্রিক দিকনির্দেশ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যা জানতে পেরেছি তা থেকে আমার এরকমই ধারণা হয়। এ সবই আমার সেই প্রাথমিক ধারণা ও মতকে সমর্থন করে যে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কাজ করছি, আর সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিজের দেশে সমাজতন্ত্র গঠন করতেই হবে।'

বিভিন্ন সূত্র থেকে ব্রাঙ্কো অঢেল সংবাদ পেতেন, তাই যে সমস্ত পত্রপত্রিকার সঙ্গে তাঁর সংযোগ, তাদের জন্য চিত্তাকর্ষক উপকরণ তিনি যোগাতে পারতেন। সংবাদদাতা হিশেবে, সাংবাদিক হিশেবে তাঁর সম্মান

বেড়ে যায়। অর্থাগম হতে লাগল, ভুকেলিচ্ পরিবারের আর্থিক অনটন ঘুচল। এডিথের পক্ষে পুত্রকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফরও সম্ভব হল। অস্ট্রেলিয়ায় বাস করতেন এডিথের বোন। কিশোর পুত্রকে বিপদের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাকে অস্ট্রেলিয়ায় এডিথের বোনের অভিভাবকত্বে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

জার্মানি ও জাপানের মধ্যে কি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটতে চলেছে? সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাপানের গোপন কর্মপন্থা কী রকম? সামরিক অ্যাটাশে ও রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে জোর্গে ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে রিবেন্‌ট্রপ্ ও জেনারেল ওসিমার মধ্যে আলাপ-আলোচনা থেকে নির্দিষ্ট কোন ফল পাওয়া যায় নি। কিন্তু তার মানে কি এই যে উচ্চতর পর্যায়ে নতুন করে আলাপ-আলোচনা হবে না?

ইউরোপের প্রসঙ্গে বলতে হয় সেখানে ফাশিস্ত ব্যক্তি-উপাদান সক্রিয় হয়ে উঠছে। জাপানের ফাশিস্ত ভাবাপন্ন সামরিক মণ্ডলী এখন কী রকম আচরণ করবে?

সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়াকে লোকার্নো চুক্তির অন্তর্ভুক্তির জন্য ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লুই বার্তু চাপ দিয়েছিলেন। ১৯৩৪ সনের ৯ অক্টোবর ফ্রান্সে জার্মান সহকারী সামরিক অ্যাটাশে স্পেইডেলের নেতৃত্বে হিটলারী গুপ্তচরদল মার্সাইতে তাঁকে হত্যা করে। ঐ একই বছরে ফাশিস্তরা অস্ট্রিয়ায় অভ্যুত্থান ঘটায়, চ্যান্‌সেলর ডোল্‌ফুসকে হত্যা করে।

জোর্গে সবে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি অনুভব করলেন যে জাপান রাজনৈতিক সঙ্কটের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। প্রতি বছরই সামরিক মহলে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে চলেছে জেনারেল আরাকি ও জেনারেল মাজাকির নেতৃত্বাধীন 'তথাকথিত 'তরুণ অফিসারমণ্ডলী'। উক্ত 'অফিসারমণ্ডলী' খোলাখুলিভাবে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী প্রয়াস ব্যক্ত করছে। 'জ্যেষ্ঠ' সংস্থাগুলির সদস্যদের মতামত সরকারের কাছে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত, প্রতিনিধিরা সংস্থার ব্যাপারে সামরিকমণ্ডলীর হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন। 'তরুণ অফিসারমণ্ডলী' তাঁদের কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হল। অফিসারমণ্ডলী উৎপাদন, অর্থবিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রার উপর নিয়ন্ত্রণ দাবি করে, তাদের প্রয়াস ছিল জাপানের সম্পদকে সামরিক পথে

চালনা করা; তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ দাবি করে। 'তরুণ অফিসারমণ্ডলী' ছিল চরম প্রতিক্রিয়াশীল, চরম শোভিনিস্ট, ফাশিস্ত সংস্থা। সন্ত্রাসসৃষ্টিতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না।

'তরুণ অফিসারমণ্ডলীর' শাসনক্ষমতা প্রাপ্তির অর্থ হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি। আগ্রাসী সামরিকমণ্ডলীর নেতা জেনারেল মাজ্যাকি এই মর্মে আহ্বান জানান: 'পশ্চিমের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, বড় যুদ্ধের জন্য সেখানে মিত্রদের সন্ধান করতে হবে। জাপানের একার পক্ষে সামলানো কঠিন হবে।' ফাশিস্ত জার্মানির কথা মনে রেখেই যুদ্ধং দেহি জেনারেলের এই উক্তি।

এই কারণে জোর্গে একেবারে গোড়া থেকেই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে উক্ত সংগঠনের গতিবিধি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন, এর উপর তিনি সদাজাগ্রত নজর রাখতেন। ওজাকি ও মিয়াগির কাছ থেকে যে বিস্তৃত সংবাদ আসত তা থেকে সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের পর সোভিয়েত গুপ্তকর্মী সিদ্ধান্তে এলেন: 'তরুণ অফিসারমণ্ডলী' অভ্যুত্থানের আয়োজন করছে। ১৯৩৬ সনের ২০ ফেব্রুয়ারি পার্লামেণ্টের নির্বাচন, তার ফলাফলের উপর সব নির্ভর করছে। সামরিক অ্যাটাশে ও রাষ্ট্রদূত ফন ডিক্‌সনের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন যে 'তরুণ অফিসারমণ্ডলীর' লোকজন নিয়ে গঠিত নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে জার্মানির আপত্তি নেই, যদি সেই সরকার পারস্পরিক সামরিক সহায়তা বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় রাজী থাকে। কিন্তু অভ্যুত্থানের আয়োজন সম্পর্কে দূতাবাসের লোকজনের কিছুই জানা ছিল না।

জোর্গে ও ওজাকি নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎকারের সময় উদ্ভূত পরিস্থিতি বিশদ বিশ্লেষণ করলেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এলেন যে 'তরুণ অফিসারমণ্ডলীর' সাফল্যের তেমন সম্ভাবনা নেই; খোদ সামরিক মন্ত্রণালয়ে 'কণ্ট্রোল গ্রুপ' নামে যে শক্তিশালী দলটি আছে তা 'তরুণ অফিসারমণ্ডলীর' বিপক্ষে। জেনারেলদের এই গ্রুপটির চেষ্টা হল জাপানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সামরিকমণ্ডলীর ভূমিকা আরও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা, সে নিজে শাসনক্ষমতা দখলের অভিলাষী, তাই গোড়ার দিকে আইনসঙ্গত সরকারকে সে সমর্থন জানাবে, যাতে পরে তাকে ক্রীড়নক সরকারে পরিণত করা যায়। 'কণ্ট্রোল গ্রুপের' ভরসা—জেনারেল তেরাউচি, যিনি ছিলেন চীন সম্পূর্ণ দখলের কর্মসূচি প্রণেতা।

কেবল অফিসারদের আত্মপ্রকাশের পূর্বে মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা রাষ্ট্রদূতে ডিক্‌সন, সামরিক নৌবাহিনীর অ্যাটাশে ভেনেকার ও সামরিক অ্যাটাশে এইগেন ওট্‌-এর গোচরীভূত করা দরকার বলে জোর্গে বিবেচনা করলেন। তিনজনের কেউই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনার কথা বিশ্বাস করলেন না, জোর্গের কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। এই কারণে পরবর্তী ঘটনাবলী জার্মান দূতাবাসকে হতচকিত করে দিল। ইংরেজ, ফরাসী এবং মার্কিন দূতাবাসের কাছেও তা অপ্রত্যাশিত হয়ে দেখা দিল।

অফিসারদের অভ্যুত্থান শুরু হল ১৯৩৬ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারির ভোরবেলায়, পার্লামেন্টের নির্বাচনের কয়েক দিন পরে। জোর্গে যেমন আন্দাজ করেছিলেন তা-ই হল—'তরুণ অফিসারমন্ডলী' গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেইইউকাই পার্টি নির্বাচনে পরাজিত হল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাইতো, অর্থমন্ত্রী তাকাহাসি এবং 'তরুণ অফিসারমন্ডলীর' বিরুদ্ধপক্ষীয় অন্যান্য লোকজন অভ্যুত্থানকারীদের হাতে নিহত হলেন। এই একই সময় জাপ-মাঞ্চুরীয় সেনাবাহিনী মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণ করে বসল, কিন্তু মঙ্গোলিয়া নিজের রাজ্যসীমা থেকে তাদের হটিয়ে দিল। জোর্গে এবারে জাঁক করতে পারেন। এই ঘটনার অন্তরালবর্তী প্রস্তুতিপর্বের বিবরণও তাঁকে দিতে হল ডিক্‌সন, ভেনেকার ও ওট্‌-এর কাছে। 'ফেব্রুয়ারির ঘটনার' পর সংবাদদাতা জোর্গের মর্যাদা অভূতপূর্ব তুঙ্গে উঠল। বার্লিনে প্রেরিত বিবরণীতে রাষ্ট্রদূত সংবাদের উৎস হিশেবে জোর্গের উল্লেখ করলেন। জোর্গের এই কাজ পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তারূপে গণ্য হল।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী হলেন হিরোতা, সমরমন্ত্রী হলেন জেনারেল তেরাউচি। এই শাসকদের কাছ থেকেও ভালো কিছুই আশা করার ছিল না, যেহেতু মাজাকির মতো এঁরা দুজনেও ফাশিস্ত জার্মানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সমর্থকরূপে গণ্য হতেন। এই অশান্ত দিনগুলিতে 'বার্লিনার বুয়োরজেনৎসাইটুং'-এর নিজস্ব সংবাদদাতারূপে রিখার্ড জোর্গে উক্ত সংবাদপত্রে ২৬ ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ সহ সংবাদবিবরণী প্রেরণ করেন। এই সংবাদবিবরণী সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে, বহু দেশের বড় বড় সংবাদপত্রে ত পুনর্মুদ্রিত হয়; সোভিয়েত ইউনিয়নের 'প্রাভ্‌দা'য়ও তার সারমর্ম প্রকাশিত হয়। এদিকে জোর্গে জার্মানিতে একের পর এক প্রবন্ধ পাঠাতে লাগলেন—কেবল 'বার্লিনার বুয়োরজেনৎসাইটুং'-এ নয়, 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' সংবাদপত্রে এবং

'ৎসাইট্‌শ্‌রিফ্‌ট ফ্যুর গিওপলিটিক' সাময়িক পত্রেও। সবগুলি প্রবন্ধেই জাপানী সামরিকমণ্ডলীর ফাশিস্তপন্থী অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে পূর্বাভাস ছিল। এগুলিও দেখতে দেখতে গোটা দুনিয়ার পত্রপত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। সংবাদপত্র-জগতের তারকা জোর্গের দ্যুতি এর আগে কখনও এমন চোখধাঁধানো হয়ে দেখা দেয় নি। 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' এখন বিনা শর্তে তাঁকে স্বীকার করে নিল।

জোর্গের প্রবন্ধাবলী থেকে পাঠকসমাজের মনে এই ধারণাই হয় যে অভ্যুত্থান অবদমিত হলেও হিরোতার নতুন সরকার সেই সামরিক চরিত্রই বহন করে, রাষ্ট্রের পরিচালনা বস্তুত সমরমন্ত্রী জেনারেল তেরাউতির হাতে কেন্দ্রীভূত, আর তাঁর অভিপ্রায়ের সঙ্গে অভ্যুত্থানকারীদের অভিপ্রায়ের আসলে কোন তফাতই নেই। যারা সম্প্রসারণের পথ অবলম্বন করেছে সেই জাপানী সামরিকমণ্ডলীকে অর্থ যোগানো থেকে বিরত থাকার জন্য জোর্গে পশ্চিমের ব্যাঙ্ক-মহলকে আহ্বান জানান। সোভিয়েত সংবাদপত্র 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'র পর্যবেক্ষক দু-দুবার জোর্গের প্রবন্ধের ওপর ভাষ্য লেখেন। 'বার্লিনার বুয়োরজেনৎসাইটুং' পত্রিকার টোকিওস্থ এই সংবাদদাতাটি যে আসলে কে তা অবশ্য তাঁর জানা ছিল না। তিনি মন্তব্য করেন: 'সংবাদদাতা জোর দিয়ে বলছেন যে দেশ আগের চেয়ে অনেক বেশি করে জেনারেলবর্গের শাসনাধীন। সামরিক ষড়যন্ত্রের ফলে 'বিজয়ী যারা হল তারা বামপন্থী নয়, দক্ষিণপন্থী'।'

টোকিওতে ছিলেন তিনটি জার্মান সাপ্তাহিক পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রিন্স ফন উরাখ এখানে সরকারী ন্যাৎসী মুখপত্র 'ফেল্‌কিশার বেওবাখ্‌টার'-এর প্রতিনিধিত্ব করতেন; শিল্প-ম্যাগনেট স্টিনেসের 'ডয়শে আলগেমাইনে ৎসাইটুং' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা ছিল; আর ছিলেন জোর্গে — 'বার্লিনার বুয়োরজেনৎসাইটুং'-এর প্রতিনিধি। কিন্তু এখন জোর্গের স্থান হল প্রথম, তাঁকে জাপানে জার্মান প্রেসের সর্বাপেক্ষা গভীর, চিন্তাসম্পন্ন প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা হত। আর শত্রুর সংখ্যা যাতে না বাড়ে সেই উদ্দেশ্যে রিখার্ডকে নানাভাবে 'সমজীবীদের' তোয়াজ করে চলতে হত— বিশেষত প্রিন্স ফন উরাখকে। প্রিন্স লোকটি ছিলেন অহঙ্কারী, কলহপ্রিয়, কুচক্রী ও গুপ্ত মন্ত্রণাদাতাগোছের। হ্যাঁ, যশকে কৌশলে পরিচালনা করতে হয়...

গত কয়েক মাস ধরে জোর্গে উৎফুল্ল, তিনি হাসিঠাট্টায় মেতে আছেন।

কারণ এই যে একাতেরিনার চিঠি থেকে রিখার্ড জানতে পেরেছেন যে তিনি শিগগিরই সন্তানের পিতা হতে চলেছেন।

'সমস্ত ব্যাপারটা তুমি কী ভাবে সহ্য করবে এবং সব কিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে যাবে কিনা এই ভেবে আমি স্বভাবতই বড় চিন্তিত।

'চেষ্টা করো, যাতে আমি সঙ্গে সঙ্গে খবরটা পাই, কোন রকম দেরি যেন না হয়।

'আজ আমি বাচ্চার জন্য জিনিসপত্র ও পার্সেল পাঠানোর ব্যবস্থা করব, অবশ্য কবে তোমার কাছে পেঁছুবে তা একেবারেই অনিশ্চিত।

'আমাকে বলা হয়েছিল যে শিগগিরই তোমার চিঠি পাব। শেষকালে পেলামও। তোমার কাছ থেকে জীবনের লক্ষণ সম্পর্কে জানতে পেয়ে আমি অবশ্যই খুব খুশি, খুবই খুশি।

'তুমি কি তোমার মা-বাবার কাছে থাকবে? তাঁদের আমার নমস্কার জানাতে ভুলো না। তোমাকে যে আমি একা রেখে গেছি তার জন্য যেন ওঁরা রাগ না করেন।

'পরে আমি তোমার প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা ও অনুরাগ দিয়ে সবটা শোধরানোর চেষ্টা করব।

'আমার কাজ ভালোই চলছে, ওঁরা যে আমার কাজে সন্তুষ্ট, আশা করি সেকথা তোমাকে বলা হয়েছে।

'তোমার হাতখানি সবলে চেপে ধরি, তোমাকে গাঢ় চুমু দিই।

তোমার ইকা।'

রিখার্ড তাঁর চেনাপরিচিত লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে টোকিও ঘুরে ঘুরে বাচ্চার খেলনা আর জামা খুঁজে বেড়ান। এইগেন ওট্ যদি তাঁকে এমন কাজে লিপ্ত অবস্থায় দেখতে পেতেন তাহলে সম্ভবত অবাক হয়ে যেতেন, তাঁর ভাবনাচিন্তার ক্ষমতাই লোপ পেত। রিখার্ড—আর বাচ্চাদের খেলনা!.. রিখার্ড কেবল টোকিওর কড়া রোদে চোখ কোঁচকান, পিতার ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে তিনি নতুন করে গ্রিম ভাইদের ও এন্ডারসনের রূপকথা পড়ার সংকল্প করেন। সেগুলি ইতিমধ্যে তিনি অনেকটা ভুলেই গেছেন। তিনি হবেন আদর্শ পিতা।

কিন্তু তার পরই আসে ভয়ংকর চিঠি: একাতেরিনার ওপর দুর্ভাগ্য নেমে এলো—সন্তান ওঁদের হবে না! রিখার্ড দমে গেলেন।

উদ্বেগপূর্ণ এই কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম তিনি অনুভব করলেন যেন বুড়িয়ে গেছেন।

'বাড়ি থেকে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পেলাম, এখন আমি জানি যে আমি যা আন্দাজ করেছিলাম গোটা ব্যাপারটা তার চেয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম ঘটে গেছে।...

'আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি ভেবে কষ্ট পাই। এমন মেজাজ আমাকে পেয়ে বসে যে শিগগির, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বাড়ি যেতে চাই, যেতে চাই তোমার নতুন ফ্ল্যাটে। কিন্তু এ সবই আপাতত স্বপ্ন মাত্র, আমাকে ভরসা করে থাকতে হচ্ছে 'বুড়োর' কথার ওপর, আর তার মানে হল আরও বেশ খানিকটা সময় কষ্ট সহ্য করা।

'একান্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এখানে কঠিন, খুবই কঠিন, তবে যেমন আশঙ্কা করা গিয়েছিল তার তুলনায় অনেক ভালো।... মোটকথা, আমার অনুরোধ এই যে যখনই সম্ভব হবে তখন যেন তোমার কাছ থেকে সংবাদ পাই, কেননা এখানে আমি ভয়ানক নিঃসঙ্গ। এই অবস্থার সঙ্গে যত খাপ খাইয়েই নিই না কেন, এর পরিবর্তন করা গেলে ভালো হত।

'তোমার কুশল কামনা করি।

'আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, তোমার কথা ভাবি—বিশেষ করে যখন আমার খারাপ লাগে, কেবল তখনই নয়, তুমি সব সময় আমার পাশে পাশে আছ।...'

সকলের কাছ থেকে নিজের শোক তাঁকে লুকিয়ে রাখতে হবে, মেজাজের বশবর্তী হলে চলবে না।

ঘটনা, ঘটনা।... ফলে রিখার্ডকে সক্রিয় হতে হয়। ঘটনা তাঁকে ঔদাস্য থেকে উদ্ধার করে।

গুপ্ত কর্মচারীর সামনে দেখা দেয় এক অটল কর্তব্য: জার্মানি-জাপান সম্পর্কের উপর নজর রাখা। ঈষৎ পানোন্মত্ত অবস্থায় এইগেন ওট্ ভাসা ভাসা যে কথা উচ্চারণ করেন তা উদ্বেগজনক: জার্মানি ও জাপানের মধ্যে নতুন করে আলাপ-আলোচনা চলছে।

জোর্গে অপেক্ষা করছিলেন বুঝি ওট্ আরও কিছু বলেন, কিন্তু সামরিক অ্যাটাশে চুপ করে গেলেন। ঐ একই সন্ধ্যায় ভুকেলিচ্ জানালেন যে

জার্মানি ও জাপানের মধ্যে কোন এক ধরনের আলাপ-আলোচনা চলছে আন্দাজ করে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের দূতাবাসে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। জাপানী দূতাবাসের বার্তাবহদের যে অনবরত দু' দেশের রাজধানীর মধ্যে যাতায়াতের ধুম পড়ে গেছে তা থেকে এর সমর্থন মেলে।

মিয়াগি আর কালবিলম্ব করলেন না: তিনি সদরদপ্তরে তাঁর পরিচিত লোকজনের মারফত জানতে পারলেন যে টোকিওতে জার্মান বৈমানিকদের প্রতিনিধিদলের আগমন আশা করা যাচ্ছে আর জাপান ও 'তৃতীয় রাইখের' সেনাপতিমণ্ডলীর মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রমাণস্বরূপ এটা সম্ভবত বসন্তের প্রথম পাখি মাত্র।

ওজাকির সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় জোর্গে তাঁকে অনুরোধ করলেন, প্রিন্স কোনোয়ে ও তাঁর আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে যেন জানার চেষ্টা করেন এই সব জনরবের পেছনে আসলে কী আছে। 'কেন্দ্রে' প্রাথমিক সংবাদ জানানোর পর তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হল। জোর্গে অধীর হয়ে পড়লেন। তাঁর মন বলল: আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

অবশেষে জোর্গের যখন একেবারে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, এমন সময় সোজা তাঁর বাড়িতে এসে হাজির হলেন ওজাকি। পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই তিনি এলেন, নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করার মতো অবসর ছিল না: ১৯৩৬ সনের এপ্রিল থেকে বার্লিনস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূত ও রিবেন্ট্রপের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আলাপ-আলোচনা দীর্ঘকাল ধরে চলার কারণ এই যে জার্মানদের দাবি হল চুক্তি যেন সামরিক চরিত্রবহ হয়, কিন্তু জাপানীরা তাতে রাজী হচ্ছে না। ব্যাপারটা কোথায় গড়াবে বলা যায় না। দুজনেই বুঝলেন যে কালক্ষেপ করা উচিত নয়, এই কারণে মিয়াগিও আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। জোর্গে ক্লাউজেনকে ফোন করে সঙ্কেত বাক্য উচ্চারণ করলেন: 'মোসি, মোসি, আনোনে' ('হ্যালো, হ্যালো! শুনুন!'), বলেই তিনি রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। রিখার্ডের ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে ক্লাউজেনের যে সময় লাগল ততক্ষণ রিখার্ড সঙ্কেত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বেতারবার্তা পাঠানোর কাজ যখন শেষ হল তখনও তিনি স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারছিলেন না। শুরু হল কঠিনতম পর্ব, জটিলতম পর্ব: চুক্তির বিষয়বস্তু কী? উদ্দেশ যে সোভিয়েত-বিরোধী তাতে সন্দেহ নেই বললেই চলে।... তবু... এখন

সামরিক অ্যাটাশে আর রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে এক পা-ও পিছিয়ে থাকা চলবে না!

এপ্রিল কেটে গেল।... মে... জুন... ওট্ বললেন যে আলাপ-আলোচনা চলছে, তবে বিষয়বস্তু তাঁর জানা নেই। ডিক্‌সেন এ ধরনের বিষয় নিয়ে মুখ খুলতেই নারাজ।

জোর্গে অবসন্ন হয়ে পড়লেন, বুড়িয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শত্রুর কাছ থেকে গোপন রহস্য বার করার আশা তিনি ছাড়লেন না। একাতেরিনাকে তিনি লেখেন:

> 'আশা করি, শিগগিরই এমন ঘটনা ঘটবে যাতে আমার জন্য তুমি আনন্দিত হবে, এমনকি গর্বিত হবে এবং নিশ্চিত হবে এই জেনে যে 'তোমার মানুষটি' পুরোপুরি দরকারী লোক। আর তুমি যদি আমাকে প্রায়ই লেখ এবং বেশি করে লেখ তাহলে আমি ধারণা করতে পারব যে আমি 'প্রণয়ীও' বটে।...'

সহায়ক হল এক তথ্যসমৃদ্ধ আকস্মিক ঘটনা। অবশ্য তাকে যদি আকস্মিক ঘটনা বলা যায়। এ ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় বিপদের প্রতি সম্পূর্ণ অবজ্ঞার মনোভাব নিয়ে তিন বছরের নিদারুণ শ্রমে।

ডিক্‌সেনের জন্য গোপন নির্দেশ নিয়ে বার্লিন থেকে বিশেষ বার্তাবহ হয়ে এলো হাক্ নামে এক ব্যক্তি। সে ছিল 'হাইন্‌কেল' বিমান-সংস্থার কর্মী। জোর্গে এখন দিনে দুবার করে সামরিক অ্যাটাশের কর্মকক্ষে আসেন। সেখানেই তার সঙ্গে জোর্গের দেখা হয়ে গেল। দেখা গেল ওট্ ও হাক্ বহুকালের বন্ধু। জোর্গেকে দেখে হাকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: কেননা সে-ই ত বিখ্যাত সাংবাদিকটিকে প্রথম 'ইউঙ্কার্স'-এ বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিতে পাঠিয়েছিল! হাকের বিশেষত্ব ছিল প্রচুর ভাবপ্রবণতা আর রোমান্টিক ভাবকল্পনা। এই কারণে দু' বাহু প্রসার করে আলিঙ্গনের জন্য সে রিখার্ডের দিকে ধেয়ে গেল, তাঁকে প্রায় মাটিতে ফেলে দেয় আর কি! ভাবপ্রবণ লোকদের রিখার্ড বরদাস্ত করতে পারতেন না, কিন্তু এখন তিনি এমনই আন্তরিক গদগদ ভাব প্রকাশ করলেন, যে হাক্ তৎক্ষণাৎ তিনজনে মিলে ডিনারে যাওয়ার প্রস্তাব করে বসল। জোর্গে তাদের নিয়ে গেলেন 'লোমেইয়ের'-এ। এখানে আলাদা আলাদা কেবিন ছিল। কে যে কাকে আপ্যায়ন করছে তা বোঝা ভার হয়ে দাঁড়াল। তবে উদ্যোগটা রিখার্ডই

নিয়ে নিলেন। সুরার বন্যা চলল। জোর্গের আগ্রহ ছিল টৌকিওতে হাকের আগমনের উদ্দেশ্য জানার।এখন জার্মানি থেকে আগত যে কোন লোক, পরন্তু বিশেষ ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বার্লিনে যা যা ঘটছে তার উপর খানিকটা আলোকসম্পাত করতে পারে। কথায় আছে: তিনজনের কাছে যে গোপন রহস্য জানা, তা আর গোপন থাকে না। হাকের বেশ তাড়াতাড়ি নেশা ধরে গেল। নেশার ঘোরে বিখ্যাত সাংবাদিকের চোখে নিজের দর বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সে জানাল যে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে তারই ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। টৌকিওতে আগমনের আগে পর্যন্ত সে রিবেন্‌ট্রপ্, কানারিস ও রাষ্ট্রদূত মুসিয়াকোজির মধ্যে বার্তাবহ হয়ে যোগাযোগ স্থাপন করত। এবারে তাকে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সংযোগের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৌখিক ভাবে, কোন সাক্ষী ছাড়া মুখে মুখে সে কিছু বলতে পারে।

জোর্গে অতিথির পানপাত্রে আরও সুরা ঢেলে দিলেন।

কেবল পত্রিকার জন্য নয়: জাপানীরা জেদ ধরে আছে—যথাসময়ের আগে রুশীদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হতে চায় না। সামরিক চুক্তির খাতিরে হিটলার প্রশান্ত মহাসাগরে প্রাক্তন জার্মান অধিকারের অর্থাৎ বর্তমান জাপানী অধিকারের প্রশ্নও চেপে যেতে রাজী। কিন্তু মুসিয়াকোজির সেই একই কথা: তিনি সরকারের নির্দেশে পরিচালিত। এ ধরনের টালবাহানার ফলে চুক্তি সম্ভবত 'কমিণ্টার্ণবিরোধিতার' আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। বিশ্ব কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। এটা সর্বসাধারণের কাছে সহজেই বোধগম্য। এতে আর রাখা-ঢাকার কী আছে? হাক্ এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে আপস-মীমাংসাপ্রয়াসী দুপক্ষের কেউই মাঝপথে থেমে থাকবে না, বরং চুক্তিতে এমন আরও কিছু সংযোজন করবে যা সর্বসাধারণের পর্যালোচনার জন্য নয়!..

জোর্গের মন তখন ট্র্যান্সমিটারের দিকে। তিনি কোনরকমে ডিনার শেষ হওয়া অবধি বসে থাকলেন। দিনের বেলায় হাক্ রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকত, আর সন্ধ্যায় সে থাকত পুরোপুরি রিখার্ডের হেফাজতে, রিখার্ড তাকে দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতেন।

আবেগপ্রবণ হাক্ আতিথেয়তায় একেবারে বিগলিত হয়ে পড়ল। জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তার কথাবার্তা সে অক্ষরে অক্ষরে গুপ্তকর্মীটির কাছে প্রকাশ করে ফেলল। হাকের টৌকিও মিশন শেষ

হতে না হতেই সোভিয়েত গুপ্তকর্মী জোর্গে চুক্তিটির ধারাগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন। ইতিহাসে 'কমিণ্টার্ণবিরোধী' চুক্তিরূপে এই চুক্তি স্থান পাবে।

জোর্গে সৌজন্য দেখিয়ে সামরিক বিমানে পিকিং পর্যন্ত তাঁর নতুন বন্ধুর সঙ্গী হতে রাজী হলেন। হাক্ কৃতজ্ঞতায় গদগদ। কোন এক 'কেন্দ্র' থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের প্রামাণ্য দলিলপত্র চেয়ে যে রিখার্ডকে ডেকে পাঠানো হয়েছে এমন চিন্তা তার মাথায় খেলবে কী করে? এখানে তল্লাসির কোন আশঙ্কা নেই: গুপ্তকর্মীটি গোটা পোর্টফোলিও ঠেসে দলিলপত্র পুরে নিলেন। এমন সুযোগ কদাচিৎ মেলে।... সাফল্যে অনুপ্রাণিত জোর্গে পিকিংয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাকের সঙ্গ ছাড়ার চেষ্টা করলেন, 'কেন্দ্রের' বার্তাবহের সঙ্গে সাক্ষাতের তাড়া ছিল।

> 'গোড়াতেই, যে মুহূর্তে আমি জানতে পারলাম যে চুক্তির কোন এক রূপভেদ বিবেচিত হতে চলেছে, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে জার্মান শাসকমহল ও প্রভাবশালী জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দের কাম্য নিছক দুই দেশের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা নয়—ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক ও সামরিক জোটগঠন। মস্কো আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছিল, অর্থাৎ জার্মানি-জাপান সম্পর্কের বিশ্লেষণ—তা এখন নতুন আলোকে প্রকাশ পেল, যেহেতু এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না যে সেই সময় দুই দেশের মধ্যে প্রধানত যা বন্ধন রচনা করে তা হল সোভিয়েত ইউনিয়ন, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাদের বৈরী মনোভাব। যেহেতু আমি গোড়াতেই ওসিমা, রিবেন্‌ট্রপ্ ও কানারিসের মধ্যে বার্লিনে অনুষ্ঠিত গোপন আলাপ-আলোচনার বিষয়ে জানতে পাই, সেই হেতু আমার কার্যকলাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল দুই দেশের মধ্যবর্তী সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করা। চুক্তি সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনার সময় সোভিয়েত-বিরোধী অনুভূতির যে প্রাবল্য জার্মানি ও জাপান প্রকাশ করে তা মস্কোর পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ ছিল।'

এখন, বড় একটা কাজ যখন শেষ হল, কেবল তখনই রিখার্ড অনুভব করলেন অপরিসীম ক্লান্তি। স্নায়বিক দৌর্বল্য এসে তাঁর উপর ভর করেছে।

'কেন্দ্রের' বার্তাবহ ব্যক্তিটি জোর্গের মনের অবস্থা বুঝতে পেয়ে

একাতেরিনার প্রসঙ্গ আর সোভিয়েত ইউনিয়নের কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও তিনি শান্ত হলেন না, সান্ত্বনা পেলেন না। স্পেনের ঘটনাবলী, ইতালীয়-জার্মান হস্তক্ষেপের ঘটনা তাঁকে ভাবিত করে তুলল। ফাশিস্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে কমিউনিস্টরা যায়, তারা স্পেনীয় গণফ্রণ্টের সৈনিক হয়। প্রজাতন্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা হলেন বের্জিন। ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের ভাই স্পেনে যুদ্ধ করছিলেন। রিখার্ডের মনে হতে লাগল, তাঁর স্থান এখন ওখানে, সংগ্রামরত স্পেনে। বার্তাবহ একাতেরিনার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এলো—খুশির আমেজে ভরপুরচিঠি। কিন্তু রিখার্ড ঠিকই জানতেন যে এই খুশি কৃত্রিম, একাতেরিনা মনমরা হয়ে আছে, আর এ সবের জন্যই দায়ী তিনি।

'...মাঝে মাঝে তোমার জন্য আমার উদ্বেগ হয়। তার কারণ এই নয় যে তোমার জীবনে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, কারণ এই যে তুমি একা আর অনেক দূরে। আমি সর্বদা নিজেকে জিজ্ঞেস করি—এমন করা কি শোভা পায়? আমার সঙ্গে পরিচয় না হলে তুমি কি এর চেয়ে সুখী হতে পারতে না?.. এই সমস্ত চিন্তা আমাকে ব্যাকুল করে তোলে, তাই তোমাকে একথা লিখছি, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ ক্রমেই বেড়ে চলছে; এর আগে বাড়ি ফেরার, তোমার কাছে ফেরার এত তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর অনুভব করি নি।

'কিন্তু এটা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে না; তাই ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ে যায় গৌণ। আমি এখন যথাস্থানে আছি, জানি যে আরও কিছুকাল এই ভাবে চলবে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি চালানোর ব্যাপার আমার কাছ থেকে আর কে নিতে পারে সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।...'

এর আগে বার্তাবহ বহুবার জোর্গের সঙ্গে দেখা করেছে, কিন্তু এই প্রথম নিঃশঙ্ক গুপ্তকর্মীর চোখে সে জল দেখতে পেল।

পরিস্থিতির উপর জোর্গের কর্তৃত্ব

জোর্গের সংস্থার কর্মদক্ষতার কল্যাণে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার অনেক আগেই জার্মানি ও জাপানের মধ্যে 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তির' সংবাদ সোভিয়েত সরকারের গোচরীভূত হয়।

ওজাকির কথায়, গোপন পরিষদের সভায় নাকি উল্লেখ করা হয়: 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তির' সংলগ্ন গোপন সংযোজনীর প্রধান বিষয় হল এই যে জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সামরিক সঙ্ঘর্ষ ঘটলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জার্মানিরও মুখোমুখি হতে হবে। ঘটলে ...কিন্তু এমন ঘটনা এখন বাস্তব কি?.. চীনের ব্যাপারে জাপান ও জার্মানির বিরোধিতা অত্যন্ত তীব্র। জাপানীদের রিখার্ড ভালোমতো জানতেন। আর জার্মানদের জানতেন পুরোপুরি। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ারও আগে চীনে জার্মান অর্থনৈতিক প্রতিনিধিদলের আগমন ঘটে। উক্ত প্রতিনিধিদল রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কে চীন সরকারের সঙ্গে অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষর করে। জার্মানরা চিয়াং কাইশেককে অস্ত্রশস্ত্র ও নিজস্ব পরামর্শদাতা সরবরাহ করে চলছে। সবগুলি ব্যাপারকে মেলানো যায় কী করে? ওজাকি জানতে পারলেন যে জার্মানি ও জাপানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা যখন রীতিমতো পুরোমাত্রায় চলছিল সেই সময় জাপানের সমরমন্ত্রণালয় সরকারের বিবেচনার জন্য বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত এক কর্মপন্থা উত্থাপন করে। তাতে সমগ্র চীন দখলের এবং উত্তর চীনকে 'বিশেষ কমিউনিস্ট-বিরোধী ও জাপানপন্থী এলাকায়' পরিণতকরণের পরিকল্পনা আছে। চীনে জার্মান কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা জাপানীরা মোটেই মেনে নেবে না। এখানেই বিরোধের গোটা জট।

ওজাকি ও রিখার্ড পরিষ্কার বুঝতে পারলেন যে হিরোতার সরকার বেশিদিন শাসনক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। সরকারে সামরিকমহলের আধিপত্য 'জ্যেষ্ঠদের' সংস্থাগুলির দিক থেকেও বিরোধিতার উদ্রেক করল। নভেম্বরে খাঙ্কা হ্রদের তীরবর্তী সোভিয়েত ভূখণ্ডের উপর জাপানী সেনাবাহিনীর হামলা কলঙ্কজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। শেষ পর্যন্ত হিরোতার সরকারকে ইস্তফা দিতে হল। জেনারেল হাইয়াসির নতুন সরকারেরও পতন ঘটল।

এবারে, ১৯৩৭ সনে শাসনক্ষমতায় এলেন প্রিন্স কোনোয়ে। প্রিন্স কেবল রাজদরবারের উচ্চ শ্রেণীর অভিজাতবর্গের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নন, লগ্নি পুঁজি আর সেনাপতিমণ্ডলীর সঙ্গেও তাঁর যোগ আছে। তিনি ছিলেন এক ধরনের আপসপন্থী ব্যক্তি। শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরোধিতা ছিল তা মেটানো, তাদের ঐক্যবদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য হয়ে দেখা দিল।

জোর্গের সংস্থা আরও এক ধাপ ওপরে উঠে গেল: ওজাকির মারফত মন্ত্রীদের ক্যাবিনেটে এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার সরাসরি

প্রবেশাধিকার। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রিন্স কোনোয়ে তাঁর বন্ধু ওজাকিকে বিস্মৃত হন নি, বরং তাঁকে নিজের আরও কাছে টেনে নিলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী মনে মনে একটা মতলব আঁটছিলেন, তাই চীন সংক্রান্ত এমন এক তুখোড় বিশেষজ্ঞের দরকার তাঁর হয়ে পড়ল যিনি সূক্ষ্ম জ্ঞান ও বিশ্লেষণমূলক বুদ্ধির অধিকারী। কোনোয়ে নিজে ছিলেন পূর্ব এশিয়ার সমস্যাবলীবিষয়ক বিজ্ঞানসমিতির প্রধান। এখানেই, কাজামির অধীনে কাজ করার জন্য ওজাকিকে প্রিন্স আমন্ত্রণ জানালেন। হোজুমি সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তার কারণ হল এই যে এখন তিনি রাষ্ট্রের রাজনীতির অংশীদার হতে চলেছেন এবং নিজের প্রতিপত্তির সাহায্যে কোন না কোন ভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। আর বড় কথা হল জোর্গের সংস্থা সরাসরি সংবাদ পেতে পারে।

কোন মানুষ যখন বড় আদর্শের প্রেরণায় কাজ করে তখন সবচেয়ে অসম্ভবও তার পক্ষে সম্ভব হয়। ওজাকি সমিতির কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে না উঠতেই প্রিন্স তাঁকে কাজামির বদলে চীনা বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত করলেন; কাজামি এখন হলেন কোনোয়ের ক্যাবিনেট সেক্রেটারী। কাজামি আকিরা তাঁর বন্ধু ওজাকিকে খুবই ভালোবাসতেন, ওজাকির পদোন্নতির ব্যাপারে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। ওজাকিকে ত প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছে করলে সরকারে তাঁর বেসরকারী উপদেষ্টাও করতে পারেন!.. তবে তার সময় এখনও আসে নি।

ওজাকির কলেজ জীবনের বন্ধুরা—উসিবা এবং কিসিও প্রধানমন্ত্রীর সচিব হলেন। তাঁরাই প্রিন্সকে 'প্রাতরাশগোষ্ঠী' গঠনের মন্ত্রণা দিলেন, বল্যাই বাহুল্য ওজাকিও সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্ত হলেন। এই ভাবে সরকারে দেখা দিল এক বেসরকারী তথ্য-আলোচনা-সমিতি। ওজাকি এখানে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেন। প্রিন্স প্রাতরাশ এবং দ্বিপ্রাহরিক আহারের সময়ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতেন। ওঁরা সকলে উসিবার বাড়িতে জমায়েত হতেন, সাকে পান করতেন, মতামত বিনিময় করতেন; উসিবার বাড়ির বেসরকারী সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ প্রিন্সের ভালো লাগত, সেখানে তাঁরা যে-কোন সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারতেন। প্রধানমন্ত্রীর ওপর রাষ্ট্রের কাজের বেশি চাপ থাকায় গোড়ার দিকে তিনি দু' সপ্তাহে একবার আসতেন, পরে ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ চলতে থাকে।

এই সব সাক্ষাৎকারের সময় কথাবার্তা হত চীন সম্পর্কে। ওজাকি আগের

মতোই এই মত পোষণ করতেন যে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে নামলে জাপান নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে। পরন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া বিপজ্জনক। এ ধরনের যুদ্ধ চালানোর পক্ষে জাপান অত্যন্ত দুর্বল। প্রিন্স বিরোধিতা করেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ করার কোন অর্থ হয় না। আচ্ছা, জাপান যদি সূচনা হিশেবে চীনের সম্পদ দখল করে, মাঞ্চুরিয়াকে জাপানের সামরিক-অর্থনৈতিক ঘাঁটিতে পরিণত করে?.. কোয়ান্টুং বাহিনীর সদরদপ্তর বিশদ একটা কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। অর্থনীতি সামরিকীকরণের পরিকল্পনাও তৈরি করা হয়েছে। বছরের শেষে জাপানী সেনার সংখ্যা হতে হবে দশলক্ষ। কোয়ান্টুং বাহিনীর সদরদপ্তরের প্রধান জেনারেল তোজোর মতে, চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণের এবং অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের সর্বাপেক্ষা অনুকূল সময় এসেছে।...

কিন্তু আপাতত কথাবার্তা কথাবার্তার পর্যায়েই রয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বন্ধুদের বাজিয়ে দেখলেন, তাঁর জানার ইচ্ছে ছিল চীনে যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে ওঁরা কী মনে করেন। কিন্তু মাথায় তাঁর অন্য মতলব ছিল। ইতিমধ্যে তিনি চীন বিশেষজ্ঞের সমস্ত সন্দেহকে আমল না দিয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।

জাপান সরকারের পরিকল্পনা কী? সে তার প্রধান আঘাত কোন দিকে পরিচালনা করতে চায়? সমস্ত বয়সের লোকজনকে এত তাড়াহুড়ো করে সেনাবাহিনীতে সামিল করা হচ্ছে কেন? উত্তর চীনে রোজ রাতের বেলায় জাপানী সেনাবাহিনীর তালিম চলছে। একান্তই গোপনীয় দলিলে সেনাবাহিনী ও সরকারের রাজনীতির ঐক্যবন্ধনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ দলিলেই সামরিক উপকরণ উৎপাদনের পরিকল্পনাও আছে। জাপান স্পষ্টতই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। কার বিরুদ্ধে?.. এমনও ত হতে পারে যে সুস্থ মস্তিষ্কের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে জার্মানির ভরসায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে?..

জোর্গে পরামর্শ দিলেন ওজাকি যেন প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করেন। প্রতিটি দিন মূল্যবান, অথচ আর কোন উপায়ও হাতের কাছে নেই। সরাসরি প্রশ্ন করে ওজাকি সন্দেহভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিলেন, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা ও জাপানের নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি হলেন নির্ভীক, দুঃসাহসী। পরের বারের প্রাতরাশেই তিনি উঁচু গলায় বললেন যে চীনের

প্রশ্ন সংক্রান্ত পরিকল্পনাটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছে তাঁর আছে, কেননা তা বিশ্লেষণের সুযোগ পেলে তিনি সরকারের জন্য যোগ্য মানের সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। প্রিন্স ভাবনায় পড়লেন। তিনি বৈদেশিক নীতির উপর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এক্ষেত্রে ওজাকির মতো বিশেষজ্ঞের মতামত তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী কঠোরতম গোপনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে দলিলের সঙ্গে পরিচিত তিনি হতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে বিশেষজ্ঞকে পৃথক কামরা দেওয়া হবে, সেখানে তিনি কিছু সময়ের জন্য পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন।

এত সহজে বিজয় ওজাকি আশা করেন নি, তিনি হতচকিতই হয়ে গেলেন। বলাই বাহুল্য সারা রাত তিনি চোখের পাতা ফেলতে পারলেন না। সকালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে এলেন। এখানে সকলে তাঁকে ভালোমতো জানত, কোনোয়ের নির্দেশে তাঁকে অবিলম্বে আলাদা কামরায় নিয়ে গিয়ে একান্ত গোপনীয় দলিল তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। তারপর দরজা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। দলিল পড়তে যাওয়ার আগে ওজাকি কান পেতে শুনলেন। দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন—দেখা গেল বাইরে থেকে বন্ধ। প্রতিটি ফাঁকফোকর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন, বোঝার চেষ্টা করলেন কোথা থেকে গোপনে তাঁর ওপর নজর রাখতে পারে। তিনি এখন জাপান সাম্রাজ্যের পবিত্রতম স্থানে; কোন রকম নজর না রেখে অমনি অমনি অত বড় রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল হাতে ধরিয়ে দিয়ে এখানে লোকে কাউকে নিরিবিলিতে রেখে যেতে পারে এটা তাঁর কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। ওজাকি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজে নামলেন। চটপট কাজ করা দরকার, কেননা দলিল তাঁকে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট কয়েক মিনিটের জন্য। তিনি পকেট থেকে ক্যামেরা বার করলেন, আরও একবার কান পেতে শোনার পর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার ছবি তুলতে লাগলেন। ভারী দরজার ক্যাঁচকোচ আওয়াজ উঠল। ঘরে প্রবেশ করল দপ্তরের জনৈক কর্মচারী। ওজাকি কোনক্রমে ক্যামেরাটি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলার অবকাশ পেলেন। ওজাকির পকেটটা ফুলে আছে। কর্মচারীটি মনোযোগ দিয়ে সে দিকে তাকিয়ে দেখল, জিজ্ঞেস করল বিশেষজ্ঞ মহাশয় চা পান করবেন কি না। ওজাকি 'না' বলতে সে চলে গেল। স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টায় ওজাকি কয়েকবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন; শান্ত হওয়ার পর আবার কাজে হাত দিলেন।

এবারেও প্রায় নিঃশব্দে কর্মচারীর আবির্ভাব। আবার বিশেষজ্ঞের উদ্‌গত পকেটের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাল। ওজাকি মুচকি হেসে তাচ্ছিল্যভরে পকেট থেকে দলা পাকানো রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন। (ক্যামেরাটি তিনি হুঁশিয়ার হয়ে প্যান্টের পকেটে গুঁজে ফেলেছিলেন।) এবারে কর্মচারীটি 'না' বলা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা চা নিয়ে এলো। যেন অমনি কথার কথা বলছে এই ভাবে আরও একবার মনে করিয়ে দিল যে দলিল থেকে কোন রকম নোট নেওয়া চলবে না। 'আরে না না, এসব গোপন তথ্য আমি অনেক আগেই জানি!' তাচ্ছিল্যভরে ফাইলটি কর্মচারীকে ফেরত দিয়ে বিশেষজ্ঞ বললেন, 'আসলে প্রিন্সেরই নির্দেশে কিছু কিছু ব্যাপার খুঁটিয়ে দেখার কথা আমার ছিল।' কর্মচারীটি একেবারেই মিইয়ে গিয়ে 'শ্রদ্ধাভরে কণ্ঠস্বর নামিয়ে' মৃদু হাসতে লাগল। সে যে দু' দুবার কোন সাড়া না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল, প্রধানমন্ত্রীর বন্ধুকে সে যে খানিকটা অবিশ্বাসও করেছে এই ভেবে সে কিছুটা অস্বস্তিও বোধ করল। কিন্তু চাকরী চাকরীই। আরে না, মিস্টার ওজাকিকে সে এতটা বিশ্বাস করে যে তাঁর নোটবইও সে পরীক্ষা করে দেখবে না আর রক্ষীকে হুকুম দিচ্ছে তাঁকে যেন নির্বিঘ্নে যেতে দেওয়া হয়! কর্মচারীটি সৌজন্য ও বিনয়ের অবতার। কিন্তু এই অমায়িক হাসির পেছনে কী লুকিয়ে আছে কে জানে? হয়ত সে ক্যামেরা দেখেই ফেলেছে, আর এখন হয়ত আমাকে নিয়ে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করছে? হয়ত ইতিমধ্যে রক্ষীকে সতর্কও করে দিয়েছে?..

প্রহরীদের সারি আর কম্যাণ্ডাণ্টের অফিস পেরিয়ে ওজাকি অবশেষে রাস্তায় এসে পড়লেন। শহরের এদিক-ওদিক ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করে তিনি জোর্গের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। প্রবেশপথের সামনে বাতি জ্বলে ওঠে। তার মানে, জোর্গে বাড়িতে আছেন, ফ্ল্যাটে বাইরের কোন লোক যে নেই এটা তারই সঙ্কেত। এখন ঘরে ওঁরা দুজনে। রিখার্ড মূল বিষয়টি জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 'জাপান নিকট ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছে না! সে চীন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে...' এই বলে ওজাকি ক্যামেরা সমর্পণ করে স্থান ত্যাগ করলেন।

ব্রাঙ্কো উত্তেজিত। অন্ধকার ঘরে লাল আলো জেলে তিনি কাজ করেন। ভয় হয় ফিল্ম পাছে নষ্ট না হয়ে যায়। বেশি এক্সপোজড হতে পারে, কমও হতে পারে।... ফিল্ম হল তথ্যগত প্রমাণ। প্রথমে তা পাঠানো হবে সাংহাইয়ে, পরে ওখানে... মাক্‌স ক্লাউজেন ইতিমধ্যেই সংবাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'কেন্দ্র' প্রামাণ্য দলিল চায়। সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা লোকে ডিউটিতে মোতায়েন আছে। সংবাদটি স্পষ্টতই সকলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। অবিলম্বে, এক্ষুনি পাঠাতে হবে। গোটা পরিচালনকেন্দ্র সজাগ হয়ে উঠেছে। ছবিগুলি ভালোই উঠেছে। মিয়াগি প্রজেক্টর ল্যাম্প দিয়ে সেগুলি দেখে তার বয়ান জাপানী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করবেন। সংস্থার বার্তাবহ আম্রা ক্লাউজেন 'কেন্দ্রের' বার্তাবহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সাংহাইয়ে যাওয়ার তোড়জোড় করছেন।

সাংবাদিকদের একটা দল হৈ হুল্লোড় করতে করতে রাঙ্কোর বাড়িতে এসে ঢুকে পড়ল। তারা আছে নিজেদের তালে: স্বাস্থ্যনিবাসে তোলা কিছু ফিল্ম ডেভালপ করতে হবে। স্ত্রী এডিথ বিমূঢ় হাসি হেসে তাদের কাছে 'একান্তে' জানান যে স্বামী ভিউ-কার্ড তৈরি করছেন, তাই কারও যাওয়ার হুকুম নেই। ব্যাপারটা যদি পুলিশের কানে যায়... আর বলতে হবে না— সাংবাদিকরা গুরুত্ব বুঝতে পেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সরে পড়ে।

মিয়াগি গোপন দলিলের সমর্থনে নতুন সংবাদ নিয়ে এলেন। সমরমন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্ণেল, শখের শিল্পী ছিলেন মিয়াগির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি মিয়াগিকে একটা ভালো কাজের প্রস্তাব দেন: সমরমন্ত্রণালয়ে প্রতিরূপ নির্মাণের ভালো বিশেষজ্ঞ দরকার। স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা গঠন বিভাগে বিশেষ গৃহে চীনের বিশালাকার মানচিত্রের এক প্রতিরূপ তৈরি হচ্ছে। মনে হয় শিগগিরই কিছু একটা ঘটতে চলছে! মাঞ্চুরিয়া দখলের আগেও ঠিক এই ধরনেরই একটি প্রতিরূপ গড়া হয়েছিল।... মিয়াগি ধন্যবাদ জানালেন। দুর্ভাগ্যবশত তিনি প্রতিকৃতি-শিল্পী, ভৌগোলিক সংস্থান ও সামরিক ব্যাপারে তাঁর কোন ধারণাই নেই। স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা গঠন বিভাগের বড় কর্তার স্ত্রী যদি প্রতিকৃতির অর্ডার দিতে চান তাহলে...

জাপ সরকারের এই সমস্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জার্মানির ভূমিকা কী ধরনের? ফন ডিক্‌সনের কর্মকক্ষে এসে জোর্গে জানালেন যে তিনি চীনে যাওয়ার আয়োজন করছেন, চিয়াং কাইশেকের সেনাবাহিনীকে তালিম দেওয়ার কাজে লিপ্ত জার্মান সামরিক মিশন পরিদর্শনে তিনি ইচ্ছুক। রাষ্ট্রদূতের ভাবে আপত্তি প্রকাশ পেল। অবশেষে তিনি জাহির করতে পারলেন যে তথ্যাভিজ্ঞতায় তিনি সর্বজ্ঞ জোর্গেরও এক কাঠি ওপরে: জাপানের সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী চীন থেকে নিকট ভবিষ্যতে সামরিক মিশন ফেরত নিয়ে যাওয়ার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তার সঙ্কেত বার্লিনকে দিয়েছে। তাই সম্ভবত

জেনারেল ফাল্‌কেনহাউজেন ইতিমধ্যে তল্পিতল্পা গোটাতে শুরু করেছেন।...

জোর্গে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করলেন। রাষ্ট্রদূতের ঘর থেকে বেরিয়েই তিনি তীরবেগে মোটরসাইকেল চালিয়ে দিলেন তিগাসাকির দিকে। আর কোন সন্দেহ নেই: জাপান চীন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে! তা হলেও জার্মানি এটা কী ভাবে নেবে?.. বড় রকমের বিরোধের সম্ভাবনা আছে!

...ক্লাউজেনরা জাপানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। 'ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি' থেকে আয় হচ্ছে, বাড়তি অর্থ আসছে। টোকিওর গ্রীষ্মকালীন গুমোট আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে ক্লাউজেনরা ইয়োকোহামার কিছুটা পশ্চিমে, তিগাসাকিতে সমুদ্রের ধারে বাগানবাড়ি কিনেছেন। পিলারের ওপর খাড়া করা ছোট্ট বাড়ি। বাড়ির নীচে মাক্‌স রেডিও স্টেশনের জন্য গোপন কুঠুরি বানিয়েছেন। ছোটখাটো বাগান আছে। তিনশ মিটার দূরে বেলাভূমি। ক্লাউজেনদের এখানে বিশ্রাম করতে রিখার্ড ভালোবাসতেন।

কিন্তু এখন তিগাসাকিতে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য মোটেই বিশ্রাম নেওয়া নয়। আন্নাকে কালই সাংহাই যেতে হবে! মাইক্রোফিল্ম আর মাইক্রোফিল্ম... এগুলিকে নিয়ে যেতে হবে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে। কাজটা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, বিরাট ঝুঁকির কাজ। সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য বলে কথা! মাক্‌স দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আন্না নীরবে রিখার্ডের কাছ থেকে জিনিসগুলি নিলেন। দরকার হলে আজই তিনি যেতে প্রস্তুত।...

এই আশ্চর্য মহিলার সাহসে শ্রদ্ধা প্রকাশ না করে পারা যায় না: তিনি সব সময় জোর্গের সমস্ত নির্দেশ পালন করেছেন, অলক্ষ্যে, এমন ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করে গেছেন যা পুরুষেরও ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে। কর্তব্য, নিঃস্বার্থপরতা—এই সব বড় বড় কথা তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি সাহায্য করতেন স্বামীকে, রিখার্ডকে, আর মনে মনে গর্ব বোধ করতেন এই ভেবে যে তাঁকে বিশ্বাস করে দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার দেওয়া হয়।

আন্না সাংহাই যাত্রা করলেন যেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। তিনি মূল্যবান মাইক্রোফিল্মগুলি নিয়ে চললেন। সবই ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু সাংহাইয়ে পুলিশ ব্যাপক তল্লাসির আয়োজন করেছে। যাত্রীদের দলে দলে ভাগ করা হয়েছে। মেয়েদের আলাদা করে কেবিনে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাদের পুরোপুরি পরীক্ষা করা হচ্ছে। ডেক-এর কাছাকাছি গিয়ে মাইক্রোফিল্মগুলিকে যে জলে ফেলে দেবেন সে উপায়ও

আম্মার ছিল না। ভিড় অবিরাম তাঁকে ঠেলে দিচ্ছিল ইনস্পেকশেনের দিকে। তিনি প্রায় ল্যাডারের কাছাকাছি। এখনি তাঁকে কেবিনে সরিয়ে নিয়ে যাবে। মাইক্রোফিল্মের মূল্য যে কী তা তাঁর জানা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়বেন মাক্স, রিখার্ড।... নিজের জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু মাক্স, মাক্স... ও যে একটা বড় শিশুর মতো! ইনস্পেক্টরটাকে যদি ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া যেত!..

কিন্তু তাঁর ভাগ্য ভালো। ইনস্পেক্টরদের শিফট বদল শুরু হল। ইনস্পেক্টরদের মধ্যে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছিল সেই ফাঁকে আম্মা তাদের একজনের পিঠের আড়াল দিয়ে বেরিয়ে পাড়ে এসে হাজির হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিক্সা ডাকলেন। অন্ততপক্ষে দুজন রিক্সা তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল, স্টীমার থেকে, ইনস্পেক্টর আর পুলিশের দৃষ্টি থেকে তিনি আড়াল হয়ে পড়লেন।

এক ঘণ্টা বাদে তিনি 'কেন্দ্রের' বার্তাবহের হাতে মাইক্রোফিল্ম অর্পণ করলেন।

...চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত যে নেওয়া হয়ে গেছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার পর ওজাকি দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন: তিনি মনেপ্রাণে এই যুদ্ধের বিরোধী। এর পরিণতি যে কী তা তাঁর জানা আছে! সামরিকমণ্ডলী ঠাণ্ডা মাথায়, বিচার-বিবেচনা করেই যেন জাপানকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁদের দীর্ঘকালীন আলাপ-আলোচনায় প্রিন্স কোনোয়ের কি কোন উপলব্ধিই হল না? ওজাকি ছুটে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, তাঁর বন্ধু কাজামির কাছে, প্রিন্সের উপর নিজের প্রভাব খাটানোর জন্য তিনি কাজামিকে অনুনয়বিনয় করতে লাগলেন। কাজামি হেসে বললেন, 'প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে, উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।' ওজাকি কোনোয়ের ব্যক্তিগত সচিব উশিবার কাছে গেলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলেন। কথাটা কী নিয়ে হবে বুঝতে পেরে কোনোয়ে সাক্ষাৎকারে অসম্মত হলেন। ওজাকি হতাশ হয়ে পড়লেন। শেষকালে নিজের বন্ধুদের এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরাগভাজন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই তিনি 'নানকিং সরকার' শিরনামায় 'তিউও কোরোন' পত্রিকায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। তাতে চীনে জাপানের সামরিক হঠকারিতার রাজনীতি তীব্র সমালোচিত হয়। কিন্তু জেদী বিশেষজ্ঞটিকে বহিষ্কারের

কোন মতলব কোনোয়ে প্রকাশ করলেন না, বরং কিছুই যেন ঘটে নি এই ভাবে পরবর্তী প্রাতরাশে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন।

১৯৩৭ সনের ৭ জুন লুগোউইৎসিয়াও-এর (পিকিং-এর বারো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জনবসতি) ঘটনা থেকে চীনে যুদ্ধ শুরু হল।

১১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী কোনোয়ে, সমরমন্ত্রী সুগিয়ামা এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাপা চল্লিশটি মুখ্য সংবাদপত্র ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করলেন। বিদেশী সংবাদদাতা জোর্গে, ভুকেলিচ্, গান্থার স্টাইন, মার্গারেট হাটেনব্যর্গ এবং আরও অনেকে এতে যোগদান করেন। এখানে রিখার্ড ওজাকিকে দেখতে পান। কোনোয়ে প্রেসের কাছ থেকে চীনে সামরিক ক্রিয়াকলাপের সমর্থন দাবি করেন। ওজাকি বিষণ্ণ। জোর্গেকে তিনি যা জানাতে পারলেন তা হল এই যে এক ঘণ্টা আগে মন্ত্রিসভার এক গোপন বৈঠকে অবিলম্বে চীনে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই যুদ্ধের প্রতি জার্মানির মনোভাব জানার জন্য রিখার্ডের আগ্রহ ছিল, তাই তিনি ফন ডিরক্‌সনের কাছে গেলেন। 'আমরা, জার্মান সাংবাদিকরা কোনোয়েকে সমর্থন করবে কি?' ডিরক্‌সন সেফ্ থেকে বার করলেন বার্লিনের গোপন নির্দেশ: জার্মান সরকার নিরপেক্ষ থাকার পক্ষপাতী। বার্লিন ডিরক্‌সনের অবগতির জন্য জানায় যে যুদ্ধের ফলে চীনে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের উদ্দীপনা দেখা দিতে পারে, এতে জাপান দুর্বল হয়ে পড়বে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রস্তুতিতে জার্মান তার মিত্রকে হারাবে। রাষ্ট্রদূত জোর্গের হাতে তুলে দিলেন বার্লিন থেকে সদ্যপ্রাপ্ত টেলিগ্রাম: 'চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানের প্রভূত শক্তির প্রয়োজন হতে পারে এবং তা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের ক্ষেত্রে তার কাছে বাধা হয়ে দেখা দিতে পারে।'

সেক্রেটারী রাষ্ট্রদূতকে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দের আগমন বার্তা জানাল। ফন ডিরক্‌সন যখন অভ্যর্থনাকক্ষে জাপানীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করছিলেন তখন জোর্গে শান্তভাবে ক্যামেরা ক্লিক করলেন। তাঁর শোনার ইচ্ছে ছিল জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জাপানীরা কী নিয়ে আলোচনা করে, তবে কালই সে সম্পর্কে তিনি জানতে পারবেন।

আপাতত যেতে হয় ব্রাঙ্কোর ফ্ল্যাটে, তাঁর ফোটোল্যাবরেটরীতে, রেডিও স্টেশনে। তিনি ছিলেন চটপট কাজ করার বিশেষ পক্ষপাতী। পরদিন তিনি

সত্যি সত্যিই সব কিছু জানতে পারলেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিরোতার দাবি— জার্মানি যেন চিয়াং কাইশেক সরকারকে অস্ত্রসরবরাহ বন্ধ করে; জাপানী সমরমন্ত্রণালয় নানকিং থেকে জার্মান সামরিক উপদেষ্টাদের ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে।

জোর্গে যা আশা করেছিলেন তা-ই ঘটল: জার্মানি ও জাপান—এই দুই পশুশক্তির মধ্যে বিরোধ বেধে গেছে। এখানে আর ঐক্যের প্রশ্ন নেই।

আবার আন্না ক্লাউজেন মাইক্রোফিল্ম নিয়ে গেলেন সাংহাই। তিনি কর্ম সমাধা করে ফিরে আসতে না আসতেই জাপানীরা সাংহাইয়ে অবতরণবাহিনী নামাল। তুমুল লড়াই শুরু হল।

১৯৩৭ সনের ২৯ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। জার্মান দূতাবাসে সোরগোল পড়ে গেল। আগে ফন ডিক্সেন মনে করতেন যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া কূটনীতিজ্ঞের উচিত নয়, কিন্তু এখন টোকিওতে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি বার্লিনে এক বিস্তারিত বিবরণী পাঠালেন; বিবরণীতে জানালেন যে ঘটনার যেমন বিকাশ ঘটছে তাতে বড় রকমের সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। সামরিক উপদেষ্টাদের ফেরত নিয়ে আসার প্রশ্ন বিবেচনা করে দেখা কর্তব্য, টোকিওর পক্ষে লাভজনক শর্তে অচিরেই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য নানকিং-এর উপর চাপ দেওয়া উচিত।

সমগ্র বিশ্ব গভীর মনোযোগের সঙ্গে চীনের ঘটনাবলী বিকাশের গতিবিধি লক্ষ্য করে। সকলে স্পষ্টই বুঝতে পারল যে চীনের প্রতিরোধ দ্রুত গুঁড়িয়ে দেওয়ার এবং চীন সরকারকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার যে আশাভরসা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল তা গোড়াতেই নস্যাৎ হয়ে গেছে।

ভুকেলিচ্ বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছিলেন। জাপানী আগ্রাসনের প্রতি ইংলন্ড, আমেরিকা, ইতালি ও ফ্রান্সের মনোভাব জোর্গে তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলেন।

সকলের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করলেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেলবোস্: 'জাপানী আক্রমণ তার পরিণামের বিচারে পরিচালিত হয়েছে চীনের বিরুদ্ধে নয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। জাপানের অভিলাষ তিয়েনৎসিন থেকে বাইপিন্ ও কালগান পর্যন্ত রেলপথ দখল করা, যাতে বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের বিরুদ্ধে, বহির্মঙ্গোলিয়া

ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়া যায়।' পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ জাপানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিকে ঠেলতে থাকে, তারা জাপান-চীন আলাপ-আলোচনায় মধ্যস্থ হতে রাজী হয়। এদিকে ফাশিস্ত জার্মানিও মধ্যস্থতার কাজে উন্মুখ।

ওট্ একান্তে চুপিচুপি জোর্গেকে জানালেন যে হিটলার অবশেষে চীনে অস্ত্রসরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে উপদেষ্টাদের ফেরত নেওয়ার এবং জাপানী আগ্রাসনকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

জোর্গে নিজের মিশনকে কখনও 'পোস্ট বক্সের' ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমিত রাখতেন না।

> 'কেউ যদি ভেবে থাকেন যে আমি আমার সংগৃহীত যাবতীয় সংবাদ মস্কোয় পাঠাতাম, তাহলে ভুল করবেন। না, আমি আমার ঘন চালুনি দিয়ে তা ছেঁকে নিতাম, সংবাদটা যে নিখুঁত এবং সঠিক এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়ার পরই আমি তা পাঠাতাম। এর জন্য বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন হত। রাজনৈতিক এবং সামরিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আমি একই পদ্ধতি ব্যবহার করতাম। এক্ষেত্রে আমি সর্বদাই জানতাম যে আত্মবিশ্বাসী হওয়া বিপজ্জনক। আমি কখনই মনে করতাম না যে জাপান সম্পর্কে যে কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি।'

এবারেও তিনি রীতিমতো ভাবিত হয়ে পড়লেন। মাঞ্চুরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে যখন কয়েকটি সংঘর্ষ বাধল তখন তিনি সেগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। কিন্তু লুগোউৎসিয়াওর ঘটনাকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বড় রকমের যুদ্ধের মুখপাতরূপে বিবেচনা করলেন। তাঁর পূর্বাভাস সত্য প্রতিপন্ন হল। এখন হিটলারের ঘোষণা মূল্যায়ন করা দরকার।

জার্মান সরকার ইংলন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা—সকলকেই হটিয়ে দিয়ে জাপান-চীন আলাপ-আলোচনায় মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করল। এর পরিণাম? সোভিয়েত-চীন অনাক্রমণ চুক্তির প্রত্যুত্তরেই যেন ফাশিস্ত ইতালি 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তির' সঙ্গে সামিল হল। তা সত্ত্বেও ঘোষণা ঘোষণাই থেকে যাচ্ছে। জার্মানি ও জাপানের বিরোধিতার গভীরতা রিখার্ড অন্য বহু রাজনৈতিক কর্মীর চেয়ে ভালো বুঝতেন, কেননা তিনি ভাবতেন বিজ্ঞানীর মতো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে।

আরাকি খোলাখুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছেন, ঘোষণা করছেন যে 'এটাই জাপানের একমাত্র পথ', টোকিওয় সোভিয়েত-বিরোধী ক্ষোভোন্মাদনা চরমে ওঠে। টোকিওস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনে জানান, 'এমন মত প্রচলিত আছে যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ যেহেতু অনিবার্য, সেই হেতু তা অচিরেই শুরু হতে পারে।'

রিখার্ডের সনির্বন্ধ অনুরোধে এইগেন ওট্ জাপানী সদরদপ্তরে গিয়ে জেনারেল হোমাকে জিজ্ঞেস করেন চীনে যুদ্ধ শেষ করার পর জাপানের অভিপ্রায় কী? উত্তরে হোমা বলেন যে কোয়ান্‌টুং বাহিনী প্রয়োজন হলে আজই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে প্রস্তুত। হোমার অভিযোগ এই যে জার্মানির মধ্যস্থতা এখনও কোন ফল দেয় নি, কিন্তু জাপানীদের ইচ্ছে তাড়াতাড়ি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে অগ্রসর হওয়া। আঘাতের উপযোগী প্রধান শক্তির সমাবেশ এখন ঘটেছে মাঞ্চুরিয়ায়।

কিন্তু জোর্গে ভালোভাবেই জানতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৃহৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি জাপানের নেই: তার সে শক্তি নেই। জাপানী জেনারেলদেরও তা জানা ছিল।

সমস্ত কিছুর গুরুত্ব বিশদ বিচারবিবেচনার পর জোর্গে 'কেন্দ্রে' এই মর্মে বেতারবার্তা পাঠালেন:

> 'জাপানীরা অন্যান্য শক্তির সামনে এমন ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে যেন তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছে। জাপান নিকট ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বড় রকমের যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে না।'

এ হল দীর্ঘকালীন ভাবনাচিন্তার ফল, ঘটনাবলীর তুলনা আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এমন সব নিয়ম উপলব্ধির ফল,' যেগুলি বাস্তব চরিত্র বহন করে। বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি — তা সে যত উদ্বুদ্ধই হোক না কেন — এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। জোর্গে দেখতে পেলেন যে অর্থনীতিগতভাবে জাপান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। চীনের ঘাড় ভেঙে নিজের খুঁটি শক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হল না। চীনে সে নিজেই বিপাকে পড়ে গেছে, নানকিং সরকারের সঙ্গে কিছুতেই আপস-মীমাংসায় আসতে পারছে না। বলাই বাহুল্য যে এতে ভবিষ্যতেও মাঞ্চুরিয়া-সোভিয়েত সীমান্তে ঘটনার সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন হচ্ছে না।

পরবর্তী ঘটনা বিকাশের ধারা?

জার্মানির মধ্যস্থতা পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। জাপানী সামরিকমণ্ডলী চীন থেকে মুক্ত হতে পারল না। বার্লিনে ফন ডিক্‌সেন এই মর্মে বিবরণ পাঠালেন যে জাপানের কঠিন পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার কাছ থেকে প্রাক্তন জার্মান কলোনি ছিনিয়ে নেওয়ার যে মতলব জার্মানি করেছিল তাও অসাধ্য। জাপান পুরোপুরি চীন জয় না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, এ বিষয়ে সে জার্মান সরকারকেও জানিয়ে দিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গ নানাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানকে উস্‌কে দিতে লাগল; পশ্চিমী শক্তিবর্গের এই প্রবণতা বিশেষ করে প্রকট হয়ে উঠল ব্রাসেল্‌স্‌ সম্মেলনে।

ইতিমধ্যে ছয় মাস হল চীনে যুদ্ধ চলছে। জাপানী সেনাবাহিনী বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করতে সমর্থ হলেও নিকট ভবিষ্যতে চূড়ান্ত বিজয়ের কথা ভাবাই যায় না।

প্রিন্স কোনোয়ে বুঝতে পারলেন যে হিসাবে তিনি ভুল করেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি সরকারের অধীনে এক উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করলেন, এখানে তিনি লগ্নি পুঁজি, রাজনৈতিক পার্টিসমূহ আর উচ্চ সেনাপতিমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানালেন। ওজাকিকে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বেসরকারী উপদেষ্টা নিযুক্ত করলেন। ওজাকি পূর্ব এশিয়ার সমস্যাবলী বিষয়ক বিজ্ঞানসমিতিতে কাজ চালানোর সঙ্গে সঙ্গে 'আসাহি'তেও কাজ করছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে 'আসাহি' থেকে পদত্যাগের পরামর্শ দিলেন। ওজাকিকে প্রধানমন্ত্রীর ভবনে পৃথক কর্মকক্ষ দেওয়া হল, তিনি যে কোন সময় বিশেষ সচিব এবং প্রধান সচিব কাজামির সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন।

ওজাকি আরও এক ধাপ ওপরে উঠে গেলেন। এখন তিনি যে কেবল রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্যই পেতে পারেন তা নয়, সরকারের রাজনীতির উপর সরাসরি প্রভাবও বিস্তার করতে পারেন।

জোর্গেরও চেনাপরিচিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল—কখনও অপ্রয়োজনীয়, তবে প্রায়শই প্রয়োজনীয়। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে এখন রাষ্ট্রদূত ও সামরিক অ্যাটাশে ছাড়াও আছেন জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর অর্থনীতি বিভাগের প্রধান—মেজর জেনারেল টমাস, আমাদের পূর্বপরিচিত দুই দূত শ্‌মিডেন ও হাক্‌, বিশেষ দূত হের্‌ফার্থ, উলাখ, সশস্ত্র বাহিনী, ভেরমাখ্‌টের কর্ণেল

নিডামেয়ার, টোকিওস্থ জার্মান দূতাবাসের উপদেষ্টা নোবেল, ওট্-এর সহকারী মেজর শোল এবং আরও অনেকে।

নৌবাহিনীর অ্যাটাশে ভেনেক্কার ওট্-এর সাফল্যে ঈর্ষা করতেন, সামরিক অ্যাটাশের 'পাণ্ডিত্যের' উৎস কোথায় জানতে পারায় জোর্গেকে তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু গুপ্তকর্মীর নীতি ছিল শত্রুর সংখ্যা না বাড়ানো, তাই তিনি ভেনেক্কারকেও বাগে আনার চেষ্টা করলেন, এমনকি আরও যোগ্যতাসম্পন্ন উপদেষ্টা হওয়ার উদ্দেশ্যে নৌবাহিনীর ফাইল নিয়েও কাজ শুরু করে দিলেন। সামরিক গুপ্তকর্মী জোর্গেকে সব সময় পুঁজিবাদী সেনাবাহিনীর গঠনপ্রকৃতি ও অস্ত্রসজ্জা সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সামরিক প্রশ্নের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হত, এখন তাঁকে হতে হল এই ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ — তিনি সামরিক অ্যাটাশেদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এখন জোর্গের সংস্থার একাগ্র মনোযোগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল প্রধানমন্ত্রী কোনোয়ের 'প্রাতরাশগোষ্ঠী', টোকিওর সংবাদদাতা সমিতি, ফরাসী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হাওয়াস, ইংলণ্ডের রয়টার এজেন্সি, ইংরেজ, মার্কিন ও ফরাসী দূতাবাসসমূহ, ডেনিশ মিশন, আর জার্মান দূতাবাস ত বটেই। ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ ফরাসী এজেন্সি হাওয়াসের সদস্যভুক্ত ছিলেন আর ইংলণ্ডের রয়টার এজেন্সির প্রতিনিধি জেম্স এম. কক্স-এর মারফত সব গোপন তথ্যই ভুকেলিচের কাছে ফাঁস হয়ে যেত। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিটিই নিজেদের অজ্ঞাতসারে জোর্গের ভাণ্ডারে ঢালাও তথ্য সরবরাহ করে যেত। আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য জানার অধিকার তিনি এমন এক পর্যায়ে উঠেছেন যেখানে তাঁর আগে আর কেউ ওঠে নি। সমগ্র বিশ্ব রাজনীতিতে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন বিশেষ ওয়াকিবহাল ব্যক্তি।

তা সত্ত্বেও জোর্গের সবচেয়ে বেশি সময় যেত জার্মান দূতাবাসে — সেখানে তিনি রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁকে দূতাবাসে দেওয়া হয়েছে পৃথক কর্মকক্ষ, যেখানে তিনি কাজ করতে পারেন, আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাতে পারেন। কারণ হল এই যে তিনি ইতিমধ্যে রাষ্ট্রদূত ও সামরিক অ্যাটাশের বেসরকারী উপদেষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রিখার্ডের প্রতি ওট্-এর অন্ধবিশ্বাস ছিল, রিখার্ডও সচেতনভাবে ওট্কে তাঁর কর্মোন্নতির জন্য সাহায্য করতেন, তাঁর মধ্যে প্রলোভন জাগিয়ে তুলতেন। রাষ্ট্রদূত ফন ডিক্সেনের জায়গায় রিখার্ড তাঁকে বসানোর চেষ্টা করেন। ওট্

যখন পরিস্থিতির উপর কর্তৃত্ব করবেন, তখন সোভিয়েত গুপ্তকর্মী রিখার্ড জোর্গে করবেন পরিস্থিতির উপর কর্তৃত্ব! তিনি নাৎসী দূতাবাস হস্তগত করবেন, সকলকে তাঁর হয়ে কাজ করতে বাধ্য করবেন।... এ হল সেই পুরনো 'ঘোড়া — ঘোড়সওয়ার' খেলা। ওট্-এর অবশ্য ধারণা যে তিনি হলেন কুশলী ঘোড়সওয়ার, কিন্তু জোর্গে খানিকটা অন্যরকম ভাবতেন।

জোর্গের স্পর্ধায় ও নির্ভীকতায় কেবল অবাকই হতে হয়: তিনি নৌবাহিনীর অ্যাটাশে ভেনেক্কারকে নিজের পক্ষে টানার মতলব করলেন। ভেনেক্কার নিজেকে ফ্যাসিবিরোধী বলে জাহির করতেন, তিনি রিখার্ডকে সেই মন্ত্রে 'দীক্ষা দেওয়ার' চেষ্টা করেন। জোর্গের প্রয়াসের ফলে নৌবাহিনীর অ্যাটাশে ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়েন এবং নাৎসীদের যখন-তখন নোংরা পশুপাল ও লুঠেরা বলে গালাগাল দিয়ে মন হালকা করতেন। একদিন তিনি জানালেন, 'লিলি আবেক সম্পর্কে সাবধান। ওটা হল ফাশিস্ত কালসাপিনী। তোমার পেছনে ওকে চর লাগানো হয়েছে। আমি সৎ লোক, সব সময় তোমার সেবার জন্য তৈরী।' 'আমিও তোমাকে সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত,' জোর্গে প্রত্যুত্তরে বললেন।

জোর্গে অচিরেই সুনিশ্চিত হলেন যে ভেনেক্কারের সতর্কবাণী ভিত্তিহীন নয়। চীনে 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সংবাদদাত্রী লিলি আবেক টোকিওয় চলে আসে, সেখানে সে আক্ষরিক অর্থে পদে পদে রিখার্ডের পেছনে লেগে থাকত। তাহলে কি ইতিমধ্যে বার্লিনে কিছু টের পেয়ে গেছে? কেননা জোর্গে আর আবেক একই পত্রিকার সংবাদ-প্রতিনিধি। লিলি ছিল কট্টর নাৎসীপন্থী (শেষ পর্যন্ত তাকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়)। উন্মত্ত, ঈর্ষাপরায়ণ এই মহিলাটি রাষ্ট্রদূতের চোখে জোর্গেকে হেয় করার চেষ্টা করে, বার্লিনে সে তাঁর সম্পর্কে আজেবাজে কথা লেখে। কিন্তু তার বিবরণে প্রতিভাবান সাংবাদিকটির প্রতি ঈর্ষা একেবারে নগ্ন হয়ে প্রকাশ পাওয়ায় কেউই তাতে আমল দেয় নি। রাষ্ট্রদূত বুক দিয়ে তাঁর প্রিয়পাত্রকে সমর্থন করেন, সমবেত চেষ্টার ফলে লিলির আক্রমণ প্রত্যাহত হয়।

এই ঘটনার ফলে ভেনেক্কারের সঙ্গে জোর্গের বন্ধুত্ব গাঢ় হল।

'আচ্ছা 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এ ত তুমি কাজ করতে পার?' নৌবাহিনীর অ্যাটাশেকে জোর্গে প্রস্তাব দিলেন। 'আমার খ্যাতি হবে, তোমার — টাকা।'* 'অমনিতেই তোমার কাছে আমার বড় অঙ্কের ধার আছে,' ভেনেক্কার হেসে

জবাব দেন। 'এসব ব্যবসায়িক সম্পর্ক বরদাস্ত করতে পারি না, এই পত্রিকার সংবাদদাতার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চাই না। আর আকর্ষণীয় সংবাদের কথা যদি বল ত আমার ওপর সব সময়ই নির্ভর করতে পার।'

জোর্গে বুঝতে পারলেন, আর পীড়াপীড়ি করলেন না। ভেনেক্কার সত্যি সত্যিই জার্মান নৌবহর সম্পর্কে তাঁকে ঢালাও সংবাদ সরবরাহ করে যাচ্ছিলেন। ফ্যাশিবিরোধী বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আর কোন কথা ওঠে নি। এই লোকটির আন্তরিক বন্ধুত্ব সম্পর্কে রিখার্ডের কয়েকবার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, তবু তিনি তাঁকে কদাপি পুরোপুরি বিশ্বাস করেন নি। ভেনেক্কারের একটা দুর্বলতা ছিল: ওট্-এর মতো তাঁরও চাকুরীতে জমকাল পদের মোহ আছে, ওট্কে তিনি দারুণ ঘৃণা করতেন, তাঁর আশা ছিল কোন এককালে ডিক্সনের জায়গা নেবেন। রিখার্ডকে কায়দা করে চলতে হত, 'সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্ব' রাখতে হত। আর কাজটা সহজ নয়। নৌবাহিনীর অ্যাটাশের জন্য রিখার্ড যা কিছু করতে পারতেন তা হল তাঁকে সংবাদ সরবরাহ করা এবং তাঁর হয়ে বিবরণী রচনা।

১৯৩৮ সনের জানুয়ারিতে সামরিক অ্যাটাশে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তর থেকে গোপন কাজের ভার পেল: চীনে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জাপান অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করতে চায় কিনা তা তাড়াতাড়ি জানা দরকার। জাপানের সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তর থেকে জেনারেল হোমা ফাঁকিবাজী জবাব দিলেন। হোমা বুঝতে পারছেন যে কালবিলম্ব করা মানেই সোভিয়েত ইউনিয়নের লাভের সুযোগ করে দেওয়া, কিন্তু জাপানের অবস্থাটাও জার্মানদের বোঝা উচিত: দখলকারী সেনাদল চীনে অবসন্ন, সেনাবাহিনী রীতিমতো ফাঁকা হয়ে এসেছে, অর্থ চাই, অর্থ। মোট কথা, বৃহৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরও অন্তত দু' বছর সময় লাগবে। জোর্গের সাহায্যেই বিবরণী লেখা হল, তাতে ওট্ জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তরকে জানালেন যে জাপানীরা বৃহৎ যুদ্ধের ব্যাপারে কালবিলম্বের নানা রকম চেষ্টা করছে। সামরিক অ্যাটাশে জাপানীদের উদ্দেশে তুমুল গালাগাল বর্ষণ করলেন; তাঁর মতে এই এশিয়ানগুলি ভণ্ড, জার্মান রাষ্ট্র নিয়ে এবং 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তিতে' নিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তারা মোটেই মাথা ঘামায় না। ওট্ এমন ইঙ্গিতও দিলেন যে ফন ডিক্সনের রাজনীতি বড় নিস্তেজ, তিনি জাপ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন না। জুতসই প্রকাশের গুণে ও প্রাচুর্যে এই বিবরণীটি কূটনৈতিক দলিল না

হয়ে অনেকটা রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক রিপোর্ট গোছের হল। জোর্গে ওট্‌কে বললেন, 'এই কাগজের পরও যদি তোমাকে রাষ্ট্রদূত না করা হয় তাহলে আমি জার্মানিতে চলে যাব!'

রাষ্ট্রদূত ডিক্‌সন এমনও আঁচ করতে পারেন নি যে তাঁর খেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। নাইরাটের জায়গায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হল ইংলণ্ডস্থ প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত রিবেন্‌ট্রপ্‌। এক সময় ডিক্‌সন অসতর্ক হয়ে সমস্ত কূটনৈতিক মহলে রিবেন্‌ট্রপ্‌কে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করেছেন, তাঁকে নোংরা ব্যবসাদার-পর্যটক আখ্যা দিয়েছিলেন। রিবেন্‌ট্রপের স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর ছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর ডিক্‌সনের কথা তাঁর মনে পড়ল। ওট্‌-এর বিবরণী সময়মতো এসে পৌঁছুল—রিবেন্‌ট্রপ্‌ হিটলারকে বিবরণীটি দেখালেন। ডিক্‌সনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল: রিবেন্‌ট্রপের জায়গায় ইংলণ্ডে পাঠানো হোক! হিটলার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মতলব আঁটছিল, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করে সে অবাঞ্ছিত কূটনীতিবিদটিকে অগ্নিকুণ্ডে ঠেলে দিল। আর টোকিওতে জার্মানির প্রতিনিধিত্ব করুক উদ্যমী, এলেমদার সৈনিক এইগেন ওট্‌। লোকটার কোন ব্যাপারেই খুঁতখুঁতি নেই, তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দারুণ সমর্থক। কিন্তু কী খেতাব তাঁর আছে? মেজর জেনারেল খেতাব দেওয়া হোক!

ওট্‌ তখনও রাষ্ট্রদূত হন নি, জোর্গে সরকারীভাবে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন না, কিন্তু সামরিক অ্যাটাশে ইতিমধ্যে রিখার্ডকে পাশে পাশে দেখতে এত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে জোর্গের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন কাজের কথাই তিনি ভাবতে পারতেন না। এবারে তিনি বললেন: 'বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে—আগামীকাল তোমাকে নিয়ে হংকং যাব, সেখানে প্রধান উপদেষ্টা ফাল্‌কেনহাউজেনের সঙ্গে বৈঠক! বুদ্ধু শোল্‌টাকেও সঙ্গে নেওয়া যাবে...' রিখার্ড স্যুটকেস গোছগাছ করলেন, পকেট বোঝাই করে নিলেন মাইক্রোফিল্ম, জাপানী জেনারেলদের আর পুলিশবাহিনীর শুভেচ্ছা নিয়ে যাত্রা করলেন হংকং।

ফন ডিক্‌সনকে জার্মানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সকলে জল্পনাকল্পনা করতে লাগল: বদলি কাকে পাঠানো হবে? সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম উঠল। সে তালিকায় ওট্‌-এর নাম ছিল না। সত্যিই ত কে-ই বা ভাবতে পেরেছে এই এইগেন... নৌবাহিনীর অ্যাটাশে ভেনেক্কার মুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন যেন তিনি গোপন রহস্যটা জানেন: বহুকাল হল

রাষ্ট্রদূতের পদটার ওপর তাঁর নজর, তাছাড়া তাঁর কোন সন্দেহও ছিল না...

হঠাৎ ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে যেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটল—বার্লিন থেকে টেলিগ্রাম এসেছে: টোকিওতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন মেজর জেনারেল এইগেন ওট্!... মেজর জেনারেল... ভেনেক্কার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জার্মান ক্লাবে ছুটে গেলেন, আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন। 'দেখলে ত, তোমাকে আর জার্মানি চলে যেতে হল না,' আত্মতৃপ্ত ওট্ সোভিয়েত গুপ্তকর্মীকে বললেন, 'আগামীকাল আমাদের প্ল্যান কী?..' জোর্গে মৃদু হাসলেন। 'আমরা রাষ্ট্রদূত হয়েছি,' মাক্স ক্লাউজেনকে তিনি বললেন। 'আর আমি বনেছি পুঁজিপতি!' মাক্স জবাব দিলেন। মাক্স ক্লাউজেন নিজেই এ সম্পর্কে বলছেন: 'এক ব্যবসাদার-পর্যটকের জ্বলজ্বলে রঙের সাহায্যে প্রতিলিপি নির্মাণের স্টুডিও ছিল। সে কাচের প্লেটের ওপর রঙ ছিটাতো, তারপর বইয়ের প্রতিলিপি করত। জিনিস তার ভালোই উতরাতো। আমি তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে আনলাম, কী করে কাজটা করতে হয় সে আমাকে দেখাল।... পরে ব্যবসাদার-পর্যটকটি চলে যেতে আমি তার স্টুডিওটি কিনে ফেললাম, ফের্স্টারের কাছে আমার যে টাকা জমা ছিল তা উঠিয়ে নিলাম। এটা হল ১৯৩৮ সনের ঘটনা। আমি এক জাপানীকে পেয়ে গেলাম। এই ব্যাপারে সে খুবই আগ্রহ দেখাল। সে আমার প্লেটগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসরদের কাছে দেখাত, কী ভাবে পুরনো বই ইত্যাদি নকল করতে হয় দেখাল। এই কারবারে আমাদের খুবই ভালো রোজগার হতে লাগল। প্লেটগুলির চাহিদা ক্রমাগত বেড়ে চলল। আমাকে সহকর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে হল, ১৯৩৯ সনেই আমরা তিনটি কামরা ভাড়া নিয়ে ফেলেছি। এই প্লেটগুলি আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, এমনকি সেনাবাহিনীর রেজিমেণ্টেও বিক্রি করতাম। সহকর্মীদের সংখ্যা বেড়ে ১৪ জন পর্যন্ত উঠল।' কারবার থেকে ভালো আয় হতে থাকে। 'মিৎসুবিসি', 'মিৎসুই', 'নাকাজাকি' এবং 'হাতাতির' মতো শাঁসাল ফার্ম থেকেও ফরমাশ পাওয়া যেত।

জাঁকাল ফার্ম মাক্সের পক্ষে বেশ নির্ভরযোগ্য আড়াল হল, তাঁর ও আন্নার ওপর কেউ কোন রকম সন্দেহই করতে পারল না। কারখানা ছিল ক্লাউজেনের বাড়ির পাশেই। গোপন রহস্য যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে মাক্স নিজেই প্লেটে রঙ ছিটাতেন। দু' সপ্তাহে একবার তিনি এ

কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, তাই সংস্থার কাজ করার মতো অবসর সময় তিনি প্রচুর পেতেন।

রিখার্ড পুরোদস্তুর দূতাবাসের কাজে যোগ দিলেন। নিজের কর্মকক্ষে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একান্ত গোপনীয় দলিলপত্র নিয়ে কাজ করার সুযোগ তাঁর ছিল। এখানেই, সেফে রাখা থাকত 'কেন্দ্রের' জন্য তৈরি মাইক্রোফিল্ম, টাকাপয়সা, সংস্থার সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য। সেফের চাবির ছিল জটিল সঙ্কেত, চাবি রিখার্ড সব সময় রাখতেন গোপন পকেটে।

এইগেন ওটের ওপর দায়িত্ব পড়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানকে লেলিয়ে দেওয়ার। তিনি মহা উৎসাহে তা পালন করার কাজে নেমে গেলেন। ওট্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিরোতা এবং জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন, আবার চীনে অবস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত ট্রাউটমানের সঙ্গে কথাবার্তার জন্য জোর্গেকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে হংকং যাত্রা করলেন।

কোনোয়ের মন্ত্রিসভায় বিবাদ শুরু হয়ে গেছে: সমরমন্ত্রী সুগিয়ামার নেতৃত্বে একদলের মত হল ভবিষ্যতে আঘাত সামলে ওঠার পর জাপান যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে চীনে সামরিক ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ করা উচিত; প্রধানমন্ত্রী কোনোয়ে ও তাঁর সমর্থকরা চীনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে জেদ ধরে থাকলেন। কোনোয়ের জয় হল। ব্যাপারটা মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন অবধি গড়াল। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্ন আবার যেন অনির্দিষ্টকালের জন্য দূরে সরে গেল।

কিন্তু জার্মান-জাপান সম্পর্ক বিকাশের উপর লক্ষ্য রাখতে জোর্গে মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হলেন না। বার্লিনে আবার যেন কী মতলব আঁটা হচ্ছে: জাপানী রাষ্ট্রদূত তোগোর সঙ্গে রিবেন্ট্রপের কী বিষয়ে যেন আলাপ-আলোচনা চলছে। দেখা যাচ্ছে আলোচনার বিষয় হল চীনে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা; জাপান যেন অধিকৃত চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্যাপারে জার্মান একচেটিয়া কারবারীদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগসুবিধা দিতে প্রস্তুত। এমন সময় ওজাকির কাছ থেকে সংবাদ: জাপানী সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তর সামরিক অ্যাটাশে ওসিমাকে সোভিয়েত

ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারস্পরিক সহায়তা সংক্রান্ত সামরিক চুক্তি সম্পাদনের ভার দিয়েছে! দলিলপত্র আছে। গিন্‌জাদোরিতে ওষুধের দোকানের সামনে দেখা হবে। রাত তখন অনেক, তা সত্ত্বেও জোর্গে মোটরসাইকেলে চেপে বসলেন, তীরবেগে ছুটলেন। ওজাকি ইতিমধ্যে অপেক্ষা করছিলেন। দলিল হাতে নিয়ে জোর্গে ফিরতি পথ ধরলেন। তাঁর তাড়া ছিল। রাত দুটো। সকালের আগে, সঠিকভাবে বলতে গেলে—ভোরের আলো ফোটার আগেই সব সেরে ফেলতে হবে। তিনি গতি ক্রমাগত বাড়িয়ে চললেন। বাঁক।... এখানে শুরু হয়েছে উঁচু দেয়াল। গাড়ি যাতে দেয়ালে ধাক্কা না খায় তার জন্য বুদ্ধি করে কারা যেন বড় রাস্তা বরাবর বিরাট বিরাট পাথরের চাঁইয়ে ঘের দিয়েছে। পরে কী হল জোর্গে ভালোমতো মনে করতে পারেন না। পুরোগতিতে মোটরসাইকেল পাথরের গায়ে ধাক্কা মারল। রিখার্ড মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে পরের একটা পাথরের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য জোর্গে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জ্ঞান হতে অনুভব করলেন তাঁকে কোথায় যেন বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল পকেটে গোপন দলিলপত্র আছে। এসব যদি পুলিশের হাতে গিয়ে পড়ে... অবশ্যই প্রথমে তারা দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিটির পরিচয় জানার চেষ্টা করবে, তারপর এজাহার লিখবে... পকেট তন্ন তন্ন করে দেখবে।... 'সেণ্ট লুকা হাসপাতালে! ডক্টর স্টেড্‌ফেল্‌ডের কাছে! আমি জোর্গে!..' তিনি চেঁচিয়ে বললেন। এখন তিনি চেষ্টা করলেন জ্ঞান যাতে লোপ না পায়, যদিও কাজটা কঠিন ছিল: মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, গলার কাছে একটা বমি বমি ভাব। তিনি জানতেন না যে নীচের চোয়াল ভেঙে গেছে, মাথার খুলি জখম হয়েছে; কী যে ঘটেছে তা আদৌ তিনি ধারণা করতে পারছিলেন না, কেবল একটা জিনিসই বুঝতে পারছিলেন: তাঁকে কোথায় যেন বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এদিকে তাঁর পকেটে গোপন দলিল। গোপন দলিল, গোপন দলিল... সবই ভেস্তে যেতে পারে! সব নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সব... পাঁচ বছরের কঠোর পরিশ্রম, একনিষ্ঠ লোকজনের জীবন, সংস্থার ভবিষ্যৎ... সবচেয়ে বেশি ভয় তাঁর হচ্ছিল ওজাকির জন্য। তদন্তের সূত্র তৎক্ষণাৎ যাবে তাঁরই দিকে।

আধবোজা চোখ দিয়ে রিখার্ড দেখতে পাচ্ছিলেন জাপানীদের পিঠ। ওঁকে গাড়িতে শোয়ানো হল। 'স্টেড্‌ফেল্‌ডের কাছে!' তিনি আরও একবার চেঁচিয়ে বললেন। জাপানীদের মধ্যে একজন ইসারায় রিখার্ডকে আশ্বস্ত করল।

তারপর চারদিকে সব কিছু ঘুরপাক খেতে লাগল। অসম্ভব রকম মনের জোরে জোর্গে নিদারুণ ঘোর কাটিয়ে উঠলেন, কপালের পেশীগুলি টানটান করলেন, যাতে মর্মন্তুদ ব্যথায় কাতরানি না বেরিয়ে আসে। 'স্টেড্‌ফেল্‌ড — আমার ডাক্তার!' তাঁর মনে হল এই কথাগুলি যেন তিনি চেঁচিয়ে বলেছিলেন। আসলে কিন্তু তাঁর ঠোঁটজোড়া কেবল কাঁপছিল। তবে জাপানীগুলো জুটেছিল চালাকচতুর: বিদেশী এমন ঘটনায় পড়লে বৃত্তান্ত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে তাকে বিদেশীদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই সমীচীন।

...জোর্গে দেখতে পেলেন একটা দরদী মুখ তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে। ডাক্তার বোঝার চেষ্টা করছিলেন জোর্গে কী বলতে চান। অবশেষে বুঝতে পারলেন: এক্ষুনি যেন মাক্‌স ক্লাউজেনকে ডেকে আনা হয়! আরে, টেলিফোন ত জানাই আছে! মাক্‌স হাসপাতালে এলেন। 'আমি যখন তাঁকে ওখানে দেখতে পেলাম তখন তাঁর মুখ রক্তাক্ত। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি কেবল বললেন যে আমি যেন তাঁর পকেট থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিই — সেখানে টাকাপয়সা আর নানা রকমের গোপন দলিল আছে।' মাক্‌স যখন তাঁর বন্ধুর অনুরোধ পালন করলেন কেবল তখনই জোর্গে জ্ঞান হারালেন। তাঁর অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

মাক্‌স সঙ্গে সঙ্গে রিখার্ডের ফ্ল্যাটে চলে গেলেন, ক্যামেরাটা হস্তগত করলেন — সেখানে ডেভালপ না-করা ফিল্ম থাকলেও থাকতে পারে; তিনি টেবিলের ড্রয়ার তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখলেন। পকেট-টর্চের আলো ফেলে এঘর-ওঘর ঘুরে ঘুরে প্রতিটি কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। ইতিমধ্যে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। তিনি ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে গলির মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছেন কি দেন নি অমনি বাড়ির সামনে ভাইজের পরিচালনায় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আবির্ভাব ঘটল। বাড়ি সীল করে দেওয়া হল। এখানে আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই। তবে এখন আশঙ্কার বিশেষ কারণ নেই: অনিষ্টকর দলিলগুলি মাক্‌স ক্লাউজেনের পকেটে আছে।

ঐদিনই, ১৯৩৮ সনের ১৩ মে সকালবেলায় সারা টোকিওর লোকজন সংবাদপত্র থেকে জানতে পারল 'রহস্যপূর্ণ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার' খবর। 'বিখ্যাত জার্মান সাংবাদিক, নাৎসীবাদী কর্মী, জার্মানি-জাপান জোটের সমর্থক — রিখার্ড জোর্গের প্রাণনাশের চেষ্টা।' রাষ্ট্রদূত ওট্‌-এর সাক্ষাৎকার

গ্রহণ। এসবের পেছনে কি 'নাৎসী সংবাদপত্রজগতের প্রিয়পাত্রকে' হত্যার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা, কোন দুষ্ট অভিপ্রায় নেই? ওট্ অস্বীকার করেন। কাগজের চাঞ্চল্যকর খোশখবর। জোর্গের ছবি। জাপানী সংবাদদাতারা হাসপাতালের অভ্যর্থনাকক্ষে এসে ঠেলাঠেলি করে। কিন্তু দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল, তাঁর কাছে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। অবশ্য রাষ্ট্রদূত ওট্ আর ফ্রাউ ওট্ বাদে।

ফ্রাউ ওট্-এর গলা বুজে আসে। রাষ্ট্রদূত বিমূঢ়। বার্লিনে, ভিল্‌হেল্মস্ট্রাসেতে নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেন্‌ট্রপের কাছে তাঁর ডাক পড়েছে। রিখার্ডকে বাদ দিয়ে দায়িত্বপূর্ণ সফর রাষ্ট্রদূত কল্পনাই করতে পারেন না। ঠিক এই সময়ই কিনা!.. জোর্গে সঙ্গে সঙ্গে চাঙা হয়ে ওঠেন। তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কেবল চোখের ফুটো দুটো জেগে আছে। কথা বলার উপায় নেই। কিন্তু হাত এখনও চলে। কাগজ, ফাউণ্টেন-পেন। কয়েকটি প্রশ্ন। ওট্‌কে বার্লিনে ডেকে পাঠানো হচ্ছে কেন? আরে, সেই আগের মতোই দু' দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে কথা চলছে। ওট্‌কে এধরনের সহযোগিতার লাভজনকতা অনুমোদন করতে হবে। রিখার্ড সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সহযোগিতা চলুক। তাঁর ভালোমতোই জানা আছে যে বিদ্বেষভাবাপন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিছুতেই কোন বোঝাপড়ায় আসতে পারবে না। লাভের বখরা নিয়ে কামড়াকামড়ি করবে। যদি সামরিক চুক্তি সম্পাদনের কথা হয় তাহলে এইগেন স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বলবেন না। এখন এরকম চুক্তি প্রধানত কেবল জাপানের পক্ষেই লাভজনক। জাপান যখন চীনে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য তার সম্মতি প্রকাশ করবে... সমাধিকারের ভিত্তিতে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামরিক জোটের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।...

রাষ্ট্রদূত প্রস্থান করলেন। ক্লাউজেনের আগমন। রিখার্ড দৌর্বল্য সামলে নিয়ে লেখেন আর লেখেন। 'কেন্দ্রের' জন্য যে বার্তা যাবে তার বয়ান। আজই পাঠাতে হবে। 'সময় সময় আমি যখন তাঁর কাছে আসতাম তখন তিনি পাঠানোর জন্য হাতে লিখে সংবাদ দিতেন, সেগুলি হাসপাতালে এই সব লোকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।... আমি যে-সমস্ত বেতারবার্তা পেতাম তা হাসপাতালে তাঁর কাছে নিয়ে আসতাম।'

জোর্গের দেহের অবস্থা শোচনীয় হলেও তিনি ভেঙে পড়েন নি। হাসপাতালের ওয়ার্ডেও তিনি গুপ্তকর্মীই ছিলেন। এমন আশঙ্কাজনক

সময়ে এক মিনিটও নষ্ট করার অধিকার তাঁর নেই। রাতে শুরু হত জ্বরবিকার। হাসপাতালে ক্লান্তিকর দিন কাটে।...

ওট্ তাড়াতাড়ি বার্লিন থেকে ফিরে এলেন। তা-ই বটে। লুঠেরারা নিজেদের মধ্যে আপসে আসতে পারল না। বার্লিনে চীনে অবস্থিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে বিবরণী এসে পেঁছিল। গোপন বিবরণীতে বলা হয়েছে: 'জাপানের শাসকবর্গ জার্মানিসহ সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্রকে চীন থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করছে। জাপানী একচেটিয়া কারবারীরা সবগুলি শিল্পশাখার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করছে, তারা জার্মানদের এখানে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। জাপানের রাজনীতির উদ্দেশ্য — চীনে সমস্ত বিদেশী পুঁজির মূলোচ্ছেদ।'

জাপানী রাষ্ট্রদূত তোগোর সঙ্গে রিবেন্‌ট্রপের কলহ বাধে। সামরিক জোট সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা ভণ্ডুল হয়ে যায়।

জোর্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ভিল্‌হেল্মস্ট্রাসেতে ওট্ নিজের এলেম দেখিয়েছেন। তিনি একগাদা মূল্যবান তথ্য নিয়ে এসেছেন। দেখা যাচ্ছে এখন আমরা কোন কোন প্রশ্নে জার্মান রাষ্ট্রের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার পর্যন্ত করতে পারি।...

ক্লাউজেনের মারফত ব্রাঙ্কো চিরকুট পাঠান: মিয়াগি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পেয়েছেন (জোর্গে আন্দাজ করলেন, বন্ধুটি হলেন ওজাকি)। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ: পশ্চিমী শক্তিগুলির কাছে জাপানের মানসম্মান টাল খেয়েছে। তাদের সামনে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় জাপানীরা খাসান হ্রদের অঞ্চলে সামরিক প্ররোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছে, প্রিমোরিয়েতে সোভিয়েত ভূখণ্ডের একটা অংশ দখলের এবং ভ্লাদিভস্তক অবরোধের পরিকল্পনা আঁটছে।

জোর্গের পক্ষে আর হাসপাতালে থাকা সম্ভব নয়। লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি কন্টেস্যুটে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, দূতাবাসে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন।

খাসান হ্রদ অঞ্চলে সামরিক কার্যকলাপ শুরু হল ১৯৩৮ সনের ২৯ জুলাই, কিন্তু প্ররোচনার প্রস্তুতি সম্পর্কে রিখার্ড জোর্গে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাই ঘটনার বেশ আগে থেকে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী উক্ত অঞ্চলে সৈন্যসমাবেশ শুরু করে।

পশ্চিমী পত্রপত্রিকামহল খোলাখুলি জাপানকে বৃহৎ যুদ্ধের দিকে ঠেলে

দিল। 'জাপান এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে মধ্যচীনে তার ক্রিয়াকলাপ সীমিত রাখতে পারে।... যথার্থ জাপ-রুশ সঙ্ঘর্ষ অঘোষিত যুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে,' এই ঈঙ্গিত করে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স'। রিবেন্‌ট্রপ্‌ রাষ্ট্রদূত তোগোর সঙ্গে ঝগড়াবিবাদ বিস্মৃত হলেন, জার্মান-জাপ সামরিক জোটের জন্য তিনি কাজ করতে লাগলেন।

কিন্তু ১১ আগস্ট তারিখে ঘোর কেটে গেল: জাপানী সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ গুঁড়িয়ে গেল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখন্ড থেকে বিতাড়িত হল।

চীনেও গতিক তেমন ভালো নয়। কোনোয়ের আশা ছিল হ্যাংকাউ দখল করে চীনকে নতজানু করবে। কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় 'নয়া কানুন' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হল না। চীনারা আত্মসমর্পণে অসম্মত হল, সংগ্রাম চালিয়ে গেল।

উপদেষ্টা ওজ্যাকি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক তাই ঘটল। এই জ্ঞানী লোকটিকে তাহলে সরকারী উপদেষ্টা করার বাধাটা কোথায়?

মনোবাসনা বাস্তবে পরিণত করা প্রিন্সের আর হয়ে উঠল না: আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে পরাস্ত হওয়ার ফলে কোনোয়ের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য হল।

দূর প্রাচ্যে এই অবস্থা।

এদিকে ইউরোপে যে-সমস্ত ঘটনা পরিণতি লাভ করতে চলেছে, তার অর্থ জোর্গে ভালোই বুঝতে পারছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর হিটলার মিউনিখে হাজির হল—ঐ দিন ইংলন্ড ও ফ্রান্সের শাসকবর্গ ফাশিস্ত জার্মানিকে চেকোস্লোভাকিয়া ভেট দিল। মিউনিখ ষড়যন্ত্র নাৎসীদের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে দিল। উরিৎস্কির সঙ্গে যে রকম কথাবার্তা হয়েছিল সেই অনুযায়ী জোর্গের জাপানে থাকার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও ৭ অক্টোবর তিনি 'কেন্দ্রকে' লিখলেন:

> 'আপাতত এখানে আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। এখানকার অঞ্চলগুলি যদিও আমাদের দারুণ বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে, যদিও আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন, তবু আমরা আগের মতোই দৃঢ় ও অটল সেই যুবক রয়ে গেছি, যারা তাদের উপর ন্যস্ত মহৎ কর্তব্য পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প।'

তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্থান এখন টোকিওতে — আর কোথাও নয়। কেননা দুনিয়ায় এমন আর কোন লোক ছিল না যে বর্তমানে এখানে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাময় সন্ধিস্থলে তাঁর

স্থান নিতে পারে; তিনি ফাশিস্তদের গোপন ডেরায়—জার্মান দূতাবাসে প্রবেশ করেছেন, রাষ্ট্রদূতের কাযর্কলাপ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় খাতে পরিচালনা করতে পারেন, জার্মান-জাপ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, হিটলার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পরিকল্পনা জানতে পারেন। না, জোর্গের জায়গা কেউই নিতে পারে না। ব্যক্তিগত সমস্ত ব্যাপার এখন গৌণ হয়ে যাওয়া উচিত।...

কিন্তু একাতেরিনাকে কী বলা যায়? তাঁকে কী বলে বোঝানো যায়?...

'প্রিয় কাতিয়া, তোমাকে যখন এ বছরের শুরুতে শেষ চিঠি লিখি তখন আমরা যে গ্রীষ্মকালে একসঙ্গে ছুটি কাটাব, এ ব্যাপারে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে কোথায় আমাদের ছুটি কাটালে ভালো হবে আমি তার পরিকল্পনা পর্যন্ত করতে থাকি।

'অথচ আমি এখনও এখানে। আমার এই মেয়াদ আর মেয়াদ দিয়ে আমি এত ঘন ঘন তোমাকে ডুবিয়েছি যে তুমি যদি চিরন্তন প্রতীক্ষায় অরাজী হয়ে এ থেকে যথোপযোগী সিদ্ধান্ত নেও তাহলে আশ্চর্য হব না। আমার পক্ষে মুখ বুজে কেবল এই আশা করা ছাড়া আর কিছুই থাকছে না যে তুমি আমাকে এখনও ভুলে যাও নি। আমাদের পাঁচ বছরের পুরনো পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করার—অবশেষে বাড়িতে একসঙ্গে বাস করার সুযোগ পাওয়ার—সম্ভাবনা এখনও আছে। এই আশা আমি এখনও হারাই নি। আশা যে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না তার পুরো দোষ আমার, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে দোষ সেই পরিস্থিতির, যার মধ্যে আমরা বাস করছি, যা আমাদের সামনে নির্দিষ্ট কতকগুলি কর্তব্য হাজির করছে।

'ইতিমধ্যে স্বল্পকালীন বসন্ত ও উত্তপ্ত ক্লান্তিদায়ক গ্রীষ্মকাল কেটে গেছে। সহ্য করা খুবই কঠিন, বিশেষত অবিরাম সঙ্কটজনক কাজের পরিস্থিতিতে। আর যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমার জীবনে ঘটে সে ক্ষেত্রে ত সম্পূর্ণই প্রত্যক্ষ।

'আমি একটা দুর্ঘটনায় পড়ি, দুর্ঘটনার পর কয়েক মাস আমাকে হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হয়। তবে এখন সব ঠিক হয়ে গেছে, আমি আগের মতো কাজ করছি।

'অবশ্য আমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় নি। কয়েকটি ক্ষতচিহ্ন যুক্ত

হয়েছে, আর খোয়া গেছে বেশ কিছু সংখ্যক দাঁত। বদলে আসবে নকল দাঁত। এ সবই মোটরসাইকেল থেকে পড়ার ফল। সুতরাং বাড়ি যখন আসব তখন বড় একটা সৌন্দর্য দেখতে পাবে না। আমি এখন সম্ভবত দেখতে হয়েছি আঁচড়-কামড় খাওয়া ডাকাত-সর্দারের মতো। যুদ্ধের সময় যে পাঁচটা আঘাত পেয়েছিলাম তা ছাড়াও আমার আছে একগাদা চূর্ণবিচূর্ণ হাড় আর ক্ষতচিহ্ন।

'বেচারি কাতিয়া, গোটা ব্যাপারটা ভালো করে ভেবে দেখ। ভালো বলতে হবে যে এ নিয়ে আমি আবার হাসিঠাট্টা করতে পারছি, কয়েক মাস আগে আমার সে সামর্থ্যও ছিল না।

'আমার উপহার পেলে কিনা তা একবারও লিখলে না। মোটকথা আমি প্রায় এক বছর হতে চলল তোমার কাছ থেকে কোন খবরই পাই নি।

'তুমি কী করছ? আজকাল কোথায় কাজ করছ?

'ইতিমধ্যে তুমি হয়ত কোন ফ্যাক্টরীর বড় গোছের ম্যানেজার হয়েছ, তা তোমার ফ্যাক্টরীতে আমাকে কাজ দেবে ত?—অন্তত ফাইফরমাশ খাটার ছোকরার কাজ? যাক গে সে তখন দেখা যাবে'খন।...'

ব্রাঙ্কো যখন জোর্গেকে জিজ্ঞেস করেন কী ভাবে অসংখ্য জার্মান পত্রপত্রিকার জন্য লেখার অবসর তিনি পান, তার জবাবে জোর্গে হেসে বলেন: 'আমি ওগুলো পাকাই লেসিং-এর প্রণালীতে: মাথার অর্ধেকটা খাটিয়ে।'

বলাই বাহুল্য, তিনি ঠাট্টা করেন। সাংবাদিকতার কাজে সময় সময় তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। তার কারণ হল এই যে 'মাঝারি জার্মান সংবাদদাতার পর্যায় ছাড়িয়ে ওঠা' ছিল তাঁর সচেতন চেষ্টা। কিন্তু কেবল চেষ্টাই যথেষ্ট নয়। তিনি ছিলেন প্রতিভাবান সাংবাদিক, আর জার্মানিতে লোকে যে তাঁকে জাপান সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ সংবাদদাতার স্বীকৃতি দেয় তা অহেতুক নয়। তাঁর প্রবন্ধ কেবল পাঠকসমাজের, 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর গ্রাহকদেরই যে মনোযোগ আকর্ষণ করে তা নয়, 'তৃতীয় রাইখের' উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। ঐ প্রবন্ধগুলি লোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ত, জাপানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সংক্রান্ত তথ্যের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র বলে মনে করত।

এখানেই নিহিত আছে সাংবাদিকতায় জোর্গের দক্ষতার গোপন চাবিকাঠি। সর্বোপরি তাঁর প্রবন্ধগুলিতে আছে উচ্চ মার্জিত চিন্তার ছাপ, সেগুলি তথ্য, ভাবনা আর যুক্তিতে পরিপূর্ণ; তথ্য ও মতামত পরিবেশনকালে সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে সাংবাদিক জোর্গে তথ্য ও মতামতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেন আর সে কাজ নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করেন—সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে—তাঁর স্বভাবসুলভ 'কোমল' লিখনভঙ্গি। তিনি রিপোর্টার নন, তিনি চিন্তাবিদ, বিশ্লেষণকারী, রাজনৈতিক ভাষ্যকার, তিনি জাপানের সমস্ত রকম বাস্তব অবস্থা মনে রাখেন — এমনকি তা মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য বদল, দেশে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি, চীনে জাপানী সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা বা খাসান হ্রদে সামরিক হঠকারিতার শোচনীয় পরিণতির মতো জাপান সরকারের পক্ষে অপ্রীতিকর বিষয় হলেও।

জোর্গে ভালোমতোই জানতেন যে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে জাপানের যে-কোন অসাফল্য বার্লিনে ফাশিস্ত দলপতিদের খুশি করবে: ব্যর্থতা যত বেশি আসবে, জাপান তত তাড়াতাড়ি জার্মানির সঙ্গে জোট বাঁধার পথে নামবে; উভয় পক্ষেরই নানাভাবে চেষ্টা হল চীনে প্রভাববিস্তারের সংগ্রামে তাদের বহুকালের যে বিরোধ, তা কাটিয়ে ওঠা, প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলবর্তী প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশের প্রশ্ন কোন রকমে মীমাংসা করা, আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সম্পাদনের প্রয়াস সম্মিলিত করা; কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ অত্যন্ত প্রবল। জোর্গে তাঁর রচনায় এই বিরোধগুলিকে কৌশলে কাজে লাগান: ইংলন্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানী কূটনীতির দহরমমহরম, ইংলন্ড ও জাপানের মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার পরিকল্পনা, লীগ অফ্ নেশন্স্ পরিষদের এক বৈঠকে চীনে জাপানের স্বার্থের প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধির সমর্থন, 'ইংলন্ডের সঙ্গে দহরমমহরমের অবসান চাই!'—এই স্লোগান তুলে টোকিওয় ফাশিস্ত সমিতিসমূহের বিক্ষোভ-মিছিল এবং সরকার কর্তৃক উক্ত মিছিল ভেঙে দেওয়া—ইত্যাদি ঘটনা যেন উক্ত বিরোধেরই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ।

একবার ডিক্সনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে জোর্গে এই মত প্রকাশ করেন যে জাপান কোন পরিস্থিতিতেই জার্মানিকে প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ফেরত দেবে না। রাষ্ট্রদূত তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। তখনই ফন ডিক্সন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বার্লিনকে জানালেন: 'দক্ষিণ সমুদ্রাঞ্চলে প্রাক্তন উপনিবেশ শাসনাধিকারের ব্যাপারে জাপানের নীতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। জাপান কোন

শর্তেই, এমনকি জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্ব' হারানোর ঝুঁকি নিয়েও, প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে থেকে হটবে না।'

তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ ছিল ক্রমবর্ধমান জার্মান-জাপ সম্পর্কের গোদুগ্ধের গামলায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একেক ফোঁটা চোনার মতো। কিন্তু প্রবন্ধগুলি ডির্ক্সেনের পছন্দ হত, তিনি জোর্গেকে উৎসাহ দিতেন — কেননা সেগুলিতে ডির্ক্সেনের নিজের দৃষ্টিভঙ্গির প্রত্যক্ষ সমর্থন পাওয়া যেত! (পাঠকও এই মতে আস্থাবান হয়ে পড়ত যে জার্মানির প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভূখণ্ড জাপান স্বেচ্ছায় অর্পণ করছে না) আবেগ ও উৎসাহ নিয়ে প্রশান্তমহাসাগরীয় সমস্যা আলোচনা করে — ভবিষ্যৎদ্রষ্টার দৃষ্টিতে জোর্গে দেখতে পেয়েছিলেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের বিপুল এলাকা অদূর ভবিষ্যতে মূল্যবান কাঁচামালের উৎস এবং বিক্রির বিরাট বাজার অধিকারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। নবোদ্ভিন্ন জাপানী পুঁজিবাদ প্রশান্তমহাসাগরীয় বাজার, কাঁচামালের উৎস আর পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার অর্জনের চেষ্টা করছে। জোর্গে নবোদ্ভিন্ন জাপানী পুঁজিবাদের এই ভূমিকার উপর জোর দেন।

দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান — এই হল জোর্গের তিনটি মূল ভিত্তি যার উপর নির্ভর করত 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এ সাংবাদিক হিশেবে তাঁর মর্যাদা। স্কেচধর্মী আর চিত্রবহুল উপাদান সাংবাদিক জোর্গের রচনার প্রধান শক্তি ছিল না: তিনি তাঁর প্রবন্ধে শব্দালঙ্কারের, 'সস্তা চটকের' প্রয়োগ পছন্দ করতেন না — ব্যাপক পাঠকসমাজের কাছে তিনি আসলে যা প্রকাশ করতে চান তা থেকে কঠোর ফাশিস্ত সেন্সরকর্তাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আড়াল হিশেবেই কেবল এগুলির দরকার পড়ত। গোড়ার দিকে 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' তাঁর কাছে এমন সব 'চাক্ষুষ বিবরণী'ধর্মী রচনারই দাবি জানিয়েছিল যেখানে প্রকাশ পাবে জাপানের বাহ্য চটক। কিন্তু জোর্গে 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর বাহ্য সৌন্দর্যরসিকদের হাতের পুতুল হলেন না — তিনি পাঠাতে লাগলেন প্রবন্ধ — সমাজ সংক্রান্ত গবেষণা, বিশ্লেষণ করলেন রাষ্ট্রসমূহের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি — ঠিক সেই সমস্ত রচনা যা চিন্তাশীল পাঠকের আগ্রহ জাগ্রত করতে পারে। 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর সম্পাদকমণ্ডলীকে আত্মসমর্পণ করতে হল। পরবর্তীকালে, ১৯৪১ সনে কৈফিয়ৎমূলক নোটে এ প্রসঙ্গে সম্পাদকদের একজন লেখেন:

'যেটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা এই যে ডক্টর জোর্গের সঙ্গে পত্রবিনিময় এবং তাঁর সাংবাদিকতার কাজ এমন ধারণারই সৃষ্টি করে যে তিনি হলেন অত্যন্ত চিন্তাশীল, বিবেচনাশীল এক মানুষ, যিনি সাংবাদিকতার কাজ বোঝেন এবং রাজনীতিবোধেরও অধিকারী বটেন। অধিকন্তু, জাপান থেকে যে সমস্ত লোক প্রত্যাবর্তন করত তাদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে স্পষ্টতই জানা যায় যে দূতাবাসে জোর্গের যথার্থই প্রতিষ্ঠা ছিল এবং টোকিওতে তিনি অন্যতম তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হতেন। মিঃ ইউস্ট (প্রাচ্যদেশ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ) যখন টোকিও থেকে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে, পরবর্তীকালে ডঃ লিলি আবেক (চীনে 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর সংবাদদাতা) এবং ডঃ ফ্রিডরিখ জিবুর্গের সঙ্গেও এবিষয়ে কথাবার্তা হয়।'

হ্যাঁ, 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর সম্পাদকমণ্ডলী ডক্টর জোর্গের রাজনীতিবোধের যোগ্য মূল্যায়নই করেছেন। তাঁরা কোথা থেকে জানতে পারবেন যে জার্মানিতে বহু বছরের গোপন পার্টিকর্মের ফলে, সমস্ত পর্যায়ের শত্রুর সঙ্গে শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই বোধ গড়ে উঠেছে? জোর্গে উঁচুদরের স্যাংবাদিক হন চীনের দৌলতে নয়, জাপানের দৌলতেও নয়। কেউ যদি কষ্ট করে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সাংবাদিক হিশেবে জোর্গের শীর্ষারোহণের গতি বিশ্লেষণ করেন তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন কোথায় নিহিত আছে তাঁর এই রাজনীতিবোধ, অনমনীয় যুক্তি আর চিন্তার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। থেলমানের 'হামবুর্গার ফোলক্সৎসাইটুং'-এ, 'বোর্গশে আরবাইটেরস্টিমে'-তে এবং সোভিয়েত পত্রিকায় ইতিপূর্বে জোর্গের যে সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সেখানেও এই যুক্তি, বিশ্লেষণপ্রবণতা প্রকাশ পায়।

কমিউনিস্ট পত্রপত্রিকায় দশ বছরের কর্মকালের মধ্যে (১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সন) তিনি যত রচনা প্রকাশ করেছেন তা বিপুলাকার সংগ্রহগ্রন্থের রূপ নিতে পারে। সেগুলির প্রতিটি ছত্র ছিল হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লেখা, বিশ্বের ও শ্রমিক আন্দোলনের ভাগ্য সম্পর্কিত গভীর ভাবনাচিন্তার ফল।

জোর্গে নিছক সাংবাদিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংগ্রামী সাংবাদিক। তিনি শত্রুদের আঘাত করেন, মিত্রদের সমর্থন করেন। সুইডেন সফরের সময় যখন ওলাভ শেফ্লো নামে কোন এক ব্যক্তির লেখা 'রাজনীতিজ্ঞ ও ব্যক্তিমানুষ লেনিন' বইটি এবং তাতে বিশ্বপ্রলেতারিয়েতের নেতার উপর সূক্ষ্ম কলঙ্কলেপন জোর্গের চোখে পড়ে তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য সমস্ত কাজ সরিয়ে রেখে তার সমালোচনা লেখায় প্রবৃত্ত হন। শেফ্লোর নাম আজ

অজ্ঞাতই বলতে হয়, কিন্তু বিশের দশকে দলত্যাগী ও বেইমান রূপে তাঁর নাম ব্যাপক পরিচিত ছিল। গ্রন্থসমালোচনাটি আয়তনের দিক থেকে ছোট, কিন্তু 'শব্দে ঘনবদ্ধ আর চিন্তায় প্রশস্ত' বলতে আসলে যা বোঝায় এখানে তারই পরিচয় মেলে। জোর্গের কাছে পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তির শক্তি সর্বদাই ছিল বিরাট প্রহেলিকা, তিনি বারবার চেষ্টা করেছেন তার বিবর্তনের ধারা অনুসরণের, অনুসন্ধান করেছেন প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে তার অভিব্যক্তি। তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির প্রতি, পেটি-বুর্জোয়া বিরোধী দলগুলির প্রতি বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের মনোভাব বিশ্লেষণের। শ্রমিকদের স্বার্থের বিচারে পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি যে খোলাখুলি শত্রুর চেয়ে কোন অংশে কম বিপজ্জনক নয় এ ব্যাপারে বহু আগেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি প্রায়শ আত্মগোপন করে থাকে বড় বড় বিপ্লবী বুলির আড়ালে, চরমপন্থী মতবাদের আড়ালে, অথবা তার আবেদন সংকীর্ণমনা, কূপমণ্ডূক মানুষের 'সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধির' কাছে, কেননা ঐ পরিবেশেই তার পক্ষে বাসা বাঁধা সহজ। পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর সুবিধাবাদী মতাদর্শ প্রবল প্রাণশক্তিসম্পন্ন, তা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন আবরণে আত্মপ্রকাশ করে, বিষোদ্গার করে; এরই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—দলত্যাগী শেফ্লোর পুস্তিকা।

জোর্গে লিখলেন:

'কেবল উদারনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধার মধ্যে এবং যে অর্থে 'মনীষী' কথাটি এখানে প্রযুক্ত হয়েছে তার মধ্যেই নয়, লেনিনকে যে মার্কস ও এঙ্গেলসের পর উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকরূপে গণ্য করতে হয়—এই ঘটনা অস্বীকার করার মধ্যেও বিশেষ স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে প্রকাশ পেয়েছে শেফ্লোর বিচারের পেটি-বুর্জোয়া চরিত্র। শেফ্লো বুর্জোয়া বিজ্ঞানের মতোই সম্ভবত এই দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করেন যে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিল নেই।...

'শেফ্লোর মতে, লেনিনের মহিমা এখানেই যে 'লেনিন সম্পর্কে আমরা বলতে পারি যে তিনি বিশাল এক দেশের পূর্ণ শাসনক্ষমতা লাভ করেন আর সেই শাসনক্ষমতা তিনি অর্জন করেন তাঁর মেধার গুণে এবং নিজের চারিত্রিক বিশুদ্ধতার গুণে। তিনি এমন মগজের অধিকারী ছিলেন যা খুব অল্প লোকেরই থাকে।' শেফ্লো অতঃপর আরও বলেছেন যে লেনিন না সিজার, ক্রমওয়েল না রবেস্পিয়ের—কে বেশি বড় তা বলা কঠিন।

লেনিনের মহত্ত্বের লক্ষণ এই ভাবে নির্দেশ করার মধ্য দিয়েই শেফ্‌লো প্রতিপন্ন করেছেন যে 'মহান ব্যক্তিদের' তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি আগাগোড়া কূপমণ্ডূকতায় এবং বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের স্বভাবসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে আচ্ছন্ন।

'শুধু তা-ই নয় যে সব সামাজিক শক্তির কারণে উল্লিখিত ব্যক্তিরা ইতিহাসের এতটা শক্তিশালী করণশক্তিতে পরিণত হয়েছে শেফ্‌লো সেগুলি নির্বিশেষে তাঁদের মহত্ত্বের বিচার করেছেন। লেনিনের মহাপ্রতিভাসম্পন্ন নেতৃত্বে শোষিত কৃষকসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রলেতারিয়েত যখন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন লেনিনের যে প্রভাব (ক্ষমতা নয়!) ছিল তার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক দাসমালিকানা ও রোমের মুষ্টিমেয় ভূস্বামীদের ভিত্তিতে সিজারের গঠিত শাসনক্ষমতার তুলনা—বুর্জোয়া ইতিহাসবোধকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। বিশ্ব-ইতিহাসে এ হল **শ্রেণী হিশেবে প্রলেতারিয়েতের হাতে**—লেনিনের হাতে নয়—প্রকৃতপ্রস্তাবে শাসনক্ষমতা আগমনের একমাত্র ঘটনা;—এ হল এমন এক ঘটনা যা সমগ্র বিশ্বে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মহান যুগ সূচনা করছে; এ যুগ এমন এক যুগ, যা মার্কসের কথায়, 'মানবজাতির প্রাক্-ইতিহাসের' অবসান নির্দেশ করছে; ঠিক এই বিশ্ব-ঐতিহাসিক মহা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই লেনিন ভূমিকা পালন করেন—আর গোটা ব্যাপারটাকে কিনা শেফ্‌লো সিজারের পররাজ্যগ্রাসী অভিযানের সঙ্গে এবং প্রথম উল্লেখযোগ্য বুর্জোয়া বিপ্লবীদের কীর্তির সঙ্গে একই পর্যায়ে নিয়ে এলেন। এ যেন স্রেফ খেলাধুলার রেকর্ডের বিচার, যেখানে কোন মানুষের ব্যক্তিগত মহিমা পরিমাপ করা হয় সে কত বর্গমিটার অর্জন করল তার পরিমাণ দিয়ে—এই শাসনক্ষমতা দাসসম্প্রদায়, ভাড়াটে দালাল বা স্টক-এক্সচেঞ্জের ফাটকাবাজারীদের সাহায্যে অর্জিত হয়েছে, না মুক্তির জন্য সংগ্রামরত প্রলেতারিয়েতের দ্বারা অর্জিত হয়েছে তাতে যেন কিছুই আসে যায় না।...'

'লেনিন সংক্রান্ত এই রচনাটি বুর্জোয়া, প্রতিবিপ্লবী; প্রলেতারিয়েতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার কোন মিল নেই। এর মধ্যে সত্য নেই, সত্যের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই। এতে ডাহা মিথ্যা ছাড়া, একজন দলত্যাগীর মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নেই।'

জোর্গে বারবার যে কথাটা বলতে ভালোবাসতেন তা হল: 'রুচি নিয়ে, তর্ক করা যেতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে তর্ক চলে না — তার

জন্য ব্যারিকেডের উপর লড়াই চলে।' আর জোর্গে লড়াই করেছেন।

অভূতপূর্ব পরিস্থিতি: কমিউনিস্ট সাংবাদিক কাজ করছেন নাৎসীদের সংবাদপ্রতিষ্ঠানে! কেবল জাপানী সমরবাদের নয়, খোদ জার্মান ফ্যাসিবাদের মুখোস খুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফাশিস্তপন্থী পত্রপত্রিকার আশ্রয়গ্রহণ—এর জন্য কী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরই না দরকার!

জোর্গে স্বীকার করেন যে সমাজজীবনে পরিবর্তনের চরিত্র অমোঘ ও পারম্পর্যসম্পন্ন; তাঁর ধারণায়, অতীত অভিজ্ঞতার অনুসন্ধান—আধুনিক কালের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত প্রশ্নের সঠিক, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধানের অবশ্যপ্রয়োজনীয় শর্ত। আবার অন্য দিক থেকে, সাংবাদিক যত ভালোভাবে বর্তমানকে উপলব্ধি করতে পারবেন, ততই বেশি করে তিনি অখণ্ড প্রক্রিয়ারূপে মানবজাতির ইতিহাস উপলব্ধির কাছাকাছি আসবেন, ততই বেশি করে আসবেন ঐতিহাসিক সম্ভাবনা উপলব্ধির কাছাকাছি। এমনই ছিল তাঁর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহের ঐতিহাসিক শর্তাবদ্ধতা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, প্রবন্ধগুলিতে কালের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ সঞ্চারের চেষ্টা করেন।

এই প্রসঙ্গে জাপান থেকে তাঁর প্রদত্ত সংবাদবিবরণীগুলি অত্যন্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 'ৎসাইট্‌শ্‌রিফ্‌ট ফ্যুর গিওপলিটিক' পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে লিখিত তাঁর বিশদ প্রবন্ধ ও সংবাদবিবরণীর সংখ্যা অনেক। প্রবন্ধসমূহের শিরনামা থেকে তাদের বক্তব্যের আভাস পাওয়া যায়: 'জাপানী সশস্ত্র বাহিনী', 'জাপানের আর্থিক দুশ্চিন্তা', 'হাইয়াসির বিজয় কি শক্তিক্ষয়ী বিজয় নয়?', 'প্রিন্স কোনোয়ে জাপানের শক্তিসমাবেশে রত', 'টোকিও ও লণ্ডনের মধ্যে অনির্দিষ্ট অবস্থা', 'সম্প্রসারণবাদী রাজনীতিতে প্রতিবন্ধকতা', 'সামরিক আইনের পরিস্থিতিতে জাপানের অর্থনীতি', 'যুদ্ধের এক বছর পরে জাপান', 'জাপান-চীন বিরোধে হংকং ও দক্ষিণ-পূর্ব চীন', 'জাপানের অর্ধোদ্যম যুদ্ধ', ''মুক্তদ্বার' নীতির পরিবর্তে সামরিক অর্থনীতি', 'রাজকীয় পন্থা'। এগুলি হল গবেষণামূলক প্রবন্ধ।

জোর্গে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কেবল গুপ্তকর্মী হিশেবে নিজের কাজের ক্ষেত্রেই নয়, নাৎসী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদিতেও তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি অনুরক্ত। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের সমস্তরকম হামলা থেকে সোভিয়েত দেশকে রক্ষা করেন, সময়

সময় তাদের ভয় পর্যন্ত দেখান। যেমন 'নতুন মীমাংসার সামনে জাপান' প্রবন্ধে তিনি লেখেন যে '...আজ **সোভিয়েত ইউনিয়নের** অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। গত কয়েক বছরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিঃসন্দেহে আজ মহাদেশে জাপানের দ্বিতীয় প্রতিবেশী গুরুত্বপূর্ণ করণশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে সমপর্যায়ের প্রতিপক্ষের অভাবে পূর্ব এশিয়ায় জাপানের যে অসাধারণ অনুকূল পরিস্থিতি ছিল তা আর এখন নেই।...' তাঁর কথায়, জাপানে এমন সব দল আছে যারা 'এই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যে সমস্ত রকম জরুরী প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব।' আর খাসান হ্রদে সোভিয়েত বাহিনী জাপানীদের সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিলে 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এ লিখিত সংবাদবিবরণীতে জোর্গে সমরবাদীদের সতর্ক করে দেন: 'বিরোধের যে মীমাংসা জাপানীরা শ্রেয় মনে করেছে—তুমেন নদীর দক্ষিণ তীরে জাপানী সেনাবাহিনীর অপসারণ—কেবল অপরিণামদর্শিতার সেই ভয়াবহ অনুভূতিকেই প্রবল করে তুলেছে যা এরকম সমস্ত সীমান্তবিরোধের অন্তরালে নিহিত থাকে। দু'হাজার কিলোমিটারের অধিক বিস্তৃত সাইবেরীয় ফ্রণ্টে আজ অবধি যে সব সীমান্তসঙ্ঘর্ষ ঘটেছে, চান কু ফিন্ (খাসান হ্রদের ঘটনা) ছিল তাদের মধ্যে প্রবলতম। ঘটনা যে প্রশমিত হয়েছে তা থেকে বিন্দুমাত্র এমন গ্যারাণ্টি পাওয়া যাচ্ছে না যে নিকট ভবিষ্যতে তীব্রতর এমন কোন সঙ্ঘর্ষ শুরু হবে না, যার পরিণাম আরও মারাত্মক হতে পারে।' সোভিয়েত ইউনিয়ন যে 'গুরুত্বপূর্ণ করণশক্তি' হয়ে দাঁড়িয়েছে তার উল্লেখ জোর্গের টোকিও থেকে প্রেরিত প্রায় প্রতিটি বিবরণীতে আছে। ব্যাপারটা আকস্মিকও নয়। কেবল রক্ষা করা, ভয় দেখানোই তাঁর প্রয়াস ছিল না; তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের এই ইঙ্গিতও দেন যে আজকের দিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি অংশগ্রহণ ছাড়া দূর প্রাচ্যের সমস্যার সমাধান অসম্ভব; আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার উপর জাপান যদি ভরসা করে থাকে তাহলে তার নিজেরই পতন ঘটবে, কেননা দূর প্রাচ্যে জাপানী আগ্রাসন যত সম্প্রসারিত হবে, সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্বিরোধ ততই তীব্র হয়ে দেখা দেবে।

এককালে তিনি যেমন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের উপর গবেষণায় রত হয়েছিলেন, এখানে, টোকিওয় তেমনি তিনি তাঁর তীক্ষ্মধার লেখনি প্রয়োগ করলেন জাপানী সমরবাদের বিরুদ্ধে। তাঁর এই পর্বের সংবাদধর্মী রচনাগুলি জাপানী সমরবাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কালপঞ্জীস্বরূপ। জোর্গে ধৈর্যসহকারে

জাপানের সামরিকীকরণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত দিকগুলির আনুপূর্বিক বিচার করেন।

সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রতি তিনি কোন সময়ই উদাসীন ছিলেন না, তাই তাঁর সংবাদবিবরণীগুলিতে জাপানের মেহনতীদের অবস্থার কথা জানা যায়, সমরবাদীরা যে কী ভাবে যুদ্ধের বোঝা তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছে তার পরিচয় মেলে।

তবে জোর্গের পক্ষে সব কথা অবশ্যই 'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। যেমন, সামরিক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েসুগু ও শাসকচক্রের দিক থেকে সন্ত্রাসের তীব্রতা, গণফ্রন্টের নেতৃবৃন্দকে ব্যাপক ধরপাকড়, প্রগতিশীল সংগঠনসমূহ ও জাপানের প্রলেতারীয় পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী, রাজকীয় ও টোকিও আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের গ্রেপ্তার, কোবেতে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ, ওসাকায় নববর্ষের প্রাক্কালে সাত হাজার জাপানী সৈন্যের বিদ্রোহ, সৈন্যদের বাহিনী পরিত্যাগ ও আত্মহত্যা, আর চীনে পুরো একেকটি রেজিমেণ্টকে যে 'নির্ভরযোগ্য নয়' বলে ফ্রণ্টের পশ্চাদ্‌ভাগে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে—এই সমস্ত প্রসঙ্গে লেখা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু রিখার্ড যে সংবাদ দিতেন তা থেকে যথেষ্ট ভালোমতো আন্দাজ করা যায়: জাপানে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে, চীনে জাপানী সেনাবাহিনীর মনোবল দ্রুত ভেঙে পড়ছে।

জোর্গে জাপানের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির উপর ভাষ্য প্রদান করেন; জাপানী সাময়িক পত্র থেকে বাছা বাছা উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি পাঠকবর্গকে জানিয়ে দেন জাপানে কী ঘটছে, সেখানকার সাধারণ পরিবেশ কী রকম।

জোর্গে জাপানী প্রবাদ-প্রবচন ভালোবাসেন। 'S' আদ্যক্ষরের স্বাক্ষর সহযোগে তাঁর লেখা নীরস সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতেও প্রায়ই সে সবের বাহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন: 'সম্রাটেরও গরিব আত্মীয়স্বজন আছে', 'বিড়াল পেয়ে মহিষ হারালাম', 'শিকড় যখন বাঁকা, অঙ্কুরও হয় বাঁকা', 'হাতির শুঁড় কুকুরের মুখের হাঁ হয় না'।

টোকিওর গোটা সাংবাদিক মহল জোর্গের বচনকে অবলম্বনস্বরূপ গ্রহণ করত, জার্মান কলোনিতে, জার্মান দূতাবাসে তা প্রবেশ করে। তাঁর গৌরব বৃদ্ধি পায়। খোদ জার্মানিতে তাঁর নাম কেবল ফ্যাশনই ছিল না, তিনি

ছিলেন সবচেয়ে জাঁদরেল সাংবাদিক। পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের আমলারা বার্লিন থেকে আগত 'নিপুণ প্রাচ্যবিশারদ' এই মানুষটির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আগ্রহ বোধ করত। সহজেই অনুমেয় যে এখানে আগত প্রতিটি ব্যক্তি দেশের অভ্যন্তরীণ নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নে সংবাদদাতাটির সঙ্গে পরামর্শ করতে বাধ্য। অন্তত ডিক্‌সন আর ওট্‌-এর এই রকমই সুপারিশ ছিল।

'দূর প্রাচ্যের' মন্দভাগ্য 'মিউনিখ'। ঝঞ্ঝা ঘনায়মান

আশেপাশের লোকজনের জন্য জোর্গে আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছিলেন বহু পত্রপত্রিকার সংবাদদাতার অশান্ত জীবনযাত্রা। সেই প্রেস কনফারেন্স, আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনাসভা, ভোজসভা। কখনও কখনও তিনি দূতাবাসের সহকর্মীদের জন্য বিবরণী প্রদান করেন। এমনি এক বিবরণীর সময় উপস্থিত হান্‌স অটো মাইস্‌নার মন্তব্য প্রকাশ করেন: 'এ ছিল অত্যন্ত সরল ভাবে পঠিত এক আশ্চর্য ভাষণ। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি শেষ করেন এই কথা দিয়ে: 'আমেরিকানরা যে ভুল করেছে তা নিয়ে তাদের কোন না কোন এক সময় আফশোস করতে হবে!...' আমাদের অনেকেই এর উত্তরে প্রসন্ন হাসি হাসলেন, পরে যে যার কাজে চলে গেলেন। আজ এই কথাগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নে জোর্গের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।' কিন্তু কিছুদিন হল জোর্গের ভেতরে কী যেন একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁকে আর আগের মতন সজীব, ফুর্তিবাজ দেখায় না। প্রায়ই তিনি ভ্রূকুটি করে থাকেন, রসিকতা করেন না, কখনও কখনও এইগেন এবং ভাইজের সঙ্গেও অনেকটা রূক্ষ ব্যবহার করেন, চেষ্টা করেন নিরিবিলিতে থাকার।

'ফ্রাঙ্কফুর্টের ৎসাইটুং' ও 'গিওপলিটিক' পত্রিকা বার্লিন থেকে জাপান সম্পর্কে বই লেখার প্রস্তাব দিয়েছে। রিখার্ড হয়ত বই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছেন, তাই প্রায়ই নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে বসে থাকেন? এখানে তাঁর শেল্‌ফে হাজারখানেক বই জমেছে, সেগুলির অধিকাংশের বিষয়বস্তু হল জাপান। মাঝে মাঝে গায়ে কিমানো আর মাথায় তোয়ালে জড়িয়ে তিনি বারান্দায় বসে থাকেন, ধীরেসুস্থে পেয়ালা থেকে চিনি ছাড়া সবুজ চায়ে চুমুক দেন।

কিন্তু এখন তিনি বইয়ের কথা ভাবছেন না, যদিও এ ধরনের বই লেখার চিন্তা বহু আগেই তাঁর মাথায় আসে। বলাই বাহুল্য এ বই এক মৌলিক রচনা হতে পারত, ইতিপূর্বে যা কিছু লেখা হয়েছে, সেগুলির থেকে ভিন্ন রকমের হত।

> 'আমি আমার সংগৃহীত উপাদানগুলিকে সুপ্রাচীন কাল থেকে শুরু করে জাপানী সম্প্রসারণের ইতিহাস সংক্রান্ত সুবিস্তৃত গ্রন্থ রচনার কাজে লাগাই।'

এই গ্রন্থে থাকবে জাপানী একচেটিয়া পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে সাম্রাজ্যবাদে জাপানের উত্তরণের ইতিহাস। এই গ্রন্থ হবে তর্কযুদ্ধমূলক। যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী অস্বীকার করেন যে ১৯০৪-১৯০৫ সনের রুশ-জাপান যুদ্ধেরও আগে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ জাপানের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলিতে প্রধান স্থান অধিকার করে বসে, তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরবেন।

ব্যাঙ্কের কারবারের এককেন্দ্রীভবন ও মহাজনী পুঁজির উদ্ভব; তথাকথিত সেইসিও অথবা রাজনীতির কারবারী—রাজনৈতিক কূটকৌশল ও চোরা কারবারের ফলে উদ্ভূত মুষ্টিমেয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত বুর্জোয়াদের গোষ্ঠী; পুঁজি-রপ্তানি; জাপানী সাম্রাজ্যবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ একচেটিয়া পুঁজি কর্তৃক দেশের অর্থনীতিতে সামন্ততান্ত্রিক জেরের সুযোগ গ্রহণ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ আক্রমণাত্মক মনোভাব, 'সামরিক শক্তির একচেটিয়া অধিকার' ঘোষণা—এই ধরনের আপাত গদ্যময় নানা প্রশ্ন জোর্গেকে প্রবল আগ্রহী করে তোলে। তিনি জানতে চান রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে, পার্লামেণ্ট ও রাজনৈতিক পার্টিগুলির সঙ্গে বৃহৎ একচেটিয়া বুর্জোয়ার সম্পর্ক কী, শাসক শিবিরের শক্তি কী ভাবে সংগঠিত হয়, কী ভাবেই বা পররাষ্ট্রনীতিতে আক্রমণাত্মক মনোভাব বৃদ্ধি পায়?

জোর্গে পাঁচ বছর হল জাপানে এসেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলি মন্ত্রিসভা বদল হয়েছে: সাইতো ও ওকাদা, হিরোতা, হাইয়াসি, কোনোয়ে…

রাষ্ট্রীয় কর্মীর কর্মজীবন প্রায়শই নির্ভর করছে দুর্বোধ্য ঘটনাচক্রের উপর। এই ত কিছুদিন আগে মনে হয়েছিল যে প্রিন্স কোনোয়ে বোধহয় অনেক বছরের মতো শাসনক্ষমতার কাণ্ডারীরূপে কায়েম হয়ে বসলেন। কিন্তু ১৯৩৯ সনের ৩ জানুয়ারি কোনোয়ে মন্ত্রিসভার পতন হল। জাপানের

প্রধানমন্ত্রী হলেন ব্যারন হিরানুমা। যে শক্তিশালী সামরিক দলটি 'হাক্কোইতু' নীতিকে ('এক চালায় আট ঠাঁই')—সাম্রাজ্যবাদী জাপানের শাসনাধীনে প্রাচ্যের সমস্ত দেশকে সম্মিলিত করার নীতিকে যে কোন মূল্যে বাস্তবে পরিণত করার জন্য উন্মুখ ছিল, তিনি তারই ক্রীড়নক।

মনে হল জাপানী সামরিকমণ্ডলীর চরম আগ্রাসী গ্রুপটি একচেটিয়া পুঁজির উপর ভরসা করে বুঝি দীর্ঘকালের জন্য শাসনক্ষমতায় এলো।

৪ জানুয়ারি ইসে দেবীর মহামন্দিরে জমকাল উপাসনা অনুষ্ঠিত হল। সম্রাট রাজকীয় পরিবারের লোকজন আর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে তাঁর 'পরমা জননী', সূর্যের দেবী আমাতেরাসুকে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম 'জানালেন'।

৫ জানুয়ারি সম্রাট—তেনো, 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'—টোকিওর ইয়াসুকুনি-জিন্‌জিয়া মন্দিরের উপাসনায় যোগ দিলেন। উপাসনা রেডিওতে সম্প্রচারিত হল, সমাপ্ত হল সেনাদলের কুচকাওয়াজ দিয়ে। ইয়াসুকুনি-জিন্‌জিয়া—সামরিক মন্দির, সামরিক প্রচারের কেন্দ্র। এই প্রচার অনুযায়ী রাজকীয় পতাকাতলে নিহত প্রতিটি সৈনিক ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়। 'তেইকোকু সিম্পো' সংবাদপত্র সেই সময় লেখে: 'জাপানের কোন প্রজা যত বড় অপরাধী ও দুরাত্মাই হোক না কেন, যুদ্ধের পতাকাতলে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। জাপান যুদ্ধ করছে সম্রাটের নাম নিয়ে, তার যুদ্ধ—পবিত্র যুদ্ধ। 'সম্রাটের জয়'—এই কথা মুখে নিয়ে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তারা এরই বলে ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে—তারা ভালো ছিল কিংবা মন্দ ছিল তাতে কিছু আসে যায় না।'

ইয়াসুকুনি-জিন্‌জিয়াতে এই উপাসনা ছিল নতুন সরকারের পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক কর্মপন্থার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসূচক বহিঃপ্রকাশ।

ঐ দিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা কালে সমরমন্ত্রী ইতাগাকি উত্থাপন করলেন জাপানী সেনাবাহিনীর শীর্ষমণ্ডলীর কর্মসূচি: চীনে 'সম্পূর্ণ বিজয়' অর্জনের জন্য দেশের সমস্ত সম্পদের ব্যাপক সমাবেশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে সামরিক জোটের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। হিরানুমা নিঃশর্তে এই কর্মসূচি মেনে নিলেন। আলোচনার পর ইতাগাকির সঙ্গে তিনি সমরমন্ত্রণালয় পরিদর্শন করতে গেলেন। মন্ত্রণালয়ের বিশাল হলঘরের জানলাগুলি ভারী পর্দায় আঁটা। হলঘরে লম্বা লম্বা বাক্সে বালি আর প্লাস্টার দিয়ে তৈরি সোভিয়েত ট্রান্স-

বৈকাল ও প্রিমোরিয়ে অঞ্চলের এবং মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের রিলিফ ম্যাপ। পাশে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সহকারী সমরমন্ত্রী জেনারেল তোজো, নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইওনাই, মাঞ্চুরিয়ায় কোয়ন্‌টুং বাহিনীর সেনানায়ক জেনারেল উয়েদা। দেয়ালে ঝোলানো ছিল ভৌগোলিক ও ভূসংস্থানসূচক মানচিত্র। সেগুলির গায়ে ছিল সঙ্কেতমূলক বাতি, বাতিগুলি জ্বলে উঠে তীর দিয়ে নির্দেশ করছিল সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ জনবসতি।

ইতাগাকি প্রধানমন্ত্রীকে সামরিক ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পিত অঞ্চলের মডেলের কাছে টেনে নিয়ে এলেন: সেখানে দেখানো হয়েছে মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের রাজ্যসীমানার অংশবিশেষ—তথাকথিত তাম্‌সাক-বুলাক হাইট, খালখিন গল নদীর সন্নিহিত এলাকা। এখানে, মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের পূর্ব সীমান্তে সামরিক সঙ্ঘর্ষ বাধানো হবে! ইতাগাকি বহুকাল হল 'মঙ্গোলীয় রূপভেদের' সমর্থক। কোয়ন্‌টুং বাহিনীর সদরদপ্তরের প্রধান থাকাকালেই, ১৯৩৬ সনে তিনি বলেন যে বহির্মঙ্গোলিয়াকে (অর্থাৎ মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রকে) যদি জাপান ও মাঞ্চুরিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা তীব্র আঘাত পাবে। অর্থাৎ তেমন প্রয়োজন হলে 'দূর প্রাচ্য থেকে প্রায় যুদ্ধ ছাড়াই সোভিয়েত প্রভাবকে কোণঠাসা করে দেওয়া যাবে'।

এখন তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানী সেনাবাহিনীকে মাঞ্চুরিয়ার ভেতর দিয়ে চালানোর চেয়ে মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের ভেতর দিয়ে চালানো অধিকতর বাঞ্ছনীয়—এই হল সামরিক বিশেষজ্ঞদের মত। মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের পূর্ব ভূখণ্ড অথবা তাম্‌সাক-বুলাক হাইট অঞ্চল বড় রকমের রণনৈতিক ও স্ট্র্যাটেজিক তাৎপর্যপূর্ণ: এখানে সোভিয়েত-মোঙ্গলীয় ইউনিটকে পরাস্ত করে জাপানী সেনাবাহিনী দ্রুতগতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের খানিকটা দক্ষিণের সীমান্তে—চিতার দিকে এগিয়ে যাবে; পরবর্তী আঘাতে সাইবেরীয় রেল-সড়ক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হবে; দূর প্রাচ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সামরিক ক্রিয়াকলাপের অঞ্চল-অভিমুখী রেলপথ আর হাইওয়ে রেখে দিয়ে, আগে থেকে সরবরাহ-ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখায় সোভিয়েত-মোঙ্গলীয় বাহিনীর তুলনায় জাপানী সেনাবাহিনীর রণকৌশলগত যথেষ্ট প্রাধান্য থাকছে—নিকটতম রেল-স্টেশন

থেকে ৭৫০ কিলোমিটার দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোভিয়েত বাহিনীকে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে হবে। তাছাড়া খালখিন গল অঞ্চলটি মোটের উপর লাল ফৌজের পক্ষে অনুকূলও নয়: রাস্তাঘাটের বালাই নেই, জনহীন ও জলহীন ধূ-ধূ স্তেপপ্রান্তর।

হিরানুমা চুপচাপ শুনে গেলেন। তাঁর জানা ছিল যে গত বছর ইতাগাকি প্রিন্স কোনোয়েকে খাসান হ্রদের অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজ্যসীমানায় জাপানী সেনাবাহিনীর আক্রমণের উপযোগিতা সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু তার ফলে... প্রিমোরিয়েতে সোভিয়েত ভূখণ্ডের একাংশ দখলের যে-চেষ্টা জাপান করল তা লজ্জাজনক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। লাল ফৌজ জাপানী ইউনিটকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে দিল। নিঃসন্দেহে কোনোয়ে মন্ত্রিসভার পদত্যাগের এটা ছিল অন্যতম কারণ।

কিন্তু ব্যারন হিরানুমা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর মতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য। তিনি জানতেন যে পারস্পরিক সহায়তাসংক্রান্ত চুক্তিবলে ১৯৩৭ সনেই মঙ্গোলিয়া সরকার মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডে লালফৌজের ইউনিট পাঠানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আবেদন করে। সোভিয়েত সরকার সে অনুরোধ রক্ষা করে, এখন তাই মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষ বাধলে জাপানী সৈন্যদের মোঙ্গল অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়াও সোভিয়েত বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে।

নতুন সরকারকে কোনোয়ে দিয়ে গেছেন দুর্বিষহ উত্তরাধিকার: মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ভিক্ষ, ধর্মঘট, জাপানী সেনাবাহিনী জড়িয়ে পড়েছে চীনে; লোকবল ও বৈষয়িক সম্পদের অপচয় ঘটেছে, লৌহ আকরিক, পেট্রোলিয়াম, রবার, রাসায়নিক দ্রব্য—প্রভৃতি কাঁচামালের অনটন। হালকা শিল্প পতনোন্মুখ।

তা সত্ত্বেও হিরানুমা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাঁর মতে মিউনিখ ষড়যন্ত্র, প্রজাতন্ত্রী মাদ্রিদের পতন, হিটলার কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়া দখল—তার ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এ ধরনের ক্রিয়াকলাপের পক্ষে আগের চেয়ে অনেক অনুকূল হয়েছে।

পরন্তু ইংলন্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকবর্গ দক্ষিণে জাপানী সম্প্রসারণের বিস্তারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, তারা জাপানকে 'উত্তর দিকে',

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাছাড়া হিরানুমার দৃঢ় বিশ্বাস: সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিজয়সূচক যুদ্ধ ছাড়া সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে পুরোপুরি বশে আনা অসম্ভব। অন্ততপক্ষে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত ত যেতেই হয়... সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের নড়বড়ে অবস্থাটাকে সামলে নেওয়া যাবে: কেবল জার্মানি ও ইতালিই নয়, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পূর্ব এশিয়া মহাদেশের ব্যাপারে হিরানুমা সরকারের ব্যাপক সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাকে মেনে নিতে বাধ্য হবে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের জোট গড়ে তোলা।

পার্লামেণ্ট সর্বসম্মতিক্রমে হিরানুমা—ইতাগাকির কর্মসূচি গ্রহণ করল এবং অনুমোদন করল অভূতপূর্ব সামরিক বাজেট: ৭৯৩ কোটি ২০ লক্ষ ইয়েন। সাধারণ জাতীয় যুদ্ধপ্রস্তুতি কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন জেনারেল আরাকি। ইনি হলেন সেই আরাকি, যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে 'জাপানের প্রভাবক্ষেত্র—মাঞ্চুরিয়া ও চীনের সরাসরি সীমান্তবর্তী এই দ্ব্যর্থক এলাকাটির, মঙ্গোলিয়ার অস্তিত্ব জাপান বরদাস্ত করতে নারাজ।'

পার্লামেণ্ট 'প্রগতিশীল ব্যবস্থা'ও অনুমোদন করল: যে সমস্ত বালক-বালিকার বয়স ষোল বছর পূর্ণ হয় নি তাদের জন্য কর্মদিন সীমিত হল ১২ ঘণ্টায় আর 'বিশেষ ক্ষেত্রে ১৪ ঘণ্টা অবধি'। অধিবাসীদের কাছ থেকে যাবতীয় রত্ন ও অলঙ্কারাদি আদায় করে নিয়ে জমা করা হল যুদ্ধ তহবিলে!

১৯৩৯ সনের ১৩ জানুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত গ্রু তাঁর সরকারকে জানালেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানের আগ্রাসনের 'অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে—বিশেষত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক মিউনিখচুক্তি সম্পাদনের পর'। এর অল্প কিছুকাল পরে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স' সংবাদপত্র লিখল: 'টোকিও-গ্রুপ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে। সম্ভবত সঙ্ঘর্ষ শুরু হবে এই বসন্তে।' সংবাদপত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ফাশিস্ত জার্মানি ও ইতালিকে পরামর্শ দেয় যে পশ্চিম থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে তারা যেন তাদের প্রাচ্য অংশীদারকে 'সাহায্য করে'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানে সামরিক রপ্তানি বৃদ্ধি করল।

জোর্গে জাপানী সমরবাদের প্রকৃতি সম্পর্কে বহু ভাবনাচিন্তা করেন,

এই প্রশ্নের উপর গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন, জাপানী সম্প্রসারণের মূল প্রেরণা অনুভবের চেষ্টা করেন। বুর্জোয়া ইতিহাসবিদরা দেখানোর চেষ্টা করেন যেন জাপানের যাবতীয় সামরিক চক্রান্তের মূলে দায়ী—সেন্যবাহিনীর নেতৃবৃন্দ, আগ্রাসী সমরবাদীদের নগণ্য গোষ্ঠী। কিন্তু জোর্গে জানেন যে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি সর্বত্রই এক—তা সে জাপানে হোক, জার্মানিতে হোক কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই হোক। আর বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করা—সাম্রাজ্যবাদীদের বাঞ্ছিত স্বপ্ন। সমস্ত রকম বিরোধিতায় জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও পুঁজিবাদী দুনিয়া এক্ষেত্রে চিরকালই এককাট্টা। ঠিক এই মুহূর্তে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, তারা আগের মতোই সোভিয়েত দূর প্রাচ্য কুক্ষিগত করে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা মনে মনে পোষণ করছে। সতর্ক হওয়া দরকার, আরও সতর্ক হওয়া দরকার।...

গত বছর তোগোর সামরিক চুক্তি বানচাল হয়ে যাওয়ার পর তাঁর জায়গায় বার্লিনে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন ওসিমা। এই সংবাদ জানার পর জোর্গে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের উগ্র শত্রু, 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তির' অন্যতম সংগঠক ওসিমা অর্ধেক পথে থামার পাত্র নন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একরোখা, হিটলারের একান্ত ভক্ত। রোমে নিযুক্ত হয়েছেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের এমনই এক শত্রু—সিরাতোরি।

স্পষ্টতই শুরু হয়ে গেছে নতুন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ভাবী সামরিক চুক্তির রূপ কী হবে তারই প্রস্তুতি চলছে।... কিন্তু খোদ জাপানী মন্ত্রিসভারই জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে সামরিক জোটের চরিত্র সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ আছে।

রিখার্ড কালবিলম্ব না করে ওজাকির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হিরানুমার মন্ত্রিসভায় মতভেদের চরিত্রটা কী রকম তা জানা অবশ্যকর্তব্য। ওজাকি চূড়ান্ত জবাব দিলেন: হিটলার প্রথমেই জাপানকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামাতে ইচ্ছুক। এই হল চুক্তির মূল বিষয়বস্তু। সমরমন্ত্রী ইতাগাকি ও অর্থমন্ত্রী ইকেদা রাষ্ট্রদূত ওসিমা ও সিরাতোরির উপর নির্ভর করে হিটলারের পরিকল্পনাকে বিনাশর্তে মেনে নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরিতা ও নৌবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ইওনাই পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ঠিক রাজী নন, তাঁরা চুক্তিটাকে এমন

পর্যায়ে সীমিত রাখতে চাইছেন যাতে তা কেবল সোভিয়েত রাশিয়ার বিরূদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারে, কেননা 'অর্থনৈতিক কারণবশত ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিরূদ্ধে নামার মতো অবস্থা জাপানের নেই।'

অর্থনৈতিক কারণ মানে? বহু ধরনের স্ট্র্যাটেজিক কাঁচামাল হারানো— সেগুলি জাপান পেতে পারত কেবল ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স থেকে, আর পেতও। উল্লিখিত দেশগুলি এখানে সরবরাহ করত প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি কাঁচামাল: পেট্রোলিয়াম, রবার, লোহা, তুলো, লৌহেতর ধাতু। অনুকূল মুহূর্তে নিজের সামরিক ক্ষমতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জাপান যুদ্ধোপকরণ সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিল। জার্মানির কিছুই দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ব্রিটিশ উপনিবেশ মালয় থেকে জাপান তার মোট আমদানীকৃত রবারের তিরিশ শতাংশেরও বেশি এবং টিনের পঞ্চাশ শতাংশ পেত। আমেরিকার কাছ থেকে জাপান কিনত বাতিল করা ধাতু, তেল, যন্ত্র, তুলো। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া সরবরাহ করত লৌহেতর ধাতু, ফ্রান্স — ধাতুশিল্পের জন্য উৎকৃষ্ট মানের কয়লা।...

কোনোয়ের পদত্যাগে ওজাকি কিন্তু উপরের মহলে তাঁর স্থান হারালেন না। প্রিন্স তাঁর পদত্যাগকে চরম বলে গণ্য করতেন না, তাঁর আশা ছিল যে অচিরেই তিনি ফিরে আসতে পারবেন, তাই 'প্রাতরাশগোষ্ঠীর' কাজ অব্যাহত রইল। এখন তাঁরা এসে মিলিত হতে লাগলেন মন্ত্রিসভা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব কিনকাজুর বাড়িতে। ইনি হলেন কাউণ্ট সাইওনজির পুত্র। যুবক সাইওনজি ছিলেন ওজাকির গুণমুগ্ধ, তিনি সর্বান্তঃকরণে তাঁর অনুগত ছিলেন। কোনোয়ে পদত্যাগ করলেও সম্রাটের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল, প্রিন্সের ঘনিষ্ঠ লোকজন—ব্যক্তিগত সচিব উসিবা, চীন সংক্রান্ত উপদেষ্টা ইনুকান কেন, উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মী কাজামি ও গোতো—এ'দের সকলেরই যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। বন্ধুদের আনুকূল্যে ওজাকি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ সংক্রান্ত গবেষণাকেন্দ্রের টোকিও শাখার উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন। এই সংস্থাটি ছিল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে 'সাম্রাজ্য বিশেষ'। সরকারের রাজনীতির উপর সংস্থার বিরাট প্রভাব ছিল। যেমন, ১৯৩৮ সনের ১১ মে তারিখের এক টেলিগ্রামে কোয়ান্‌টুং বাহিনীর সদরদপ্তরের প্রধান জেনারেল তোজো 'মাঞ্চু কোয় রাজনীতি পরিচালনায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরূদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে' দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ সংস্থার বিশেষ

কৃতিত্বের উল্লেখ করেন। মাঞ্চুরিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভার পড়ে ওজাকির বিভাগের উপর, নতুন চাকুরীতে ওজাকি মন্ত্রিসভার যে কোন সদস্যেরই সমান পর্যায়ে খবরাখবর রাখতেন।

ইংলন্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ যে-সংবাদ নিয়ে এলেন তাতে জাপান-জার্মানি-ইতালির আলাপ-আলোচনার প্রতি ঐ দেশগুলির মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। আপসপন্থী, প্ররোচকদের সেই একই পুরনো, হতাশ গাওনা। না, জাপান-জার্মানি-ইতালির সামরিক জোটের বিরুদ্ধে তাদের কিছুই বলার নেই, যদি অস্ত্রের ফলা উদ্যত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে।

রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তরোত্তর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। মাক্স ক্লাউজেন বেতারবার্তা পাঠিয়ে আর কূল পান না।

জোর্গে তীব্র মনোযোগ দিয়ে বার্লিনের ও টোকিওর যাবতীয় ঘটনার বিবর্তন লক্ষ্য করে যান। হিংস্র দানবেরা আপস-মীমাংসার আরও এক দফা উদ্যোগ গ্রহণ করে।... কিন্তু বিরোধের গ্রন্থি বড়ই জটিল—খোলা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে কি?.. রিখার্ড অলৌকিকতায় বিশ্বাসী নন। ব্যারন হিরানুমা যে এই গ্রন্থি ছেদনের ক্ষমতা রাখেন তা-ও তিনি বিশ্বাস করেন না। কারোই সাধ্য নেই এ গ্রন্থি ছেদন করে।...

আলাপ-আলোচনা নৈরাশ্যজনক দীর্ঘসূত্রী। মার্চ মাসে রিবেন্ট্রপের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো। রিখার্ড তার ফোটো নিলেন। সত্যিই, আলাপ-আলোচনা শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। জাপানীরা নানাভাবে জার্মানির প্রস্তাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তারা একটা আপসজনক ফর্মুলা ভেবে বার করেছে: সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণের মূল লক্ষ্যস্থলরূপে স্বীকার করে নিতে হবে; আর ইংলন্ড ও ফ্রান্স প্রসঙ্গে—চুক্তির প্রতিটি অংশীদার নিজ নিজ বুদ্ধিবিবেচনায় সিদ্ধান্ত নিক এই মুহূর্তে তাদের বিরুদ্ধে নামা উচিত হবে কি না। ওসিমা ও সিরাতোরি বিদ্রোহ করে বসলেন, টোকিওর এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার প্রবৃত্তি পর্যন্ত তাঁদের নেই, তাঁরা পদত্যাগের হুমকি দেন। রিবেন্ট্রপ্ ঘোষণা করেন: জাপান সরকার যদি বিনা শর্তে সামরিক জোটে সামিল না হয় তাহলে জার্মানি একা ইতালির সঙ্গেই জোট বাঁধবে এবং সম্ভবত রাশিয়ার সঙ্গেও চুক্তি করবে।

কিন্তু হুমকিতে কাজ হল বলে মনে হয় না। ব্যারন হিরানুমা মুখে হলফ করে বলেন: জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে জাপান

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; ওট্-এর মারফত হিটলারের কাছে তিনি বার্তা পাঠান—তাতে জার্মানি ও ইতালিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে জাপান 'এখন ত নয়ই, নিকট ভবিষ্যতেও বস্তুত কোনরকম সামরিক সাহায্য তাদের দিতে পারবে না।'

৪ মে রাষ্ট্রদূত ক্রেইগি ইংলণ্ডে ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে টেলিগ্রাম পাঠালেন: হিরানুমার মন্ত্রিসভা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সামরিক জোট সম্পাদনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামারিক জোট গঠনের অভিমত ব্যক্ত করেছে।

জাপানের এধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ? আন্দাজ করা কঠিন নয়: মস্কোয় এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল। জাপান পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ইচ্ছুক নয়—এই ঘোষণা করে হিরানুমার আশা ছিল মস্কোর আলাপ-আলোচনায় বিভেদ সৃষ্টি করবেন, পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠতাসাধনে বিঘ্ন ঘটাবেন। ব্যারন আর তাঁর সরকার কোথা থেকে জানবেন যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের এই আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্য আদৌ আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে জোট গঠন নয়?..

জোর্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গোটা এই জটটি ছাড়ানোর চেষ্টা করেন, বুঝতে চেষ্টা করেন কোন অভিসন্ধির দ্বারা তাদের প্রতিটি পক্ষ পরিচালিত হচ্ছে।

হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক যে জাপান চেষ্টা করছে দূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি এমনভাবে বদলাতে যাতে জার্মানি খানিকটা নমনীয় হয় আর ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বিমুখ হয়।...

এই কারণেই গত কয়েক মাস ধরে জোর্গের মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। তিনি চিন্তা করছিলেন। বিশ্ব-রাজনীতির নাড়ির স্পন্দন অনুভব করছিলেন। তাঁকে ঘটনার বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করতে হবে, একমাত্র নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সিদ্ধান্তটা হল এই রকম: হিটলার ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য হিরানুমার মন্ত্রিসভা 'উত্তরে' আরও এক দফায় প্ররোচনার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

এরকম সিদ্ধান্তে আসার পর রিখার্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

ব্রাঙ্কোর মারফত একটা খবর সুনিশ্চিতভাবে জানা গেল: মঙ্গোলিয়া

গণপ্রজাতন্ত্রের পূর্ব সীমান্তের দিকে জাপান যে তার সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে ইংলন্ডের দূতাবাস সে সম্পর্কে অবহিত। সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরুর জন্য অপেক্ষা না করে হাওয়াস প্রেস এজেন্সির প্রধানের মারফত ভুকেলিচ্ কার্যোপলক্ষে মাঞ্চুরিয়া সফরের অনুমতি আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলেন।

জোর্গে অবগত হলেন যে জাপানী জেনারেলরা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে মঙ্গোলিয়ায় লাভজনক পাদভূমি অধিকার করার আশায় আছে, সেই সঙ্গে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক ক্ষমতাও তারা যাচাই করে দেখতে চায়। গত বছরের অক্টোবরেই রিখার্ড 'কেন্দ্রকে' জানান যে জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে গোপন অনুসন্ধানে লব্ধ তথ্য বিনিময়ের ব্যাপারে জার্মানির সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে।

আবারও ক্লাউজেন বেতারবার্তার পর বেতারবার্তা পাঠান, আসন্ন বিপদের সঙ্কেত দেন।

ব্রাঙ্কো ফ্রণ্টে উপস্থিত হতে পারলেন কেবল খালখিন গল নদীর তীরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক মাস বাদে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার চুক্তিগত প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো।

জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী হিরানুমা বিশ্বজোড়া রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত গ্রুকে বুঝিয়ে বললেন যে জাপান ও জার্মানির মধ্যে যে জোট গড়ে উঠছে তা একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত, জাপানের চেষ্টা হল আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখা। চীনে যে সেনাবাহিনী ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্যারন তা উঠিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, আর এর জন্য প্রশান্তমহাসাগরীয় সম্মেলন ডাকার প্রয়োজন দেখা দিল। সম্মেলন ডাকার উদ্দেশ্য হল যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি চীনের ভাগ্য নির্ধারণ করে, এক ধরনের 'দূর প্রাচ্যের মিউনিখ' চুক্তি সংগঠন করে, অর্থাৎ চীনকে জাপানের হাতে তুলে দেয়। এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরিতা ইংলন্ডের রাষ্ট্রদূত ক্রেইগিকে নিয়ে পড়লেন, তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া ইংলন্ডের পক্ষে লাভজনক। চীনে ইংলন্ডের স্বার্থহানি ঘটিয়ে, তিয়েনৎসিনে তার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে

দিয়ে উচ্চ সরকারী মহল ইংলণ্ডের উপর চাপ দিতে সক্ষম হল। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন বেশ খানিকটা হার মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এক আপস-চুক্তি সম্পাদনের ফলে ইংলণ্ড চীনে জাপানের বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নিল, জাপানী সেনাবাহিনীর রাজ্যগ্রাসী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিল। এ ছিল 'দূর প্রাচ্যের মিউনিখের' বহু-প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন বনিয়াদ। ওয়াশিংটনও জাপানের প্রশান্তমহাসাগরীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করল। জার্মানি ও ইতালি হিরানুমা সরকারের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নবিরোধী যুদ্ধজোট গঠনের জন্য প্রস্তুত (হিটলার অবশ্য সেই সঙ্গে হিরানুমা সরকারের কাছ থেকে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে অংশগ্রহণের দাবি জানায়)।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আরও একটু চাপ—তাহলেই টোকিওর জিত। এর জন্য যা দরকার তা নেহাৎই তুচ্ছ ব্যাপার খালখিন গল অঞ্চলে বিজয়লাভ। তা হলে জাপানের সম্মান ওপরে উঠে যাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডকে পুরোপুরি হার মানতে হবে।

কিন্তু এই জুলাইয়েই কোয়ান্‌টুং বাহিনীর সদরদপ্তর থেকে সংবাদ এলো: সোভিয়েত-মোঙ্গলীয় বাহিনীকে অবরোধ করে বিনাশসাধনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত জাপানী বাহিনী বাইনৎসাগান পর্বতাঞ্চলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, প্রধান জাপানী সামরিক দল বিনষ্ট হয়েছে! এর পরিণাম হল মারাত্মক।

২৬ জুলাই রুজভেল্টের মার্কিন সরকার তিরিশ বছর আগে জাপানের সঙ্গে সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তি বাতিল করে দিল। ১ আগস্ট ইংলণ্ডের রাষ্ট্রদূত ক্রেইগি টোকিওতে জাপানের বাড়াবাড়ি দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন, ইঙ্গ-জাপ আলাপ-আলোচনা বস্তুত বন্ধ হয়ে গেল। জার্মান কূটনীতিবিদরা মস্কোয় আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে—এই মর্মে জনরব উঠল। এটা ছিল অস্বাভাবিক, অবিশ্বাস্য। এমনই সময়ে যখন কিনা জাপান পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করছে...

টোকিওতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। ব্যারন হিরানুমা অনুভব করলেন, পায়ের নীচে আর অবলম্বন নেই। ইতাগাকি হাতের কাছে যা পেলেন তা-ই খালখিন গলের দিকে নিক্ষেপ করতে লাগলেন: পোর্ট আর্থারের কেল্লা থেকে ঝরঝরে কামানগুলো তুলে নিয়ে এলেন, চীন থেকে ট্যাঙ্ক উঠিয়ে আনলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আশ্চর্যভাবে যাটটি বোমা-নিক্ষেপ যন্ত্র রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল—সেগুলি জড় করলেন, চীনাদের নিয়ে গঠিত

রেজিমেণ্টকে নামালেন। কিন্তু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জড় করা সম্ভব হল মাত্র পঁচিশ ব্যাটেলিয়ন পদাতিক সৈনিক আর সতেরো স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী। ব্যাপারটা এতদূর গড়াল যে এখন সীমান্তে প্ররোচনার জন্য প্রয়োজন হল গোটা দেশের প্রয়াস। খালখিন গল নিয়ে এখন জড়িয়ে পড়ল সর্বোচ্চ রাজকীয় সমরদপ্তর, উচ্চ সামরিক পরিষদ, মার্শাল ও অ্যাডমিরালদের পরিষদ, জাতীয় সম্পদ পরিষদ। সম্রাট তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলী ও আমাতেরাসু দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করার পর সোভিয়েত-মোঙ্গলীয় সেনাবাহিনীকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ৬নং বিশেষ বাহিনী গঠনের হুকুম দিলেন।

হিরানুমা ও সমরমন্ত্রী আক্রমণ, অবরোধ ও ধ্বংসের দাবি জানালেন। 'দূর প্রাচ্যের মিউনিখ'এর পরও থাকবে কিনা তা নির্ভর করছে খালখিন গলের ঘটনার উপর। চরম আঘাতের জন্য ধার্য হল ২৪ আগস্ট।

জাপানী কূটনীতিজ্ঞমহল ও সামরিকমণ্ডলী ইংলণ্ডের উপর চাপ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল। ১৭ আগস্ট জেনারেল সুগিয়ামা দাবি জানালেন, তিয়েনৎসিনে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ডে চীন সরকারের যত পুঁজি গচ্ছিত আছে তা যেন ইংরেজরা জাপানী শাসকবর্গের হাতে অর্পণ করে। কিন্তু ইংরেজরা জেনারেল সুগিয়ামার হাতে চীনের ৫ কোটি ডলার মূল্যের রুপো তুলে দেওয়ার অবকাশ পেল না।

২০ আগস্ট ভোরবেলায়, জাপানীদের আগেই সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় বাহিনী আক্রমণে নামল।

৩১ আগস্ট মঙ্গোলিয়া গণপ্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ড দখলকারীদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হল। তিন মাসের যুদ্ধে জাপানীদের হতাহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৫ হাজারে, তারা ৬৬০টি বিমান, ২০০-র বেশি কামান এবং আরও বহু সামরিক সরঞ্জাম হারায়। সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় বাহিনীর জনহানি হয় ৯ হাজার।

জাপান সম্রাটের জনৈক উপদেষ্টা কিদো তাঁর দিনলিপিতে লেখেন: 'সব গেল...'

জার্মানি ও ইতালি খালখিন গলের ঘটনার পরিণতি পর্যন্ত অপেক্ষা না করে সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করল। তাদের আর বুঝতে বাকি ছিল না যে ব্যারন হিরানুমার তাস মার খেয়েছে। জাপানের স্বার্থে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ যাতে চীনের ভাগ্য নির্ধারণ করে সেই উদ্দেশ্যে

'দূর প্রাচ্যের মিউনিখ' ধরনের প্রশান্তমহাসাগরীয় সম্মেলন আহ্বানের যে চেষ্টা হিরানুমা করেছিলেন তাও ভেস্তে গেল।

অস্বস্তিকর ১৯৩৯ সন...

রিখার্ডকে ছোট বড় সমস্ত ঘটনা মাথায় রাখতে হয়। যে সব দলিল তাঁর হস্তগত হয় তা থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে যে ইউরোপ অগোচরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলছে।

মে মাসের শেষ দিকে জোর্গের বহুকালের পরিচিত, সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তরের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান, জার্মান মেজর জেনারেল টমাস পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের কর্মীদের কাছে বিবরণী দান করলেন। গোপন বিবরণীর বয়ান ওট্ জোর্গেকে দিলেন। টমাস যে সব সংখ্যা দিয়েছেন তা কৌতূহলজনক: ১৯৩৯ সনের মাঝামাঝি সময় নাগাদ জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ২৫ লক্ষ পৌঁছেছে। জার্মানিতে ৫১টি পূর্ণসজ্জিত ও তালিমপ্রাপ্ত ডিভিশন আছে, তার মধ্যে ৫টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন, ৪টি মোটরগাড়ি সজ্জিত ডিভিশন। বিমানবাহিনীতে আছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ব্যক্তি। ২৪০টি স্কোয়াড্রন এবং ৩৪০টি অ্যাণ্টি-এয়ারক্র্যাফ্ট ব্যাটারি তার অন্তর্ভুক্ত। নৌবাহিনীতে আছে ২টি যুদ্ধজাহাজ, ২টি ক্রুজার, ১৭টি ডেস্ট্রয়ার, ৪৭টি ডুবোজাহাজ; নিকট ভবিষ্যতে ২টি যুদ্ধজাহাজ, ৪টি ক্রুজার ও একটি বিমানবাহী জাহাজ, ৫টি ডেস্ট্রয়ার ও ৭টি ডুবোজাহাজ নির্মাণের কাজ শেষ হচ্ছে।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির সীমান্ত বরাবর জার্মানরা গড়ে তুলেছে তথাকথিত সিগ্‌ফ্রিড লাইন — এই ঘাঁটির ব্যাস ৫০ কিলোমিটার অবধি, ফেরো কংক্রিটে নির্মিত তার ১৭ হাজার ভূগর্ভ আচ্ছাদনের নীচে থাকছে পাঁচ লক্ষ সৈনিক।

টমাসের বিবরণীর উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল জার্মান কূটনীতিবিদদের সামনে একটা ধারণা তুলে ধরা, সেই হেতু জোর্গের কাছ থেকে তা গোপন করার চিন্তা পর্যন্ত ওট্-এর মাথায় খেলে নি। অনেক কাল হল তিনি রিখার্ডকে দূতাবাসের সহকর্মীদেরই একজন বলে ধরে রেখেছেন, রিখার্ডকে দূতাবাসের প্রেস-অ্যাটাশে করার কথাও তিনি ভাবছিলেন।

রিখার্ড বিবরণীর প্রতিটি পৃষ্ঠার ছবি তুললেন। এমন সাফল্য ক্বচিৎ আসে! নাৎসীরা ঘটনাচক্রে তাদের সবচেয়ে মূল্যবান রহস্য ফাঁস করে দিল।

টমাস এমন সিদ্ধান্তও করলেন: 'সামরিক শিল্পের নিজস্ব

উৎপাদনশীলতার স্তর এবং অবশিষ্ট অর্থনীতিকে সামরিক খাতে প্রবাহিত করার প্রস্তুতি বর্তমানে জার্মানির মতো এত উপরে আর কোন দেশেরই নেই।'

ক্লাউজেন সেই দিনই সমস্ত তথ্য বেতারে পাঠিয়ে দিলেন। জোর্গে এইগেনের দিকে স্নেহদৃষ্টিতে তাকালেন, মনে মনে ভাবলেন: 'ওগো আমার ফাশিস্ত গোরু...'

এ'দের দুজনের 'বন্ধুত্বের' ট্র্যাজি-কমিক দিকটা ছিল এই যে এইগেন নিজেই ছিলেন গুপ্তচর। আর নাৎসী গুপ্তচর নিজেই কিনা নিজের অজ্ঞাতসারে এখন সোৎসাহে কাজ করে চলছেন জোর্গের জন্য, 'কেন্দ্রের' জন্য। কখনও কখনও অভ্যর্থনাসভা এবং অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি টেলিগ্রাম কোড করার ভার রিখার্ডের উপর ছেড়ে দিতেন। এই ভাবে জার্মান সঙ্কেত বাক্য 'কেন্দ্রের' কাছে পরিচিত হয়।

ওট্-এর বিবরণ অনুযায়ী, মার্চেই রিবেন্‌ট্রপ্‌ পোল্যাণ্ডের কাছে ডান্‌জিগের উপর 'তৃতীয় রাইখের' দাবি পেশ করেন। যদিও রাইখস্টাগে ভাষণদানের সময় হিটলার কপটতাভরে 'পোল্যাণ্ড-জার্মান মৈত্রীকে ইউরোপের রাজনৈতিক জীবনে স্থিতিসাধনকারী করণশক্তি বলে' তারিফ করে, জোর্গে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে গড়াবে। টোকিওতে হামেশাই যে সমস্ত জার্মান মুখপাত্র ও জেনারেলদের আনাগোনা ঘটত তাদের কাছ থেকে তিনি 'ভাইস পরিকল্পনা' সম্পর্কে কিছু কিছু কথা শুনতে পান। সেটি ছিল পোল্যাণ্ড আক্রমণের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। হিটলার নাকি জেনারেলদের জানিয়ে দিয়েছে: 'পোল্যাণ্ডকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেওয়ার কোন কথাই উঠতে পারে না, আমাদের সামনে আছে কেবল একটি সিদ্ধান্ত — প্রথম অনুকূল সুযোগেই পোল্যাণ্ড আক্রমণ। পোল্যাণ্ডের সমস্যাকে পশ্চিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। আমাদের একাধিপত্য কায়েমের পথে বাধা সৃষ্টি করছে ইংলণ্ড।...'

শোল মেজর থেকে লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেলে পরিণত হয়েছেন। ওট্-এর জায়গায় তিনি এখন সামরিক অ্যাটাশের পদে অধিষ্ঠিত। বড় রকমের গোপন রহস্যের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে জাঁক করতে গিয়ে তিনি জোর দিয়ে রিখার্ডকে বললেন: এ বছরের ১ সেপ্টেম্বরের পর যে কোন সময় পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ চালানো হবে। এমনই বলা হয়েছে কেইটেলের নির্দেশে।

...জোর্গে ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলাপ-আলোচনার গতিপ্রকৃতি

মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্বিগ্ন করে তোলার মতো: ইংরেজরা যে এদিকে জার্মানির সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাচ্ছে তার সাক্ষ্যপ্রমাণমূলক দলিল রাষ্ট্রদূত ওর্ট্-এর কাছে এসেছে। পোল্যান্ডের জমিদারগোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য স্পষ্টাস্পষ্টি প্রত্যাখ্যান করল, তার আশা ছিল জার্মানদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে পারবে এবং বৃহৎ যুদ্ধ বাধলে সোভিয়েত ইউক্রেন ও লিথুয়ানিয়ার ভূখন্ড বাগিয়ে নিজের সমৃদ্ধি ঘটাবে। পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেক্ ঘোষণা করেন: জার্মানি যদি পোল্যান্ড আক্রমণও করে, নিজেদের ভূখন্ডে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বরদাস্ত করা হবে না: সোভিয়েতদের চেয়ে বরং জার্মানরাও ভালো। ফরাসী কূটনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করার আশায় চক্রান্তের আশ্রয় গ্রহণ করল। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমস্ত প্রয়াস নিযুক্ত হল সোভিয়েত-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী জোট পাকিয়ে তোলায়। হিটলারের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত দূত ভ্রোট ৎসু জোল্ৎসকে চেম্বারলেন আশ্বাস দিয়ে বললেন যে সমস্ত ইউরোপীয় সমস্যা মীমাংসিত হতে পারে বার্লিন—লন্ডন লাইনে। আমাদের পরিচিত ফন ডিক্সেন লন্ডন থেকে জানান: 'এখানে যে মনোভাব প্রাধান্য বিস্তার করছে তা হল এই যে গত কয়েক মাসে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে উদ্ভূত সম্পর্ক—জার্মানির সঙ্গে যথার্থ মিটমাটের অতিরিক্ত উপায়মাত্র এবং যেই মুহূর্তে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও অভীষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ জার্মানির সঙ্গে চুক্তি অর্জিত হবে সেই মুহূর্তে ঐ সব সম্পর্ক অর্থহীন হয়ে যাবে।'

ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েত আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গে ইংলন্ডের মনোভাবের এই মূল্য নিরূপণ করে হিটলারী কূটনীতি। ডাউনিং স্ট্রীটের কর্তাদের একমাত্র আগ্রহ ছিল ফ্যাশিস্ত জার্মানির সঙ্গে প্রভাবক্ষেত্র ভাগবাঁটোয়ারায়, আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকে তাঁরা নেন কূটনৈতিক চাল হিশেবে—এর বেশি কিছু নয়। ঐ ডিক্সেনই মস্কোর আলাপ-আলোচনার উপর ভাষ্যদান প্রসঙ্গে ১ আগস্টের বিবরণীতে জানাচ্ছেন: 'সামরিক মিশন পাঠানো সত্ত্বেও, কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে, তারই কল্যাণে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি এখানে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে।... ইংলন্ডের সামরিক মিশনের কাজ সম্ভবত জরুরী চুক্তি সম্পাদন ততটা নয় যতটা হল লাল ফৌজের সামরিক ক্ষমতা নির্ধারণ।'

এর পরের ব্যাপার জোর্গের কাছে মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না: আলাপ-আলোচনা নিয়ে চারমাস 'ছেলেখেলার' পর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক কনভেনশন সম্পাদন বানচাল করে দিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি পশ্চিমে ও প্রাচ্যে আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ফাশিস্ত জার্মানি ও জাপানের মুখোমুখি দাঁড়াল।

ঘটনা কোন দিকে মোড় নেবে?.. আন্তর্জাতিক রঙ্গভূমিতে সংকটজনক মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো। যোগাযোগের চ্যানেলগুলিতে সংবাদের ঠাসাঠাসি। ইউরোপের উত্তেজনা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। 'যুদ্ধ হবে কি হবে না?'—এই প্রশ্ন এখন হ্যামলেটীয় ট্র্যাজিডির চেয়ে অনেক বেশি ট্র্যাজিক হয়ে দেখা দিল।

জোর্গে এ-ও জানতেন যে বসন্তকাল থেকেই জার্মান সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর প্রয়াস করছে।

কিন্তু চার মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর যখন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকবর্গ তাদের গোপন চক্রান্তের সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিচ্ছিন্ন করতে উন্মুখ, তার বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী শক্তিবর্গের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনে এবং সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধে উস্কানি দিতে সচেষ্ট, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সামনে রইল দুটি পন্থা: হয় যুদ্ধ কিছুকালের জন্য ঠেকিয়ে রেখে নিজেদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে জার্মানির প্রস্তাব অনুযায়ী তার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন, নয়ত অবিলম্বে জার্মানির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া।...

সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পর দিন ক্রুদ্ধ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরিতা জার্মান দূতাবাসে ছুটে এলেন, তিনি অপমানজনক ভাষায় ওট্-এর কাছে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন এবং জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে সমস্ত রকম আলাপ-আলোচনা বাতিল করা সম্পর্কে জাপান সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন। ওসিমা ও সিরাতোরি পদত্যাগ করলেন।

ব্যারন হিরানুমার মন্ত্রিসভার পতন ঘটল।

জোর্গে সমস্ত দিক থেকে এই ঘটনা মূল্যায়নের চেষ্টা করলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পক্ষে একমাত্র যা সম্ভব সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে তাদের এই নোংরা খেলার জন্য বড় মূল্য দিতে হবে। টোকিওতে জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তর থেকে 'বড় বড়

স্ট্র্যাটেজিবিদের' আগমন ঘটে, তারা তাদের দলপতি শ্লিফেনের স্ট্র্যাটেজির — একের পর এক শত্রুবিনাশের স্ট্র্যাটেজির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শত্রু বলতে তারা ধরে নিয়েছে পোল্যান্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন। প্রথমে অস্ট্রিয়া, তারপর চেকোস্লোভাকিয়া... এর পর কে?, জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। 'স্ট্র্যাটেজিবিদরা' গোপন করে না: হিটল্যারের পক্ষে অনাক্রমণ চুক্তি একমাত্র এই জন্যই দরকার যে রাশিয়াকে আক্রমণ করার মতো শক্তি জার্মানির এখনও হয় নি।

বসন্তকালেই জোর্গে পোল্যান্ডের উপর হিটলারপন্থীদের হামলার প্রস্তুতি সম্পর্কে 'কেন্দ্রকে' সতর্ক করে দেন, সংক্ষেপে তথাকথিত 'শ্বেত পরিকল্পনার' বিবরণ দেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির সমস্ত অলিগলির উপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হল।

...১৯৩৯ সনের ১ সেপ্টেম্বর এলো সেই সময়! সৈন্য ও জনসাধারণের প্রবল বাধা সত্ত্বেও পোল্যান্ড অধিকৃত হল; ইংলন্ড ও ফ্রান্স ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটনা হয়ে দাঁড়াল।

দিনের পর দিন

গুপ্তকর্মীর কাজের বিশেষত্ব এমনই যে তা যেমন শান্তির সময় তেমনি যুদ্ধের সময়ও তার সমগ্র জীবনযাত্রার উপর ছাপ ফেলে, কেননা চব্বিশ ঘণ্টাই স্বরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ার বিপদ তার থেকে যায়।

তাকে বহন করতে হয় দুটি বোঝা। প্রধান কাজ ছাড়াও তাকে করতে হয় এমন কাজ যা আরও দশজনে করে থাকে: চাকরী করতে হয়, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, দৈনন্দিন জীবনে হাজারো টুকিটাকি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তার প্রতিটি আচরণই যেন অলিখিত আইনের দ্বারা সীমিত: দুদিক সামলাও, খুব সাবধান।

সামন্ততান্ত্রিক জাপানে অষ্টাদশ শতকে কুখ্যাত 'নজরবন্দি ব্যবস্থা' — ওমেৎস্কে সেইজির আধিপত্য ছিল। উক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রতিটি জাপানীর উপর কড়া পুলিশী নজর থাকত। 'নজরবন্দি ব্যবস্থা' — রাষ্ট্রপরিচালিত

সন্ত্রাস, স্বাধীন চিন্তার সামান্যতম প্রকাশের বিরুদ্ধে এই সতর্কতা। সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। বিশেষ করে নির্মম সাজা হত বিদেশীদের সঙ্গে সংযোগের জন্য।

কিন্তু একশ বছর বাদেও জাপানে 'নজরবন্দি ব্যবস্থা' বজায় ছিল। জাপানী প্রতিগুপ্তচরসংস্থা চিরকালই শক্তিশালী, বুদ্ধিসম্পন্নরূপে গণ্য হত। জাপানে কোন বিদেশী এলে সঙ্গে সঙ্গে সে লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ত: তার বাড়ির চাকর-বাকর — সকলেই যে পুলিশের চর, তার প্রতিটি পদক্ষেপের উপর যে ডজন কয়েক গুপ্তচর নজর রাখছে — এ ব্যাপারে তার সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। বিদেশীকে অনেক সময় পথের মাঝখানে থামিয়ে তার ব্যক্তিগত সামগ্রী পরীক্ষা করে দেখা হত, তার ওপর তল্লাশি চালানো হত। ট্রামে হোক, কাফেতে হোক কিংবা উয়েনো পার্কে, যেখানে আপনি ক্রিপ্টমেরিয়ার ছায়ার নীচে বিশ্রাম নিতে মনস্থ করেছেন — তা সে যেখানেই হোক না কেন আপনাকে অনুসরণ করে চলছে পুলিশের লোক, নির্দয়, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো। আপনার কূটনৈতিক রেয়াত, আপনার পদমর্যাদা, খোদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচিতি — কোনটাতেই তার কিছু আসে যায় না। আর প্রধানমন্ত্রীর পেছনেও ত চর আছে। 'নজরবন্দি ব্যবস্থা' মানুষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষামূলক তথাকথিত যে সব আইন আছে, উক্তব্যবস্থা তাকে তাচ্ছিল্য করছে।

'একবার আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে ভোজে আমন্ত্রণ করেছিলাম। পরিচারক অতিথিদের নাম-পদবী লেখা কার্ড টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল। আমি যতক্ষণ পোশাক বদল করছিলাম ততক্ষণে কার্ড অদৃশ্য হয়ে গেল — কেম্পেতাইয়ের এজেণ্ট সেগুলিকে দপ্তরে নিয়ে গেছে। বিবেকের কোন বালাই না রেখে সে আমার বাড়ির কূটনৈতিক অলঙ্ঘনীয়তা লঙ্ঘন করে। ঐ সব কার্ডের মধ্যে কোন জাপানীর নাম-পদবী লেখা কার্ড পেলে তাকে হয়ত আটকে রেখে জেরা করা হত,' বলেন হান্‌স অটো মাইস্‌নার। রিখার্ড জোর্গের সঙ্গে একই সময় তিনি টোকিওতে কাজ করেন।

জোর্গে এবং তাঁর সহকারীদের যে-পরিস্থিতিতে কাজ করতে হত, এ থেকে আরও একবার তার বিশেষ পরিচয় মেলে।

অসম্ভব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে জোর্গে গোপন কার্যকলাপের গুণগত বিচারে অসাধারণ এক কর্মিদল গড়ে তোলেন। তিনি কেবল কর্মিদল পরিচালনাই করেন না, অবিরাম তাঁদের তালিমও দেন। তালিম দেন

সুকৌশলে, নিরপেক্ষভাবে, সযত্নে; সর্বসাধারণের কাজে যে শেষ পর্যন্ত বিজয় অর্জিত হবেই নিজের এই দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি অপর সকলকে সংক্রামিত করেন।

তিনি সংস্থার পৃথক পৃথক সদস্যদের মধ্যে সাধারণ যোগসূত্রমাত্র ছিলেন না, তিনি প্রধানত ছিলেন তাঁদের ভাবাদর্শগত প্রেরণাদাতা; প্রত্যেকের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ শ্রদ্ধা।

বিগত জীবনের পরিবেশ একেক জনের ছিল একেক রকম। আর অতীত, বলাই বাহুল্য প্রত্যেকের চরিত্রের উপর তার ছাপ রেখে যায়। কিন্তু মনে হয়, একমাত্র প্রশংসাপত্র ও জীবনবৃত্তান্তের উপর নির্ভর করে নায়ক নির্বাচন করা যায় না; মানুষকে নায়করূপে খাড়া করে জটিল পরিস্থিতি। এখন সংস্থার সকল সদস্য অবস্থান করছেন অসাধারণ পরিবেশের মধ্যে, যে পরিবেশে দরকার হয় নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, বিশেষ সাহস আর ঠাণ্ডা মাথা।

গুপ্তবাহিনীর কাজ সাধারণ কারিগরি নয়, সৃজনী কর্ম। উদ্যমবিহীন মামুলি কারিগরেরা এখানে দ্রুত ব্যর্থতা লাভ করবে। জাপানে কার্যকলাপের সময় সংস্থার প্রতিটি সদস্যের সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গির, উদ্ভাবন কৌশলের উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি ঘটে।

জোর্গে তাঁর নিজের কাজের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মোটেই অত্যুক্তি করেন না, যখন তিনি বলেন:

> 'ভুলে গেলে চলবে না যে চীনে এবং পরবর্তীকালে জাপানে আমার গোপন কার্যকলাপ সম্পূর্ণ এক নতুন, মৌলিক, পরন্তু সৃজনশীল চরিত্র বহন করে।'

সংস্থার সদস্যরা নিজেদের মধ্যে ঘন ঘন মেলামেশা করতে পারতেন না, কেননা তাতে সন্দেহ উদ্রিক্ত হতে পারে। তা সত্ত্বেও তাঁদের মেলামেশা ছিল।

জোর্গে, ওজাকি ও মিয়াগির কাছে প্রতিটি সাক্ষাৎকার বুদ্ধি আদান-প্রদানের ছোটখাটো উৎসবের রূপ নিত।

জোর্গে জাপান সম্পর্কে বই লেখার কাজে রত। ওজাকির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গবেষণাকর্ম 'চীনে বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষমতা' প্রকাশ করতে চলেছে। মিয়াগির ভাষণের জন্য দরকার হত ইউরোপের বাস্তববাদী শিল্পকলা সম্পর্কে সরাসরি তথ্য।

জোর্গের মতো ওজাকিও বহু দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন: ওজাকিই ১৯৩৭ সনে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে চীনের ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রূপে পরিগ্রহ করবে। তিনি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার দৃষ্টিতে এও দেখতে পান যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো উপনিবেশের পুনর্বণ্টনে সমাপ্ত হবে না, তার সমাপ্তি ঘটবে সমগ্র বিশ্বে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনে।

ওজাকির বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ জোর্গের কখনও হয় নি। কিন্তু জাপানী বন্ধুটি প্রায়ই তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলতেন, ফোটো নিয়ে আসতেন। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে বড় ভালোবাসতেন। তাঁর নিজের পতন ঘটলে পরিবারের ভাগ্যে যে চরম বিপর্যয় নেমে আসবে সে সম্পর্কে কোন রকম চিন্তা না করে তিনি নিশ্চিন্তে চব্বিশ ঘণ্টা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে যেতে পারতেন, বই লিখতে পারতেন, বিশিষ্ট সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকতে পারতেন।

কিন্তু কূপমণ্ডূকের ভীরুতা, পদোন্নতির মোহ তাঁর স্বভাবে ছিল না। জনগণের ভাগ্যের জন্য তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন ব্যক্তিগত দায়িত্ব, যে কোন মূল্যে, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও তিনি তাঁদের সাহায্য করতে আগ্রহী ছিলেন।

তিনি ছিলেন জ্ঞানী, তাই সহজেই শত্রুপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে পারতেন। 'যদি আমাকে আমার বিশেষ কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তাহলে উত্তরে বলব, আমার কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য হল এই যে তাতে বিশেষ পদ্ধতির কোন বালাই নেই। আমার সাফল্যের মূলে আছে কাজের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃতিগতভাবে আমি মিশুকে লোক। আমি লোকজন ভালোবাসি, বহু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে পারি।

'তাছাড়া আমি লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে ভালোবাসি। আমি আমার চেনামহলের অধিকাংশ লোকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলি। আমার সংবাদের উৎস — আমার বন্ধুবান্ধব।

'আমি কখনই বিশেষ সংবাদের সন্ধান করি নি। আমি নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নে নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতাম, বিভিন্ন সংবাদ ও শোনা কথার ভিত্তিতে মনে মনে সামগ্রিক গতিপ্রকৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করতাম। আমি কখনই বিশেষ অর্থবোধক কোন প্রশ্ন কাউকে করতাম না।...

'যা বলা হয়েছে কিংবা যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যানের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সাধারণ গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ।'

অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা ও বিশ্লেষণী বুদ্ধিবৃত্তির ফলে প্রয়োজনীয় সংবাদের অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে কোন রকম ফন্দি তাঁকে খাটাতে হত না। প্রাপ্ত সংবাদ তিনি অন্যান্য তথ্যের পাশাপাশি রেখে তুলনা করতেন, তার প্রাথমিক মূল্যায়ন করতেন; অতঃপর গোটা বিষয়ের বিচার করতেন বিভিন্ন দপ্তরের ও সরকারী মহলের লোকজনের সঙ্গে। জোর্গের কাছে এসে পেণছুত নিখুঁত, চূড়ান্ত মূল্যায়ন।

হোজুমি ওজাকির পাশে আত্মোৎসর্গের পূর্ণ গরিমা নিয়ে আমাদের সামনে বিরাজ করেন জোর্গের দ্বিতীয় জাপানী বন্ধু — শিল্পী মিয়াগি। তাঁর সাধ ছিল নতুন প্রলেতারীয় শিল্প সৃষ্টির, অথচ তাঁকে আঁকতে হচ্ছিল জেনারেলদের ও জেনারেল-পত্নীদের প্রতিকৃতি। 'একই সঙ্গে চাঁদ, বরফ আর ফুলের তারিফ করি,' তিক্ত পরিহাসের সুরে তিনি বলেন। শেষ কয়েক বছর মিয়াগি ওকিনাওয়ায় তাঁর বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। পনেরো বছর তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। কিন্তু একের পর এক ঘটনা এসে জড় হতে লাগল, প্রতি বারই যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়। ১৯৩৮ সনে পিতার মৃত্যুসংবাদ এলো। পিতৃবিয়োগে তিনি অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। শিল্পীর রোগ সঙ্কটজনক হয়ে দেখা দিল। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে লাগল। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সংক্ষিপ্ত আয়ু শেষ হতে চলেছে, তাই সংস্থার জন্য যত বেশি পারা যায় কাজ করতে সচেষ্ট হলেন। জোর্গে যখন তাঁকে ক্ষয়রোগের স্বাস্থ্যনিবাসে পাঠাতে চাইলেন তখন মিয়াগি তাতে কান না দিয়ে বললেন: 'এখানে আমি বেশি আনন্দে থাকি...'

১৯৩৮ সন সংস্থার পক্ষে মোটের উপর দুর্ভাগ্যজনক ছিল: জোর্গের মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা — কোন ক্রমে তার ধাক্কা তিনি সামলে ওঠেন; শিল্পীর পিতার মৃত্যু আর তারই ফলে মিয়াগির স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি; ব্রাঙ্কো ও এডিথের পারিবারিক বন্ধনে ভাঙ্গন, পরিণামে পুরোপুরি বিচ্ছেদ; আর চূড়ান্ত ঘটনা হল মাক্সের গুরুতর হৃদ্‌রোগের লক্ষণ। প্রথম বছর রেডিও অপারেটর যা হোক করে সামাল দিলেন, কিন্তু পরে ব্যাপার উত্তরোত্তর খারাপের দিকে গড়াল। শেষ পর্যন্ত ডক্টর ভির্ট্‌স ক্লাউজেনকে তিন মাসের জন্য শয্যায় বিশ্রামের পরামর্শ দিলেন। তিন মাস ধরে চলল ইঞ্জেকশন আর বরফ চিকিৎসা। চিৎ হয়ে ছাড়া অন্যভাবে শোয়ার অনুমতি নেই। এদিক-ওদিক নড়াচড়া করলেই অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু ঘটনা ত আর তাই বলে বসে নেই। মাক্সের জায়গা আর কেউ নিতে পারে না। তখন তিনি বিছানায়

শুয়ে শুয়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে নিজের ওয়ার্কশপে বিশেষ ধরনের তাকওয়ালা ডেস্কের ফরমাশ দিলেন। আন্না তাকটিকে সোজা স্বামীর বুকের উপর বসিয়ে দিতেন। বেতারবার্তা আদান-প্রদান কখনও কখনও চলত কয়েক ঘণ্টা ধরে। আন্নাকে থেকে থেকে বরফ বদল করতে হত, কেননা মাক্স যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত কষতেন। প্রতিবার এই কাজের পর অবস্থায় অত্যন্ত অবনতি ঘটত, চিকিৎসক শুশ্রূষার জন্য রোগীর শয্যার পাশে একজন জাপানী নার্স রাখার কথাও বলেন। ক্লাউজেন আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন যে বাইরের লোককে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না, আন্না যখন পাশে পাশে থাকেন, একমাত্র তখনই তিনি শান্তি পান। 'অ্যানি এ ব্যাপারে আমাকে বড় সাহায্য করত। ইতিমধ্যে সে আমার ট্রান্সমিটার, এরিয়াল ইত্যাদি জুড়তে এবং বসাতে শিখেছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি এই বোর্ডটার উপর সংকেত বাক্য তৈরি করতাম। তারপর অ্যানি আমার বিছানার পাশে দুটি চেয়ারের উপর প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র রাখত, আমি খবর পাঠানো শুরু করতাম। আমার অসুস্থতার সময় রিখার্ড আমাকে কেবল অত্যন্ত জরুরী খবর পাঠাতে দিতেন...'

তা ত হল, কিন্তু যেগুলি ততটা জরুরী না হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাদের বেলায়? দলিল আর ফিল্ম?.. সেগুলি মাঝে মাঝে সাংহাইয়ে নিয়ে যেতেন আন্না। ক্লাউজেন-পরিবার 'কেন্দ্রের' সঙ্গে সমস্ত রকমের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখে। এমনকি যখন মাক্সকে কয়েক সপ্তাহের জন্য জোর্গে আর্‌কোনে-তে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য পাঠিয়ে দেন সেই সময়ও রেডিও অপারেটর সপ্তাহে দুবার করে টোকিওতে এসে বার্তা পাঠাতেন।

একটি অলিখিত আইন ছিল: জাপানে প্রতিটি ইউরোপীয় জাপানী পরিচারক রাখতে বাধ্য, আর বলাই বাহুল্য, সে পরিচারক হবে পুলিশের চাকুরে। ক্লাউজেনরা ইচ্ছে করেই এমন বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন যেখানে বাড়তি কোন কামরা ছিল না। পরিচারককে বাধ্য হয়ে আসতে হত নির্দিষ্ট সময়ে আর ঝাড়া-মোছার পর সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হত, যেহেতু প্রভু তখন পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যস্ত, তাই তাঁকে ব্যাঘাত করা চলবে না।

আন্না যে মুরগী পোষা শুরু করলেন তার পেছনেও গোপন অভিসন্ধি ছিল। সাদা রঙের ডিম-পাড়া মুরগী আর উজ্জ্বল পালকওয়ালা মোরগ দেখে পুলিশের লোকজন প্রায়ই তারিফ করত, সব সময় সানন্দে বলে দিত কোথায় পাখিদের খাদ্য পাওয়া যায়। চাষীসুলভ সারল্য লোকের মনে

বিশ্বাস উৎপাদন করে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে গৃহকর্ত্রীটি গাঁয়ের মানুষ।

আন্না তাঁর নিজের বীরত্বপূর্ণ কাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিনয়ী, সাদাসিধে। সাধারণ রুশ নারী, আন্না মাত্ভেয়েভ্না জ্দান্কোভা পরিস্থিতিবশত গুপ্তচরবৃত্তিতে লিপ্ত হন। সহজাত বুদ্ধি ও স্থৈর্যের ফলে তিনি অতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য থেকেও ঠিক বেরিয়ে আসতে পারতেন।

কাজের চরিত্র হত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ১৯৩৯ সনে ট্র্যান্সমিটারের খুঁটিনাটি অংশ ও ল্যাম্প, ভুকেলিচের জন্য 'লাইকা' ক্যামেরা আর জোর্গের ফোটোল্যাবরেটরীর কিছু কিছু সরঞ্জাম কেনার ভার দিয়ে তাঁকে সাংহাইয়ে পাঠানো হয়। চীনের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন: চীনে আমদানি করা হত কেবল সৈনিক। মাক্সের দুই ক্রেতা মারাভে ও ইয়োশিনাভা ছিল অফিসার। তাদের সঙ্গে মাক্স পরিচয় স্থাপন করলেন। তারাই সামরিক বিমানে আন্নার ব্যবস্থা করে দিল, জাপানী জেনারেলদের সঙ্গে তাঁকে বিমানে বসিয়ে দিল। 'লাইকা' তিনি ভুকেলিচের নামে ফরাসী দূতাবাসে দিয়ে দিয়েছিলেন, বাদবাকি জিনিস টোকিওতে নিয়ে এলেন বিস্কুটের টিনে ভরে।

এমন যে-কোন একটি ঘটনা গুপ্তচরদের জীবনের উপর উত্তেজনাকর উপাখ্যানের অবলম্বন হতে পারত। কিন্তু আন্নার কাছে এ ধরনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় নৈমিত্তিক, তাঁর জীবনের মর্মবস্তু।

কিসের জন্য এই নারী নির্বিচারে গুপ্তচরের স্ত্রীর কঠিন ভাগ্য মেনে নিলেন, তাঁর সঙ্গে বিপদগ্রস্ত হলেন, বিপজ্জনক যাত্রার ঝুঁকি নিলেন, এমনকি সচেতনভাবে মাতৃত্বের সুখ প্রত্যাখ্যান করলেন?

আন্না নিজেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন: 'আমি স্বামীর সঙ্গে নিজের জীবনের সংযোগ ঘটাই, তাকে যতটুকু পারতাম সাহায্য করতাম, কেননা মাক্স ছিল বিশ্বস্ত, একনিষ্ঠ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ কমিউনিস্ট, সে কাজ করত শ্রমিক আন্দোলনের স্বার্থে, আর বলাই বাহুল্য, সর্বোপরি সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থে, আমার মাতৃভূমির স্বার্থে। তার জন্য আমি গর্ব বোধ করি, আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, কেননা কেবল তারই মাধ্যমে আমি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারি এবং সামান্য পরিমাণে হলেও, আমার মাতৃভূমির উপকারে লাগতে পারি।'

১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাউজেনকে বাসা বদল করতে হল। ঘটনাটা ঘটল এই ভাবে। মাক্স এখন জার্মান ক্লাবের পরিচালক। ক্লাবে

গাড়ি রেখে তিনি চললেন ভুকেলিচের বাড়ির দিকে। সেই রাতে কেন যেন 'কেন্দ্রের' সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হল না। আবহাওয়ার গোলযোগে সব আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। ভোর তিনটের সময় টৌকিওর ওপর আছড়ে পড়ল ভয়ঙ্কর টাইফুন। গুম্ গুম্ ও ঝনঝন আওয়াজ করে উড়িয়ে নিয়ে গেল ঘরের জানলা, শুরু হল প্রবল বর্ষণ। শহর ছেয়ে গেল পিচ্ ঢালা আঁধারে। মাক্স আন্নার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বর্ষাতি গায়ে ফেলে তিনি জার্মান ক্লাবে রওনা দিলেন, গাড়ি বার করলেন। ভুকেলিচ বেতারযন্ত্র তাঁর হাতে তুলে দিলেন। মাক্স বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বেতারযন্ত্র তাঁর পাশে। অতর্কিতে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো পুলিশের মূর্তি।

বিদেশীর গাড়ি থামিয়ে পুলিশ রুক্ষস্বরে ভিজিটিং কার্ড দাবি করল। গাড়ি এই বারে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। বেতারযন্ত্র সমেত স্যুটকেসটা ওদের হস্তগত হবে।...

যেন অনিচ্ছাভরে, অর্ধস্ফুট গালাগাল উচ্চারণ করতে করতে মাক্স পকেট থেকে কিছু ইয়েনের নোটের সঙ্গে ভিজিটিং কার্ড বার করলেন। নোটগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বাতাসে উড়ে গেল। পুলিশের লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মাক্স আর তাঁর গাড়ির কথা ভুলে গিয়ে নোট ধরার জন্য ছুটে গেল, ক্লাউজেনও সেই ফাঁকে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলেন।

বাড়ির অবস্থা বড়ই শোচনীয়: চাল উড়ে গেছে, ঘর জলে থই থই করছে। আন্না কম্বল জুড়ি দিয়ে পোঁটলা-পুঁটলি ও বাক্স-প্যাঁটরার ওপর বসে আছেন।

২ নং হিরোতিয়ায় নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেতে হল। মাক্স স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন: এখানে ধারেকাছে জাপানী রেজিমেণ্ট নেই।

ক্লাউজেনদের পারিবারিক জীবন ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের কাছে ঈর্ষা করার মতো। এদিক থেকে তাঁর ভাগ্য মন্দ। এডিথ তাঁর স্বামীর সহকারিণী হতে প্রস্তুত নন। সম্ভবত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তিনি মানিয়ে নিতে পারেন নি। প্রথম প্রথম পরদেশে ক্ষণস্থায়ী জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি খানিকটা আপসও করে ফেলেছিলেন, এমনকি স্কুলে খেলাধুলোর ইনস্ট্রাক্টারের কাজ নেওয়ার চেষ্টা করেন; কিন্তু ক্লান্তিকর জলবায়ুতে স্নায়বিক উত্তেজনা ভোগ করার পর তিনি ঠিক করলেন যে আর নয়।

১৯৩৮ সনের গ্রীষ্মকালে তিনি যখন বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করলেন তখন ব্রাঙ্কো বা রিখার্ড কেউই অবাক হলেন না। ব্রাঙ্কো তখনও নানাভাবে বুঝিয়ে

তাঁকে ফেরানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু সুস্থ বিচারবুদ্ধি কোন কাজে এলো না। বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি পাওয়ার পর এডিথ চলে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায়, তাঁর বোনের কাছে।

দু' বছর বাদে ভুকেলিচ্ জাপানী ছাত্রী ইওসিকো ইয়ামাসাকির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। ইওসিকো ছিলেন কোন এক কোম্পানির কর্মচারীর কন্যা। জাপানে তখন হিটলার-অধিকৃত যুগোস্লাভিয়ার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত ফ্রান্স। ফরাসী দূতাবাসে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। খ্রীস্টান রীতি অনুযায়ী তাঁদের গির্জায় ধর্মমতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পাদনের পরামর্শ দেওয়া হল। ইওসিকো আপত্তি করলেন না। ব্রাঙ্কো আরেকটু হলেই তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করে ফেলতেন, কিন্তু জোর্গে বুঝিয়ে বললেন যে অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল যাতে না জাগে তার জন্য এই পন্থা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রিখার্ড ঠাট্টা করে বললেন, 'এটা তোমার আরও একটা কর্তব্য।' অগত্যা ব্রাঙ্কোকে গির্জায় যেতে হল।

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হতে ওট্ রিখার্ডকে দূতাবাসের বুলেটিন 'ডয়শের ডিন্স্ট' প্রকাশের ভার দিলেন। এখন জোর্গে বস্তুত জার্মান দূতাবাসে প্রেস-অ্যাটাশের কাজ করে যেতে লাগলেন, যদিও সরকারীভাবে কূটনৈতিক চাকরীতে তিনি ছিলেন না। তিনি টোকিওতে অবস্থিত সমস্ত জার্মান সংবাদদাতার কাজের তদারক করতেন, প্রায়ই তাদের নিয়ে পরামর্শসভায় বসতেন, তাদের পরামর্শ দিতেন। তিনি মাইনে পেতেন, তাই প্রতিদিন তাঁকে দূতাবাসে হাজিরা দিতে হত। ১৯৪০ সনের জানুয়ারিতে জোর্গে 'কেন্দ্রের' কাছে লেখেন:

> 'প্রিয় কমরেড! আরও এক বছর থাকার নির্দেশ আপনার কাছ থেকে পেলাম। বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমরা যতই উদগ্রীব হয়ে পড়ি না কেন, এই নির্দেশ আমরা পুরোপুরি পালন করব, এখানে আমাদের কঠিন কাজ চালিয়ে যাব। আপনার শুভেচ্ছার এবং বিশ্রামের ব্যাপারে আপনার প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি ছুটিতে যাই তাহলে সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে...'

সকালে জাপানী টেলিগ্রাফ এজেন্সি 'দোমেই ৎসুসিন্'-এ এসে ইউরোপে যুদ্ধের গতিবিধি সংক্রান্ত সংবাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বিলম্বিত প্রাতরাশের টেবিলে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জোর্গের সাক্ষাৎকার ঘটত। ওট্ বার্লিন

থেকে প্রাপ্ত গোপন দলিলপত্র দেখাতেন, অতঃপর রিখার্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উত্তর লিখতেন। সামরিক অ্যাটাশে, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর অ্যাটাশে এবং সম্প্রতি নিযুক্ত দূতাবাসের অপর এক সহযোগী — গেস্টাপোর প্রধান কর্ণেল মাইজিন্‌গারও আসতেন। এই সব লোকের জন্য জোর্গে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা পেশ করতেন। শুরু হত মত বিনিময়। প্রত্যেকেই বার্লিন থেকে গোপন নির্দেশ পেত, প্রত্যেকেই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করা কর্তব্য বলে মনে করত।

লোকপরম্পরায় শোনা গেল যে ওয়ার্‌শয় নৃশংসতার পরিচয় দিয়ে গেস্টাপো কর্মী মাইজিন্‌গার নাম করেছেন। কিন্তু তাঁকে যে জাপানে কেন পাঠানো হল তা কেউই জানত না। 'সম্মানজনক নির্বাসন', মাইজিন্‌গার নিজেই একথা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিজের পিস্তলের খাপের ওপর হাতের চাপড় মারেন। 'লোকটা ছিল অমার্জিত ও অপ্রীতিকর। এমনকি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তিনি ঘন ঘন তাঁর পিস্তলের খাপে আদর করে চাপড় মারতেন,' এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন হান্‌স অটো মাইস্‌নার। রিখার্ডকে মাইজিন্‌গারের সাহচর্যে আসতে হয়। মাইজিন্‌গার বন্ধুত্ব পাতানোর জন্য আঠার মতো লেগে রইলেন। জোর্গে তাঁকে সংবাদের ভালো উৎসে পরিণত করলেন। গড়ে উঠল নিত্যসঙ্গীদের এক চক্র — 'দূতাবাস-কর্মচারী ত্রয়ী' — ওট্, মাইজিন্‌গার আর রিখার্ডকে নিয়ে। জোর্গে রাষ্ট্রদূত ও গেস্টাপো-প্রধানের সাহচর্যে থাকায় দূতাবাসের বাদবাকি কর্মচারীরা প্রেসবিভাগের 'ফুয়েরারকে' তোয়াজ করে চলতে লাগল। তিনি এখন অনায়াসে একান্ত গোপনীয় সংরক্ষণাগার থেকে যে কোন কাগজ বার করতে পারেন। রিখার্ডের কর্মকক্ষ কখনও খালি থাকত না — এখানে পরামর্শের জন্য আসত দূতাবাসের সচিব ও উপদেষ্টারা, হিটলারের বিশেষ প্রতিনিধিরা, এমনকি জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সহকর্মীরাও।

১৯৪০ সনের জুলাইয়ে প্রিন্স কোনোয়ে আবার শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি 'পারস্পরিক শ্রীবৃদ্ধির বৃহৎ পূর্ব এশিয়াক্ষেত্র গঠনের' কর্মসূচি উত্থাপন করলেন। ইন্দোচীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ সাগরের দেশসমূহ উক্ত কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হল। ওজাকি আরও ভালোমতো জাঁকিয়ে বসলেন। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ দপ্তরে নিজের পদ বজায় রেখে তিনি হলেন সরকারের বেসরকারী পরামর্শদাতা।

প্রিন্স তাঁর প্রিয়পাত্র ওজাকিকে অজস্র ধন্যবাদ জানালেন। 'প্রাতরাশগোষ্ঠী'

সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর ভবনেই মিলিত হতে লাগল। এদিকে জোর্গের উপর হঠাৎ এসে পড়ল আরেক দায়িত্ব: গেস্টাপোর প্রধান মাইজিন্‌গার বার্লিনে জানালেন: দূর প্রাচ্যে ফাশিস্ত সংস্থা পরিচালনার উপযুক্ত, একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি — রিখার্ড জোর্গে। দূতাবাসে জোর্গের নামে নাৎসী পার্টির সীলমোহর করা চিঠি এলো: তাঁকে জাপানে নাৎসী সংস্থার পরিচালক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সহকারীরা জোর্গের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়লেন। ওঃ, এ লোক অনেক ওপরে উঠবেন!

কিন্তু সকলকে চমকে দিয়ে জোর্গে এই 'পরম সম্মান' প্রত্যাখ্যান করলেন: তাঁর বক্তব্য হল এই যে পার্টির কাজের পরিচালক হওয়া উচিত এমন ব্যক্তির যিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁর পার্টি-কর্তব্য পালনে সক্ষম। বহু পত্রপত্রিকার সংবাদদাতা ও পর্যবেক্ষক হয়ে যাঁকে যখন তখন দূর প্রাচ্যের এখানে-ওখানে যাতায়াত করতে হয়, তদুপরি যিনি আন্তর্জাতিক প্রশ্নের ব্যাপারে বেসরকারী উপদেষ্টা, তাঁর পক্ষে কি পার্টির কাজ সেভাবে গ্রহণ করা সম্ভব? খুঁজলে যোগ্যতর লোক পাওয়া যাবে... এই যেমন ভেনেক্কার!

সাংবাদিকের বিনয় দূতাবাসে এবং বার্লিনেও সমাদর পেল। অন্য লোক হলে এমন প্রস্তাব লুফে নিত।...

জোর্গে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন: এমন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অনুসন্ধান অবধারিত।

> 'কোন কোন সহকর্মী দূতাবাসে আমার প্রভাব-প্রতিপত্তিতে অসন্তুষ্ট ছিল, তারা এ ব্যাপারে নিজেদের বিক্ষোভ পর্যন্ত প্রকাশ করত। আমার যদি বিস্তৃত জ্ঞান না থাকত তাহলে দূতাবাসের কর্মীদের কেউই আমার সঙ্গে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আসত না, গোপন ফাইলের উপর আমার মতামত জানতে আগ্রহী হত না। তারা আমার উপদেশ চাইতে আসত, যেহেতু তাদের বিশ্বাস ছিল যে আমি বিতর্কিত প্রশ্নের মীমাংসায় কোন না কোন পরিমাণে তাদের সাহায্য করতে পারি।'

ওট্‌-এর মতে রিখার্ড জোর্গে উৎকৃষ্ট সামরিক গুপ্তচর হওয়ার উপযোগী লোক। 'ওয়ার্‌শর জানোয়ার' মাইজিন্‌গার সাংবাদিককে বলতেন,

‘তোমার জায়গা গেস্টাপোয়!’ জোর্গে ওঁদের দুজনকেই ‘দেবদূত’ বলতেন।

...‘কেন্দ্রের’ তারবার্তা। ‘র‍্যামজেকে’ বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে দুর্ভাগ্যবশত এখন তাঁকে দেশে ফেরত আনা যাচ্ছে না। জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তিনি বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। আর যাকেই হোক, তাঁকে এটা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না! তিনি লেখেন:

> ‘এটা আর বলার কোন অপেক্ষা রাখে না যে বর্তমান সামরিক পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের দেশে ফেরার মেয়াদ দূরে সরিয়ে রাখছি। আর একবার আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি যে এখন সে সম্পর্কে প্রশ্নই উঠতে পারে না...’

এরই মধ্যে সময় করে নিয়ে তিনি টাইপ-রাইটারে কাজ করেন: লেখেন জাপানী আগ্রাসন সম্পর্কে বই। বাগানে ঝিঁঝি পোকা আওয়াজ করে।

যুদ্ধ সূচনার আর গোনাগুনতি দিন বাকি

যে ষোল মাস জোর্গের সংস্থাকে অমরত্ব দান করেছে বাকি রইল তার কাহিনী। এই সময়টি সংস্থার জীবনে চরম সঙ্কটজনক, পরম ফলপ্রসূ পর্ব। ঘটনা যারপরনাই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে হল, এমনকি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার চিন্তাও গৌণ হয়ে গেল।

ঘটনার বিকাশ ঘটল এই ভাবে: ১৯৪০ সনের জুলাইয়ে বার্লিন থেকে বিশেষ দূত হার্পারের টোকিওয় আগমন ঘটল। সে এসেছে হিটলারের কাছ থেকে বিশেষ কাজের ভার নিয়ে। সে নিজেকে চতুর কূটনীতিজ্ঞরূপে গণ্য করত, মনে হয়, বার্লিনের কর্তাদেরও তাই মত, কেননা কূটনৈতিক কৌশল সম্পর্কে নাৎসীদের ধ্যানধারণা ছিল বিচিত্র ধরনের: যার সঙ্গে ‘বন্ধুত্ব’ পাতাতে চাও প্রথমেই তার টুঁটি টিপে ধর। আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, মিথ্যাচার — এই ছিল ফাশিস্ত কূটনীতির সহজ-সরল পদ্ধতি।

ফুয়েরারের যোগ্য শিষ্য হার্পার ছিল এই সব গুণের পরাকাষ্ঠা। সে কাজে নামার জন্য ব্যাকুল।

টোকিওস্থ জার্মান দূতাবাসে তাকে দুবাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন জানালেন

তার বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা — রাষ্ট্রদূত ওট্‌, মাইজিন্‌গার আর ডক্টর জোর্গে।

রাষ্ট্রদূত এইগেন ওট্‌-এর বাড়িতে ভোজসভা। ইউরোপে যুদ্ধ চলছে, আর এখানে সূর্য নির্বিঘ্নে কিরণ দিচ্ছে, বেলাভূমিতে লোকজনের ভিড়, জার্মানরা ব্যবসাবাণিজ্য করছে, রেস্তোরাঁ ও ওয়ার্কশপ চালাচ্ছে। এমনকি চীনেও যুদ্ধের গতি মন্দ।

হার্পারের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল জাপানের এই শান্ত, নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানো। সে পৃষ্ঠপোষকতার ভঙ্গিতে তার বন্ধু ডক্টর জোর্গের কাঁধ চাপড়ায়। ওঃ, জবর মতলব আঁটা হয়েছে... দুঃখের বিষয় এই যে জাপানী পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে ব্যাপারটা ফাঁস করার অধিকার তার নেই।...

জোর্গে উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবতে থাকেন। মাথার মধ্যে এসে ভিড় করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী, তিনি সেগুলিকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করেন।

সোভিয়েত গুপ্তচর হাসেন, তিনিও জবাবে বিশেষ দূতটির কাঁধে চাপড় মারেন। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা।... গোপন রহস্য নয়। দূতাবাস যেই মুহূর্তে জানতে প্যারল যে হার্পার জাপানে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জোর্গে বুঝে ফেললেন: সামরিক চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে নতুন করে আলাপ-আলোচনা শুরু হচ্ছে! এখানে কেবল এই নিয়েই কথা। জাপান এখন নিজে রাইখের সঙ্গে জোট বাঁধার পন্থা খুঁজছে, কেননা দক্ষিণে সম্প্রসারণের যে পরিকল্পনা তার আছে তাতে ইংলন্ড ও আমেরিকার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অবধারিত।...

বিশেষ দূত অবাক। তার মানে, এখানে কথা ছড়াচ্ছে... তা হলে, সেক্ষেত্রে কাজটা অনেক সহজসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। এদিকে সে ভেবেছিল যে কোনোয়েকে বাগে আনতে হবে।

হার্পার এখন স্বচ্ছন্দে নিজের মিশন সম্পর্কে বলতে শুরু করে। ফুয়েরার জাপানকে 'দক্ষিণ' থেকে 'উত্তরে', সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঘোরানোর আশা ছাড়ে নি। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি? সে হল গল্পকথা। ইউরোপে হিটলার সবে দাঁত বসাতে যাচ্ছে। বড় কথা: সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি ধ্বংস করা। প্রধান মিত্র হতে হবে জাপানকে। শিগগির চীন থেকে এখানে আসবে হিটলারের বিশেষ প্রতিনিধি ডক্টর হেন্‌রিখ স্ট্যামার।...

'বিদ্যুৎগতিতে' চুক্তি সম্পাদনের যে আশা জার্মানদের ছিল এবারেও তা ফলবতী হল না: পুরো তিন মাস ধরে এই নিয়ে কথাবার্তা চলল, এই

তিন মাসের মধ্যে জোর্গের সংস্থা সব সময় আবিষ্টের মতো কাজ করে চলে: আলাপ-আলোচনার প্রতিটি পর্যায় সম্পর্কে সংবাদ 'কেন্দ্রে' পাঠানো হয়। জার্মান কূটনীতিজ্ঞরা কি কোনোয়েকে বাগে আনতে পারবে? জাপানকে 'দক্ষিণ' থেকে 'উত্তরে' ঘোরাতে পারবে কি? 'প্রাতরাশগোষ্ঠী' প্রায় প্রতিদিনই সমবেত হয়। ওজাকি প্রিন্সের কাছে আবেদন করেন হিটলারকে বিশ্বাস না করতে। হিটলার একাধিকবার জাপানকে প্রতারণা করেছে। যে ব্যক্তি বিশ্বপ্রভুত্বের দাবি করে সে কোন কিছুতেই বাধা মানে না। কিংবা এমনও হতে পারে যে গত কয়েক বছরে জাপানের অর্থনীতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? প্রাচ্যের দিকে হিটলারের গতি সংযত করতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়ন। তার উপর ভরসা করাই কি বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে না? সর্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত হবে এখনই, অনতিবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে এরই পাশাপাশি আলাপ-আলোচনা শুরু করা। রাশিয়া মোটেই এশিয়ায় যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র নয়; গত বছর মাছ ধরার ব্যাপারে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা থেকে কি এরই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না? জার্মানদের সঙ্গে শঠে শাঠ্যং ব্যবহার করা দরকার।... জাপানের নিজের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের প্রয়োজন।...

চীন বিশেষজ্ঞ 'উত্তরের' দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, কোনোয়ে তাঁর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আর সত্যিই ত... দমনকারী শক্তি...

কোনোয়ে হিটলারকে বিশ্বাস করলেন না। তাছাড়া তাঁর স্বপ্ন ছিল 'পারস্পরিক শ্রীবৃদ্ধির বৃহৎ পূর্ব এশিয়াক্ষেত্র' গড়ে তোলা, দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া অবধি — যেখানে বিজয় অর্জন করা সহজতর, সেই দক্ষিণ সাগরের অঞ্চলে অগ্রগতি। খালখিন গল-এর শিক্ষা প্রিন্সের চিন্তা থেকে দূরে হয় না। হিটলারের ওপর তিনি ক্রুদ্ধ — কোয়ান্‌টুং বাহিনীর পক্ষে যে সময়টা সুকঠিন ছিল সেই মাসে হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে। কোনোয়ে ওজাকির পরামর্শ অনুসরণ করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন, ঠিক করলেন জার্মানির অস্ত্র দিয়েই জার্মানিকে ঘায়েল করবেন।

আবার আন্তর্জাতিক বিরোধের গ্রন্থি জটিল হয়ে পড়ে। 'অক্ষশক্তির' অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সামরিক চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ককে স্পর্শ করে, কোনোয়ে মন্ত্রিসভা স্পষ্টতই তার বিরোধী।

হার্পার টোকিওতে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রান হয়ে পড়ল, সে রিখার্ড

জোর্গে ও এইগেন ওট্-এর শরণাপন্ন হল। এমনকি সামরিক চুক্তির ধারাগুলি সম্পাদনার কাজে জোর্গেকেও টেনে নিল।

এদিকে জাপানী প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাৎসুওকাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে সোভিয়েত দূতাবাস মারফত তিনি যেন জাপান-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মস্কোর মনোভাব জানার চেষ্টা করেন। অনুকূল জবাব এলো। ইতিমধ্যেই জোর্গের পাঠানো সংবাদ থেকে জার্মান কূটনীতির ব্যর্থতা আর নতুন করে মতবিরোধের উদ্ভব সম্পর্কে মস্কো জেনে গেছে। জাপান-সোভিয়েত চুক্তি হিটলারের মুখের ওপর জবর চপেটাঘাত হতে পারে।

জোর্গে যখন জার্মানি-ইতালি-জাপানের চুক্তির ধারাগুলি ঘষামাজা করার ব্যাপারে হার্পারকে 'সাহায্য' করছিলেন, তখন ওজাকি জাপানের দিক থেকে ঐ একই কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কখনও কখনও তাঁদের দুজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হত, তাঁরা মত বিনিময় করতেন আর নিজেদের হাস্যকর পরিস্থিতি নিয়ে হাসাহাসি করতেন। চুক্তি দাঁড়াল ফোলানো-ফাঁপানো, দুর্বোধ্য। সকলেরই এমন ধারণা হল যে সবচেয়ে বড় কী একটা যেন সেখান থেকে বাদ গেছে। ইউরোপে 'নয়া কানুন' প্রতিষ্ঠার কাজে জার্মানি ও ইতালির কর্তৃত্ব জাপান মেনে নিল, অন্য দিকে জার্মানি ও ইতালি 'পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ ক্ষেত্র' জুড়ে 'নয়া কানুন' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেনে নিল জাপানের কর্তৃত্ব।

এর বেশি আর গড়াল না। চুক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় উল্লিখিত হল না।

চীন থেকে হিটলারের বিশেষ প্রতিনিধি ডক্টর হেন্‌রিখ স্ট্যামারের আগমন ঘটল। হেন্‌রিখ স্ট্যামার চুক্তির বয়ানে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। হার্পার যখন জোর্গের কৃতিত্বের উল্লেখ করতে গেল তখন স্ট্যামার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। 'আপনাদের জোর্গের সঙ্গে মিলে আপনারা গোটা ব্যাপারটা পণ্ড করেছেন!' কূটনৈতিক আদব কায়দার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে স্ট্যামার হুঙ্কার দিলেন। 'আপনার সবাই জাহান্নামে যান...'

ওট্ স্ট্যামারকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বিশেষ প্রতিনিধিটি অবজ্ঞাভরে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। এর অর্থ, গুরুতর কলহ। এইগেন ওট্ আর কোথা থেকে জানবেন যে অচিরেই, অতি শীঘ্রই তাঁর জায়গায় বসবেন স্ট্যামার।

ত্রিপাক্ষিক সামরিক জোট সংক্রান্ত চুক্তি ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বরের শেষে

অনুমোদিত হল, তার তিন দিন বাদে কোনোয়ে সরকার সোভিয়েত সরকারকে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব দিল। ১৯৪১ সনের ১৩ এপ্রিল মস্কোয় এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

জাপানী মিত্রের কূটকৌশল সম্পর্কে জানতে পেরে হিটলার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এদিকে জাপান 'উত্তরের' দিকে না ঘুরে তার সেনাবাহিনীকে নিয়ে এলো উত্তর ইন্দোচীনের ভূখণ্ডে, ব্যস্ত হয়ে পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের প্রস্তুতি ব্যাপারে।

ফাশিস্ত 'অক্ষশক্তির' অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে জাপানের যে সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে চুক্তিকারী পক্ষসমূহ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের প্রসঙ্গ ওঠে নি। কিন্তু তার মানে কি এই যে চুক্তিকারী পক্ষসমূহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অসম্মত?

হিটলারের মিথ্যাসংবাদ পরিবেশন ও স্ট্র্যাটেজিক কারচুপির পদ্ধতি জানতে রিখার্ডের আর ব্যাকি নেই। এগুলি যে-কোন প্রচার-অভিযান প্রস্তুতির ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ বিবেচিত হত। প্রস্তুতির ব্যাপারে গোপনীয়তা, আক্রমণের আকস্মিকতা... এমনই ছিল পোল্যান্ড-অভিযান পরিকল্পনার সময়, এমনই ছিল ফ্রান্স-আক্রমণের প্রাক্কালে। বিভ্রম সৃষ্টি, প্রতারণা...

কিন্তু জার্মানিতে যা ঘটছিল তাতে সত্যের আভাস পাওয়া যায়: সর্বোচ্চ নেতৃমণ্ডলীর প্রধান সদরদপ্তর ইংলন্ড আক্রমণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি কথাও নেই! ইংলন্ড, জিব্রাল্টার, উত্তর আফ্রিকা — এই হল প্রধান সদরদপ্তরের লক্ষ্যস্থল। 'সিন্ধুঘোটক', 'ফেলিক্স', 'সূর্যমুখী' — এমন সব অপারেশন। জার্মানরা ইংলন্ডের উপর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে নরওয়েতে সেনাবাহিনী প্রেরণ করছে, গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া অভিযানের জন্য ডিভিশনের সমাবেশ ঘটাচ্ছে।...

সেনাবাহিনী প্রেরণ ও সমাবেশ সম্পর্কে এই রকম সমস্ত সংবাদ দূতাবাসে দেদার আসতে লাগল। ঠিক এই কারণেই জোর্গে সতর্ক না হয়ে পারলেন না।

সম্ভবত আন্তর্জাতিক পর্যায়ের রহস্যভেদে বহু বছর অবিরাম লিপ্ত থাকার ফলে এক ধরনের অন্তদৃষ্টি তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, কিংবা এমনও হতে পারে যে মস্তিষ্কে এমন এক দীপ্তির উদ্ভাস ঘটে, যাতে অকস্মাৎ সব কিছু আলোকিত হয়ে প্রকাশ পায় প্রকৃত স্বরূপ। এই কারণে হঠাৎ তাঁর মনে হল: আচ্ছা, হিটলারী সেনাদপ্তরের এই ব্যস্তসমস্ততার সবটাই যদি একটা বিরাট ধাপ্পা হয়? পরিকল্পিত সবগুলি অভিযানই যদি হয় নেহাৎই

বানানো ব্যাপার, স্ট্র্যাটেজিক কারচুপি, আর হিটলার ও কেইটেলের আসল মতলব যদি কঠোরতম গোপনীয়তায় ঢাকা থাকে?..

সোভিয়েত গুপ্তকর্মী রাষ্ট্রদূতে ওট্‌কে সরাসরি প্রশ্ন করলেন। রাষ্ট্রদূতের কিছু জানা নেই। রিখার্ডের কল্পনাটা বাড়াবাড়ি ধরনের। ইংলণ্ড শান্তি-চুক্তি সম্পাদনে অসম্মত হয়েছে, জার্মানির সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে; এই কারণেই ত প্রধান সদরদপ্তর ইংলণ্ড-অভিযানের জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে। ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলে, বন্দরগুলিতে অবতরণবাহিনীসমেত জাহাজের সমাবেশ ঘটছে, তালিম চলছে। হিটলার সম্প্রতি ঘোষণা করেছে: 'আমি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অবতরণবাহিনীর অপারেশন আয়োজন করার এবং প্রয়োজন হলে তা সম্পন্ন করার সংকল্প নিয়েছি।' এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী আছে?

হিটলারকে এইগেন বিশ্বাস করতেন। কিন্তু জোর্গের মাথা থেকে এই চিন্তা কোনমতেই দূর হল না যে জার্মানির সামরিক নেতৃবৃন্দের সমস্ত ব্যবস্থাই মিথ্যাসংবাদ পরিবেশনের চালমাত্র হতে পারে।

'অদ্ভুত যুদ্ধের' ঘটনা, জাপ-মার্কিন আলাপ-আলোচনা, প্রেস কনফারেন্স রিখার্ডকে আর আকর্ষণ করে না। দূতাবাস ছেড়ে তিনি প্রায় যানই না। কেবল এখান থেকেই সব জানা যেতে পারে। ভাগ্যের ওপর ভরসা করে থাকলে হবে না। কড়া ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া দরকার: গোপন এবং একান্ত গোপনীয় পত্রালাপ যাচাই করে দেখতে হয়, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত, বিশেষত সামরিক যে-সমস্ত প্রতিনিধি জার্মানি থেকে আসছে তাদের নিয়মিত জেরা করতে হয়।

অর্থজ্ঞাপক প্রশ্ন না করার যে নিয়ম এতকাল তাঁর আদর্শ ছিল এবারে তিনি তা বদল করলেন। অতিরিক্ত ভদ্রতার বালাই না রেখে, সেই সঙ্গে সতর্কতাও বিস্মৃত হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ দূত নিডামেয়ারকে এমন ইঙ্গিত দিলেন যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য তাঁর জানা আছে। এই যেমন নরওয়েতে সৈন্যপ্রেরণ, গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া অভিযানের পরিকল্পনা... আচ্ছা, রুশীরা এ ব্যাপারে কী ভাবে? নিডামেয়ার ত মস্কো হয়ে এখানে এসেছে।...

নিডামেয়ার না বোঝার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। যা ভাবার ভাবুক গে। 'রাশিয়ার জীবনী শক্তি বিনাশের' পরিকল্পনা সম্পর্কে হিটলারের জুলাই-বৈঠক অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে চলছে — কেউই কিছু জানে না। এমনকি

নিডামেয়ার নিজেও নয়। আর 'সিন্ধুঘোটক' অপারেশন? আমার মতে, পরিষ্কার ধাপ্পাবাজী: বন্দরগুলিতে জড় করা হয়েছে রাজ্যের পুরনো বোট, বাণিজ্য জাহাজ আর মাছ ধরার জাহাজ।...

এই কথাবার্তা শুনে ওট্ দারুণ অবাক। তিনি রাষ্ট্রদূত হয়েও যে গোপন তথ্য জানেন না, রিখার্ড তা-ও জানে দেখা যাচ্ছে!.. রিবেন্‌ট্রপের কাছে খোঁজ নিতে হয়।

বাড়াবাড়ি রকমের গোপন স্বভাবের জন্য রিখার্ডকে রাষ্ট্রদূত মৃদু তিরস্কার করলেন, তাঁর ওপর রাষ্ট্রদূতের আস্থা আরও বেড়ে গেল।

এদিকে জোর্গের প্রতিটি স্নায়ু কাঁপছিল।

১৯৪০ সনের ১৮ নভেম্বর তিনি আগ্রাসনের প্রস্তুতি সম্পর্কে 'কেন্দ্রকে' সতর্ক করে দিলেন।

যেমন আশা করা গিয়েছিল তাই ঘটল — 'কেন্দ্র' থেকে বেতারবার্তার পর বেতারবার্তা আসতে লাগল — সেগুলিতে জেরা আর জেরা। তাঁর পাঠানো সংবাদ ওখানে যে কী পরিমাণ উদ্বেগের সঞ্চার করেছে তা রিখার্ড আন্দাজ করতে পারছিলেন। দুনিয়ার উপর দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে আসছে ভয়ংকর একটা কিছু, হাওয়ায় ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে মহাবিপর্যয়ের অপচ্ছায়া। হ্যাঁ, প্রমাণ দরকার, তথ্য-প্রমাণ দরকার।... এমন সংবাদ হঠাৎ বিশ্বাস করা অসম্ভব।

এখন প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি লক্ষণ তার প্রমাণ হয়ে দেখা দিচ্ছে। সামরিক পদে অধিষ্ঠিত অধস্তন লোকজন সাকে পানের আসরে বসে ব্লিৎস্‌ক্রিগের গোপন প্রস্তুতি সম্পর্কে মত বিনিময়ে উৎসাহ দেখাচ্ছে। জার্মান জেনারেলরা এখন লেভ তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাস অধ্যয়ন করছে! নেপোলিয়নের মতে, ইতিহাস হল উপন্যাস, তা একমাত্র উপন্যাসেরই উপযুক্ত। হিটলার নিজেকে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররূপে গণ্য করে। ইংলন্ড অভিযানের নামে যে সব ডিভিশন নির্দিষ্ট, সেগুলিকে নিরস্ত্র করে দিয়ে যাবতীয় যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রেরণ করা হচ্ছে প্রাচ্যে। এমনকি বিশেষ প্রযুক্তিতে সজ্জিত সেনাবাহিনীরও আবির্ভাব ঘটল। এর তিন মাস আগেই সেনাপতিমণ্ডলীর সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ফিল্ড মার্শাল ব্রাউহিচ্ ৪ নং ও ১২ নং সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তে স্থানান্তরণের নির্দেশ দেয়। রিখার্ডকে এই তথ্য জ্ঞাপন করল হিটলারের দূত কোল্‌ট।

১৯৪০ সনের ২৮ ডিসেম্বর 'র‍্যামজে' বেতার যোগে জানালেন:

'জার্মান-সোভিয়েত সীমান্তে ৮০টি জার্মান ডিভিশনের সমাবেশ ঘটেছে। হিটলার খারকভ — মস্কো — লেনিনগ্রাদ লাইন ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ড অধিকারের পরিকল্পনা করছে।...'

ম্যাক্স বেতারবার্তার পর বেতারবার্তা পাঠিয়ে চললেন, সেগুলির প্রতিটি ছিল বিপদ-সঙ্কেতস্বরূপ।

এদিকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত জাপানী ইউনিটের রেডিও অপারেটররা প্রতিদিন 'র‍্যামজের' বার্তা ধরে ফেলতে লাগল। বেতারবার্তা অনুসন্ধানকারী যন্ত্র নিয়ে মোটরগাড়ী শহরের মহল্লা থেকে মহল্লায় টহল দিতে লাগল। প্রতিগুপ্তচরের দল সতর্ক হয়ে উঠল।

জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগের কাছে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে দেখা দিল: কে একজন নিয়মিত বার্তা পাঠিয়ে চলছে, রেডিও স্টেশনের অবস্থান টোকিওতে। প্রতিটি প্রেরক-যন্ত্রের সঙ্কেতের নিজস্ব একটা সুর আছে, প্রতিটি অপারেটরের বার্তা প্রেরণের নিজস্ব ভঙ্গি আছে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বেতারবার্তা অনুসন্ধানকারী স্টেশনের কোন অপারেটরের কাছেই ম্যাক্সের বৈশিষ্ট্য অজানা রইল না।

সংস্থা যে প্রতিগুপ্তচর বিভাগের লৌহবেষ্টনীতে পড়েছে, সেই বেষ্টনী যে প্রতিদিনই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে তা কি জোর্গে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন? শুধু আন্দাজ করা কেন, জোর্গে ভালোভাবেই জানতেন।

কিছুদিন আগে ওট্ জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধানের দূতাবাসে আগমন সম্পর্কে রিখার্ড ও মাইজিন্গারকে গল্প করেন। এই জাপানীগুলোকে স্পাই-ম্যানিয়া পেয়ে বসেছে। আরে বাপু, ওদের তুচ্ছ গোপন তথ্য দিয়ে কার কী হবে শুনি? এখন নাকি এক অজানা রেডিও স্টেশনের সিগন্যাল পাওয়া গেছে, এজেণ্ট খুঁজছে। কেন জানি না, তাকে অবশ্যই বিদেশী হতে হবে। আর যাই হোক না কেন প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধান ওসাকির অন্তত জার্মান দূতাবাসে নাক গলানোর কোন অর্থ হয় না। মাইজিন্গারেরও এই একই মত।

রিখার্ড জানতেন, প্রতিগুপ্তচর বিভাগের হাত থেকে রেহাই নেই। এখন সবচেয়ে বড় কথা — হিটলারের বাহিনীর পরিকল্পিত আক্রমণের সময় সম্পর্কে, পূর্ব সীমান্তে সমবেত সেনাবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে 'কেন্দ্রকে' জানিয়ে দিতে পারা।

এমন একেকটি মুহূর্ত আসে, যখন কেবল নিজের জীবন নয়, অন্যদের জীবনের বিনিময়েও ঝুঁকি নেওয়ার অধিকার থাকে। মাতৃভূমি বিপন্ন।... দুনিয়ার প্রথম শ্রমিক ও কৃষক রাষ্ট্র বিপন্ন। কোটি কোটি মানুষের জীবনের তুলনায়, বিশাল দেশের মঙ্গলের তুলনায় তোমার জীবন ত তুচ্ছ!...

রিখার্ড জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধানের জায়গায় মনে মনে নিজেকে কল্পনা করলেন, ওজন করে দেখলেন প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধানের সাফল্যের সম্ভাবনা কতটা, সংস্থা আর কতকাল টিকে থাকতে পারবে। হিসাব করে দেখা গেল: তাড়াতাড়ি কাজ করা দরকার! জাপানী টিকটিকিরা ইতিমধ্যেই অনুসরণ করছে।...

অবশেষে জোর্গে এত দিন যা খুঁজছিলেন তা তাঁর হাতে এসে পড়ল: রাষ্ট্রদূত ওট্-এর কাছে রিবেন্‌ট্রপের পাঠানো একান্ত গোপনীয় টেলিগ্রাম। রিখার্ডের পরামর্শক্রমে ওট্ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় সম্পর্কে খবর চেয়ে পাঠান। এসে পৌঁছুল দ্ব্যর্থহীন উত্তর: 'হিটলার ১৯৪১ সনের মে মাসে রাশিয়া আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়েছে!'

এই ত তথ্যগত প্রমাণ!.. 'কেন্দ্র' অনতিবিলম্বে তা পেয়ে যাবে। ১৯৪১ সনের ৫ মার্চ নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ বার্তাবহের সঙ্গে টেলিগ্রামের আলোকচিত্র প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেওয়া হল। ৬ মে 'র‍্যামজে' জানালেন:

> 'জার্মান রাষ্ট্রদূত ওট্ আমাকে জানিয়েছেন যে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। যুদ্ধের সম্ভাবনা খুবই বেশি। হিটলার ও তার সেনাপতিমণ্ডলীর দৃঢ় বিশ্বাস এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইংলণ্ড আক্রমণের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধসূচনার সিদ্ধান্ত হিটলার নেবে হয় এই মাসে নয়ত ইংলণ্ড আক্রমণের পর।'

ইংলণ্ড আক্রমণের পর।... আচ্ছা, সত্যিই কি তাই? না, তা নয়— হিটলারের দূত কোল্‌টের উত্তর। জার্মান সেনাবাহিনী 'নরওয়ে' সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট। যুগোস্লাভিয়া অথবা গ্রীসের উপর পরিকল্পিত অপারেশন সহায়ক চরিত্রবহ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আক্রমণ হবে না। সমস্ত শক্তি এখন নিযুক্ত হচ্ছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে।

'সম্প্রতি আমি এমিস্যারি কোল্‌টের সঙ্গে ঘন ঘন দেখাসাক্ষাৎ করি। ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অনেক জানাশোনা, লোকটি অসাধারণ পন্ডিত।'

২১ মে নতুন সংবাদ:

'জার্মানি থেকে এখানে হিটলারের যে প্রতিনিধিদল এসেছে তারা জোর দিয়ে বলছে যে মে মাসের শেষ দিকে যুদ্ধ শুরু হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানি ১৫০টি ডিভিশনের ৯টি সেনাবাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে।'

মে মাসের শেষেই যদি হয় তাহলে ইউরোপে যুদ্ধ কবে শেষ করতে পারবে বলে হিটলার মনে করে? ওট্‌কে খোঁচা দিয়ে জোর্গে বলেন। ইংলন্ড-আক্রমণের ব্যাপারে রিবেন্‌ট্রপের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠাক না। রিবেন্‌ট্রপের জবাব: 'রাশিয়ার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ায় 'অক্ষশক্তির' অবস্থান এমন বিশালাকার ধারণ করবে যে ইংলন্ডের পতন কিংবা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সম্পূর্ণ বিনাশের প্রশ্ন সময়ের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে মাত্র...' এখন সব পরিষ্কার। তার মানে সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা হবে না।

৩০ মে মাক্‌সকে জোর্গে ডেকে পাঠালেন, তাঁরা নানা পথ ঘুরে ভুকেলিচের ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলেন।

গুপ্তকর্মীরা অত্যন্ত উত্তেজিত। যুদ্ধ সূচনার আর গোনা-গুনতি দিন বাকি। মন কিছুতেই এটা মেনে নিতে পারছিল না। মাক্‌সের আশঙ্কা হচ্ছিল ট্র্যান্সমিটারের ল্যাম্প বুঝি ফিউজ হয়ে যায়, জোর্গে আর ভুকেলিচ্‌ পুলিশী হামলার আশঙ্কা করছিলেন। সেই রাতে যদি বিশাল এক দল শত্রুর আক্রমণ তাঁদের ঠেকাতে হত তাহলে তাঁরা অবশ্যই বুক দিয়ে রক্ষা করতেন ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রকে আর মাক্‌সকে, যিনি বেতারবার্তার উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করছিলেন। বায়ুতরঙ্গে ভেসে চলল জরুরী সংবাদ:

'রিবেন্‌ট্রপ্‌ রাষ্ট্রদূত ওট্‌কে এই মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন যে জার্মানি জুনের দ্বিতীয়ার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যুদ্ধ যে শুরু হয়ে গেল বলে, এ সম্পর্কে ওট্‌ পঁচানব্বই শতাংশ নিশ্চিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি এর সমর্থন পাই নিম্নলিখিত তথ্যে: জার্মান বিমানবাহিনীর টেকনিক্যাল কর্মচারীরা অবিলম্বে জাপান পরিত্যাগ করে বার্লিনে প্রত্যাবর্তনের আদেশ পেয়েছে;

সামরিক অ্যাটাশেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পাঠাতে মানা করে দেওয়া হয়েছে।'

জোর্গে তাঁর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরলেন ভোরের দিকে। বাড়ির দরজার সামনে দেখতে পেলেন ওজাকিকে। সারা রাত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরিস্থিতি তর সইছে না।... হিটলার জাপানী রাষ্ট্রদূতকে ডেকে সরকারীভাবে জানিয়ে দিয়েছে: ২২ জুন জার্মানি যুদ্ধের কোন রকম ঘোষণা ছাড়াই রাশিয়া আক্রমণ করবে। ঐ দিনই দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানকে নামতে হবে। রাষ্ট্রদূত তাঁর সরকারের সঙ্গে পরামর্শ না করে নির্দিষ্ট কিছুই বলতে পারেন না।

জোর্গে ফ্ল্যাটে প্রবেশ না করে মাক্সের কাছে ছুটে গেলেন। বেতারবার্তা পাঠানো দরকার।...

'সামরিক অ্যাটাশে শোল জানিয়েছেন: জার্মানদের দিক থেকে পার্শ্বভাগে ও ঘুরপথে আক্রমণের কৌশল এবং পৃথক পৃথক দলকে বেষ্টন ও বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস আশা করা যেতে পারে। যুদ্ধ শুরু হচ্ছে ১৯৪১ সনের ২২ জুন।'

'একবারের বেতারবার্তায় ২০০০ গ্রুপ পর্যন্ত ছিল। আমি প্রথমে প্রথমার্ধ পাঠালাম, পরের দিন পাঠালাম অপরার্ধ, কেননা সবটা একবারে পাঠানো কঠিন ও সময়সাপেক্ষ ছিল।'

মাক্স সন্দেহ করতে পারেন নি যে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত রেডিও ইউনিটের কম্যান্ডারের মানচিত্রে তাঁর বাড়ির চারদিকে লাল দাগ পড়েছে; বার কয়েক সঙ্কেত ধরা পড়েছে। মানচিত্রে লাল ত্রিকোণে পড়েছে ভুকেলিচ্ ও জোর্গের ফ্ল্যাট। আশ্চর্যজনকভাবে সংস্থা তখনও টিকে ছিল, কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি সতর্ক ওজাকিও সমস্ত নিয়মকানুন জলাঞ্জলি দিয়ে সারা রাত প্রায় পুলিশের চোখের সামনেই জোর্গের বাড়ির সামনে ঘুরঘুর করছিলেন। সকলেই বুঝতে পারছিলেন সংস্থা এক নতুন পর্যায়ে, সম্ভবত তার অস্তিত্বের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেটুকু সময় বাকি আছে, পরিণামের চিন্তা না করে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে।

জোর্গে অধীর হয়ে 'কেন্দ্রের' জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

এদিকে 'কেন্দ্রের' কোন সাড়াশব্দ নেই। ১২ জুন... কে বলতে পারে,

হয়ত ইতিমধ্যে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানোর কাজ চলছে, যুদ্ধের বিশাল যন্ত্রকৌশল সক্রিয় হয়ে উঠেছে?.. প্রতিটি দিন মূল্যবান!

অবশেষে 'কেন্দ্র' সাড়া দিল।

রিখার্ড কাঁপা কাঁপা হাতে বেতারবার্তা নিলেন। কোডের বই খুলে মনোযোগ দিয়ে মিলিয়ে পড়তে লাগলেন। মাক্স বন্ধুর মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে চললেন। জোর্গের মুখ হঠাৎ ফেকাসে হয়ে গেল, তিনি লাফিয়ে উঠে মাথায় হাত দিয়ে বললেন: 'ওরা বিশ্বাস করছে না, ওরা সন্দেহ করছে!.. শুনছ, মাক্স? সন্দেহ করছে।... কে সন্দেহ করছে?'

তিনি ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন। চোখ নিষ্প্রভ হয়ে এলো। এই প্রথম তিনি অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করলেন, তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর বয়স ছেচল্লিশ। বেতারবার্তাটি যারা তৈরি করেছিল তারা সম্ভবত সংবেদনশীল কমরেড; নানা রকম ভাবে তারা বক্তব্যটাকে কোমল ভাষায় প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসল মনোভাব কি তাই বলে গোপন করা সম্ভব?

জোর্গে নিজের শক্তিহীনতার কথা ভেবে দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তাহলে কি সবই বৃথা? কিন্তু ওখানে ত অন্য সূত্রে সংবাদ থাকা উচিত? আচ্ছা সত্যি সত্যিই কি ১৫০টি ডিভিশনকে এমনভাবে ছোট ছোট দলে পূর্ব সীমান্তে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব যাতে কারও নজরে না পড়ে? টোকিওর জার্মান ক্লাবে ফাশিস্ত বশংবদেরা বলশেভিক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে গলাবাজি করছে, হিটলারের প্রস্তাবের সরাসরি জবাব কী ভাবে এড়ানো যায় তাই নিয়ে জাপানের গোটা কূটনৈতিক দপ্তর মাথা ঘামাচ্ছে। ওট্ আর শোল জোর্গেকে আগ্রাসনের প্রস্তুতি সম্পর্কে নিত্যনতুন তথ্য যুগিয়ে চলছেন। ইংলন্ড ও আমেরিকার প্রেস মুখ খুলেছে। ভুকেলিচ্ প্রতিদিন এজেন্সির কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে আসেন।

জোর্গে মাক্সকে মুখে মুখে তারবার্তা বলে যান:

> 'আবার জানাচ্ছি: ১৫০টি জার্মান ডিভিশনের ৯টি সেনাবাহিনী ২২ জুন সোভিয়েত সীমান্ত আক্রমণ করবে! র‍্যামজে।'

বেতারে শেষ সতর্কবাণী ক্লাউজেন পাঠালেন ১৭ জুন। আর ২২ জুন ফাশিস্ত জার্মানি কোন রকম যুদ্ধ ঘোষণা না করে, চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসল। 'বারবারোসা পরিকল্পনা' কাজে পরিণত হল।

রিখার্ড আবার ক্লাউজেনকে দিয়ে বেতারবার্তা পাঠান:

'এই কঠিন সময়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। আমরা সকলে এখানে দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের কর্তব্য পালন করে যাব।'

ক্ষুব্ধ ভাব কেটে গেল, জোর্গে আবার নিজেকে সামলে নিলেন, সক্রিয় হয়ে উঠলেন। তিনি বিশ্বাস করলেন না যে ফাশিস্তরা বিজয়ী হবে।

'রিখার্ড ছিল প্রচণ্ড মনোবলের অধিকারী। তাকে স্নায়বিক উত্তেজনার বশবর্তী আখ্যা দেওয়া যেত না। আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিকাশ ঘটতে চলেছে ভেবে আমরা সকলে যখন স্নায়বিক উত্তেজনা ভোগ করি তখন রিখার্ড ঘরে পায়চারি করতে করতে আমাকে বলে:

'জান মাক্স, এখান থেকে আমাদের আর বেরোবার উপায় নেই।... এখন চূড়ান্ত কোন বদল যদি না ঘটে, তাহলে আমাদের যা করার থাকছে তা হল শেষ পর্যন্ত কাজ করে সফল হওয়া, যাতে সব কিছু সত্ত্বেও আমরা জিততে পারি!'

সকলেই হঠাৎ কেমন যেন অনুভব করলেন যে সংস্থার উপর মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। ক্লাউজেনের বাড়িতে পুলিশ ইনস্পেক্টর আয়োইয়ামার আনাগোনা চলতে লাগল। তার হাবভাব বাড়াবাড়ি রকমের অন্তরঙ্গ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত, যেন ডিউটিতে আছে, আজেবাজে বকবক করে যেত, যে সব টানা আলমারিতে বিছানাপত্র থাকত সেগুলি উঁকি মেরে দেখত। তার আগাগোড়া চেহারা যেন এই কথাই বলছে: এখানে যে কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে তা আমার জানতে বাকি নেই! বার্তা পাঠাতে হত হয় ব্রাঙ্কোর ফ্ল্যাট থেকে, নয়ত জোর্গের ফ্ল্যাট থেকে।

ফাশিস্ত দঙ্গল যখন মস্কোর দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সেই সময় জোর্গের মনকে পুরোপুরি অধিকার করে রেখেছিল একটিমাত্র চিন্তা: জাপান কি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নামবে? এমন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষতার চুক্তি কাকে নিশ্চিন্ত করতে পারে? জার্মানির বিশ্বাসঘাতকসুলভ আক্রমণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এ ধরনের চুক্তির মূল্য কতখানি। গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন শোভিনিস্ট গোষ্ঠী জাপানের শাসকমহলের রাজনীতির উপর ক্রমাধিক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সমরমন্ত্রী জেনারেল তোজোর লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রিত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের

কট্টর শত্রু... হিটলারের কূটনৈতিক দূতেরা জাপানকে সব সময় যুদ্ধে নামার জন্য উৎসাহ দিচ্ছে।... সম্প্রতি এখানে বিশেষ দূত উলাখ-এর আগমন ঘটে। জোর্গে জানতে পারলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানের নামার সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার গোপন কার্যভার দিয়ে হিটলার তাঁকে পাঠিয়েছেন। গত বছরে যে জাপ-মার্কিন আলাপ-আলোচনা শুরু হয় তা এখনও চলছে।

প্রিন্স কোনোয়ে 'সিংহাসন-সহায়তা সমিতি' গঠন করলেন। সাইওনজি তার সদস্যভুক্ত হলেন। ২ জুলাই রাজকীয় সম্মেলনে আলোচিত হল এই প্রশ্ন: অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করা জাপানের উচিত হবে কি? সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল অত্যন্ত গোপনে। ওজাকি অস্থির হয়ে পড়লেন। সিংহাসনের ধারেকাছে তাঁকে যেতে দেওয়া হয় নি, যদিও সকলের জানা ছিল যে তিনি সিংহাসনের একজন সহায়।

রাজপ্রাসাদের সভাকক্ষ তখনও খালি হয় নি, সাইওনজি খবর নিয়ে এলেন: সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে!

ওজাকি তৎক্ষণাৎ জোর্গেকে সব কথা জানালেন।

আক্রমণের ব্যাপারে জাপান গড়িমসি করছে কেন — হিটলারের এই অনুসন্ধানের জবাবে জোর্গের পরামর্শে ওট্ টেলিগ্রাম করলেন: 'জাপানী সেনাবাহিনী এখনও খালখিন গল-এর কথা ভুলতে পারে নি। বর্তমানে জাপান অনুকূল সময় না আসা পর্যন্ত রাশিয়া-আক্রমণ থেকে বিরত থাকার পক্ষপাতী; ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নের ইতিবাচক মীমাংসা হবে বলেই মনে হয়: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর এবং প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত জায়গাগুলির উপর জাপানের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে।'

দূর প্রাচ্যের সীমান্তে জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ভেবে সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী সাইবেরিয়ায় ও দূর প্রাচ্যে সুসজ্জিত ডিভিশন, আর্টিলারি রেজিমেণ্ট ও ট্যাঙ্কব্রিগেড রাখতে বাধ্য হয়েছে। এই হুমকি যদি না থাকত!..

এই উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলিতে বিশেষজ্ঞ ওজাকি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রিন্স কোনোয়েকে প্রমাণ দেখিয়ে বললেন যে জাপানকে আক্রমণ করার কোন মতলব সোভিয়েত ইউনিয়নের নেই। রুশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে অদূরদর্শী ও ভ্রান্ত পদক্ষেপ, কেননা পূর্ব সাইবেরিয়ার অব্যবহৃত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের

কথা বাদ দিলে তা থেকে সাম্রাজ্যের উল্লেখ্যযোগ্য কোন রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক লাভ হবে না। জাপান যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে গ্রেট ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবল খুশিই হবে এবং রুশীদের সঙ্গে যুদ্ধে তার ইস্পাত ও তেলের সঞ্চয় ফুরিয়ে যাওয়ার পর প্রবল আঘাত হানার সুযোগ তারা ছেড়ে দেবে না। তাড়াহুড়ো করার কী আছে? হিটলার যদি জেতে—অবশ্য তার সম্ভাবনা খুবই কম, যেহেতু জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী লালফৌজের সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখছে—তা হলে সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্য অমনিই জাপানের হাতে আসবে, পরন্তু এর জন্য জাপানকে কুটোটি পর্যন্ত নাড়াতে হবে না।

প্রধানমন্ত্রী এই যুক্তি মেনে নিলেন, আশ্বাস দিলেন যে প্রথম দরবারেই তিনি সম্রাটের কাছে তা পেশ করবেন।

জাপানীদের কোনমতেই রাজী করতে না পেরে জার্মান রাষ্ট্রদূত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বিচক্ষণ জোর্গের পরামর্শ চাইলেন। জোর্গে কাঁধ ঝাঁকালেন মাত্র। প্রিন্স কোনোয়েকে পীড়াপীড়ি না করাটাই বোধহয় বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অশিষ্টের মতো চাপ দিয়ে ত আর কিছু করা যাবে না!

গত এক বছর ধরে এইগেনের ভাগ্য ভালো যাচ্ছিল না। কোন একজনের প্রভুত্বকারী অদৃশ্য হাত যেন সুস্থ মস্তিষ্কে, ভেবেচিন্তেই তাঁকে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। জাপানীরা রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ বাধাতে চায় না কেন? যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই জার্মান সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিশাল, দুর্ভাগ্যবশত এ সত্য লুকানোর উপায় নেই।...

হিটলারের বিশেষ দূত উলাখ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানের নামার সম্ভাবনা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। জোর্গে এবং ওজাকিও এই একই প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধানরত। তাঁদের দুজনের ছিল জাপানের অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে প্রায় দশ বছরের অভিজ্ঞতা। সামরিক শিল্পে নতুন নতুন পুঁজিবিনিয়োগ সম্পর্কে, পাথুরে কয়লা ও তেলের সঞ্চয়, ইস্পাত, তামা, সীসা ও দস্তার গালাই ও এলুমিনিয়ামের উৎপাদন সম্পর্কে, সরবরাহের ক্ষেত্রে বিদেশের মুখাপেক্ষিতা সম্পর্কে, খাদ্যসম্পদ যানবাহন ও রাষ্ট্রীয় বাজেট — এককথায়, দেশের সামরিক শক্তি সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য তাঁদের কাছে ছিল।

তাঁরা ঘটনা বিশ্লেষণ করেন, মনে মনে হিসাব করে দেখেন।

কাজটা ছিল কৌতূহলোদ্দীপক, রিখার্ডের ভয় হত গ্রেপ্তারের আগে হয়ত তা শেষ করে উঠতে পারবেন না।

সংখ্যা... হিসাবনিকাশ... অর্থনৈতিক গঠনপ্রকৃতির আসল যোগসূত্রটা কোথায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে? রাষ্ট্রীয় বাজেট কি? হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় বাজেট তাপমান যন্ত্রের মতো বটে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে জাপানের আর্থিক অবস্থা তেমন সুবিধার নয় — দেশ বড় আর্থিক সংকটে ভুগছে। খাদ্যসামগ্রীর অবস্থা খুবই খারাপ। অর্থনীতির সবচেয়ে দুর্বল স্থান হল বিদেশী সরবরাহের মুখাপেক্ষিতা।

বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুর্বলতম স্থান হল জ্বালানি! অর্থ নয়, খাদ্যসামগ্রী নয়, যন্ত্রনির্মাণও নয় — জ্বালানি। শিল্পের জন্য তেলের যে সঞ্চয় তাতে মাত্র ছয় মাস চলতে পারে। নৌবহর, বিমানবাহিনী ও ট্যাঙ্কের ভাগে জ্বালানি খুবই অল্প পড়ে, সেগুলি তাই দীর্ঘকালীন যুদ্ধের উপযোগী নয়। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চরিত্র যে দীর্ঘকালীন হবে তা ত জার্মানির দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যাচ্ছে। 'বিদ্যুৎগতিতে' প্রিমোরিয়ে ও সাইবেরিয়া দখলের আশা না করাই ভালো।

সিদ্ধান্ত হল এই রকম: স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে জাপানের উৎপাদন ও প্রাকৃতিক সম্পদ দীর্ঘকালীন, প্রবল যুদ্ধ চালানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়; সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি সম্ভাবনা কোনমতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তি সম্ভাবনার তুল্য নয়, এমনকি সোভিয়েত ইউনিয়নকে যদি দুই ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে হয় তা-ও।

ওজাকি তাড়াতাড়ি প্রধানমন্ত্রী কোনোয়ের কাছে বিশদ বিবরণী পেশ করলেন, মূল বক্তব্য প্রকাশ করলেন। 'আপনি দেখছি রাশিয়ার হয়ে ওকালতি শুরু করে দিয়েছেন,' প্রিন্স বললেন। 'আমি জাপানের হয়ে ওকালতি করছি,' ওজাকি জবাব দিলেন। বিশেষজ্ঞের বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর উপর বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করল। তিনি মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক ডাকলেন। বরাবরের মতো এবারেও দুই দলের মধ্যে বিরোধ বেধে গেল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যারা পক্ষপাতী, তাদের যুক্তির জোর ছিল না। জোর গলায় বুলি কপচান ছাড়া জোর্গে ও ওজাকির তৈরি বিবরণীর তথ্যগত যুক্তিপ্রমাণের বিরুদ্ধে আর কীই বা বলার ছিল? ৩০ জুলাই জোর্গে বেতারবার্তা পাঠালেন:

'জাপান কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

এটা ছিল বিজয়, এই বিজয় উৎসাহব্যঞ্জক।

৬ সেপ্টেম্বর জোর্গে 'কেন্দ্রকে' এই মর্মে আশ্বাস দিলেন যে লালফৌজ যদি তার যুদ্ধক্ষমতা বজায় রাখতে পারে তাহলে জাপানের দিক থেকে আক্রমণ একেবারেই ঘটবে না। কিছু সৈন্যসমাবেশের পরিকল্পনা আছে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হল চীনে পরবর্তী কার্যকলাপের জন্য কোয়ান্টুং বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি। জাপান দক্ষিণের দিকে অগ্রগমনের এবং প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গে বলতে হয় যে '**এসবেরই অর্থ হল এই যে বর্তমান বছরে যুদ্ধ হবে না**...' জাপান দূর প্রাচ্যে নামবে না!

শেষ বেতারবার্তা:

> '১৯৪১ সনের ১৫ সেপ্টেম্বরের পর সোভিয়েত দূর প্রাচ্য জাপানী আক্রমণের হুমকি থেকে গ্যারাণ্টিযুক্ত বলা যেতে পারে। র‍্যামজে।'

জোর্গে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মানুষের যা কিছু সাধ্য তা তিনি করলেন। তিনি যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলেন সাইবেরিয়ার গহন প্রদেশ ভেদ করে ফ্রন্টের দিকে ছুটে চলেছে সামরিক ট্রেন। চলেছে মস্কোর দিকে।...

সামরিক ট্রেন দিনরাত চলেছে পশ্চিমের দিকে। রেজিমেণ্ট ও ট্যাঙ্কব্রিগেড মস্কো প্রতিরক্ষার জন্য একত্রে এসে মিলিত হল। এখানে, মস্কোর উপকণ্ঠে ফাশিস্তরা প্রথম পরাস্ত হল।

সংস্থা তার দায়িত্ব পালন করল। জোর্গে এক বেতারবার্তা তৈরি করলেন, তার শেষ অংশটা এই:

> 'জাপানে আর থাকার কোন অর্থ হয় না। তাই নির্দেশের অপেক্ষা করছি: দেশে ফিরে যাব কি, নাকি নতুন কাজের জন্য জার্মানিতে যেতে হবে? র‍্যামজে।'

তাঁর তখনও আশা ছিল বার্লিনে, খোদ শত্রুর ডেরায় কাজ করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা বাস্তবে পরিণত হল না। ক্লাউজেন শেষ বেতারবার্তা পাঠানোরও অবকাশ পেলেন না।

'র‍্যামজে' অপারেশনের পরিসমাপ্তি

জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগ জোর্গের সংস্থার সন্ধান পেল কী করে? এর নানা ভাষ্য আছে। সংস্থার সদস্যদের হাত থেকে হারিয়ে যাওয়া দলিল, স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিগুপ্তচরদের বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টি — এই রকম নানা ভাষ্য।

কিন্তু ভাষ্য অন্তঃসারশূন্য ভাষ্যই থেকে যায় যদি তার স্বপক্ষে কোন যুক্তি না থাকে।

সংস্থার নয় বছরের অস্তিত্বকালের মধ্যে একটি দলিলও খোয়া যায় নি। 'র‍্যামজের' পাঠানো সমস্ত সংবাদ এসে যেখানে জমা হত সেই 'কেন্দ্রে' যদি জাপানী গুপ্তচরদল প্রবেশ করতে পারত তাহলে সংস্থা এক মাসও টিকে থাকতে পারত না। যে সব ব্যক্তির সংস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, যারা সংস্থা সম্পর্কে সন্দেহ পর্যন্ত করে নি, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনার চেষ্টা অমূলক। প্রতিগুপ্তচর বিভাগের কর্মীদের বিশেষ সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও তেমন তারিফ করা যায় না — পুরো নয় বছরের মধ্যে তারা 'র‍্যামজের' সূত্র পর্যন্ত পায় নি। এই সব ভাষ্যের ভিত্তিস্বরূপ আছে এমন দৃঢ়বিশ্বাস যে নিছক আকস্মিক ঘটনায় সংস্থার বিনাশ ঘটে: কোথায় যেন ভাবনার একটা অসম্পূর্ণতা ছিল। এই কারণেই জোর্গের কাছে গ্রেপ্তার ছিল অপ্রত্যাশিত।

কিন্তু ঘটনা অন্য সাক্ষ্য দেয়: আকস্মিকতার কিছু এখানে ছিল না।

জোর্গে জাপানে কার্যকলাপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তার কারণ? আচ্ছা জাপানের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত কর্মপন্থা ত হঠাৎ বদলে যেতেও পারে?

'না, বদলাতে পারে না,' জোর্গে জোর দিয়ে বলেন।

জাপানে অতঃপর 'র‍্যামজে' গ্রুপের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। মানবজাতির ভাগ্যের পক্ষে চরম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে যখন উপস্থিত হয় তখন সে যেন তার তাপ নিজের ওপর গ্রহণ করে, জ্ঞাতসারেই আত্মোৎসর্গের পথ অবলম্বন করে। সংস্থা এখন প্রকাশ পেয়ে গেছে — অন্তত পক্ষে জার্মান দূতাবাসে জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধানের আগমন তার প্রমাণ ত বটেই। বেতার সম্প্রচারের অধিকাংশই ধরা পড়েছে, নিঃসন্দেহে বেতার স্টেশন অবস্থানের দিক নির্দেশও পাওয়া গেছে। গত ষোল মাসে জোর্গের সংস্থাকে প্রচুর কাজ করতে হয়েছে। প্রতিগুপ্তচর বিভাগ নয় বছরে যা করতে পারে

নি এই ষোল মাসে সে তা করেছে। তার কাছে একটা জিনিস স্পষ্ট: খবর দ্রুত বাইরে চলে যাচ্ছে। কোন দেশে?

সোভিয়েত ইউনিয়নে? কিন্তু জাপান ত এই মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে না, রেডিও অপারেটরের এ ধরনের তাড়াহুড়ো তাহলে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর জার্মানি ও ইতালির সম্ভাবনা উঠছে না।

আলাপ-আলোচনা যেহেতু আমেরিকার সঙ্গে চলছে, সেই হেতু গোপন সংবাদে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী আমেরিকানরা। মার্কিন গুপ্তচর দল ফিলিপাইনসের সঙ্গে কিংবা কোন এক দ্বীপে অবস্থিত নৌঘাঁটির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সংযোগ রেখে চলছে। কিন্তু মার্কিন গুপ্তচরেরা জাপানে এলো কী করে? যে সমস্ত জাপানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের কেউ! জাপ-মার্কিন সম্পর্ক যখন অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তে, অর্থাৎ ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে কোনোয়ে শাসনক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তচরদল সক্রিয় হয়ে ওঠে।

জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগ 'আমেরিকানদের' এক বিশদ তালিকা প্রস্তুত করল, মিয়াগির নাম এবং হনসুতে বসবাসকারী তাঁর বহু বন্ধুবান্ধবের নামও সেই তালিকায় উঠল। প্রত্যেকের পেছনে কড়া নজর রাখা হল। প্রথম যে সন্দেহের উদ্রেক করল সে হল কানাগাওয়া শহরের ষাট বছর বয়স্কা এক মহিলা-দর্জি — কিতাবায়াসি। আমেরিকা থেকে সে প্রত্যাবর্তন করেছে ১৯৩৬ সনে।

১৯৪১ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর কিতাবায়াসি তোমো আর তার স্বামী এসিসাবুরোকে গ্রেপ্তার করা হল। শিল্পী মিয়াগির সঙ্গে যে ভালোমতো জানাশোনা আছে তা লুকানোর কোনো চেষ্টাই তোমো করল না। নিজের ভাড়াটের সঙ্গে তার পরিচয় থাকবে এতে কার আপত্তির কী আছে? মিয়াগির বাড়ির উপর নজর রাখা হল। শিল্পীর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করা হতে লাগল। তিনি কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও টের পেলেন না। ওজাকির সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাতে ছেদ পড়ল না। বলাই বাহুল্য, তিনি সতর্কতার সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় উপায় মেনে চলতেন। কিন্তু এখন তাঁর যে কোন আচরণ, এমনকি তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণও পুলিশের কাছে সন্দেহজনক ঠেকতে লাগল। মিয়াগির সূত্র ধরে পাওয়া গেল ওজাকিকে, বিশেষজ্ঞ ওজাকির সূত্র ধরে জোর্গেকে আর জোর্গের সূত্রে — মাক্‌সকে ও ভুকেলিচ্‌কে। শিল্পী কার

সঙ্গে মেলামেশা করেন বারো দিন পুলিশ সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখল।

প্রতিগুপ্তচর বিভাগ অবশ্য প্রথমেই সমস্ত বিদেশী সম্পর্কে খুঁটিনাটি খোঁজখবর নিল। বিদেশীদের পর, বিভিন্ন সময়ে বিদেশ থেকে যারা জাপানে প্রত্যাবর্তন করেছে, তাদের পালা, অতঃপর ঐ সব ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচিত মহল। মিয়াগি বহু লোকের সঙ্গে মেল্যামেশা করতেন বলে তালিকায় প্রধানত এমন লোকজনের নাম উঠল যাদের সঙ্গে সংস্থার কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। ওজাকি তালিকায় পড়লেও তিনি যে ঐ ধরনের লোক সে ব্যাপারে প্রতিগুপ্তচর বিভাগের গভীর সন্দেহ ছিল: প্রিন্স কোনোয়ের বন্ধু, 'প্রাতরাশগোষ্ঠীর' সদস্য। বিশেষজ্ঞের ওপর কড়া নজর অবশ্য রাখা হল, কিন্তু আপাতত তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল না।

তবে সদাসতর্ক মিয়াগির দৃষ্টি এড়ালো না যে তাঁর পেছনে নজর রাখা হয়েছে। তাঁর অবর্তমানে কে যেন ফ্ল্যাটে এসেছিল, কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে। শিল্পী গুপ্ত দেরাজের দিকে ছুটে গেলেন: জোর্গের জন্য যে গোপন দলিল রেখেছিলেন তা উধাও! সব গেল।... পালাতে হয়, আত্মগোপন করা দরকার, সতর্ক করে দেওয়া দরকার।...

দরজায় যখন ঘন ঘন ধাক্কা পড়তে লাগল তখন মিয়াগি সাড়া দিলেন না, স্টুডিও হিশেবে যে ছোট কামরাটা তিনি ব্যবহার করতেন সেখানে চলে গেলেন। কামরায় আছে প্রাচীন সামুরাইদের ব্যবহারের সরঞ্জাম, বাঁকা তলোয়ার, ছোরা। মিয়াগি ছোরা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এখনই তাঁকে ধরবে, তাঁর উপর পীড়ন চলবে।... মরতে যখন হবেই তখন কয়েক মাস আগে কিংবা পরে, তাতে কী আসে যায়?

ক্ষিপ্ত পুলিশের দল স্টুডিওতে এসে হাজির। মিয়াগি আর কোন ভাবনাচিন্তা না করে প্রাচীন প্রথায় হারিকিরি করলেন — শত্রুর প্রতি চরম অবজ্ঞার নিদর্শন।

তিনি তখনও জীবিত। তাঁকে পুলিশ বিভাগের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। আর ফ্ল্যাটে ওৎ পেতে রাখা হল। হাসপাতালে মিয়াগি গুড়ি মেরে খোলা জানলার কাছে গিয়ে তেতলা থেকে লাফ দিলেন। তাঁর পেছন পেছন দুজন পুলিশের লোকও লাফ দিল: একজন হাড়গোড় ভেঙে মারা গেল, অন্যজনের অঙ্গহানি ঘটল; মিয়াগি সামান্য আঘাতের ওপর নিস্তার পেলেন। মৃত্যু তাঁকে গ্রহণ করল না।

১৫ অক্টোবর ওজাকির বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি এসে হাজির হল।

এক সপ্তাহ আগেই নিশ্চিত জানা যায় যে বিশেষজ্ঞ গোপনে বিদেশী সাংবাদিক জোর্গের সঙ্গে মেলামেশা করেন। ওজাকিকে গ্রেপ্তার করা হয় জেনারেল তোজোর সরাসরি নির্দেশে। জেনারেল একচ্ছত্র শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছিলেন, তিনি গোপন পুলিশ দপ্তরকে প্রিন্স কোনোয়ের নাম ডুবানোর উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহের হুকুম দেন। তিনি আশা করছিলেন এই ভাবে খুবই তাড়াতাড়ি তাঁর প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে পারবেন। বিদেশী, খুব সম্ভব মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে প্রিন্সের বন্ধু ওজাকির যোগসাজস সমগ্র কোনোয়ে মন্ত্রিসভার উপর কলঙ্কস্বরূপ হবে।

প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধান জেনারেল তোজোকে জানালেন: জাপানে কোন এক বিদেশী শক্তির গুপ্তচর জাল আছে। তাতে লিপ্ত আছেন ওজাকি, জার্মান সাংবাদিক জোর্গে, ব্যবসায়ী ক্লাউজেন, হাওয়াস প্রেস এজেন্সির সংবাদদাতা ভুকেলিচ্ এবং সম্ভবত শিল্পী মিয়াগি; এ ছাড়া সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন আন্দাজ করে সন্দেহভাজন বেশ কিছু লোককে আটক করা হয়েছে। বেতারবার্তা আদান-প্রদান করা হয় জোর্গে, ভুকেলিচ্ আর ক্লাউজেনের ফ্ল্যাট থেকে।

প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধান ভুল করছেন কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সমরমন্ত্রীর ছিল না, তিনি বিদেশীদের গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন। এই লোকগুলি যদি জার্মান গুপ্তচর হয় তাতেও বিশেষ ক্ষতি নেই: হিটলারের ধূর্ততা ধরার আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে নামার ব্যাপারে আপত্তির হেতুপ্রদর্শনের অতিরিক্ত সুযোগ।

...এখন জাপানের কাজ শেষ হতে দলটিকে কী ভাবে জাপানী পুলিশের হাত থেকে দূরে সরানো যায় জোর্গে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। সকলে একসঙ্গে দেশ ছাড়ার উপায় নেই। এতে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, স্টীমারে কিংবা বন্দরেই তাঁদের ধরে ফেলতে পারে। জোর্গে এক্ষুনি জার্মানিতে পাড়ি দিতে পারেন। কিন্তু প্রথম উধাও হয়ে যাওয়ার অধিকার তাঁর নেই। ভুকেলিচ্ হাওয়াস প্রেস এজেন্সি থেকে ফিরে যাওয়ার ডাক পেতে পারেন। স্বাধীন ব্যবসায়ী ক্লাউজেন কোন লাভজনক চুক্তির প্রয়োজনে কন্‌টিনেন্ট-যাত্রার অজুহাত দেখাতে পারেন। অবশ্য এই সব ব্যবস্থার প্রস্তুতি গ্রহণ সময়সাপেক্ষ। আর এমনই হল যে ঠিক এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে রিখার্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

রিখার্ড যেদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন সেই দিন রিখার্ডের ছোট জাপানী

গাড়িটা নিয়ে মাক্‌স ওষুধ কিনতে চললেন। কিন্তু মাক্‌সের এমনই কপাল যে কোন না কোন ঘটনার সঙ্গে তিনি নির্ঘাত জড়িয়ে পড়বেন। এবারেও তাই হল। হঠাৎ গাড়ির স্টীয়ারিং-হুইল আলগা হয়ে গেল। মাক্‌স নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললেন। গাড়ি উলটে পড়ল। পুলিশ এগিয়ে এসে গাড়ি ওঠাতে সাহায্য করল, মাক্‌সের পদবী নোট করে নিল। ক্লাউজেন এই সামান্য ঘটনার কোন গুরুত্ব দিলেন না। যাই হোক, তিনি ওষুধ যোগাড় করলেন।

১৫ অক্টোবর রিখার্ডকে ক্লাউজেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখতে পেলেন। নির্দিষ্ট সাক্ষাতের সময় মিয়াগি ও ওজাকি আসেন নি। এত বছরের মধ্যে এমন ঘটনা কখনও ঘটে নি। মিয়াগির আসার কথা ছিল তেরো তারিখে, আর ওজাকির—আজ। ওজাকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জায়গা ঠিক করা হয়েছিল দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ দপ্তরের ভবনে অবস্থিত 'এশিয়া' রেস্তোরাঁয়। একজন না এলে বোঝা যেত হয় অজ্ঞাতপূর্ব কোন কারণে আটকে গেছে। কিন্তু দুজনের কারোরই দেখা নেই। আচ্ছা, ওঁদের যদি গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে?

সুদীর্ঘকাল যাবৎ সাফল্য ছিল সংস্থার সহগামী, তাই সব কিছু যে এই ভাবে শেষ হয়ে যেতে পারে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন।... ওজাকি ও মিয়াগির দেরি হচ্ছে কেন তা অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখতে হচ্ছে। আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া মোটেই সঙ্গত হবে না। 'কেন্দ্রে' প্রশ্ন করে পাঠাতে হবে। কাজ গুটিয়ে ফেলতে হবে। তা সত্ত্বেও যদি থাকার নির্দেশ হয় তাহলে আর কী করা যাবে?... তিনি অনেকক্ষণ ধরে মাক্‌সের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন:

> 'যুদ্ধ... আমরা এখানে আটকে পড়ে থাকব দেখা যাচ্ছে। যাই হোক না কেন, বড় উপকার যাতে হয় তার জন্য আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, করতেই হবে।'

দুদিন বাদে সন্ধ্যায় ক্লাউজেন আবার অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে এলেন। ব্রাঙ্কো ইতিমধ্যেই সেখানে বসে ছিলেন। তিনি কোনোয়ে মন্ত্রিসভার পতনের সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তোজো হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমরমন্ত্রী। একাধারে তিন... আগামীকাল টোকিওয় জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব—সম্রাটের জন্মদিন।

মনে হয় জোর্গে ও ভুকেলিচের মধ্যে দীর্ঘকালীন কথাবার্তা চলে। দুজনেই মনমরা। ওজাকি ও মিয়াগি আর এলেনই না।... তার মানে ওঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

'বুঝলে মাক্‌স, এবারে আমাদের পালা,' জোর্গে বললেন।

মাক্‌সকে আজই, নয়ত অন্ততপক্ষে কাল শেষ বেতারবার্তা পাঠাতে হবে। ট্র্যান্সমিটার ইত্যাদি বাগানে পুঁতে ফেলতে হবে। আকস্মিক প্রস্থানের উদ্যোগ নেওয়ার সময় এসেছে। রিখার্ড সকালে জার্মানি যাওয়ার বাসনা ওট্‌-এর কাছে প্রকাশ করবেন। ব্রাঙেকোকে আপাতত পরিবার ছেড়ে থাকতে হবে।...

এটা ছিল সংস্থার শেষ সন্ধ্যা।

১৯৪১ সনের ১৮ অক্টোবর সকাল ৮টায় জোর্গের সংস্থা বিলুপ্ত হল।

পুলিশ একযোগে জোর্গে, ক্লাউজেন ও ভুকেলিচের ফ্ল্যাটে হানা দিল। পুলিশ বিচার করে দেখলে যে জাতীয় উৎসব উপলক্ষে সকালে কেউই দপ্তরে থাকে না, যার যার ফ্ল্যাটেই থাকবে। গোপন পুলিশের দল যখন হানা দিল রিখার্ড জোর্গে তখন আত্মসংযম হারালেন না। তিনি ততক্ষণে পোশাকপরিচ্ছদ পরে তৈরি। তাঁর ওপর তল্লাশি চালানো হল। তিনি বিদ্রুপের হাসি হাসলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, সব শেষ। গোপন পুলিশদল, তোকো কেইসাৎসু, তাদের প্রধানের হুকুম তামিল করছে, তাদের অভিযোগ করার কোন অর্থ হয় না। তারা জানত যে কী করতে তারা এখানে এসেছে, তারা তাদের যা করতে বলা হয়েছিল তাই করছে।

> 'আমাকে গ্রেপ্তার করার সময় আমার বাড়িতে ৮০০ থেকে ১০০০ মতো বই ছিল। মনে হয় এগুলি পুলিশকে বেশ হতবুদ্ধি করে দেয়। তাদের অধিকাংশই ছিল জাপান সম্পর্কে।'

গোপন পুলিশ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খানাতল্লাশি চালায়: তাদের ভয় হচ্ছিল কোন মারাত্মক যন্ত্র না থাকে। কয়েক মিনিট বাদে জোর্গেকে পুলিশের তদন্ত বিভাগে নিয়ে আসা হল।

ক্লাউজেনকে তদন্ত বিভাগে নিয়ে আসা হল কায়দা করে। 'অসামরিক পোশাকে দুজন জাপানী আমার কাছে এসে বলল যে মোটর দুর্ঘটনার সময় জনৈক জাপানী মোটরসাইকেল আরোহীকে চাপা দেওয়ার ফলে আমার নামে ছোটখাটো একটা কেস উঠেছে — তার ফয়সালা করার জন্য আমাকে একবার থানায় যেতে হবে। তারা বলল যে সরাসরি তদন্ত বিভাগেই ব্যাপারটার ফয়সালা হবে। দুর্ঘটনায় আমি ঠিকই পড়েছিলাম, তবে কাউকে চাপা

দিয়েছি বলে আমার জানা ছিল না। আমি নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারলাম না, যেহেতু সমস্ত ঘটনাটা মাত্র এখনই জানলাম। ব্যাপারটা মোটেই মারাত্মক বলে মনে হল না। ওরা দুজনেই আমার সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করল।'

মাক্‌সকে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপানী শিষ্টাচার উবে গেল: বাড়িতে হুড়মুড় করে এসে ঢুকল বুলেটপ্রুফ শার্ট পরনে পুরো এক দঙ্গল পুলিশ।

আন্না ক্লাউজেন স্মৃতিচারণপ্রসঙ্গে বলেন: 'আমি সিঁড়ি বয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় পুলিশের দলবল জোর করে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল। তাদের একজন বানরের মতো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমার হাত ধরে ফেলল, পুলিশের অন্যান্য লোকজন কাছে ছুটে আসতে তাদের সঙ্গে মিলে আমাকে জাপটে ধরল, এগোতে দিল না। বাদবাকিরা সকলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তল্লাশির কাজে নামল। প্রথমে তারা জিনিসপত্রে হাত দিতে ভয় পাচ্ছিল, আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে জোর জবরদস্তি আমার কাছ থেকে কথা বার করতে চাইল বাড়িতে কোন বিপজ্জনক যন্ত্র আছে কিনা। ফ্ল্যাটে প্রসিকিউটর ইওসিকাওয়ার পরিচালনায় অন্তত বিশজন পুলিশের লোকের গাদাগাদি। এই প্রসিকিউটরটি লাফঝাঁপ করে, হাতের মুঠি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আমার মুখের ওপর মুঠি দিয়ে ধাক্কা মারল আর বারবার বলতে লাগল: 'সত্যি কথা বল... নইলে মজা টের পাবি 'খন...' চাবি দিয়ে তারা আলমারি খুলল, স্যুটকেস খুলল, অবশেষে খুলে ফেলল সিন্দুক, যেখানে লুকানো ছিল যন্ত্র এবং তার আনুষঙ্গিক আর সব জিনিস, ট্র্যান্সমিটারের ল্যাম্প, সংকেত উদ্ধার-করা ও উদ্ধার-না-করা বেতারবার্তা আর জাপানী ভাষায় কী যেন একটা বই, ক্যামেরা ও মার্কিন টাকা। সিন্দুকটা প্রকাশ পেয়ে যেতে ওরা সেদিকে ধেয়ে গেল, কিন্তু পুলিশের লোকদের মধ্যে একজন কী যেন একটা হুকুম দিল, ওরা সকলে থ মেরে গেল, ওদের মুখের হলদে রং সবুজ হয়ে গেল, ওদের বাক্‌রোধ হল। ওরা অনেকক্ষণ নীরবে এ ওর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগল, এমনকি আমার হাতও ছেড়ে দিল। একটা আলমারির ছোট্ট টানা-দেরাজের ভেতরে ফিল্ম ছিল — সেগুলো তখনও পুলিশের চোখে পড়ে নি। আমি আলমারির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।... ওরা আরও খোঁজাখুঁজি করল, যা যা পাওয়া গেল সে সব তুলে নিয়ে চলে গেল। আমাকে, ফ্ল্যাট এবং বিশেষ করে টেলিফোন পাহারা দেওয়ার জন্য আমার সঙ্গে চারটি শেয়ালকে রেখে দেওয়া হল। আসল কথা, ওরা ওৎ পেতে রইল,

আমাকে রেখে দিল টোপ হিশেবে। করিডরের দরজার সামনের প্রলিশটি গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়েছে, নীচেও কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আমি স্নানঘরে চলে গেলাম, সেখান থেকে গেলাম ঘরে, যেখানে লুকানো ছিল ৮টি ফিল্ম, আগের দিন সন্ধ্যায় মাক্সের আনা একটা কাগজ — রিখার্ডের হাতে লেখা। সবগুলি নিয়ে আমি স্নানঘরে গেলাম। কাগজটা আমি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে পায়খানার প্যানের ভেতরে ফেলে দিলাম আর ফিল্মগুলো গুঁজে রাখলাম গ্যাস সিলিন্ডারের ভেতরে।... ১৩ দিন এরকম জীবন চলার পর প্রলিশ আমাকে একা রেখে চলে গেল। গ্যাস সিলিন্ডার থেকে ফিল্ম বার করে আমি ফায়ার প্লেসে সেগুলি জ্বালিয়ে ফেললাম। পুরো এক মাস ধরে ফ্ল্যাটে খানাতল্লাশি চলল। ক্যামেরাসমেত প্রলিশের লোকজন পর পর সব কিছুর ফোটো তুলে গেল। বিশেষজ্ঞরা আতস কাচ দিয়ে সমস্ত জিনিস, প্রতিটি কাগজ নিরীক্ষণ করে দেখল, বাইরের লোকের আঙ্গুলের ছাপ খোঁজাখুঁজি করল।...'

ভুকেলিচ্‌কে গ্রেপ্তার করার সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী ইওসিকো। দরজায় ঘা পড়তে ব্রাঙ্কো বললেন: 'ওকো, দেখ দেখি এই ভোরে আবার কে এলো।' তিনি নিজে তখন কফি পান করছিলেন। 'দরজা খুলতেই দেখতে পেলাম প্রলিশের লোকজন। ব্রাঙ্কো নির্বিকারভাবে কফি পান করে চলল। সে অবাঞ্ছিত অতিথিদের ভালো করে দেখার জন্য কেবল চশমাজোড়া পরে নিল। প্রলিশ-অফিসার তার সঙ্গে কথা বলল জাপানী ভাষায়। তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে ব্রাঙ্কো সম্পর্কে প্রলিশ সব কিছুই জানে। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তেও ব্রাঙ্কো তার সহজাত রসিকতাবোধ হারাল না: সে প্রলিশ-অফিসারকে কফি পানে আমন্ত্রণ জানাল। প্রলিশ-অফিসার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল, তল্লাশির হুকুম দিল। তারপর ব্রাঙ্কো আমার কাছ থেকে বিদায় নিল, সাত মাসের শিশু হিরোসিকে চুমো খেল। ব্রাঙ্কোকে নিয়ে গেল। প্রলিশ তল্লাশি চালিয়ে গেল। ওরা বেতারযন্ত্র আবিষ্কার করল, কিন্তু জিনিসটা যে কী তা ধরতে পারল না। আমি বললাম যে এটা হল ফোটোল্যাবরেটরীর জিনিস। ওরা চলে যাওয়ার পর আমি বেতারযন্ত্রটাকে আবর্জনার গর্তের মধ্যে ফেলে দিলাম।'

আন্না ক্লাউজেনকে গ্রেপ্তার করা হল ১৭ নভেম্বর ভোর বেলায়।

১৯৪২ সনের জুন মাস পর্যন্ত ধরপাকড় চলতে লাগল।

কাউন্ট সাইওনজি কিনকাজু সমেত বহু জাপানীকে জোর্গের সংস্থা

সম্পর্কিত মামলায় জড়ানো হল। তাঁদের অধিকাংশেরই সংস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা পর্যন্ত ছিল না। এ'দের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন শিল্পী, লস্ এঞ্জেলেসে যাঁদের সঙ্গে মিয়াগির বন্ধুত্ব হয় তেমন লোকেজন, ছাত্র, ফরমাইশদাতা, দালাল, এমনকি একজন কারখানা-মালিকও। জোর্গের নাম এ'রা জীবনেও শোনেন নি; মিয়াগি ও ওজাকি কখনও তাঁদের কোন কাজের ভার দেন নি, আর দেওয়ার কোন কারণও ছিল না, যেহেতু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের ক্ষেত্রে জার্মানির ষড়যন্ত্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানকে সহযোগী বানানোর ব্যাপারে জার্মান কূটনীতির প্রয়াস — এই তথ্য জানাতেই ছিল সংস্থার সর্বোপরি আগ্রহ। কিন্তু ধৃত ব্যক্তিবর্গের প্রায় সকলেই ছিলেন ফ্যাসিবাদের ঘোর বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী — সংস্থার অন্তর্ভুক্ত বলে তাঁদের ধরে নেওয়ার পক্ষে পুলিশের কাছে এটাই যথেষ্ট।

জাপানে রাজনৈতিক কারাগার অনেক: ইতিগাইয়া, আকিতা, তিবা, কোস্নগি, মিয়াগি, তোইওতামা, সাকাল, নারা, তোচিগি, আবাসিরি, ফুতিউ... গুনে শেষ করা যায় না। এগুলির মধ্যে কোনটি নিকৃষ্ট? হোক্কাইডোয় আছে ভয়াবহ কারাগার আবাসিরি, যেখানে বন্দীরা সচরাচর মারা যায় ঝিল্লির নিউমোনিয়া রোগে। তিবা কারাগারে নির্ঘাত পাইওরিয়া হবে, দাঁত খোয়া যাবে; সাকাল কারাগারে হবে পাকস্থলীর ক্ষত, কেননা এখানে খেতে দেওয়া হয় পেষাই না করা যব। তোচিগিতে মারা যেতে হবে ক্ষয়রোগে। সবগুলি কারাগারেই স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন চালানো হয় মধ্যযুগীয় কায়দায়। নির্যাতনের নিষ্ঠুরতম ব্যবস্থা হল স্যাকুই, যার অর্থ হল কর্সেট। এ হল শরীরের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিশেষভাবে তৈরি কর্সেট। স্যাকুই প্রয়োগের পর বুকের খাঁচার রন্ধ্রে রন্ধ্রে রক্তক্ষরণ হয়, লোকের মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু আছে কংক্রিটের উঁচু দেয়ালের আড়ালে সশ্রম দণ্ডভোগীদের কারাগার সুগামো — হঠাৎ দেখলে জাপানের আর দশটা কারাগারের মতোই মনে হবে। সুগামো থেকে জ্যান্ত কদাচিৎ কেউ বেরোতে পারে। এখানে ধরে রাখা হয় 'বিশেষ বিপজ্জনকদের'। কংক্রিটের সরু সরু সেল — গুমোট, নোংরা, ডাঁশ গিজগিজ করছে, ছাদের ঠিক নীচে ছোট্ট এক ফালি জানলা। প্রাঙ্গণ আটটি ভাগে বিভক্ত। এখানে বেড়ানোর জন্য নিয়ে আসা হয়।

রিখার্ড জোর্গে ও তাঁর কমরেডদের রাখা হয় স্‌গামো কারাগারে। বিচারের তখনও অনেক দেরি থাকায় এটা গণ্য হয় নিবর্তনম্‌লক কারাদণ্ডর্‌পে।

স্‌গামো কারাগারে অতিবাহিত বছরগ্‌লি সম্পর্কে কোন স্ম্‌তিকথা জোর্গে আমাদের জন্য রেখে যান নি। কিন্তু জাপানী কারাগার আর প্‌লিশ হাজতের 'খোঁয়াড়গ্‌লিতে' যে কী ধরনের নিয়মকান্‌ন ছিল তা আমরা জানতে পারি মাক্‌স, আন্না এবং অন্যান্যদের বিবরণী থেকে। 'প্রাঙ্গণ থেকে অন্ধকার, সেঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে আমাকে মাটির নীচের কুঠুরিতে নামিয়ে দেওয়া হল। সেখানে অন্ধকার, কেবল দরজার ঠিক কাছেই জ্বলছে ছোট একটি বাতি। কিছ্‌ই দেখা যাচ্ছিল না। কেবল কয়েক মিনিট বাদে আমি দেখতে পেলাম যে খোঁড়লে, দেয়ালের দ্‌' পাশে কালো কালো খাঁচা, সেগ্‌লিতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মাটির ওপর লোকে বসে আছে। পাথ্‌রে মেঝেতে ছিল জল। প্‌লিশের লোকেরা আমার পোশাক টেনে খ্‌লে নিল — অন্তর্বাস অবধি; পা থেকে জ্‌তো আর স্টকিংও টেনে খ্‌লে নিল। একজন প্‌লিশ আমার চুলের রাশির মধ্যে থাবা গলিয়ে দিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক আওয়াজ করে চুল এলোমেলো করে দিল, অন্যেরা এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যেন ওরা শেয়ালের জাত। আমাকে ধাক্কা দিয়ে নির্জন সেল্‌-এ ঢুকিয়ে দেওয়া হল, পরে ওরা কেবল অন্তর্বাস ভেতরে ছ্‌ঁড়ে দিল। আমি চারদিক নিরীক্ষণ করে দেখলাম। দেয়াল বয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। খড়ের মাদ্‌রটা ছিল ভিজে। উৎকট দ্‌র্গন্ধ ভেসে আসছে। দ্‌রের এক কোণায়, পাথরের মেঝেতে ছিল গর্ত — মলম্‌ত্র ত্যাগের জায়গা। আমাকে যখন ওরা বন্ধ করে চলে গেল, আমি অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষে অবসন্ন হয়ে হাঁটু ম্‌ড়ে বসে পড়লাম।

'সন্ধ্যার শেষ দিকে আমাকে খালি পায়ে, নোংরা সেঁতসেঁতে সিঁড়ি দিয়ে অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। হাঁটতে আমি পারছিলাম না, অন্‌ভব করছিলাম যে গ্‌র্‌তর অস্‌স্থ হয়ে পড়েছি। অফিসে নয়জন প্‌লিশের লোক বসে ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল ডাক্তার, সে আমাকে পরীক্ষা করে দেখার পর বলল: 'কিছ্‌ বার করা যাবে না।' তখন আমাকে আবার খোঁড়লে টেনে নিয়ে যাওয়া হল, কেবল এবারে ওরা একটা বিছানামতো ছ্‌ঁড়ে দিল। আমি শ্‌য়ে পড়লাম, হাঁপাতে হাঁপাতে শেষকালে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

ওরা সম্ভবত এটা লক্ষ্য করে। ডাক্তার আমাকে ছয়টা ইঞ্জেকশন দিল, আবার আমাকে ওরা টেনে নিয়ে গেল অফিসে। আমি তখন অসুস্থ, শ্রান্ত।

'প্রসিকিউটর ইওসিকাওয়ার পরিচালনায় একদল মিলিটারি পুলিশ জেরা করতে প্রবৃত্ত হল। প্রসিকিউটর টেবিলে ঘুষি মেরে হাত নেড়ে চিৎকার করে বলল: 'তুই ধূর্ত, তোকে আমার জানা আছে! আমি তোর কাছ থেকে কথা বার করবই!' আমি চুপ করে রইলাম, উত্তর দিতে পারলাম না। এতে আশ্চর্যেরও কিছু নেই: তিন দিন আমাকে পান করতে দেওয়া হয় নি, খেতেও দেওয়া হয় নি। কিছুই আদায় করতে না পেরে ওরা আমাকে গাড়িতে চাপিয়ে জেলখানায় পাঠিয়ে দিল। দোতলার সেল্-এ আটকে রেখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার এলো... ডাক্তার বলল যে আমার স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটেছে। মাস সাতেক আমি দারুণ কষ্ট পেলাম।...'

মাক্স তাঁর স্ত্রীর বিবরণীর সঙ্গে আরও যোগ করেন: '...তদন্ত প্রায় বছরখানেক ধরে চলে।... তারপর মামলা গেল আদালতের তদন্তকারীর হাতে। জাপানী বন্দীদের সঙ্গে আমাদের রোজ বাস-এ করে আদালতের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। এই সময় আমাদের মাথায় পরিয়ে দেওয়া হত ছুঁচাল খড়ের টুপি, টুপিটা থুতনি পর্যন্ত নামান, তাই চোখের কাছটায় থাকত দুটো ফুটো।'

জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগ শেষকালে বুঝতে পারল যে যাদের নিয়ে এত কাণ্ড, তারা মার্কিন গুপ্তচর নয়, তারা হল কমিউনিস্ট, সোভিয়েত গুপ্তচর; এতে প্রতিগুপ্তচর বিভাগ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সুগামোয় অনুসরণ করা হত জাপানী পুলিশ বিভাগের এক পুরনো মন্ত্র: 'কমিউনিস্টদের জ্যান্ত রাখা নয়, তবে প্রাণে মারাও নয়।'

তদন্ত চলল ধীর গতিতে। সংস্থার সমস্ত সদস্যই অসাধারণ আত্মমর্যাদাবোধের পরিচয় দেন। হ্যাঁ, তাঁরা জানতেন যে সাহায্য করছেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে। এ কাজ তাঁরা করেছেন সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়, কেননা যাঁরা স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন, যাঁরা যুদ্ধকে ঘৃণা করেন, তাঁদের সকলের মনোভূমিতে ঐ দেশই অধিকার করে আছে মাতৃভূমির আসন। 'সমস্ত সামাজিক ব্যাধির দাওয়াই হল কমিউনিজম!' শিল্পী মিয়াগি বারবার জোর দিয়ে বলেন। তাঁকে ওরা সারিয়ে তোলে। সারিয়ে তোলার একমাত্র উদ্দেশ্য হল প্রতিবার জেরার সময় তাঁর ওপর নতুন নতুন উৎপীড়ন চালানো। আর তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক মানুষের নিরুত্তাপ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিটি

উৎপীড়নের জবাবে বলেন: 'কর্তব্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার পর আমি কাজে যোগ দেওয়া অবশ্যপ্রয়োজনীয় বলে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেহেতু আমরা সাহায্য করছিলাম জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ ঠেকাতে। আমি জানতাম যে আমার ফাঁসি হতে পারে...' 'একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যে সংবাদ আমি আগে থেকে বার করার আশা করছিলাম তা হল রাশিয়ার উপর জাপানের সম্ভাব্য আক্রমণের সঠিক সময়,' ওজাকি জানান। 'আমি সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করি!.. জাপানে জোর্গের সঙ্গে আমার সক্রিয় মেলামেশার সময় আমার কাছ থেকে প্রায়ই এমন সব খবর চাওয়া হত, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। তাই আমি আন্দাজ করলাম যে এই সংবাদগুলি সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু তাতে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে নি।'

এই ধরনের ঘোষণাগুলি তদন্তকারীদের প্রচণ্ড ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। নিছক 'পোস্টবক্স' মার্কা একদল গুপ্তচর নয়, এ হল সর্বসাধারণের কাজে সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগী, শোভিনিস্ট ধরনের যাবতীয় ধ্যানধারণা বিবর্জিত, গভীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এক সংস্থা। উৎপীড়ন, উপহাস, মানবিক মর্যাদার অবমাননা — এই শক্তিকে অবনমিত করতে পারে না। এঁরা ছিলেন অনমনীয়, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পরিত্যাগ করেন নি।

ভুকেলিচ্ খোলাখুলি তাঁর নির্যাতনকারীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে তাঁর মত তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, সে মত প্রত্যাখ্যান করার কোন বাসনা তাঁর নেই। চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, প্রশ্নের উত্তর তিনি আদৌ দেবেন না।

মাক্‌স উদ্ভাবন করেন তাঁর নিজস্ব প্রণালী: তিনি বলেন কেবল নিজের সম্পর্কে। তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না গোপন পুলিশের উদ্দেশ্য: সংস্থার সঙ্গে জড়িত সমস্ত ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করা। প্রথম পর্যায়ে এটা ছিল প্রধান। ক্লাউজেন কাউকে চেনেন না। তিনি কারিগরি কর্মনির্বাহক, তাঁর পেশা — বেতার-সংযোগস্থাপন; বাকি ব্যাপারে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। ওজাকি, মিয়াগি? না, অমন পদবী তিনি শোনেন নি। ভুকেলিচ্? সাংবাদিকরা কী কাজ করেন তা মাক্‌স জানবেন কী করে? তিনি সাধারণ মানুষ, ভুকেলিচ্ তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। ভুকেলিচের বাড়ি থেকে মাক্‌স কখনও কোন বেতারবার্তা আদান-প্রদান করেন নি।

এবারে জেরার সময় আন্নার আচরণ প্রসঙ্গে: 'সব সময় দুই মহিলা-

পাহারাদার আমার দুহাত ধরে ধরে আমাকে জেরার জন্য নিয়ে যেত, কেননা আমার পা চলত না। ঐ একই জেলখানার দালানে আমাকে ৪২টি জেরা করা হয়। জেরা অনেক সময় এক নাগাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে চলত, মর্মান্তিক হত।... আমি কেবল যেখানে যেখানে সম্ভব, কবুল না করার চেষ্টা করতাম, কর্মসূত্রে যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁদের উল্লেখ করতাম না, আর উত্তরে অজ্ঞতা প্রকাশ করতাম।...'

সংস্থার কার্যকলাপ বন্ধ হল বটে, কিন্তু তার লোকজনের সংগ্রামী মনোভাব ভাঙল না, তাকে শেষ পর্যন্ত ভাঙাও সম্ভব হল না।

তদন্তকারীদের মনোযোগ একান্তভাবে নিবদ্ধ ছিল সংস্থার পরিচালক, তার ভাবাদর্শগত প্রেরণাদাতা রিখার্ড জোর্গের প্রতি। তারা সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল যে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পাল্লায় তারা পড়েছে, খাঁটি পেশাগত দৃষ্টিতে তারা তাঁর তারিফ না করে পারল না। পুরো নয়টি বছর পুলিশ আর প্রতিগুপ্তচরদের দলবলের চোখের সামনে তিনি নিজের চারপাশে ঐক্যবদ্ধ করেন লোকজনের বিশাল এক গোষ্ঠী, তাঁদের এমন এক পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত সক্রিয় ব্যবস্থায়, এমন এক কর্মিদলে সঙ্গে সম্মিলিত করেন যেখানে লোকে না জানে ভয়, না জানে ক্লান্তি, যেখানে লোকে মহান কর্মের স্বার্থে ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন করে। তিনি জাপান সম্রাটের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিদের এবং হিটলারের ঘনিষ্ঠ লোকজনকে পর্যন্ত তাঁর কাজ করতে বাধ্য করেন! শত্রুর খোদ ডেরায় বসে সত্যিকারের আশ্চর্য কাজ করতে গেলে কী দুঃসাহসের, কী অপরিমেয় বীরত্বেরই না অধিকারী হতে হয়!..

সারা দুনিয়ার গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে এর কোন নজির নেই।

জোর্গে শান্ত আচরণ করেন। কঠিন উৎপীড়নের জন্য, দুর্ব্যবহারের জন্য কোন নালিশ করেন না, অভিযোগ করেন না। কেবল একবার হাতকড়া না পরানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এই লৌহকঠিন মানুষটিরও দুর্বল স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল! ওরা কটুভাষায় অস্বীকার করল। তিনি আর ওজর-আপত্তি করলেন না।

জেলখানার কর্মীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করত।

তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় মাদুরে বসে থাকতেন। দরজার পাশে যারা ডিউটিতে থাকত তারা তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পেত না। জোর্গেকে দেখে আদৌ মনে হত না তিনি সব কিছু হারিয়েছেন, তাঁকে হার মেনে নিতে হবে। না। নিজের ভাগ্য তাঁর আগে থেকেই জানা আছে।

শত্রুদের দয়ার ওপর তিনি ভরসা করতে পারেন না, সে ভরসা তাঁর ছিলও না।

তিনি নিজের কথা ভাবতেন না, ভাবতেন কী করে তাঁর বন্ধুদের বাঁচানো যায়, কী ভাবে তাঁদের বোঝা হালকা করা যায়, নড়বড়ে জাপানী আইনের সামনে তাঁদের দায়িত্বমুক্ত প্রমাণ করে খালাস করে আনা যায়। এই দায়িত্ব তিনি পুরোপুরি নিজের ওপর নেবেন। তিনি প্রত্যেকের তাৎপর্য খর্ব করে দেখাবেন, প্রত্যেককে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করবেন, দরকার হলে অকর্মণ্যতা ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের জন্য তাঁদের ওপর কলঙ্ক লেপন করবেন। এখন সংস্থার কাজে তাঁদের কৃতিত্ব, তাঁদের গৌরবের কথা বললে চলবে না, বড় কথা প্রাণ বাঁচানো। বাঁচাতে হবে ভুকেলিচ্‌কে, মিয়াগিকে। ওজাকিকে আড়াল করা বেশ কঠিন ব্যাপার—সমরবাদীরা তাঁকে কোনমতেই ক্ষমা করবে না, তারা ওঁকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যগ্র। তোজো অবশ্য প্রতি দিনই তদন্ত সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছেন, তাড়া দিচ্ছেন। ওদের তদন্তকে যতটা পারা যায় দীর্ঘসূত্রী করতে হবে, ফাঁসিকাঠ ঠেকিয়ে রাখতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপার যদি ভালোমতো চলে তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আকস্মিক কোন পরিবর্তন ঘটলেও ঘটতে পারে। আর এখন তা ভালোর দিকেই যাবে।...

সকাল ছয়টার সময় জোর্গের মাথায় ঘন জাল এ'টে দিয়ে তাঁর মুখ পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হত, ঐ অবস্থায় বড় কনভয়ের প্রহরায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হত জেরার জায়গায়। সময় নষ্ট করার চেষ্টায় জোর্গে প্রথম মাস কোন উত্তরই দিলেন না। তিনি অবশ্য বেশ মনোযোগ দিয়ে তদন্তকারীদের কথা শুনে যেতেন: তারা কী জেনেছে, জানার চেষ্টা করতেন। শুরু হল পীড়ন। সমস্ত রকম নৃশংসতার জবাবে জোর্গের মুখে নিস্পৃহ হাসি। তিনি কখনই যন্ত্রণাকে ভয় পেতেন না, বহু বছরের অভ্যাসে যন্ত্রণা সম্পর্কে অনুভূতিহীনতা তিনি আয়ত্তে এনেছেন। তাঁকে টুকরো টুকরো করে ভাঙুক আর ছিন্নভিন্নই করুক — টুঁ শব্দটি তাঁর মুখ দিয়ে বার করা যাবে না। জাপানী উৎপীড়নের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশীলনের ব্যাপারে তিনি কম সময় ব্যয় করেন নি, তাই সেগুলি তাঁর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করত না।

কারাগারের অন্তরালে উৎপীড়নটা যেহেতু কমিউনিস্টদের উপরই বেশি হত, সেই হেতু জোর্গে বিপুলতম তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। জাপানের সমস্ত কারাগার তাঁর নখদর্পণে, প্রতিটি কারাগারের বিশেষত্ব তিনি জানতেন, কেননা

ভ্রাতৃতুল্য, জাপানী কমিউনিস্টদের জীবনের প্রতি তিনি গভীর আগ্রহী ছিলেন, আর তাঁদের জীবনের অধিকাংশই অতিবাহিত হয় কারান্তরালে। এখানে ছিলেন কমিউনিস্ট সেইতি ইতিকাওয়া, ভাতানাবে মাসানোসুকে, গোইতিরো কোকুরে ও ইওয়াতার মতো অমর বীরেরা। প্রসিকিউটর তোজাওয়া ডজন কয়েক কমিউনিস্টকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলে, সে খোলাখুলি বড়াই করে বলত: 'পুলিশের ছোকরারা আমার বাধ্য, আমার আজ্ঞায় কাজ করে; দিব্যি ছোকরারা। ওরা কমিউনিস্টকে খুন করেছে একমাত্র এই অভিযোগে বারবার ত আর তাদের মোকদ্দমায় সোপার্দ করতে পারি না।'

এই 'দিব্যি ছোকরারা' জোর্গের হাত মোচড়ায়, তাঁর নখের নীচে ছুঁচ ফোটায়, কবজিতে এমন ভাবে বাঁশ ডলা দেয় যে হাড় মড়মড় করে ওঠে। কিন্তু তারাও অবাক: জোর্গের মুখে কথা নেই।

'খোঁড়ার' অসাধারণ পৌরুষ সম্পর্কে সংবাদ দেখতে দেখতে ওয়ার্ডারদের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল, এই লোকটির অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি তাদের মনে একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জন্মাল। জোর্গে হয়ে দাঁড়ালেন প্রবাদ-পুরুষ। এমনকি এখানেও তিনি লোকের অনুরাগ ও ভক্তি অর্জন করলেন।

হঠাৎ তিনি মুখ খুললেন। না, শারীরিক নির্যাতনের চাপে তিনি মুখ খোলেন নি। জার্মানি থেকে যাবতীয় স্বাক্ষর ও সীলমোহর সহযোগে এক প্রামাণ্য তথ্য এসেছে — গেস্টাপোর কার্ড থেকে উদ্ধৃত। বিশদ বিবৃতি। তদন্তের সময় জোর্গেকে তা দেখানো হল। কমিউনিস্ট হিশেবে জোর্গের যাবতীয় 'পাপকর্মের' পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে উল্লিখিত হয়েছে কমিণ্টার্ণের বিখ্যাত কর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রসঙ্গ। 'আপনি কমিণ্টার্ণের এজেণ্ট!' তদন্তকারী গর্জন করে উঠল। 'আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক, আমার মাতৃভূমিকে, লালফৌজকে সাহায্য করি। কমিণ্টার্ণের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই,' জোর্গে জবাব দিলেন।

তদন্তকারীরা বারবারই এই প্রমাণ পেল যে তারা এক অসাধারণ লোকের পাল্লায় পড়েছে। জোর্গে মোটেই অস্বীকার করতে চান নি যে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের হয়ে, লালফৌজের হয়ে কাজ করছেন। এর কোন প্রয়োজন ছিল না। জোর্গের সংস্থা তার ভূমিকা পালন করেছে, শেষ পর্যন্ত কর্তব্য পালন করেছে, সোভিয়েত জনগণকে তাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে সাহায্য করেছে। বাদবাকি ব্যাপারের আর কোন অর্থ নেই। এমনকি ভবিষ্যতের

জন্যও। যে সংস্থার এখন কোন অস্তিত্বই নেই তার কার্যকলাপের আংশিক বৈশিষ্ট্য থেকে জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগের কী লাভই বা হতে পারে? তাদের ধারণায় গুপ্তচর সংস্থা কোন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন সৃজনশীল কর্মিদল নয়, তা হল দলের প্রধান পরিচালিত এক প্রশাসনিক ইউনিট যেখানে থাকে গুপ্তচরবৃত্তির নানা উপকরণ: নিউম্যাটিক পিস্তল, 'মারাত্মক যন্ত্র', বিষ, বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যাঙ্কনোট, সেফ ভাঙার যন্ত্রপাতি আর বলাই বাহুল্য, গুপ্তচর বিভাগের ইনস্টিটিউটের তৈরি ট্র্যান্সমিটার। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রধানত যে হাতিয়ার সম্বল করে গুপ্তকর্মী রাষ্ট্রীয় গোপন নথিপত্রের সেফ খুলেছেন তা হল তাঁর বুদ্ধি, বিশ্লেষণী চিন্তার ক্ষমতা। নিজেই সংবাদের উৎস হওয়ার ক্ষমতা। যে-সমস্ত লোকের হাতে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব, তাদের মধ্যে অপরিহার্য একজন হওয়ার ক্ষমতা। চরম দেশপ্রেমী হওয়ার ক্ষমতা।

তদন্তকারীদের মনে হচ্ছিল তারা জোর্গেকে জেরা করছে। আসলে কিন্তু তিনি এই জেরাগুলি কাজে লাগাচ্ছিলেন বিচারসংস্থার প্রতিনিধিদের উপর তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তাদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে, তাঁর নিজের সংস্থার পক্ষে যে রকম প্রয়োজন সেই দিকে তাদের চিন্তার গতি পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

তাঁর স্থৈর্য টলায় এমন ক্ষমতা কারও নেই। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ভয়ংকর। তিনি যেন এখন আর এ জগতের মানুষ নন, আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি শেষবারের মতো নামলেন এক গভীর যুক্তির খেলায়। বিনাশের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েও তিনি পরিস্থিতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইলেন।

এ কাজ কি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হয়েছিল? হয়েছিল।

ক্লাউজেনের কথায়: 'রিখার্ড ও আমি সব সময়ই আমার স্ত্রীর কাজে যতদূর সম্ভব কম গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করি। আমরা বলি যে আন্না সব সময় আমাদের বিরুদ্ধে ছিল, সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, যেহেতু সে আমার স্ত্রী তাই যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করে।...'

তদন্তকারীদের সামনে ক্লাউজেনের বিরুদ্ধে জোর্গে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের, বুর্জোয়া মোহপ্রাপ্তির অভিযোগ আনেন। তাঁর কথায়, ক্লাউজেন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন, বড়লোক বনে যান আর ফলে তাঁর উৎসাহেও ভাঁটা পড়ে।

জোর্গে বারবার মাক্‌সের ভূমিকাকে নগণ্য করে দেখানোর চেষ্টা করেন, শেষ পর্যন্ত তাঁর এ ভাষ্য ওরা বিশ্বাসও করে। পুঁজিবাদী দুনিয়ায়

ভাবনাচিন্তার প্রকৃতি জোর্গের ভালোই জানা ছিল: ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসঙ্গ যেখানে ওঠে সেখানে বাদবাকি বিষয় গৌণ হয়ে যায়।

সংস্থায় ব্রাঙ্কো ও মিয়াগির ভূমিকা সম্পর্কে রিখার্ড জানান:

> 'আমার আসল কাজ যেহেতু ছিল গুপ্তচরবৃত্তি সেই হেতু সাংবাদিকের কাজ আমার নীরস ও ক্লান্তিকর মনে হত; এই সময় ভুকেলিচ্ সংবাদদাতা হিশেবে তাঁর কাজে উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় প্রয়াস ব্যয় করতে থাকেন, তিনি যা যা শুনতেন সে সবই কোন রকম বাছবিচার না করে আমাকে জানাতেন। পূর্ণ মূল্যায়নের জন্য তিনি নির্ভর করতেন আমার উপর।... ভুকেলিচ্ যে-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতেন তা গোপন তথ্য ছিল না, গুরুত্বপূর্ণও ছিল না, যে-সমস্ত সংবাদ প্রতিটি সংবাদদাতার জানা ছিল তিনি কেবল সেইগুলিই যোগাড় করে আনতেন। মিয়াগি সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যায় — রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য জানার কোন রকম সুযোগই তাঁর ছিল না।...'

পক্ষসমর্থনকারী উকিলের ওপর কোন ভরসা না থাকায় জোর্গে বিচারের জন্য সযত্নে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর তখনও আশা ছিল জাপানী বিচারকদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় নামবেন, ওজাকিকে বাঁচাতে পারবেন, অন্তত পক্ষে তাঁর দণ্ড যাতে মৃদু হয় সে চেষ্টা করতে পারবেন। আর নিজে? — তিনি নিজে সব কিছুর জন্য প্রস্তুত, ঠিক করলেন শেষ পর্যন্ত কোনক্রমেই শত্রুর কাছ থেকে পিছু হটবেন না।

জোর্গে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জার্মান দূতাবাসে কী প্রতিক্রিয়া হল? গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে ওট্ ও মাইজিন্‌গার দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: এই জাপানীগুলোর স্পাই-ম্যানিয়া আবার কি একটা তালগোল পাকিয়ে তুলেছে! রিখার্ড কিনা কোন এক বিদেশী শক্তির গুপ্তচর? জার্মান সেনাবাহিনী যখন রাশিয়ার লড়াইয়ের ময়দানে নাকোনি-চুবানি খাচ্ছে তখন কিনা জাপানীরা 'তৃতীয় রাইখের' নাগরিকদের নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করছে... নতুন প্রধানমন্ত্রী তোজো এর ফল টের পাবেন। ওট্ ও মাইজিন্‌গার অবিলম্বে জোর্গের মুক্তি দাবি করলেন (রাষ্ট্রদূতের দরকার তাড়াতাড়ি বিবরণী প্রস্তুত করা, এই সময় কিনা পরামর্শদাতাবিহীন হয়ে রইলেন)। জাপানী পুলিশের আচরণে গেস্টাপো কর্মীটি মর্মাহত। আরে, প্রাথমিকভাবে তাঁকে, মাইজিন্‌গারকে জানালেও ত পারত, তিনি তাহলে ওদের বুঝিয়ে বলতে

পারতেন যে রিখার্ড—খাঁটি আর্যবংশোদ্ভূত, গোয়েবল্‌স ও হিমলারের বন্ধু।... না, মূর্খামির একটা সীমা থাকা উচিত!

জাপানীরা কিন্তু জেদ ধরে রইল: জোর্গে, ক্লাউজেন আর ভুকেলিচের পরিচালনায় যে গুপ্তচর সংস্থা কাজ করছিল তা ফাঁস হয়ে গেছে। জোর্গেকে ছেড়ে দেওয়া ত দূরের কথা, রাষ্ট্রদূতকে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হল না।

সমস্ত ঘটনা বার্লিনে জানাতে হল। এর আগে রাষ্ট্রদূত ও গেস্টাপো কর্মচারীটির মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। ঠিক হল, যাই হোক না কেন, নিজেদের মানসম্মান যাতে খোয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যে জোর্গের সঙ্গে সংশ্রব অস্বীকার করতে হবে।

না, এ যেন এক দুঃস্বপ্ন—এইগেন ওট্‌-এর বিশ্বাস হয় না। প্রাণের বন্ধু রিখার্ড—যাঁকে তিনি বিশ্বাস করে সমস্ত গোপন তথ্য জানিয়েছেন—সেই রিখার্ড কিনা...

গেস্টাপো থেকে অচিরেই জবাব এলো। হ্যাঁ, জোর্গে কমিউনিস্ট, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট! অতঃপর জার্মানিতে জোর্গের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে, রুশ কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ। আদরের রিখার্ড — উঁচু পর্যায়ের কমিউনিস্ট কর্মী, মাতৃ-কুলের দিক থেকে, রুশী, ওট্‌ আর মাইজিন্‌গার যা ভেবেছিলেন মোটেই তা নয়—খাঁটি আর্যবংশোদ্ভূত নয়! মাইজিন্‌গার কাল বিলম্ব না করে জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগের হাতে তথ্য অর্পণ করলেন। একমাত্র এর পরই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর গোপন কথাবার্তা হল। কথা হল একে অন্যকে ধরিয়ে দেবেন না। কিন্তু দূতাবাসে এমন কিছু লোকজন ছিল যারা সব ঘটনা বার্লিনে জানিয়ে দিল: জোর্গের সঙ্গে ওট্‌-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, সোভিয়েত গুপ্তচরের উপর দূতাবাসের কর্মীদের, বিশেষত ওট্‌-এর অগাধ আস্থাস্থাপন—কোন প্রসঙ্গই বাদ গেল না।

নৌবাহিনীর অ্যাটাশে ভেনেক্কার নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন: জোর্গের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা জানতে কারই বা বাকি আছে? পদোন্নতির আশা গেল, সব ভরাডুবি হল।... নিজের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে তিনি সমস্ত দরজার খিল এঁটে দিয়ে রিখার্ডের স্যুটকেস খুললেন। সোভিয়েত গুপ্তচরের কাগজপত্র পড়ে দেখার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিল না; জাপানের ইতিহাস সম্পর্কে জোর্গের লেখা বইয়ের যে তিনশ পৃষ্ঠাব্যাপী পাণ্ডুলিপি ছিল তার সবগুলি

তিনি দ্রুত গ্যাসের আগুনে পুড়িয়ে ফেললেন। স্যুটকেসটা ফেলে দিলেন।

হঠাৎ জোর্গের সঙ্গে ওট্-এর সাক্ষাৎকারের অনুমতি মিলল। রাষ্ট্রদূতের ইচ্ছা ছিল যে সাক্ষাৎকার প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু মাইজিন্গার 'খেলাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি' করার পরামর্শ দিলেন।

এইগেন ওট্ বেশ খানিকটা ভয়ে ভয়ে সুগামো কারাগারের এলাকায় পদার্পণ করলেন। কী ভাবে তাঁকে গ্রহণ করবেন জোর্গে, যিনি বন্ধু থেকে রাতারাতি পরিণত হয়েছেন চরম শত্রুতে? এই কিছুদিন আগেও ত রিখার্ড যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন কয়েকদিন ওট্-এর বাড়িতেই তিনি শুয়ে ছিলেন, সেখানে এই সোভিয়েত গুপ্তচরের, প্রবল ফ্যাসিবিরোধী লোকটির সেবাশুশ্রূষা করেন রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী আর দূতাবাসের একটি মেয়ে। ওট্ তাঁকে ইয়োকোহামার হাসপাতালে পর্যন্ত পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জোর্গে আপত্তি করেন — সময় তাঁর কাছে পরম মূল্যবান।

পরবর্তী ঘটনাটি শোনা যায় মাক্স ক্লাউজেনের কাছ থেকে:

'আমি মুক্তি পাওয়ার পর ঘটনাক্রমে ভেনেক্কারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। কারাগারে রিখার্ডের সঙ্গে ওট্-এর সাক্ষাৎকার সম্পর্কে ভেনেক্কার বলেন। রিখার্ড বেরিয়ে তাঁর মুখোমুখি হলেন, বাঁকা হাসি হেসে বললেন: 'এই শেষবার রাষ্ট্রদূত ওট্কে দেখছি।' তারপরই মুখ ঘুরিয়ে সেল্-এ চলে গেলেন।'

একটা বড় কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে বুঝতে পেয়ে সমস্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার আগেই রিবেন্ট্রপ্ ওট্-এর বদলে আমাদের পূর্বপরিচিত ডক্টর হেন্রিখ স্ট্যামারকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করলেন। ওট্কে হুকুম দেওয়া হল অবিলম্বে যেন বার্লিনে চলে আসেন। পদমর্যাদাচ্যুত ওট্ জানতেন যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে ট্রাইবুনাল, সশ্রম কারাদণ্ড, সম্ভবত — মৃত্যু।

তিনি পিকিংয়ে পৌঁছে নথিপত্র ভাঁড়িয়ে এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে বেমালুম যেন উবে গেলেন। কেবল যুদ্ধের পর, বিপদের আশঙ্কা কেটে যেতেই তিনি জার্মানিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিন্তু মাইজিন্গার অমনি অমনি পার পেলেন না। অবশ্য গেস্টাপোর হাতে তাঁর সাজা হয় নি। ১৯৪৫ সনের শরৎকালে মাইজিন্গারকে প্রহরাধীনে পোল্যান্ডে নিয়ে আসা হয়, সেখানে গণ আদালতের বিচারে 'ওয়ার্শর জল্লাদ' মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ

জোর্গের সংস্থার মামলা সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্ত প্রায় দু' বছর ধরে চলল।

হিটলারের সরকার জোর্গে ও ক্লাউজেনকে তাদের হাতে সমর্পণের দাবি জানাল, কিন্তু জাপানীরা অটল। মাক্স স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে বলেন: 'প্রসিকিউটর ইয়ো আমাকে বলে যে তারা, জাপানীরা, এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সে খানিকটা গর্বের সঙ্গেই জানায়: 'আমরা এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছি, যেহেতু নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই মীমাংসা করতে পারি।... আমাদের কেউ প্রভাবিত করবে — এটা আমরা বরদাস্ত করব না।''

গোড়ার দিকে জোর্গের মামলার ব্যাপারে তদন্ত পরিচালনা করে নিরাপত্তা বিভাগ, পরে তা যায় বিদেশী নাগরিক সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ বিভাগের হাতে। সংস্থার জাপানী সদস্যদের মামলা নিয়ে কাজ করে কেবল নিরাপত্তা বিভাগ।

রিখার্ডের অনুমানই ঠিক হল — দু' বছরে অনেক কিছু ঘটে গেল।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলন্ড, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, নিউ জিল্যান্ড, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, মেক্সিকো এবং আরও বহু দেশ তাতে জড়িত হয়ে পড়ল। এখন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার মতো অবস্থা জাপানের নেই। জোর্গে ও ওজাকি ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিতে যা দেখেছিলেন তা বাস্তবে পরিণত হল। হিটলারের 'বারবারোসা পরিকল্পনা' সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সুগামো কারাগারের ওয়ার্ডাররা কেন যেন প্রায়ই জোর্গের সেল্-এর দরজার কাছে জড় হয়ে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জোর গলায় আলোচনা করত। মনে হয় জার্মানি পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ায় তারা খুশি: লালফৌজের সর্বব্যাপী স্ট্র্যাটেজিক আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে অবস্থিত সমগ্র হিটলারী শক্তির অর্ধেক ধ্বংস হয়ে গেছে। জোর্গের মনে হচ্ছিল এই সব বিজয়ের সবগুলিতে তাঁর সংস্থারও কৃতিত্ব আছে।

ভুকেলিচ্ ও ক্লাউজেনদের প্রতি আচরণে পরিবর্তন ঘটল। মাক্স আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁকে জেল-হাসপাতালে ভর্তি করা হল। অচিরেই মাক্স সুস্থ হয়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়ার জন্য ডাক্তারের কোন তাড়া দেখা গেল না। 'দীর্ঘদেহী, বৃষস্কন্ধ, সুপুরুষ জাপানী

এই ডাক্তারটি আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য সব কিছু করেন। আমি অনেক আগেই সেরে ওঠা সত্ত্বেও তিনি আমাকে দু' বছর জেল-হাসপাতালে রেখে দেন।' ভুকেলিচ্‌কে ঘাঁটান হল না, যদিও তিনি আগের মতোই নির্দিষ্ট কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে অস্বীকার করছিলেন। আন্নার সঙ্গে তারা ভদ্র ব্যবহার পর্যন্ত করতে লাগল: 'বিচারক বললেন যে আমার উকিলকে আমাকে সমর্থনের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং তিনি আমার অবস্থা লাঘবের চেষ্টা করবেন। তিনি বললেন যে আমি স্বাধীনভাবে সংস্থায় কাজ করি নি, জোর্গের মতো ভয়ঙ্কর লোক আর দশটা ভালো মানুষকে যেমন মুগ্ধ করেছে, নিজের বশীভূত করেছে, তেমনি আমাকেও করেছে। বিচারক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন স্বামী ও ব্রাঙ্কোর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই কিনা। আমি উত্তরে বললাম, 'চাই'।...'

তদন্তের সময় জোর্গে যে সাহসের পরিচয় দেন তাও আদালতের কর্মচারীদের উপর বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। ক্লাউজেন ও প্রসঙ্গে বলেন: 'কারাগার থেকে আমার মুক্তি ল্যাভের পর উকিল আসানুমা আমাকে বলেন যে জোর্গে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দেন। নিজের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর চিন্তা খুবই কম ছিল, তিনি সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের দন্ড লঘু করার জন্য অনুরোধ জানান, সব কিছুর দায়িত্ব নিজের বলে গ্রহণ করেন। রিখার্ড চিরকাল যেমন আচরণ করতেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। আমার বড় গর্ব এই যে তিনি আমাকে তাঁর প্রিয় বন্ধুদের একজন বলে গণ্য করতেন। তিনি আমাকে বলেন: 'নাৎসীবাদে সংক্রামিত এই দুনিয়ায় আমার আছে তুমি; তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় কোন অপ্রীতিকর অনুভূতি আমার মনে জাগে না।''

সংস্থার জাপানী সদস্যদের ওপর পুলিশের লোকেরা তাদের ক্রোধ উজাড় করে দেয়। মিয়াগিকে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়, তিনি আর শয্যা ত্যাগ করতে পারলেন না। ১৯৪৩ সনের ২ আগস্ট বিচার চলাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ।

বন্দীদের কালি আর কাগজ দেওয়া হয়, তাঁদের লেখার অনুমতি দেওয়া হয়। বিষয়? যা খুশি। প্রত্যেকে যেন কাগজে-কলমে লেখে যার যার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কী ভাবে তা গড়ে উঠল তার বৃত্তান্ত। পুলিশী ইউনিফর্ম পরনে জাপানী মনস্তত্ত্ববিদদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলল জোর্গের সংস্থার রহস্য। এমন অনমনীয় চরিত্রের লোকজন জোটে

কোথা থেকে? তাদের নজিরহীন ক্রিয়াকলাপের মূল প্রেরণা কোথায়?

ক্লাউজেন লিখতে অস্বীকার করতেন। ফেব্রুয়ারিতে তাঁর হাত ও পা তুষারাঘাতে অসাড় হয়ে যায় ওয়ার্ডারদের সাহায্য ছাড়া তিনি আহার করতে পারতেন না, নড়তে-চড়তে পারতেন না। যন্ত্রণা এত অসহ্য, জেলের সমস্ত রকম পীড়নের চেয়েও এত খারাপ ছিল যে মাক্স আত্মহত্যার কথা পর্যন্ত চিন্তা করেন। ওয়ার্ডার আরাই রাতে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে: 'মন শক্ত কর! লালফৌজ ভলগায় হিটলারকে হারিয়ে দূরে হটিয়ে দিয়েছে। ওর মরণ ঘনিয়ে এসেছে...' মাক্স লিখতে পারেন না বলে আরাই আক্ষেপ প্রকাশ করল, কেননা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে মনটা ভালো থাকে। জোর্গে, ভুকেলিচ্ ও ওজাকি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যু শিয়রে হানা দিয়েছে বুঝতে পেরে তাঁরা জীবিতদের জন্য তাঁদের অন্তিম রাজনৈতিক নির্দেশ রেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অন্ততপক্ষে মিলিটারি পুলিশ এ থেকে কোন ফয়দা ওঠাতে পারবে না।

জোর্গে লিখলেন জার্মান ভাষায়। তিনি তাঁর বিবরণ শুরু করেন এই প্রশ্ন দিয়ে: 'কেন আমি কমিউনিস্ট হলাম?'

তিনি গভীর চিন্তাসহযোগে নিজের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেন, নিজের তাত্ত্বিক রচনার বিবরণ দেন।

আমাদের সামনে ধীরে ধীরে প্রকটিত হয়ে ওঠে কমিউনিজমের ভাবাদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ এক মানুষের, এক নিঃশঙ্ক ও অকলঙ্ক বীরব্রতীর, শান্তিসংগ্রামীর রূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নের এক মহান দেশপ্রেমীর রূপ, যিনি মাতৃভূমির জন্য সব কিছু উৎসর্গ করেছেন। তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় লড়াই করেও জয়লাভ করেন। প্রথমে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে, পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁর আগমন আকস্মিক নয়, তা ছিল দুনিয়ার ভাগ্য সম্পর্কে গভীর ভাবনাচিন্তার যুক্তিগ্রাহ্য ফল। 'আমার জাপানচর্চা' শীর্ষক নোটে তিনি জাপানে নিজের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করেছেন, দেশের অর্থনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ চর্চা গুপ্ত অনুসন্ধানের পক্ষে যে কী তাৎপর্য বহন করে তা দেখিয়েছেন।

'আমি অধ্যবসায়ের সঙ্গে জাপানের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করি (আজও তা আমার আগ্রহ জাগ্রত করে)।...'

এই শেষ কথাগুলিতেই পাওয়া যায় বিজ্ঞানী, গবেষক ও চিন্তাবিদ জোর্গের সামগ্রিক পরিচয়। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও তিনি ভাবতে পারেন জাপানের প্রাচীন ইতিহাসের কথা, আক্ষেপ করতে পারেন এই বলে যে কিছু গ্রন্থ পড়তে পড়তে, সেগুলি থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা শুরু করেও তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। জাপান সংক্রান্ত গ্রন্থ তিনি শেষই করতে পারলেন না, লিখে উঠতে পেরেছিলেন মাত্র তিনশ পৃষ্ঠা।...

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের নোট ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত: মোটে পনেরো পৃষ্ঠা। তাঁর বিবরণীতে তিনি একথাও লেখেন, কী ভাবে যুগোস্লাভিয়ার তথা সারা দুনিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করার পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যভুক্ত হন, কেন তিনি গোপন কর্মে যোগ দিতে রাজী হন। 'আমাদের সংস্থার উদ্দেশ্য — বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করা।' জোর্গে সম্পর্কে তিনি প্রকাশ করেন গভীর আন্তরিক অনুভূতি। তাঁকে তিনি একজন সংবেদনশীল, দরদী কমরেড ও বন্ধুরূপে, খাঁটি কমিউনিস্টরূপে উল্লেখ করেন।

না জোর্গে, না ভুকেলিচ্, না ওজাকি, না সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা — কেউই তাঁদের নোটে কোন গোপন তথ্য ফাঁস করেন নি — এ হল অন্তিম নির্দেশ, নিজেদের অন্তর্জীবনের বৃত্তান্ত।

ওজাকিকে যখন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের সেল্-এ রাখা হয় তখনও তিনি লিখেছিলেন: 'ভাবতে গেলে আমি সুখী মানুষ। সর্বদা এবং সর্বত্র আমি মানুষের ভালোবাসা পেয়ে এসেছি। যে জীবন আমি কাটিয়েছি তার দিকে পিছু ফিরে দেখলে আমার মনে হয়: তাকে আলোকিত করে তুলেছিল নক্ষত্রমালার মতো এক ভালোবাসা: সে নক্ষত্রমালা আজও ধরণীর উপর দ্যুতি বিস্তার করছে, আর তাদের মধ্যমণি সবচেয়ে বিশাল নক্ষত্র হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে মৈত্রী...' ওজাকি তাঁর নোটগুলিকে স্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত পত্রের রূপ দেন। (পরবর্তীকালে 'অধোগামী তারাসম প্রেম' নাম দিয়ে নোটগুলি প্রকাশিত হয়।)

নিজের জীবনের ঘটনা সম্পর্কে, জগতের যে অন্যায় দেখে তিনি পেশাদার বিপ্লবীর পথ নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ হন সে সম্পর্কে তিনি বিবরণ দেন। নোটগুলিতে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির সমস্যাবলীর উপর ওজাকির দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও পাওয়া যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালের এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাপানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক



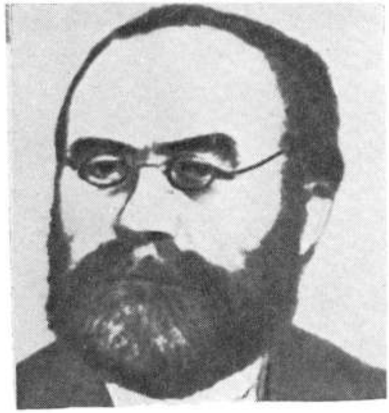


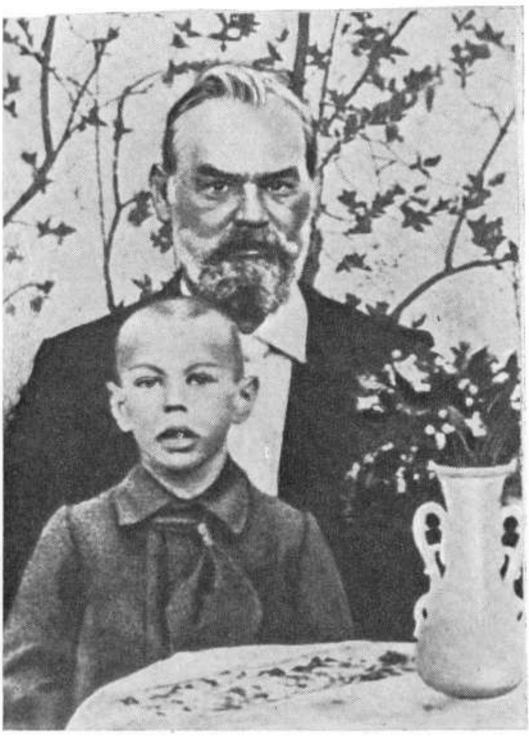
প্রাক-বিপ্লব আমলের সাব্‌ণ্ঠি পল্লী।

সাব্‌ণ্ঠি পল্লী। ১৮৯৫ সনে এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন রিখার্ড জোর্গে (বর্তমান ওর্সাপিয়ানী লেনের ২ নং বাড়ি)।



৬-৮ মাস বয়সের রিখার্ড জোর্গে।
ডান দিকে — মা, নিনা সেমিওনভ্‌না
কোবেলেভা, পাশে — বাবা। (জোর্গের
বাকুনিবাসী আত্মীয়দের পারিবারিক
অ্যালবাম থেকে।)





আট বছর বয়সের জোর্গে বাবার সঙ্গে। (জোর্গের বাকুনিবাসী আত্মীয়দের পারিবারিক অ্যালবাম থেকে।)

ক. মার্কস ও ফ. এঙ্গেলসের সুহৃদ ফ. আ. জোর্গে (১৮২৮-১৯০৬)।



রিখার্ড জোর্গে — সৈনিক, ১৯১৬ সন।

রিখার্ড জোর্গের যৌবনে রচিত একটি কবিতা। মূল।

'নিজের রেজিমেণ্টের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ।' ডান দিক থেকে বাঁয়ে: এরিখ করেন্‌স, তাঁর খুড়তুত বোন মেটা এবং রিখার্ড জোর্গে। (দুটি আলোকচিত্রই করেন্‌সের সংগ্রহ থেকে।)

Madonna in des Mondesschein
auf alter Mauer wölbendem Bogen,
ragst in die leuchtende Nacht hinein
von dämmernder Anbetung umwoben.

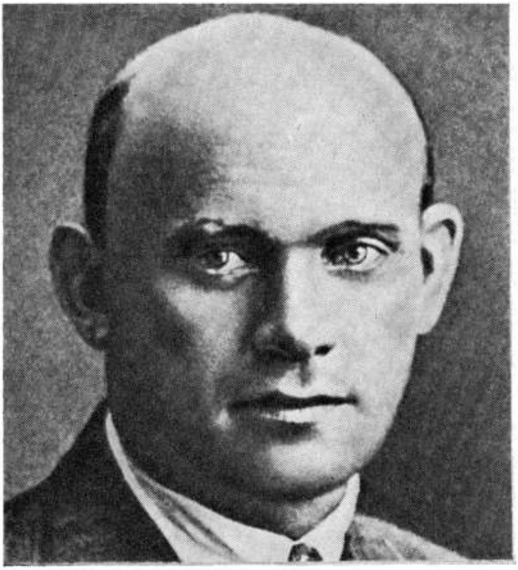
Rings ist um Dich sie aufgestellt
mit Schatten ,die aus alten Winkeln brechen,
mit Efeu der von Mauern fällt
und Mondlichttstropfen,die tiefe Nieschen stechen.

Die rinnen und rieseln von des Domes Dach
über die schlafende Tanne mit Silberschleife
und küssen die stummen Dinge wach,
dass einmal nur Deine Kniee sie streifen

Dann lasten wieder des Efeus Matten,
das Mondlicht fliesst und glänzt,
es liegen in den Nieschen die Schatten
Madonna steht von verborgener Anbetung umkränzt.

Altes Aachen
Den 29.9.20.

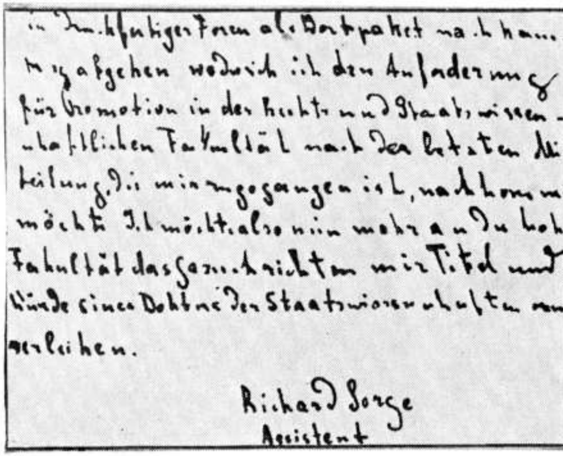






এর্নস্ট থেলমান বিশের দশকে।

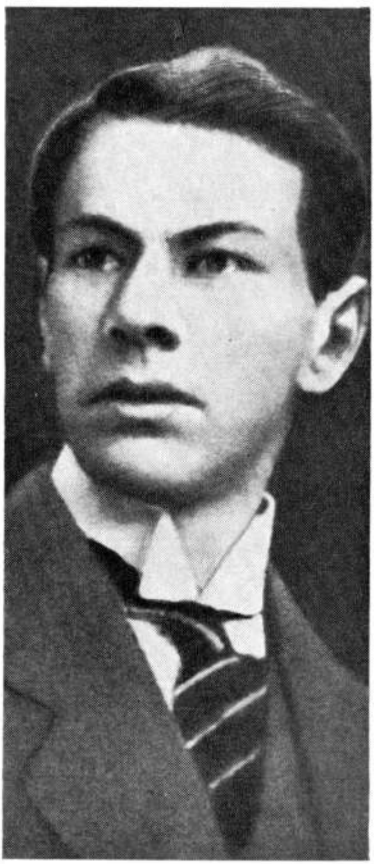
জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির হাম্‌বুর্গ কমিটির অফিস ছিল এই বাড়িটিতে।



in künftiger Form als Postpaket nachkomm-
en zu abzugeben wodurch ich den Anforderung
für Promotion in der Rechts und Staatswissen-
schaftlichen Fakultät nach der letzten Mit-
teilung, die mir zugegangen ist, nachkommen
möchte. Ich möchte also nun mehr an die hohe
Fakultät das Gesuch richten mir Titel und
Würde eines Doktors der Staatswissenschaften zu
verleihen.

Richard Sorge
Assistent

রাষ্ট্রীয় আইনবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানে পি-এইচ. ডি ডিগ্রী অর্পণের জন্য হাম্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জোর্গে যে আর্জি করেন তার শেষাংশ।



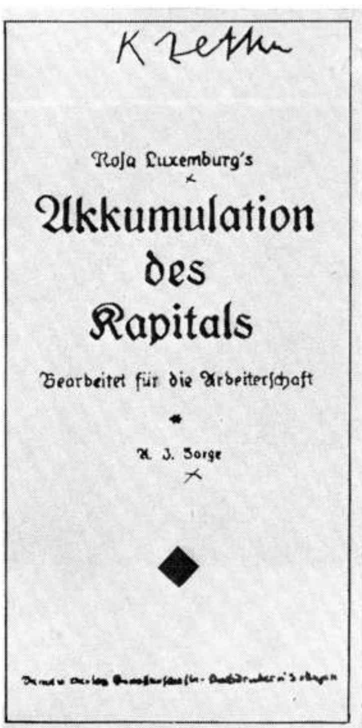
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রিখার্ড জোর্গে, ১৯১৪।





ফ্রাংকফুর্ট অন মাইন।
জোলিন্‌গেন শহর থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'বের্গিশে আরবাইটেরস্টিমের' ১৯২১ সনের ৩ ডিসেম্বরের সংখ্যা। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে 'রাজনীতিবিষয়ে ভারপ্রাপ্ত' বলে রিখার্ড জোর্গের উল্লেখ আছে।





K Zetkin

Rosa Luxemburg's

Akkumulation des Kapitals

Bearbeitet für die Arbeiterschaft

A. J. Sorge

বার্লিন।

রিখার্ড জোর্গের লিখিত পুস্তিকা। (ক্লারা সেটকিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে।) বার্লিনে জার্মানির ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত।



রিখার্ড জোর্গে বিশের দশকে।



রিখার্ড জোর্গের পুস্তিকা — 'ডাউয়েস-পরিকল্পনা ও তার পরিণাম', ১৯২৫ সনে জার্মানিতে প্রকাশিত।


ика Рихардович Зорге

Рамзай

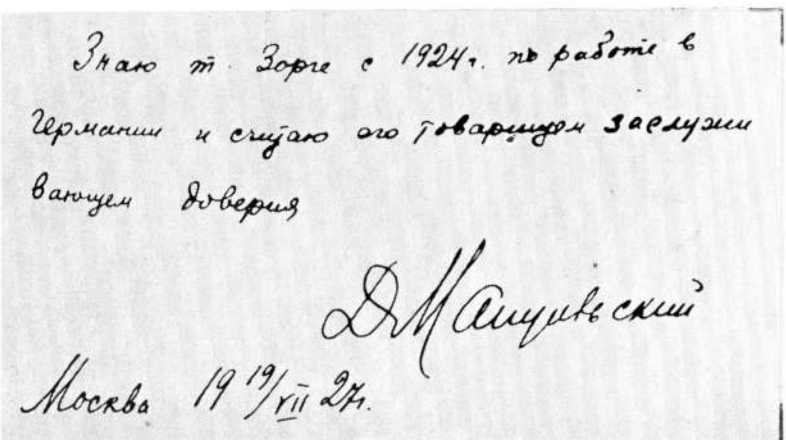
Зорге, Рихард

Национальность. немец

Партийность (стаж). 1925 В.К.П. 1919 К.П. Герм.

Знание языков. немец. английск., скандинавск., читаю по французск. и норвежски.

Краткие биографические сведения. 4.10.1895. учился в Герм. в гимназии, поступил в университет, работал: горным рабочим


Знаю т. Зорге с 1924 г. по работе в Германии и считаю его товарищем заслуживающим доверия

Д. Мануильский

Москва 19 19/XII 27.

নিদর্শন-পত্রে জোর্গে'র প্রশ্নোত্তরদান।

দ. মানুইল্‌স্কির সুপারিশ।





ইয়ান কার্লভিচ্ বের্জিন।

সেমিওন পেত্রোভিচ্ উরিৎস্কি।

Rayonkomitee Krassnaja Pressnja der WKP (b),

Moskau.

Werte Genossen!

Der Deutsche Kommunisten-Klub hat vor kurzem eine Pioniergru[ppe] deutscher Kinder gegründet. Zu dieser Arbeit bedürfen wir unbed[ingt] Eure Unterstützung und zwar nicht nur durch Anweisungen und Run[d]schreiben allgemeiner Art, sondern auch in persönlicher Hinsicht. Wir ersuchen Euch daher, wenn es Euch möglich ist, uns einen Genossen zuzuweisen, der mit der Pionierarbeit gut vertraut und de[r] deutschen Sprache mächtig ist.

Mit kommunistischem Gruss

Für den DKK.

Зорге

Вопросы	Ответы
Фамилия	Sorge Зорге
Имя и отчество	Ika - Richard Ика Рихард
Время рождения (год, месяц и число)	4.10. 95 1895. 4.10.
Где проживали	-1½ Baku, dann Berlin, Kiel Hamburg 2½ г. Баку; Герман. Киль Гамбург.
Партийност[ь] В какой пар[тии]	Kom. Partei Deutschlands КПГ
Если член ком[партии] то какой стр[аны]	Mitgliedsbuch Nr. 08648 №5 N
С какого врем[ени]	~~1918~~ 1919 1919.
Состояли ли [в] па[р]тиях (каких именно где и когда)	von Januar 1917 in U.S.P.D. [illegible] 1917, [illegible]



সারা-ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) মস্কোর ক্রাস্‌নোপ্রেস্‌নেন্‌স্কি অঞ্চল-কমিটিকে লেখা জোর্গের চিঠির আলোকচিত্র প্রতিলিপি।

নিদর্শন-পত্রে জোর্গের প্রশ্নোত্তরদান।





একাতেরিনা আলেক্সান্দ্রভ্না মাক্সিমভা (দাঁড়িয়ে) এবং তাঁর দুই বোন, তাতিয়ানা ও মারিয়া, ১৯৩৩ সন। (পারিবারিক অ্যালবাম থেকে।)

•

একাতেরিনা মাক্সিমভা। কাপ্রি, ১৯২৬ সন।



রিখার্ড জোর্গে। সাংহাই, ১৯৩২ সন।

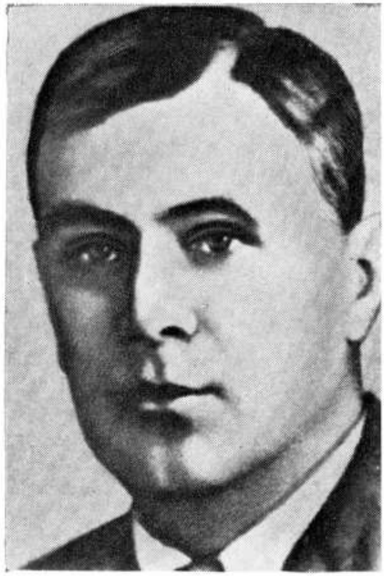




তিরিশের দশকের খার্বিন।

তিরিশের দশকের সাংহাই।







আন্না ক্লাউজেন। সাংহাই, তিরিশের দশক।

মাক্‌স ক্লাউজেন। সাংহাই, তিরিশের দশক।

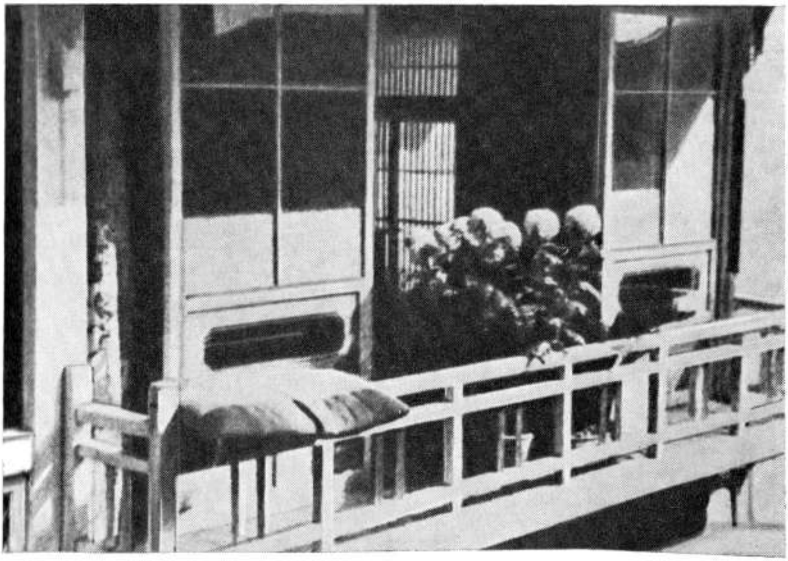
ওজাকি পরিবার। তাইওয়ান, ১৯২০ সন। বাঁ দিক থেকে প্রথম — হোজ্‌মি; পশ্চাদ্‌ভাগে — ভাবী বধূ এইকো। (ওসুকি ওজাকির সংগ্রহ থেকে।)

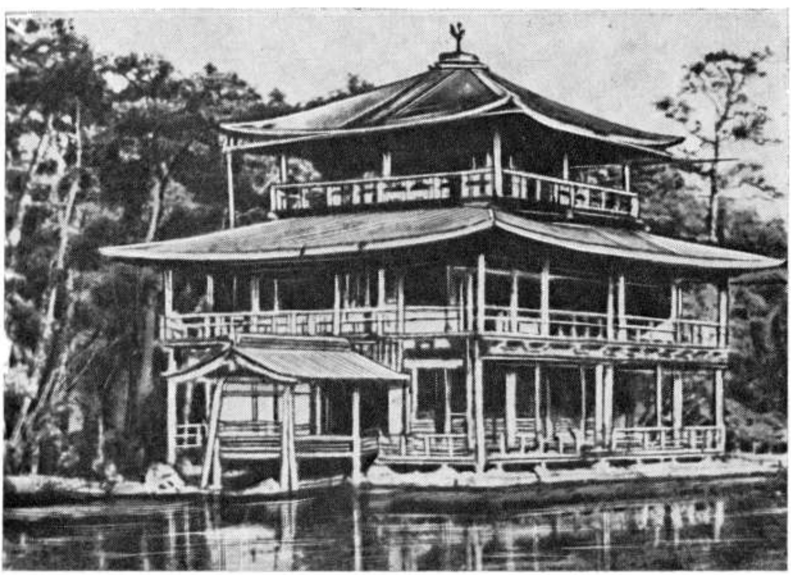


তিন বছরের কন্যা ইওকোর সঙ্গে ওজাকি
হোজ্‌মি। সাংহাই, ১৯৩২ সন।



রিখার্ড জোর্গে। টোকিও, ১৯৩৬ সন।





টোকিওয় জোর্গের বাড়ির অলিন্দ।   কিওটোর 'স্বর্ণমন্ডপ'।



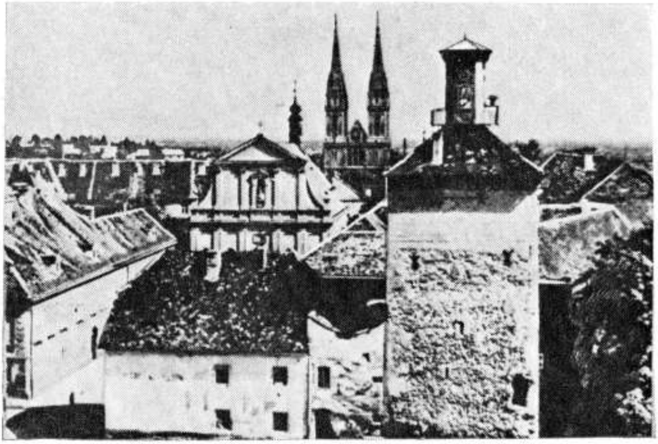
কামাকুরার সুবিশাল বুদ্ধমূর্তি।





মাক্‌স ক্লাউজেন। টোকিও, ১৯৩৮ সন।

ক্যামেরাসহ রিখার্ড জোর্গে। টোকিও, তিরিশের দশক।

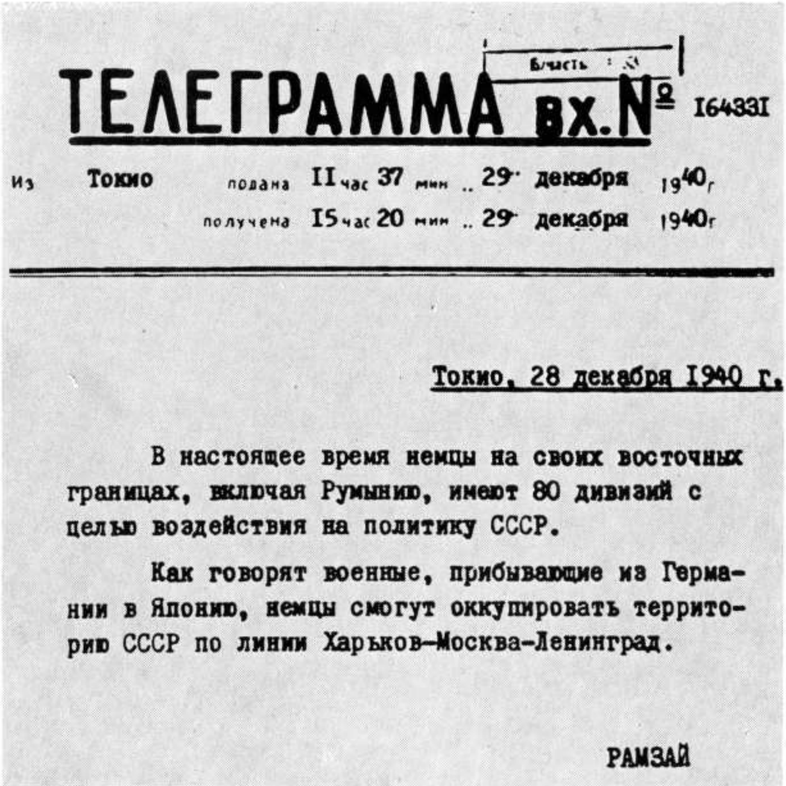




যুগোস্লাভিয়ার জাগ্রেব শহর।
ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্। টোকিও, ১৯৩৫ সন।



রিখার্ড জোর্গে। টোকিও, তিরিশের দশক।



Б/часть :

ТЕЛЕГРАММА ВХ.№ 164331

из Токио подана 11 час 37 мин 29 декабря 1940 г

получена 15 час 20 мин 29 декабря 1940 г

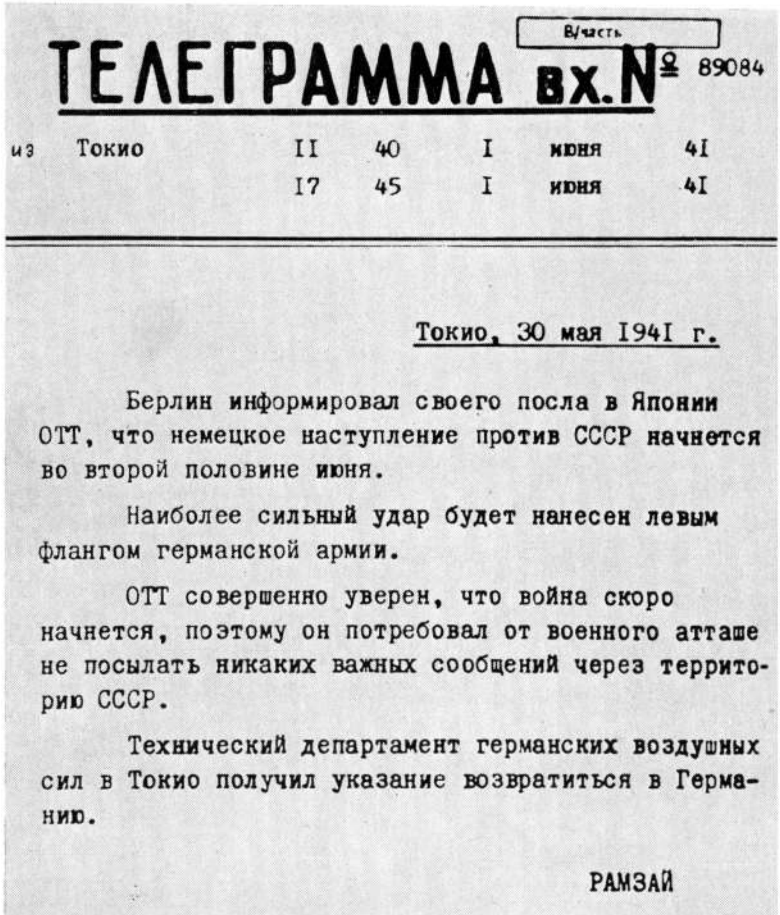
Токио, 28 декабря 1940 г.

В настоящее время немцы на своих восточных границах, включая Румынию, имеют 80 дивизий с целью воздействия на политику СССР.

Как говорят военные, прибывающие из Германии в Японию, немцы смогут оккупировать территорию СССР по линии Харьков–Москва–Ленинград.

РАМЗАЙ

টোকিও থেকে 'কেন্দ্রে' জোর্গের প্রেরিত টেলিগ্রাম।



ТЕЛЕГРАММА вх.№ 89084

В/часть

из	Токио	II	40	I	июня	4I
		I7	45	I	июня	4I

Токио, 30 мая I94I г.

Берлин информировал своего посла в Японии ОТТ, что немецкое наступление против СССР начнется во второй половине июня.

Наиболее сильный удар будет нанесен левым флангом германской армии.

ОТТ совершенно уверен, что война скоро начнется, поэтому он потребовал от военного атташе не посылать никаких важных сообщений через территорию СССР.

Технический департамент германских воздушных сил в Токио получил указание возвратиться в Германию.

РАМЗАЙ

টোকিও থেকে 'কেন্দ্রে' জোর্গের প্রেরিত টেলিগ্রাম।





ওজাকি হোজ্‌মি। টোকিও, ১৯৩৮ সন।
ওজাকির স্ত্রী এইকো। জাপান, ১৯৬৪
সন। (ইভ্‌ চাম্পির সংগ্রহ থেকে।)

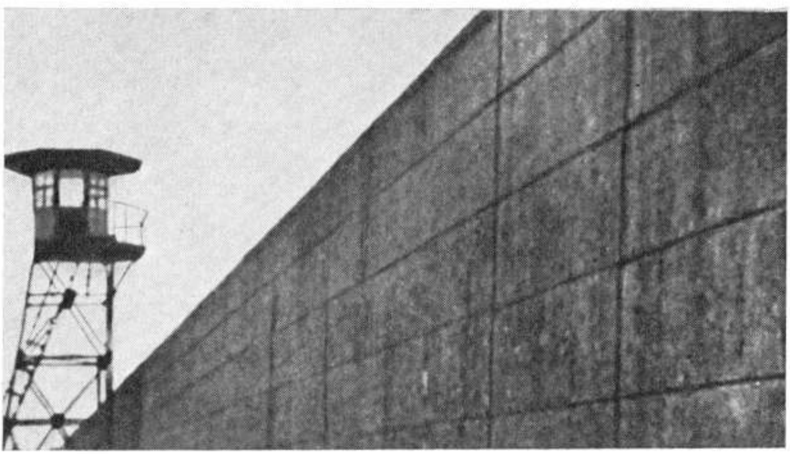




ইওসিকো ভুকেলিচ্ (ইয়ামাসাকি)। টোকিও, চল্লিশের দশক।

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্। টোকিও, তিরিশের দশক।





মাক্‌স ও আন্না ক্লাউজেন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বার্লিন, ১৯৬৭ সন।

টোকিওর স্‌গামো জেলখানা।



শ্রমিকদের মাঝখানে মাক্‌স ক্লাউজেন।
জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বার্লিন,
১৯৬৭ সন।



টোকিওর রিখার্ড জোর্গের সমাধি।

পরিস্থিতির মূল্যায়ন। তিনি চীনের প্রশ্নে সরকারকে সোভিয়েত-মধ্যস্থতা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, ব্যাপক জাপ-সোভিয়েত সহযোগিতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

টোকিও জেলা আদালতের শুনানি অনুষ্ঠিত হল ১৯৪৩ সনের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। 'জোর্গে, ভুকেলিচ্, আমার এবং অন্যান্যদের মামলার শুনানি পৃথক পৃথক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়,' ক্লাউজেন বলেন। বিচারকদের পরিধানে কালো আর ঈষৎ নীল-রক্তিমাভ বর্ণের নক্সাতোলা ঢিলে পোশাক, তাঁদের মাথায় চুড়োর আকারের টুপি, তাঁরা বিষণ্ণ মুখে জোর্গের বক্তব্য শুনলেন। তিনি ওখানে যা-ই বলুন না কেন তাঁর ভাগ্য ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে। তিনি বিপজ্জনক, অতি বিপজ্জনক.. এ ধরনের মানুষকে ক্ষমা করা যায় না। রুদ্ধদ্বার বিচারসভায় বেশি লোক ছিল না: সাতজন ব্যক্তি নিয়ে বিচারকমণ্ডলী, পাহারাদার, প্রতিগুপ্তচর বিভাগের প্রধান — আর কেউ নয়।

জোর্গে কী ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন?

তিনি সর্বাগ্রে তাঁর কমরেডদের রক্ষা করার জন্য সমস্ত প্রয়াস নিয়োগ করলেন। মাক্স, আম্না ও ব্রাঙ্কোর সমর্থনে মতামত ব্যক্ত করলেন। তিনি শুরু করলেন এই ভাবে:

> 'জাপানী আইন যেমন ব্যাপক অর্থে তেমনি তার বয়ানের প্রতিটি অক্ষরের ক্ষেত্রেও আলোচনার বিষয়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি সংবাদ বেরিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আইনত শাস্তিযোগ্য হলেও কার্যত জাপানী বিশেষ ব্যবস্থা গোপনীয়তা বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। আমার মনে হয়, অভিযোগের বিবরণ প্রস্তুত করার সময় আমাদের কার্যকলাপের প্রতি এবং আমরা যে সব তথ্য পাই সেগুলির প্রকৃতির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগে দেওয়া হয় নি।...'

তিনি জাপানী বিচারব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ আনেন, গোটা জাপানী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, তাঁর মতে জাপানী আইন ত্রুটিপূর্ণ। দীর্ঘ কর্মজীবনের ইতিহাসে এমন কথা বিচারকেরা আর কখনও শোনেন নি।

তাঁর কথাগুলি ছিল পারম্পর্যযুক্ত, যুক্তিপূর্ণ, তিনি জাপানীদের উদ্দাম চরিত্র জানতেন, তর্কবিতর্কে নামার জন্য সূক্ষ্ম প্ররোচনা দেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু হল। গোড়ায় অমার্জিত চিৎকার-চেঁচামেচির আকারে; অতঃপর জোর্গে জাপানী আইনের মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অভিযুক্ত থেকে তিনি পরিণত হলেন ভয়ঙ্কর অভিযোক্তায়।

ভুকেলিচ্ ও ক্লাউজেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে? জাপানী রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি তাঁরা সাধন করেছেন? ব্রাঙ্কো যে কাজ করেছেন মস্কোয় প্রতিনিধিত্বকারী জাপানী সাংবাদিকরা কি সেই একই কাজ করেন না? ভুকেলিচ্‌কে অপরাধী প্রতিপন্ন করার পক্ষে কোন তথ্য-প্রমাণ আছে কি? তিনি সংস্থার অন্তর্ভুক্ত? সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মানেই কিন্তু সক্রিয় হওয়া নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সংস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকাই কি অভিযোগ আনার পক্ষে যথেষ্ট কারণ হতে পারে? জোর্গে নিজে ত নাৎসী পার্টিরও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর জন্য তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হয় না কেন? নাকি ফাশিস্ত পার্টি জাপানে আইনসিদ্ধ?

'রাজনৈতিক সংবাদ বলতে যা বোঝায় তা যোগাড় করতাম ওজাকি ও আমি।

'আমি জার্মান দূতাবাস থেকে সংবাদ যোগাড় করতাম। এখানে আবার বলতে হয়, আমার মতে, এমন সংবাদ খুবই সামান্য ছিল যাকে 'রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা' রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

'লোকে ইচ্ছে করে আমাকে সংবাদ দেয়। তা পাওয়ার জন্য আমি কোন রকম স্ট্র্যাটেজির আশ্রয় নিই নি, যার জন্য আমি দণ্ডিত হতে পারি।

'আমি কখনও প্রতারণার আশ্রয় নিই নি, বলপ্রয়োগের আশ্রয়ও নিই নি। রাষ্ট্রদূত ওট্ ও সামরিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের বিবরণী লেখার কাজে আমার সাহায্য চান, বিশেষত সাহায্য চান ওট্, তিনি আমার প্রতি বড় আস্থা পোষণ করতেন এবং জার্মানিতে পাঠানোর আগে তাঁর প্রতিটি বিবরণী আমাকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করেন। আমার প্রসঙ্গে বলতে হয় যে আমি এই তথ্য বিশ্বাস করতাম, কেননা জার্মানির প্রধান সেনাপতি দপ্তরের ব্যবহারের জন্য যোগ্য সামরিক অ্যাটাশে ও নৌবাহিনীর অ্যাটাশে তা সঙ্কলন করতেন এবং তার মূল্যায়ন করতেন।

'আমার অনুমান, জার্মান দূতাবাসের অবগতির জন্য সংবাদ

পাঠানোর সময় জাপ সরকার জানত যে কিছু কিছু সংবাদ বেরিয়ে যাবে।

'ওজাকি বেশির ভাগ সংবাদ যোগাড় করতেন 'প্রাতরাশগোষ্ঠীর' কাছ থেকে। কিন্তু 'প্রাতরাশগোষ্ঠী' সরকারী সংস্থা নয়। এই গোষ্ঠীতে যে-সমস্ত তথ্য নিয়ে মত বিনিময় হত, সে রকম তথ্য অনুরূপ যে কোন গোষ্ঠীতেও আলোচিত হতে পারত, আর এমন গোষ্ঠী বর্তমানে টোকিওতে অনেক আছে। এমনকি যে-সব সংবাদ ওজাকি গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় বলে মনে করতেন সেগুলি আসলে সে রকম ছিল না, যেহেতু সেগুলি তিনি যোগাড় করতেন পরোক্ষ উপায়ে, গোপন উৎস থেকে সেগুলি বেরিয়ে যাওয়ার পর।...'

বিষণ্ণতা কেটে গেল। বিচারকমণ্ডলী বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। বিচারকদের কেউই জোর্গের সওয়ালের বিরুদ্ধে একটিও বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। 'প্রশ্ন আরও অনুসন্ধান করে দেখার উদ্দেশ্যে' শুনানি স্থগিত রাখতে হল।

আরও কয়েকবার এই রকম ঘটল। জোর্গে স্মৃতি থেকে জাপানী আইনের অনুচ্ছেদ উদ্ধার করলেন, উদ্ধৃতি দিলেন। তাঁর তীক্ষ্ন বুদ্ধি ধাপ্পাবাজ মামলাপদ্ধতির গোলকধাঁধা ভেদ করে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলল, বিচারকদের কানাগলিতে এনে ফেলল। দেখা গেল খালি হাতে জোর্গেকে কাবু করা যাবে না। বাকি থাকে কেবল একটি পন্থা: তাঁর মুখ বন্ধ করা।

জোর্গেকে জানান হল, আদালতের শেষ শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এখন তাঁর কাছ থেকে জানতে চাওয়া হল তিনি নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করেন কিনা।

'না, স্বীকার করি না!' তিনি জানালেন। 'জাপানের একটি আইনও আমরা লঙ্ঘন করি নি। আমি ইতিপূর্বেই আমার আচরণের কারণ জানিয়েছি। তা হল আমার সমগ্র জীবনের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম। আপনারা প্রমাণ করতে চান যে আমার সমস্ত জীবন আইন বহির্ভূত ছিল এবং আছে। কোন আইন? অক্টোবর বিপ্লব আমাকে সন্ধান দিয়েছে সেই পথের, যে পথ অবলম্বন করতে হবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনকে। আমি তখন কেবল যে তত্ত্ব ও আদর্শের দিক থেকে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা নয়, সক্রিয়ভাবে,

কার্যত তাতে অংশগ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নিই। আমি জীবনে যা কিছু করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, যে পথ আমি অবলম্বন করি তার ভিত্তি ছিল পঁচিশ বছর আগে আমার গৃহীত সিদ্ধান্ত। যে কমিউনিজমের পথ আমি বেছে নিই, জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটনের ফলে তার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। আমার পঁচিশ বছরব্যাপী সংগ্রামে আমার জীবনে যা ঘটেছে তার কথা পুরোপুরি মনে রেখে এবং ১৯৪১ সনের ১৮ অক্টোবর আমার জীবনে যা ঘটে বিশেষত সেকথাও মনে রেখে আমি এই ঘোষণা করছি।...'

১৯৪৩ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর টোকিওর জেলা আদালত রায় দিল: মৃত্যুদণ্ড! জাপানী বিচারব্যবস্থার শেষ যুক্তি।

বিচারে ওজাকিরও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হল।

তা সত্ত্বেও জোর্গের যুক্তিতে কাজ হল: সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা মৃত্যুদণ্ডের কবল থেকে রেহাই পেলেন।

আন্না ক্লাউজেনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলে তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করেন, মামলা পুনর্বিবেচনার জন্য আপীল করেন। মামলা শেষ পর্যন্ত পুনর্বিবেচিত হল, মেয়াদ কমিয়ে তিন বছর করা হল।

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ ও মাক্‌স ক্লাউজেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

ক্লাউজেন যত দিন কারাগারে ছিলেন তার মধ্যে মাত্র একবার, ১৯৪৪ সনের গ্রীষ্মকালের শেষে তিনি জোর্গেকে দেখতে পান। মাক্‌সকে প্রহরাধীনে উকিল আসানুমার কর্মকক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঠিক তখনই সেখান থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল রিখার্ডকে। মাক্‌স চেঁচিয়ে বললেন: 'মাথা উঁচু কর, রিখার্ড। লালফৌজ জিতেছে!' রিখার্ড আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তাঁর মুখ সুখের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু এমন সময় জেলের এক কর্মচারী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমার পাঁজরে এমন ধাক্কা দিল যে আমি সটান মাটিতে পড়ে গেলাম।... আদালতে আমি নিজের মৃত্যুদণ্ড দাবি করলাম — আমি জোর্গের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলাম। আমার মনে হয় ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার সম্মানে সেই মুহূর্তে এটাই আমার শ্রেষ্ঠ কাজ হত।...'

দণ্ডাজ্ঞায় জোর্গে ও ওজাকি ভেঙে পড়লেন না। তাঁরা উচ্চ আদালতে আপীল করলেন। আপীলেও জোর্গে আগের মতোই আত্মপক্ষ ততটা সমর্থন করেন না, যতটা সমর্থন করেন তাঁর বন্ধুদের। উচ্চ আদালত উত্তরের জন্য ততটা ব্যস্ততা দেখাল না।

১৯৪৪ সনের জানুয়ারিতে জোর্গের আপীল প্রত্যাখ্যাত হল, ওজাকির আপীল প্রত্যাখ্যাত হল এপ্রিলে। তাঁরা স্থানান্তরিত হলেন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তদের নির্জন সেল্-এ। দুজনের কাউকেই মৃত্যুদণ্ডের দিন জানান হল না। প্রায় এক বছর যন্ত্রণাদায়ক প্রতীক্ষার মধ্যে তাঁদের কাটাতে হয়। যে-কোন মুহূর্তে জেলার প্রধান ইচিজিমা প্রবেশ করে জানাতে পারে যে আইনমন্ত্রীর হুকুমে আজ অমুক সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে।

দুজনেই জীবনকে ভালোবাসতেন, মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও জীবনের আনন্দ উপভোগের মতো ক্ষমতা তাঁদের ছিল। জোর্গে ওয়ার্ডারদের কণ্ঠস্বর কান পেতে শুনতেন, অধীর আগ্রহে যুদ্ধের গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ ধরার চেষ্টা করতেন। ওদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করলেন যে সোভিয়েত জনগণের বিজয় সন্নিকটে।

ওজাকি তখন লিখছিলেন তাঁর শেষ গ্রন্থ — আত্মকথা — 'অধোগামী তারাসম প্রেম'।

মাত্র ছয় মাসের জন্য রিখার্ড জোর্গে ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় দিবসের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি।

শেষ কয়েক মাস যারা তাঁকে দেখতে পেয়েছে তাদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে গ্রেপ্তারের দিন থেকে শুরু করে ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। নীল চোখের সেই একই শান্ত দৃষ্টি, ঠোঁটের ডগায় সেই একই ঈষৎ বিদ্রূপ-ভঙ্গি, সেই একই সংযত অঙ্গভঙ্গি, আত্মবিশ্বাসী গতিভঙ্গি, আত্মমর্যাদাবোধ। ওয়ার্ডারদের সঙ্গে তিনি ভদ্র ব্যবহার করতেন, যদিও কাঠিন্যের অভাব ছিল না। তাঁর নাম অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হত। বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ প্রায় আসতই না। কিন্তু জোর্গের এক শুভাকাঙ্ক্ষী জুটে গেল: দোভাষী। বিচারের আগে, বিচারের সময় এবং মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পরও অমায়িক হাসি-ঠোঁটে এই সুদর্শন যুবকটি দুনিয়ায় কী ঘটছে না ঘটছে সে খবর চটপট রিখার্ডকে জানিয়ে দেওয়ার মতো সময়

ঠিক পেত। জোর্গে জাপানী ভাষা না জানার ভান করতেন। শেষ কয়েক বছর তাঁর শ্রবণশক্তি তীব্র হয়ে ওঠে। কারা-প্রাচীরের বাইরে কোথায় যেন, হয়ত পার্কে কিংবা স্কোয়ারে একটা লাউডস্পীকার ঝুলত। দিনের বেলায় শহরের নানা শব্দে তার আওয়াজ ডুবে যেত, কিন্তু খুব ভোরে মাদুরের ওপর শুয়ে শুয়ে জোর্গে লাউডস্পীকারের অস্পষ্ট আওয়াজ কান পেতে শুনতেন, সবই ধরতে পারতেন।

যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, যতক্ষণ চিন্তার দীপ জ্বলছে ততক্ষণ তিনি আগ্রহ অনুভব করেন সেই বিপুল জগতের ঘটনাপ্রবাহে, যেখানে তিনি আর ফিরে যেতে পারবেন না, কখনও না।... এখন তিনি প্রায়ই ভাবেন তাঁর স্ত্রী একাতেরিনার কথা। মনে পড়ে তাঁদের স্বল্পকালের সাক্ষাৎ, শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তর্কবিতর্ক। বেচারি একাতেরিনা... সামান্য এক টুকরো খবরও যদি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত! তাঁর শেষ দিনগুলি তা তাহলে রঙিন হয়ে উঠত। রিখার্ড জানতেন না যে একাতেরিনা আর নেই: ১৯৪৩ সনের ৪ আগস্ট ক্রাস্নয়ার্স্কে এক দুর্ঘটনার ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। একথা রিখার্ড কখনই জানতে পারলেন না।

রিখার্ডের মা নিনা সেমিওনভ্‌না ১৯৫২ সন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর দাদা গেরমানের মৃত্যু হয় ১৯৪৮ সনে। মেজো ভাই ভিল্‌হেল্ম নিখোঁজ। তাঁর দুই সংবোন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

বড় বড় বিপ্লবী উৎসবের প্রাক্কালে 'র‍্যামজে' সব সময় মস্কোয় কমরেডদের অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাতেন। মাতৃভূমি থেকে দূরে তিনি অধীর আগ্রহে এই উৎসবগুলির প্রতীক্ষায় থাকতেন, কেননা এই সব উৎসব সোভিয়েত রাষ্ট্রের ইতিহাসে কোন এক নতুন সন্ধিক্ষণের সূচনা করত। ১ মে ও ৭ নভেম্বর সচরাচর ক্লাউজেনের বাড়িতে ওঁরা মিলতেন — সেখানে তৈরি থাকত সুস্বাদু রুশী খানা; মনে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে অতিবাহিত দিনগুলি, সেই অতীত জীবন যেন সামনে এসে দাঁড়াল।

জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগ ও আইনমন্ত্রীর পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না: ঠিক ৭ নভেম্বর তারিখটিকেই তারা মৃত্যুদণ্ডের দিন স্থির করল।

১৯৪৪ সনের ৭ নভেম্বরের সেই সকালে জোর্গে প্রফুল্ল বোধ করছিলেন, তিনি জানতেন না যে মৃত্যুর আর গোনাগুনতি মিনিট বাকি আছে।

জল্লাদরা প্রথমে ওজাকির শাস্তিবিধানের সংকল্প গ্রহণ করল।

নয়টায় ওজাকির সেল্‌-এ কারারক্ষীদের আগমন ঘটল। কারাধ্যক্ষ ইচিজিমা প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তিকে তার নাম, পদবী, বয়স ও পূর্বতন ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। তারপর ঘোষণা করল যে আইনমন্ত্রীর হুকুমে ওজাকির মৃত্যুদণ্ড এখনই কার্যকরী হবে। ইচিজিমা ছিল অভিজ্ঞ জেলার। সে জানত, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন কোন লোক এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শোনার পর কী রকম আচরণ করে: উন্মত্তের মতো, অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যও প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখার জন্য কাকুতি-মিনতি করে। এই 'বিপজ্জনক কমিউনিস্টটি' কী রকম আচরণ করে কে জানে?

ওজাকির মুখের কোন পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটল না। তিনি শান্তভাবে পোস্টকার্ড তুলে নিয়ে লিখলেন: 'আমি কাপুরুষ নই, মৃত্যুকে ভয় করি না।' অনুরোধ করলেন, চিঠিটা যেন তাঁর স্ত্রীকে দেওয়া হয়। তারপর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে নিলেন, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: 'আমি তৈরি।' জল্লাদেরা হাতকড়া পরিয়ে দিল।

তাঁকে জেলখানার প্রাঙ্গণ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা এক কংক্রিটের ঘরে। ওজাকি যখন সেই ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি তাঁর সামনে দেখতে পেলেন বেদিতে আসীন বুদ্ধমূর্তি। বৌদ্ধপূজারী মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তকে আমন্ত্রণ জানালেন চা, সাকে পানের, কিন্তু ওজাকি সে 'আমন্ত্রণ' প্রত্যাখ্যান করলেন।

ওজাকি সকলকে ধন্যবাদ জানালেন, আরও একবার বললেন: 'আমি তৈরি।' বেদি পরিক্রমা করার পর তিনি এসে পৌঁছুলেন এক ফাঁকা ঘরে। ঘরে কোন জানলা নেই, মাঝখানে ফাঁসিকাঠ। পায়ের নীচে পাটাতন। ওজাকির চোখে কালো চশমা পরিয়ে দেওয়া হল। 'আমি জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করছি!' তিনি চেঁচিয়ে বললেন।

৯·৩৩-এ পাটাতন ফাঁক হয়ে গেল।

ওজাকি হোজুমি প্রাণ দিলেন। তাঁর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশও হয় নি।

...জল্লাদদের সঙ্গে কারাধ্যক্ষ যখন সেল্‌-এ প্রবেশ করল তখন রিখার্ড জোর্গে বুঝতে পারলেন যে তাঁর সময় ঘনিয়ে এসেছে।

'আজ আপনাদের উৎসব,' ইচিজিমা বলল। 'আশা করি আপনি শান্তিতে মারা যাবেন।' এই বলে সে কণ্ঠা ছুঁয়ে দেখাল। জল্লাদেরা হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু জোর্গের কঠোর দৃষ্টির সামনে তারা সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে

গেল। ইচিজিমা জিজ্ঞেস করল, জোর্গে তাঁর অন্তিম নির্দেশের সঙ্গে আর কিছু যোগ করবেন কিনা।

'আমার অন্তিম নির্দেশ আমি যেমন লিখেছি তেমনই থাকবে!'

তখন কারাধ্যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার আর কিছু বলার আছে কি?'

'হ্যাঁ, আছে। আপনি ঠিকই বলেছেন, কারাধ্যক্ষমশাই: আজ আমার উৎসব। বড় উৎসব — অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ২৭ বছর পূর্তির উৎসব। আমি আমার অন্তিম নির্দেশে কয়েকটা শব্দ যোগ করতে চাই। জীবিতদের জানিয়ে দেবেন: জোর্গে এই কথা মুখে নিয়ে মরেছে — সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, লালফৌজ জিন্দাবাদ!'

এর পর জোর্গে কারাগারের যাজকের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন:

'আপনার অনুগ্রহের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে না। আমি তৈরি।'

দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি কারাগারের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গেলেন। কংক্রিটের ঘরে পৌঁছে তিনি বেদির সামনে দাঁড়ালেন না, সোজা ফাঁসিঘরে চলে গেলেন, পাটাতনের ওপর এসে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই গলায় ফাঁস পরালেন।

১০·২০ মিনিটে পাটাতন ফাঁক হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে মাক্স ক্লাউজেন বলেন, 'আরও একজন জাপানী কমরেড সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। তিনি আমার সঙ্গেই জেলে ছিলেন। তাঁর পদবী আমি সঠিক মনে করতে পারছি না — খুব সম্ভব, সুজুকি। যাই হোক না কেন, যে ওয়ার্ডার আমার বন্দীদশার গোটা পর্বে সময় সময় আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলত এবং আমাকে যুদ্ধের খবরাখবর দিত তারই মারফত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ আমার ঘটে।... তিনি বলেন যে রিখার্ডের ফাঁসি হয় ১৯৪৪ সনের ৭ নভেম্বর এবং প্রাণদণ্ডের আগে তিনি রীতিমতো পৌরুষের পরিচয় দেন, তিনি জাপানী ভাষায় চেঁচিয়ে বলেন: 'লালফৌজ জিন্দাবাদ, সোভিয়েত ইউনিয়ন জিন্দাবাদ!'

চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তদন্তের বিবরণী থেকে জানা যায়: জোর্গের হৃদযন্ত্রের শক্তি ছিল প্রবল — ফাঁসিকাঠ থেকে নামানোর পরও পুরো ৮ মিনিট তার স্পন্দন ছিল।

উপসংহার

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচ্ সুগামোতে ছিলেন ১৯৪৪ সনের জুলাই মাস পর্যন্ত। হঠাৎ ইওসিকো তাঁর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পেলেন। তিনি তিন বছরের ছেলে হিরোসিকে নিয়ে জেলখানায় গেলেন। মাত্র কয়েক মিনিটের সাক্ষাৎকার। তাঁদের মাঝখানে গরাদে। ব্রাঙ্কো ছেলের দিকে দুহাত বাড়ালেন। পাহারাদার মুখ ফিরিয়ে নিল। কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল জোরে, অবশ্যই জাপানী ভাষায়। ব্রাঙ্কোর চেহারা শোচনীয়। তিনি প্রায় পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছেন, বললেই চলে, দেহ অস্থিচর্মসার। কিন্তু স্বভাবসুলভ স্ফূর্তি তখনও তাঁর বজায় ছিল, হাসিঠাট্টা করলেন, নৈরাশ্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। ইওসিকো বুঝতে পারছিলেন কোন খবরে তাঁর বেশি আগ্রহ। তিনি ইংরেজীতে বললেন, 'সোভিয়েত বাহিনী জার্মান সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'

সময় ফুরিয়ে গেল। এটা ছিল তাঁদের শেষ সাক্ষাৎকার। অচিরেই ভুকেলিচ্‌কে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের জন্য পাঠানো হল আবাসিরিতে (হোক্‌কাইডো দ্বীপের উত্তরাংশ)। হোক্‌কাইডো ভয়াবহ অঞ্চল। সিজুওকির আশেপাশে যখন চায়ের ফলন হয়, ক্যামেলিয়া ফুল ফোটে সেই সময় হোক্‌কাইডোয় চলে ভয়ঙ্কর তুষার ঘূর্ণি। শীতকালে এখানে তাপমাত্রা শূন্যাঙ্কের চল্লিশ ডিগ্রী নীচে। জাপানে আবাসিরি কারাগারের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কোন কারাগার নেই।

জোর্গে ও ওজাকির চেয়ে ব্রাঙ্কো মাত্র দু' মাস বেশি বাঁচেন। আবাসিরিতে অন্য অনেকের ভাগ্যে যা ঘটে তাঁর ভাগ্যেও তা-ই ঘটল: দেহের ঝিল্লিতে নিউমোনিয়া ধরল।

১৯৪৫ সনের ১৩ জানুয়ারি চল্লিশ বছর বয়সে ব্রাঙ্কোর মৃত্যু হয়। যন্ত্রণাভোগের পর তাঁর ওজন দাঁড়ায় মাত্র বত্রিশ কিলোগ্রাম। স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ইওসিকো তাড়াতাড়ি হোক্‌কাইডোয় যান। কিন্তু তাঁকে কবরের জায়গা পর্যন্ত দেখানো হল না। জেলকর্মচারীদের কথায়, এখানে প্রচুর লোক মারা যায়, সকলের কবর মনে রাখা সম্ভব নয়।...

মাক্‌স ক্লাউজেন ও আন্নার ভাগ্যটা হল একটু অন্য ধরনের। ১৯৪৪ সনে চূড়ান্তভাবে দণ্ড নির্দিষ্ট হওয়ার পর মাক্‌সকে ফৌজদারি অপরাধীদের বিভাগে স্থানান্তরিত করা হল, সেখানে জাপানী কমিউনিস্টরাও ছিলেন।

১৯৪৫ সনের ১০ মার্চ টোকিও মার্কিন বিমানবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হল। শহরের অর্ধেক পুড়ে ছাই হয়ে গেল, কারারক্ষীরা তাদের দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিল। সে দিন বন্দী সমেত বহু জেলখানা পুড়ে যায়। ২৬ মার্চ পর্যন্ত বিমান আক্রমণ চলল। মার্কিন বোমারু বিমানের শেষ বাহিনীটি সুগামো কারাগারের কাছে বোমা ফেলে। কাঠের ঘরবাড়িগুলিতে আগুন ধরে গেল। মাক্স লিখলেন: 'কাঠের জ্বলন্ত টুকরো বাতাসে চতুর্দিকে উড়ে উড়ে পড়তে থাকে, আমার সেল্-এও পড়ল, ফলে সঙ্গে সঙ্গে মাদুর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আমার সেল্-এর দরজা বন্ধ ছিল, অথচ অন্যান্য বন্দীদের সেল্-এর দরজা খোলা ছিল, যাতে প্রয়োজন হলে তারা বেরিয়ে পড়তে পারে। আমাকে সব সময় আগুন নেভানো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়।'

পর দিন মাক্সকে স্থানান্তরিত করা হল আকিতা জেলে।

আন্না ক্লাউজেনের অবস্থা হল আরও শোচনীয়। দণ্ডাজ্ঞালাভের দুমাস পর তাঁকে সুগামো থেকে তোচিগি জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে বন্দীদের রাখা হত মাটির ঘরে, বৃষ্টির সময় ঘরগুলি জলে থৈ থৈ করত। করিডরে পাম্প থাকত, বন্দীরা তার সাহায্যে জল ছেঁচত। জেলখানায় ছয়শ জনের বেশি মহিলা ছিল, তাদের মধ্যে দুশ সত্তরজন রাজবন্দী। বন্দীদের দিনে সতেরো ঘণ্টা ধরে সেনাবাহিনীর জন্য গোলাবারুদ প্রস্তুতের কাজে লাগানো হত। ভালোমতো খাবার দেওয়া হত না। অর্ধাহারে, ক্ষয়রোগে ও অন্যান্য রোগে মৃত্যু স্বাভাবিক ঘটনারূপে গণ্য হত।

কিন্তু সোভিয়েত গুপ্তবাহিনীর দুই কর্মী সমস্ত যন্ত্রণা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও অটল থাকেন।

লালফৌজের কাছে কোয়ান্টুং বাহিনী পরাস্ত হওয়ার পর এবং জাপানের আত্মসমর্পণের পর ক্লাউজেনদের মুক্ত করা হয়। চিকিৎসকরা মাক্সের যকৃতে স্ফোটকের সন্ধান পায়, মাক্স সোভিয়েত প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান তাঁকে যেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েক ঘণ্টা বাদে ক্লাউজেনদের বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। ভ্লাদিভস্তকে মাক্সের যকৃতে অস্ত্রোপচার করা হল।

এর পর তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল মস্কো।

মাক্স বরাবরই মনে করতেন, তাঁর সমগ্র কার্যকলাপের উদ্দেশ্য কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নকে রক্ষা করাই নয়, ফ্যাসিবাদের বিনাশসাধন এবং খোদ

জার্মানিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও বটে। টোকিওতে তিনি নতুন, সমাজতান্ত্রিক জার্মানির জন্যই সংগ্রাম করেন। গুপ্তবাহিনীতে নিজের কার্যকলাপের ফলাফল নির্ণয় প্রসঙ্গে তিনি গর্ব করে বলতে পারেন: 'আমি গুপ্তচর হয়েছিলাম এই কারণে যে ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদকে ঘৃণা করতাম, নিজের মাতৃভূমি জার্মানিকে গভীরভাবে ভালোবাসতাম। সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য আমার যে কাজ তা আমার কাছে প্রিয় জার্মানির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামও বটে।'

১৯৪৬ সনে ক্লাউজেনরা মাক্সের জন্মভূমি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে চলে আসেন।

এখানে দুজনেই জার্মানির ঐক্যবদ্ধ সমাজতান্ত্রিক পার্টির সদস্য হন। কিছুকাল পরে মাক্স বার্লিনের শিপ-ইয়ার্ডে কর্মিদলের প্রশিক্ষকের কাজ নিলেন। মাক্স ও আন্না বহুকাল হল শান্তিপূর্ণ জীবনের যে আকুল স্বপ্ন দেখে এসেছিলেন তাঁদের জীবনে সে দিন এলো।

সোভিয়েত সরকার গুপ্তবাহিনীর নির্ভীক কর্মী রিখার্ড জোর্গের সহযোদ্ধাদের কৃতিত্বের উচ্চ সমাদর করে: ১৯৬৫ সনের ১৯ জানুয়ারি মাক্স ক্লাউজেন 'রক্ত পতাকা' অর্ডারে ভূষিত হন, আন্না ক্লাউজেনকে অর্পণ করা হয় 'লাল তারকা' অর্ডার।

পুরস্কারের সংবাদ জানতে পেয়ে মাক্স বলেন:

'প্রিয় বন্ধুগণ! আমরা শুনে আনন্দিত ও গর্বিত হলাম যে ডক্টর রিখার্ড জোর্গের গুপ্তকর্মিসংস্থার সদস্যভুক্ত থাকা অবস্থায় টোকিওতে আমাদের কার্যকলাপের জন্য সোভিয়েত সরকার আমাদের সামরিক অর্ডারে ভূষিত করেছে। প্রাতঃস্মরণীয় রিখার্ডের সঙ্গে মিলে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। আমরা সুখী এই জন্য যে আমাদের কাজ বিজয়ের ক্ষেত্রে যোগ্য অবদান হয়েছে।'

জাতীয় সেনাদলের স্বার্থে বিশিষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী মাক্স ও আন্নাকে স্বর্ণপদক অর্পণ করেন।

১৯৬৫ সনের ২৯ জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের স্ত্রী ও পুত্র — ইওসিকো ইয়ামাসাকি ও হিরোসি ইয়ামাসাকিকে বীরের মরণোত্তর পুরস্কার — পিতৃভূমির যুদ্ধের প্রথম শ্রেণীর অর্ডার প্রদান করেন।

ইওসিকো ও হিরোসি ইয়ামাসাকির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সুযোগ আমাদের ঘটে। পাতলা, ছোটখাটো গড়নের, অনাড়ম্বর পোশাক পরনে এই মহিলা চাপাস্বরে ধীরে ধীরে জীবন্ত ব্রাঙ্কো সম্পর্কে আমাদের বলেন। তিনি বাস করেন টোকিওতে।

তিনি বলেন, 'জেলখানা থেকে ব্রাঙ্কোর লেখা ১৫৯টি চিঠি আমার কাছে আছে। আমার বিয়ে হয় ১৯৪০ সনের ২৬ জানুয়ারি, ব্রাঙ্কো আর আমি একসঙ্গে বাস করি মোটে বিশ মাস। তাঁর মৃত্যুর পর আমি এত বেশি শোকার্ত হয়ে পড়ি যে আত্মহত্যা করব বলে মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু তারপর তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের একমাত্র পুত্রের শিক্ষাদীক্ষার কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিলাম। আমি চাই সে যেন তার বাপের মতোই হয়: সৎ, আন্তরিক, সহৃদয়, বুদ্ধিমান, সাহসী।

'জোর্গের কাজ জাপানে সঠিক মূল্য পেতে লাগল, যখন লোকে বুঝতে পারল কিসের জন্য তিনি সংগ্রাম করেন। আমার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে যখন মনে পড়ে স্বামীর সেই কথাগুলি: 'আমরা শান্তির জন্য সংগ্রাম করছি। আমাদের এখন চেষ্টা হল যাতে জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ না হয়।' আমি কোন রকম ইতস্তত না করে এই শপথ নিই যে সর্বতোভাবে তাঁর অনুসরণ করব। আপনারা জিজ্ঞেস করছেন আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের দিন কোনটি? সেই দিনটি আমার বেশ মনে আছে। ব্রাঙ্কো সন্ধ্যায় ফিরে এসে আমাকে বলল: 'আমাদের বিয়ে সরকারীভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের সোভিয়েত বন্ধুরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে!' ফাশিস্তরা যখন যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করে তখন ব্রাঙ্কো মাতৃভূমিতে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে গেরিলা যুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিল।'

হিরোসি পড়াশুনা করেন তাঁর পিতার মাতৃভূমিতে — যুগোস্লাভিয়ায়, বেল্‌গ্রেড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে। এর আগে তিনি পড়াশুনা করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিদ্যা অনুষদের অর্থনীতি বিভাগে। হিরোসির যুগোস্লাভ নাম আছে: বেল্‌গ্রেডে তিনি পরিচিত লাভোস্লাভ্ নামে। মা ও ছেলে ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের আত্মীয়দের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন। বর্তমানে হিরোসি বিবাহিত, বাস করেন বেল্‌গ্রেডে।

...মৃত্যুদণ্ডের পর রিখার্ড জোর্গেকে গোপনে টোকিওর জাসি গাতানি কবরখানায় সমাধিস্থ করা হয়। কবরখানাটির খ্যাতি এই কারণে যে এখানে শত শত ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামী চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। জোর্গে যে

বাড়িতে বাস করতেন, সেটি পুলিশ পুড়িয়ে দেয়: সোভিয়েত গুপ্তচরকে মনে করার মতো কোন চিহ্নই যেন না থাকে! যুদ্ধের পর জোর্গের বন্ধুবান্ধবরা তাঁর দেহাবশেষের জন্য প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেন। তাঁর দেহাবশেষের সন্ধান মেলে একটি গণসমাধিতে। 'র‍্যামজেকে' সনাক্ত করা হয় সোনা বাঁধানো দাঁত আর বিরাট বুটজোড়া দেখে; অন্যান্য চিহ্নও ছিল: যেমন সকলেরই জানা ছিল যে জোর্গের একটা পা অন্যটির তুলনায় সামান্য খাটো — বহুকালের গুরুতর আঘাতের পরিণাম। যুদ্ধের পর জোর্গের দেহভস্ম তামা কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

১৯৫৬ সনে, অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের বারো বছর পরে জোর্গের সমাধির উপর বন্ধুরা স্মরণিক স্থাপন করেন — গ্রানিট পাথরের টুকরো, তার ওপর লেখা আছে:

'রিখার্ড জোর্গে
১৮৯৫-১৯৪৪'

পাথরের টুকরোর অন্য পিঠে খোদাই করা আছে এই কথাগুলি:

'এখানে চিরশান্তি লাভ করছেন এমন এক বীর যিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, বিশ্ব শান্তির জন্য সংগ্রামে তাঁর সমগ্র জীবন অর্পণ করেন। জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৫ সনে বাকুতে, জাপানে আগমন করেন ১৯৩৩ সনে, গ্রেপ্তার হন ১৯৪১ সনে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন ১৯৪৪ সনের ৭ নভেম্বর।'

কয়েক বছর আগে টোকিওর তামা সমাধিক্ষেত্রে রিখার্ড জোর্গের সমাধির উপর আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন প্রস্তরফলক স্থাপিত হয়। চৌকোনা কালো গ্রানিট পাথরের ওপর খোদাই করা আছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাবের প্রতীকস্বরূপ তারকা আর রুশ, জার্মান ও জাপানী — এই তিন ভাষায় লেখা আছে: 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর রিখার্ড জোর্গে', সেই সঙ্গে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ।

সমাধিশিলা স্থাপিত হয় জাপানের জোর্গে স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে।

সোভিয়েত গুপ্তবাহিনীর কর্মীর সমাধির ওপর সব সময় ফুল আর ফুল: ফুল নিয়ে আসে জাপানের সাধারণ লোকজন, ছাত্ররা, জোর্গের বন্ধুবান্ধব। তাঁর স্মৃতি জাপানে রক্ষিত আছে।

জোর্গের সমাধির পাশে — ওজাকি, ভুকেলিচ্ ও মিয়াগির নামে স্মারকস্তম্ভ।

ওজাকির স্ত্রী এইকোর (হিদেকো) মৃত্যু হয় ১৯৭২ সনের মে মাসে। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দীর সেল্ থেকে ওজাকি তাঁর স্ত্রীকে যে-সমস্ত পত্র লেখেন, তার সঙ্কলন কয়েক বছর আগে জাপানে প্রকাশিত হয়।

সম্প্রতি ওজাকির কন্যা ইওকো আমাদের 'অধোগামী তারাসম প্রেম' নামে ঐ পত্র সংকলনটি এবং সেই সঙ্গে একটি পত্র পাঠান। পত্র থেকে জানা যায় যে তাঁর জীবন সুখের হয়েছে। আজ বহু বছর হল তিনি ইয়োকোহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা, দুজনেই বয়স্ক, স্নাতক শ্রেণীতে পড়াশুনা করেন।

ব্রাঙ্কো ভুকেলিচের ভাই স্লাভোমির স্পেনের গৃহযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাবর্তন করেন। রেডিও ইঞ্জিনিয়রের কাজ করেন। ১৯৪০ সনের আগস্টে ইনফ্লুয়েঞ্জায় তাঁর মৃত্যু হয়, তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় মস্কোয়। তাঁর স্ত্রী এভ্গেনিয়া ভুকেলিচ্-মারকভিচ্ এবং দুই কন্যা জোরা ও মাইয়া পিতৃভূমির যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এভ্গেনিয়া কাজ করতেন সামরিক হাসপাতালে। যুদ্ধের পর স্ভের্দলভ্স্ক শিক্ষক-শিক্ষণ ইনস্টিটিউটে তিনি ফরাসী ভাষার শিক্ষকতা করতেন। বর্তমানে পেনশনভোগিনী, বাস করেন স্ভের্দলভ্স্কে। জোরা — শক্তিবিজ্ঞানের ইঞ্জিনিয়র। মাইয়া নির্মাণ-প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট শেষ করেন।

ব্রাঙ্কো ও স্লাভ্কোর মা — ভিল্মা ভুকেলিচ্ লেখিকা হিশেবে নাম করেছিলেন। তিনি ব্রাঙ্কো ও স্লাভ্কোর সমকালীনদের সম্পর্কে, যুবসম্প্রদায় সম্পর্কে উপন্যাস লেখেন। নিদারুণ পুত্রশোক তাঁকে ভোগ করতে হয়। ব্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর ভিল্মা যে উপাখ্যান রচনা করেন তার প্রধান চরিত্রে দুই পুত্রের চরিত্রের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

১৯৫৬ সনে জাগ্রেবে ভিল্মা ভুকেলিচের মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধিশিলায় তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী দুই পুত্র ব্রাঙ্কো ও স্লাভ্কোর নাম এবং তাঁদের মৃত্যুর তারিখ খোদিত হয়।

সোভিয়েত গুপ্তবাহিনীর কর্মীদের অমর কীর্তি বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে। কিন্তু কীর্তির সঠিক পরিচয় লোকে যে সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারে তা নয়। জাপানে জোর্গের সংস্থা সংক্রান্ত মামলার শুনানি নিয়ে লেখা হত না, কেবল ১৯৪২ সনের মে মাসে সংবাদপত্রে সংক্ষেপে তার উল্লেখ দেখা যায়। সংবাদে জাপানী প্রতিগুপ্তচর বিভাগ আরও একবার লোকসমক্ষে অপরাধজনক 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তিতে' তার অংশগ্রহণের যুক্তিযুক্ততা

প্রমাণের উদ্দেশ্যে জাপানের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিণ্টার্ণের সঙ্গে জোর্গের সংস্থার সদস্যদের জড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু তদন্তের মালমসলা থেকে কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংস্থার যোগাযোগ ও জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সংযোগ সম্পর্কে বানানো কথার স্বরূপ আর বুঝতে বাকি থাকে না। মামলার কোন কোন দলিলের মূল ১৯৪৪ সনে আইনমন্ত্রণালয়ে অগ্নিকাণ্ড সংঘটনের সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সংস্থার মামলা সংক্রান্ত অতি গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় দলিলপত্র ১৯৪৫ সনে মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের হাতে আসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূর প্রাচ্য সেনাদপ্তরের গুপ্তচর বিভাগ দলিলপত্র হস্তগত করার পর বেশ কয়েক বছর ধরে সেগুলি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান চালায়; সোভিয়েত গুপ্তচর বিভাগের গোপন রহস্য আবিষ্কার করা, জোর্গে ও তাঁর সঙ্গীদের কার্যকলাপের মূল প্রেরণা জানাই ছিল সে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য।

রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেল না। সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচর বিভাগসমূহের কর্মীরা দুর্নীতিগ্রস্ত লোকজন, ঘাতক ও অন্তর্ঘাতকদের উপর ভরসা করে কাজ চালাতে অভ্যস্ত, তাই জোর্গে ও তাঁর কমরেডদের নিঃস্বার্থপরতায়, তাঁদের পৌরুষে ও আত্মত্যাগে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মুগ্ধতার ভান করা ছাড়া আর কোন উপায় রইল না: 'ইতিহাসে সম্ভবত এত দুঃসাহসী ও এত সাফল্যজনক সংস্থা আর ছিল না।'

জোর্গে ও তাঁর সহসংগ্রামীরা কখনও বলপ্রয়োগ, ব্ল্যাকমেল, উৎকোচ ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের এবং সাম্রাজ্যবাদী গুপ্তচরমহলে প্রচলিত অন্যান্য কুখ্যাত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রয়োগ করেছেন বিশ্লেষণী বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনী ক্ষমতা, উদ্ভাবনী কৌশল, দৃঢ় শৃঙ্খলা ও গোপন ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত পদ্ধতি।

সংস্থার পরিচালনায় যিনি ছিলেন তিনি রহস্যময়, ভীতিজনক কেউ নন, তিনি হলেন চিন্তাবিদ, কমিউনিস্ট পার্টি ও মাতৃভূমির একনিষ্ঠ অনুরাগী এক মানুষ, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, বিশ্বশান্তির জন্য নিঃশঙ্ক সংগ্রামী, যথার্থ মানবতাবাদী, অপূর্ব কূটনীতিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিবিদ, ব্যাপক অর্থে সমাজকর্মী। এই কারণেই রিখার্ড জোর্গে হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁর জনগণের, সমগ্র বিশ্বের প্রগতিশীল মানবজাতির সেবায় নিঃস্বার্থপরতার ও নির্ভীকতার প্রতীক।

জোর্গের সংস্থা যুদ্ধের উস্কানিদাতাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম

পরিচালনা করে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে রক্ষা করে। এখানেই তার কীর্তির মহত্ত্ব। জোর্গে তাঁর চারপাশে জড় করেন খাঁটি মানবতাবাদীদের, ফ্যাসিবাদ ও সমরবাদের বিরোধী অভিজ্ঞ সংগ্রামীদের। সোভিয়েত ইউনিয়ন রক্ষার কাজ জাপানী দেশপ্রেমীদের কর্তব্যও হয়ে পড়ে।

বুর্জোয়া ইতিহাসরচয়িতা ও লেখকেরা, নানা রকমের মিথ্যা কাহিনীকাররা রিখার্ড জোর্গের কীর্তির কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যকর সোরগোল তুলে দিল। সারা দুনিয়ার গুপ্তচরবৃত্তির ইতিহাসে নজিরহীন ঘটনা! স্বল্প সময়ের মধ্যে বইয়ের বাজার এমন সব চাঞ্চল্যকর ডিটেকটিভ বইপত্রে ছেয়ে গেল যেখানে জোর্গের চরিত্রকে বিকৃত করে দেখানো হয়েছে— তাঁকে চেনারই উপায় নই।

বাস্তবের প্রতি মিথ্যা কাহিনীকারদের আগ্রহ বড়ই কম ছিল। তাদের একজন জোর্গের বৃত্তান্তকে কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানোর সঙ্কল্প গ্রহণ করে। সোভিয়েত গুপ্তবাহিনীর নির্ভীক কর্মীটিকে এখানে যেভাবে দেখানো হয়েছে তা মোটেই তাঁর সহজাত চরিত্র নয় — তিনি যেন এক রক্তপিপাসু দুর্বৃত্ত, নিষ্কর্মার ধাড়ি ও ডন জুয়ান মার্কা লোক, ব্ল্যাকমেল, বলপ্রয়োগ আর উৎকোচের সাহায্যে অন্যদের তাঁর হয়ে কাজ করতে বাধ্য করেছেন। সাদামাঠা বটতলা-মার্কা গোয়েন্দা সাহিত্যও বাজারে চালু হয়: রোমহর্ষক ঘটনা ও প্রেম-অভিসারের ছড়াছড়ি, সেফ্ ভাঙা, অপহরণ আর বিশ্বাসঘাতকতা।

অত্যুৎসাহী কেউ কেউ আবার অন্য পন্থা অবলম্বন করল: পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের ভূমিকাকে ছোট করে দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা জোর্গের কীর্তিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে তাঁকে পরিণত করল এক নিঃসঙ্গ বীরচরিত্রে, প্রায় সোভিয়েত জনগণের ত্রাণকর্তায়। এই ধারার মিথ্যাশ্রয়ীরা জোর্গেকে প্রশংসা করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য দেখাল না, তারা তাঁকে শতাব্দীর গুপ্তচর, মতাদর্শবাদী গুপ্তচর, মতান্ধ গুপ্তচর— এই রকম নানা আখ্যায় ভূষিত করল।

রিখার্ড জোর্গে নিজে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সামনে তাঁর সংস্থার কৃতিত্ব নিরূপণে রীতিমতো বিনয় প্রকাশ করেন। জোর্গে ছিলেন দ্বন্দ্বতত্ত্বে অগাধ পণ্ডিত, খাঁটি কমিউনিস্ট, তাই তাঁর জানা ছিল যে ইতিহাস কোন ব্যক্তিবিশেষ সৃষ্টি করে না, তা সৃষ্টি করে জনগণ। সময়মতো তথ্যসরবরাহ, সতর্কীকরণ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যুদ্ধের

প্রাণবলির সংখ্যা হ্রাস করতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল শেষ পর্যন্ত নির্ণয় করে জনগণের সাংগঠনিক শক্তি, দেশের নৈতিক ও সামরিক শক্তি সম্ভাবনা। জোর্গে যে সমস্ত সংবাদ 'কেন্দ্রে' পাঠাতেন সেগুলির সক্রিয় তাৎপর্য ছিল: এই তথ্যসরবরাহের কল্যাণে জার্মান-জাপ সম্পর্ক কী ভাবে বিকশিত হচ্ছে, কোন দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপদ সবচেয়ে বেশি — সে সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার সব সময় ওয়াকিবহাল থাকত। এই উদ্দেশ্যে জোর্গের সংস্থা যা যা করেছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। কিন্তু জোর্গের বিবেচনায় তাঁর সংগৃহীত সমাচার সোভিয়েত গুপ্তকর্মিবাহিনীর সম্মিলিত সঞ্চয়-ভান্ডারে একটি অংশ মাত্র। সেই অংশ বড় না ছোট তার বিচার তিনি করতে পারেন নি; নিজেকে তিনি গণ্য করতেন সামরিক গুপ্তবাহিনীর এক সাধারণ কর্মীরূপে।

রিখার্ড জোর্গে ও তাঁর কমরেডদের কৃতিত্বকে বড় করে দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। তার তাৎপর্য অমনিতেই পরিষ্কার।

যে দেশে তিনি ইতিপূর্বে কখনও আসেন নি, এমন এক দেশে উপস্থিত হয়ে, বিদেশীদের প্রতি জাপানী পুলিশের ঘোরতর সন্দেহের মনোভাব সত্ত্বেও, অনবরত তাদের নজরের মধ্যে থেকে, জার্মান দূতাবাসে অধিষ্ঠিত গেস্টাপো কর্মচারীদের নাকের ডগায়ই তিনি সাফল্যজনক গুপ্তকর্মের জাল বিস্তার করেন, জাপান ও জার্মানির 'মাথাগুলিকে' নিজের সংস্থার কাজে লাগান, ঐ দেশগুলির জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র হৃদয়ঙ্গম করেন। এলাকাগত বিচারে সংস্থার অবস্থান জাপানে হলেও তার কার্যকলাপের মূল লক্ষ্য ছিল ফাশিস্ত জার্মানির বিরোধিতা। জাপান সংক্রান্ত তথ্যের চরিত্র ছিল নিবর্তনমূলক: জার্মান-জাপ সম্পর্ক কী ভাবে বিকাশ লাভ করছে এবং এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর প্রাচ্যের সীমান্তে সমরবাদী জাপানের আক্রমণের বিপদ আছে কিনা জোর্গে সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন।

জাপানের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা জোর্গের সংস্থার কার্যকলাপের বাস্তব, ন্যায়সঙ্গত মূল্যায়ন করেন। আধুনিক জাপানী ইতিহাসবিদ ফুজিওয়ারা আকিরা লেখেন: 'তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিস্থিতিতে জোর্গে ও তাঁর কমরেডরা দুরূহতম এক সমস্যার সমাধান করেন — তা হল বাস্তবক্ষেত্রে শান্তি সংগ্রামের প্রয়োগ; তাঁরা অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যে কার্যকলাপে আত্মসমর্পণ করেন তা মানবজাতির স্বার্থের পক্ষে সর্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত' (জাপানী ইতিহাস-পত্রিকা 'রেকিসিগাকু কেন্কিউ', সংখ্যা ৪, ১৯৬৩)।

জাপানে জোর্গে ও তাঁর সহসংগ্রামীদের কীর্তির প্রতি আগ্রহ বিপুল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হচ্ছে না। টোকিওয় ১৯৬২ সনে জোর্গের সংস্থা সংক্রান্ত মামলার মূল উপকরণ সংবলিত তিন খণ্ডের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে; ওজাকির ভাই — হোজুকি তাঁদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন; পত্রপত্রিকায় ওজাকি ও মিয়াগির ঘনিষ্ঠ পরিচিত লোকজনের এবং ভুকেলিচের স্ত্রী ইওসিকো ইয়ামাসাকির স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়; ওজাকি হোজুমির মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ 'অধোগামী তারাসম প্রেম' অসংখ্য কপিতে পুনর্মুদ্রিত হয়ে থাকে।

সর্বসাধারণের কাজে — সমগ্র মানবজাতির শত্রু — জার্মান ফ্যাসিবাদের পরাভবে জোর্গের সংস্থা নিজের সাধ্যমতো অবদান রেখেছে।

এই কারণেই দুনিয়ার কোন প্রান্তেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জোর্গে ও তাঁর কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ হ্রাস পাচ্ছে না।

মরণের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে গুপ্তব্যাহিনীর এই নির্ভীক কর্মীটি চেষ্টা করেন একটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে: 'কেন আমি কমিউনিস্ট হলাম?' সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি তিনি আমাদের জানাতে চেয়েছিলেন, জানাতে চেয়েছিলেন জগতের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষকে তা হল এই যে জোর্গে কমিউনিস্ট ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কমিউনিস্ট রয়ে গেছেন! তিনি মৃত্যুবরণ করেন পরম আদর্শের জন্য। তাঁকে দীক্ষা দেয় কমিউনিস্ট পার্টি, তিনি ছিলেন পার্টির সন্তান, নিজের সমস্ত কাজ তিনি বিচার করতেন পার্টির কর্তব্যরূপে। ব্যক্তিগত সুখ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার সমস্ত আনন্দ, বিজ্ঞানীর বৃহৎ কর্মজীবন — সবই, এমনকি জীবনও তিনি বিসর্জন করেন। মাতৃভূমির সেবা — এর চেয়ে বড় সুখ আর তাঁর জানা ছিল না!

১৯৬৪ সনের ৫ নভেম্বর রিখার্ড জোর্গে মরণোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব লাভ করেন। আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্ট, উদগ্র ফ্যাসিবিরোধী ও শান্তিসংগ্রামী — সোভিয়েত গুপ্তকর্মী রিখার্ড জোর্গেকে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ পরম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

রিখার্ড জোর্গের জীবন ও কার্যকলাপের প্রধান প্রধান সন-তারিখ

১৮৯৫, ৪ অক্টোবর — আজারবাইজানের সাবুণ্চি গ্রামে রিখার্ড জোর্গের জন্ম।

১৮৯৮ — জোর্গে পরিবারের জার্মানিতে বাসবদল।

১৯০১ — বার্লিনের উপকণ্ঠে কারিগরি উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি।

১৯১৪ — রিখার্ড জোর্গের স্বেচ্ছায় ফ্রন্টে যোগদান।

১৯১৫ — প্রথম জখম। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগে ভর্তি। পূর্ব ফ্রন্টে গমন।

১৯১৮ — সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত হয়ে কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিবিজ্ঞান বিভাগে প্রবেশ। জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টিতে যোগদান।

৩-৪ — নভেম্বর — কীল-এ নাবিকদের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ।

১৯১৯ — হাম্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা। ১৫ অক্টোবর জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। হাম্‌বুর্গের কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের উপদেষ্টা।

১৯২০ — আখেন-এ উচ্চ টেকনিক্যাল স্কুলের শিক্ষক।

১৯২১ — জোলিন্‌গেন-এ কমিউনিস্ট সংবাদপত্র 'বের্গিশে আরবাইটেরস্টিমে'-র সম্পাদক।

১৯২২-১৯২৩ — ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মাইন-এ প্রাইভেট ইনস্টিটিউটে কাজ।

১৯২৪ — জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের প্রতিনিধি। ডিসেম্বরের শেষে — সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন।

১৯২৫-১৯২৯ — মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ইনস্টিটিউটের তথ্য বিভাগে রীডারের পদে এবং রাজনীতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সচিবরূপে সংগঠন বিভাগে কাজ। ১৯২৫ সনের মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ প্রাপ্তি।

১৯৩০, জানুয়ারি — ১৯৩৩ সনের বসন্তকাল — চীনে কর্মকাল।

১৯৩৩, ৬ সেপ্টেম্বর — রিখার্ড জোর্গের টোকিও আগমন।

১৯৩৫, জ্বলাই — ১৬ আগস্ট — সোভিয়েত ইউনিয়ন যাত্রা।

১৯৩৬, ২৬ ফেব্রুয়ারি — জার্মানি ও জাপানের মধ্যে 'কমিণ্টার্ণবিরোধী চুক্তি' সম্পাদনের কথা জোর্গে 'কেন্দ্রকে' জানান।

১৯৩৮, ১২ মে — জোর্গে মোটরসাইকেল-দুর্ঘটনায় পতিত।

১৯৪০, ২৭ সেপ্টেম্বর — জাপান, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে সামরিক জোট বিষয়ক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন। ১৮ নভেম্বর — জার্মানির দিক থেকে আগ্রাসনের প্রস্তুতি সম্পর্কে জোর্গে 'কেন্দ্রকে' সতর্ক করে দেন।

১৯৪১, মার্চ — সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের হিটলারী পরিকল্পনা সম্পর্কে জানান। ২১ মে — সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানি যে সেনাবাহিনী ও ডিভিশনের সমাবেশ ঘটিয়েছে তাদের সংখ্যা জানান। ৩০ মে — জার্মানির সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সময় নির্দেশ করেন। ৬ সেপ্টেম্বর — সোভিয়েত সরকারকে এই মর্মে আশ্বাস দেন যে জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে না। ১৮ অক্টোবর — জোর্গে এবং সংস্থার অন্যান্য সদস্যবর্গ গ্রেপ্তার।

১৯৪৩, ২৯ সেপ্টেম্বর — টোকিওর জেলা আদালত কর্তৃক রিখার্ড জোর্গের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জ্ঞাপন।

১৯৪৪, ৭ নভেম্বর — জোর্গের প্রাণদণ্ড।

১৯৬৪, ৫ নভেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর নির্দেশে রিখার্ড জোর্গেকে মরণোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব প্রদান।

‘প্রগতি’ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

ন. ভিশনেভা-সারাফানোভা ॥ সোভিয়েত নারীর প্রতিকৃতি

বইটিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে মেয়েদের অবস্থার সঙ্গে জড়িত সমস্ত মূল সমস্যার উপরই আলোকপাত করা হয়েছে; সমস্যাগুলি একাধারে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে।

বইটির প্রধান অঙ্গ হিসেবে রয়েছে ইংরেজ ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের এক সক্রিয় মহিলাকর্মীর সঙ্গে তাঁর সোভিয়েত সহালাপী তথা সাংবাদিক, বিজ্ঞানী আর মহিলাশ্রমিকদের আলাপ-আলোচনা। ইংরেজ এই মহিলার ইচ্ছে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে ‘মেয়েদের সমস্যার’ সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে পরিচিত হওয়া। উন্নত সমাজতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের ভূমিকা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি একান্ত বিশ্বাসজনকভাবে লিখেছেন বিপুল পরিমাণ প্রামাণিক তথ্যের সাহায্যে।

'প্রগতি' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে

জ. বাবাখান ॥ সোভিয়েত দেশে ইসলাম এবং মুসলিম সমাজ

লেখক হলেন মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের মুসলমানদের আত্মিক সংগঠনের সভাপতি।

বইটিতে বর্ণিত হয়েছে ঈশ্বরে বিশ্বাসী বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন গড়ার রীতিনীতি সম্পর্কে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে, মুসলিম পুরোহিত সম্প্রদায় তথ্য মোল্লা গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে মুসলমানদের বর্তমান জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলনে সোভিয়েত মুসলমানদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে, অন্যান্য মুসলমান দেশের সঙ্গে ব্যাপকভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের ভূমিকা সম্পর্কেও লেখক বিশেষভাবে বলেছেন।

বইটি চিত্র সম্বলিত।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

ИБ № 10379

Редактор русского текста *В. Г. Засимович*
Контрольный редактор *Н. П. Жукова*
Художественный редактор *Е. С. Морозова*
Технические редакторы *В. П. Перминова*,
Е. В. Джиоева
Корректор *А. К. Кожина*

Сдано в набор 31.03.1981.
Подписано в печать 23.04.1982.
Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «бенгали». Печать высокая.
Условн. печ. л. 14,7+0,94 печ. л. вклеек.
Уч.-изд. л. 20,92. Тираж 4605 экз. Заказ № 598.
Цена 1 р. 96 к. Изд. № 32028.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Прогресс»
Государственного комитета
СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 17.

Ордена Трудового Красного Знамени
Московская типография № 7 «Искра революции»
«Союзполиграфпрома» Государственного
Комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, 121019, пер. Аксакова, 13.

প্রগতি
প্রকাশন
মস্কো

সোভিয়েত গুপ্তকর্মী রিখার্ড জোর্গে (১৮৯৫-১৯৪৪) কারাগারে যে নোট লিখে গিয়েছিলেন তা

অবলম্বনে, বিপুল পরিমাণ দলিল, নথিপত্র, জোর্গের সহযোগী আর তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের স্মৃতিচারণ

রিখার্ড জোর্গে

এবং সোভিয়েত গুপ্তকর্মী সম্পর্কিত মৌলিক রচনাদির সহায়তায় গ্রন্থকারদ্বয় এই প্রতিভাবান, শক্তিমান মানুষটির জীবনপথ পরিক্রমার, তাঁর ব্যক্তিত্বগঠনের, তাঁর সংগ্রামী রূপ পরিগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থকারদ্বয় . তাঁদের রচনায় নায়কের ঐশ্বর্যময় অন্তর্জগতের পরিচয় উদ্ঘাটন করেছেন।

আখ্যায়িকার কেন্দ্রস্থলে আছে সোভিয়েত সামরিক গুপ্তসংস্থায় জোর্গের কাজ, চীনে এবং অতঃপর জাপানে তাঁর কার্যকলাপ।